বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-
দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

চতুর্থ পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৭৯।



সূচীপত্র।

এতৎপর্ব্বস্থ চিত্রের নির্ঘণ্ট।

CONTENTS.



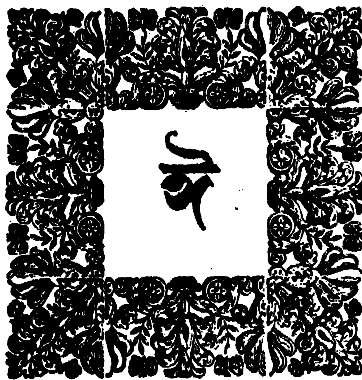
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, বৈশাখ। [৩৭ খণ্ড।

ভূমিকা।



শ্বরোজয়তি! তাঁহার প্রসাদে আমরা অদ্য বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত পত্রের প্রারম্ভ-সময়ে আমরা অক্ষমতা ও অল্পদর্শিতা প্রযুক্ত নানাবিষয়ে কুণ্ঠিত ছিলাম; কিন্তু সৎ[illegible] আশ্রয়ে ও পাঠকদিগের উৎসাহে অল্পকা[illegible] সে কুণ্ঠতার দূরীকরণ হইয়াছিল। তিন বৎসর কাল অবাধে যথানিয়মে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রকটিত হইয়া সংখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছে। তৎকালমধ্যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত-বিষয়ে অনেক বিবরণ পাঠকমণ্ডলীর সুগোচর হয়। ভুবনবিখ্যাত চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের মহিমা—প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান—শিখ পাঠান ভীল গোণ্ড প্রভৃতি নানা জাতির বিবরণ, ও প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত—বিবিধার্থে নিয়ত আন্দোলিত হইয়াছে। অধিকন্তু পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা, জোয়ার ভাঁটা বৃষ্টি বায়ু ভূমিকম্পাদি স্বভাবসিদ্ধরহস্যব্যাপার, জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের উৎপত্তি, নীল সোরা লবণ রেশম শাল সূক্ষ্মবস্ত্রাদি বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় বিবিধার্থ আপন নামের সার্থকতা-সাধনে সর্বদা অনুরক্ত ছিল। তৎপাঠে কাহাকেও বিরক্ত হইতে হয় নাই; কি পণ্ডিত, কি বিষয়ি ব্যক্তি, কি বালক, সকলেই বিবিধার্থের সমাদর করিতেন। যাঁহারা পাঠ করিতে নিতান্ত অক্ষম তাঁহাদের পক্ষেও বিবিধার্থ নিরর্থক হয় নাই; সুচারুচিত্র-দর্শনাভিলাষে তাঁহারাও বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। একপল্লীর দুইখানি পর্ণকুটীরের ধ্বংস, অপর পল্লীর তস্করকর্তৃক পাঁচ খানি জীর্ণ বস্ত্রের অপহরণ, এক স্থানের গ্রাম্য প্রহরির পদপরিবর্ত্তন, অপর স্থানের জনৈক মদ্যপ বা লম্পটের মৃত্যুতে কোন সম্পাদকের শোকার্ণবে নিমগ্ন হওন, এবম্ভূত অকিঞ্চিৎকর নূতন সংবাদ বিবিধার্থে কদাপি প্রকাশ পায় নাই; উক্ত পত্র নিরর্থক অলীক গল্প ও মিথ্যা অদ্ভুত-বর্ণনায় উন্মত্তবদ্ভাব অল্পবয়স্কদিগের আশু

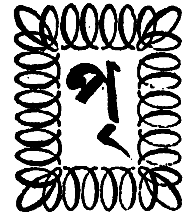
মনোহরণ করে নাই; পরনিন্দা পরাপবাদ ও ইতর কুৎসায় নিকর্ম্মক অলসানুরক্তদিগের কাল হরণের উপায়প্রদান করা বিবিধার্থের উদ্দেশ্য নহে; লম্পটদিগের প্রেমাস্পদ আদিরস-বর্ণনা বিবিধার্থ কালকুট জ্ঞানে সর্ব্বদা পরিহরণ করিয়াছেন; ফলতঃ দুর্নীতদিগের সাহায্যার্থে কোন বিষয়ই বিবিধার্থের গ্রহণীয় হয় নাই; সুতরাং উদ্ধতস্বভাব অলস লম্পট দুষ্ট কেহই ইহার রসাস্বাদন করে নাই। কেবল সৎস্বভাব বিদ্যানুরাগি নিরীহ ব্যক্তিরাই ইহার উদ্দেশ্য হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা ইহা যে সাহায্য পাইয়াছিল তাহা অশ্লীল-আদিরসম্পূর্ণ-পদ্য-গদ্য-গীতাবলী-পরিপূরিত কোন বাঙ্গালি পত্র এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা দ্বিতীয় পর্ব্বের প্রারম্ভে কহিয়াছিলাম "প্রতিমাসে দ্বাদশ-শত-সঙ্খ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া তদুপযুক্ত গ্রাহক-মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ড যদ্যপিও নিকৃষ্টকল্পে ক্রমশঃ দশ ব্যক্তির হস্তগত হইয়া থাকে তাহা হইলেও অযুতাধিক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছে।" সে অবস্থা সবিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল; পরন্তু তাহাতে আমাদিগকে কোনমতে নিরুদ্যম করে নাই। যে পত্রের অনুকরণে বিবিধার্থ সংস্থাপিত হয় তাহার দুই লক্ষ খণ্ড প্রতি সপ্তাহে বিতরিত হইত; ঐ পত্রপ্রকটনার্থে প্রায়ঃ দুই সহস্র মনুষ্য প্রত্যহ পরিশ্রম করিত; তদর্থে প্রতি সপ্তাহে চতুস্সহ, সের কাগজ ব্যয় হইত, এবং ঐ কাগজের বার্ষিক শুল্ক ৩৫,০০০ টাকা লাগিত। এতদ্দেশে যে মুদ্রাযন্ত্র আছে তাহাতে প্রত্যহ এক বা ডেড় সহস্র খণ্ড কাগজ মুদ্রিত হইতে পারে, সুতরাং দুই লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত করিতে হইলে ছয় মাস কাল প্রয়োজন হয়; কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ও যন্ত্রের কৌশলে বিলাতে ছয় মাসের কর্ম্ম অনায়াসে ছয় দিবসে নির্ব্বাহ হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা নিকৃষ্ট কল্পে ত্রিংশৎ লক্ষ মনুষ্য সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য-সমাজে আপন২ সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছে। বঙ্গদেশে চারি কোটি মনুষ্য বর্ত্তমান আছেন; মানসিক ক্ষমতায় তাঁহারা কোন জাতি অপেক্ষায় ন্যূন নহেন; বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলনেও তাঁহাদের ক্ষমতার অভাব নাই; অতএব সৎপথাবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় ও হিতজনক বিবিধার্থ চিত্তাকর্ষক সরল ভাষায় রচিত হইয়া অল্পব্যয়ে তাঁহাদের গৃহদ্বারে নীত হইলে যে তাঁহারাও বিলাতি পাঠকদিগের ন্যায় সদ্গুণের সমাদর করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদর্থে কেবল আমাদিগের সদ্বিবেচনা ও প্রযত্নের প্রয়োজন; তাহা হইলে যে বস্তু পূর্ব্বে অযুতাধিক লোকের গ্রাহ্য হইয়াছিল অধুনা তাহা যে লক্ষাধিক লোকের আদরণীয় হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর সেই পরমপ্রীতিকর অবস্থা আমাদিগের নিয়ত বাঞ্ছনীয়, অতএব আমরা পাঠকমহাশয়দিগের নিকট অনায় 256 Spiri ীকার করিতে পারি যে পূর্ব্বে এতৎ-238 Tal দনে যে প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করা য়াছিল এই ক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটি করা হইবেক না; এবং যাহাতে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের তথা সাধারণ জনগণের প্রদত্ত উৎসাহের উপযুক্ত পাত্র হওয়া যায় এমত চেষ্টা সতত করা হইবেক।



জয়স্তম্ভ।

জয়স্তম্ভ।



পৃথিবীস্থ সকল পদার্থই নশ্বর; পরন্তু মানব-জাতির সর্ব্বদা এই আগ্রহ আছে যে তাঁহারা আপন২ প্রিয় পদার্থ চিরকাল বর্ত্তমান রাখিবেন। এই অভিমানে গ্রন্থকার গ্রন্থ-রচনা করত মনে করেন যে ঐ পুস্তক আবহমান কাল বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার নশ্বর নাম সমস্ত আগন্তুকদিগের মনে বিরাজমান রাখিবে। পিতা পুত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই লালসা প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যেরা তড়াগ সরোবর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে সেই ফলের প্রাপ্তীচ্ছা করেন। ফলতঃ এই অভিমান মনুষ্যমাত্রেরই বর্ত্তমান আছে, এবং রাজারা ঐ অহঙ্কারবশতঃ জয়াদিরূপ কীর্ত্তির চিরস্মরণার্থে "জয়স্তম্ভ" স্থাপিত করেন। বস্তুতঃ ইহাকে কীর্ত্তিস্তম্ভ বলাই উচিত, কারণ সর্ব্বত্র জয়ের উদ্দেশেই স্তম্ভ স্থাপিত হয় না। কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিলে চিরস্মরণার্থে কৃত প্রায়ঃ সকল পদার্থেরই কীর্ত্তিমধ্যে অন্তর্ভাব হইতে পারে; অপর দেবালয় ধর্ম্মশালা পুষ্করিণী প্রভৃতি স্তম্ভরূপে পরিণত না থাকিলেও ঐ সকল কীর্ত্তিবিশেষের স্মারক চিহ্ন বটে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু তড়াগাদি নির্ম্মাণের অন্যান্য অনেক ফল আছে; জয়স্তম্ভ-স্থাপনের কেবল কীর্ত্তিবিশেষের চিরস্মরণরূপ একমাত্র ফল বলিতে হইবেক।

ভারতবর্ষের প্রায়ঃ অনেক স্থানেই নিজ২ যশঃস্মরণার্থে অনেককর্ত্তৃক জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত দেখা যাইতেছে। এই স্তম্ভ-স্থাপনের প্রথাও প্রায়ঃ সকল জাতির মধ্যেই প্রচরিত আছে।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক জয়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল ইহার প্রমাণ রামায়ণে দৃষ্ট হইতেছে। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার পৌত্র পরিক্ষিতও তদ্রূপ কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন; পরন্তু ঐ সকল কীর্ত্তিধ্বজা অধুনা বর্ত্তমান নাই; অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তৎসমুদায়ও কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। মিসর-দেশে পূর্ব্বকালীয় রাজারা এইকার্য্যে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; তৎকর্ত্তৃক অনেক সুচারু স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল; পরন্তু তাহাদিগাপেক্ষায় গ্রিক এবং রোমান্ জাতীয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহযুক্ত। তাহাদের কীর্ত্তি-স্মারক পতাকা প্রভৃত-ব্যয়ে অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমে নির্ম্মিত হইত। "পম্পের স্তম্ভ" নামে বিখ্যাত এক-খণ্ড-প্রস্তর-নির্ম্মিত মিশর-দেশীয় অত্যাশ্চর্য্য স্তম্ভ ইহার এক দৃষ্টান্ত স্থল; বোধ হয় তদ্রূপ বিস্ময়জনক কীর্ত্তিধ্বজা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। ঐ স্তম্ভের নিকট "ক্লিয়পেট্রার সূচিকা" নামক এক প্রস্তরস্তম্ভ আছে তাহাও অত্যদ্ভুত বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে যে সকল স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে অশোকরাজকর্ত্তৃক বাকরা, জয়পুর, দিল্লী, হরিয়ানা প্রভৃতি মধ্যদেশস্থ কএক স্তম্ভই অত্যন্ত প্রাচীন। তাহা প্রায়ঃ একবিংশতি শত বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছিল। তদনন্তর কনৌজাধিপতিরা প্রয়াগ ও আগরায় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করত আগন্তুকদিগের সুগোচরার্থে তদুপরি আপন২ বংশাবলি খোদিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎমাত্র সিদ্ধ হইয়াছে; যে অক্ষরে তাঁহারা আপন২ অনুশাসন লেখাইয়াছিলেন তাহা অধুনা অতি অল্পলোক পাঠকরিতে পারে; অপর যবন রাজারা তাহাও লুপ্ত করিয়া তদুপরি পারস্য ও আরব্য অক্ষরে আপন২ কীর্ত্তি বর্ণিত করিয়াছেন।

ইহার পর পৃথ্বীরায় দিল্লীনগরে এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তিধ্বজা সংস্থাপন করেন; তাহা প্রায়ঃ শতাধিক হস্ত দীর্ঘ, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহে নির্ম্মিত। কথিত আছে এইক্ষণকার অপেক্ষায় পূর্ব্বে তাহা দ্বিগুণ দীর্ঘ ছিল; কালক্রমে তাহার অধিকাংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। পৃথ্বীরায়ের প্রায়ঃ সমকালে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়; এবং তন্মধ্যে রাজা ইন্দ্রদেব "গরুড়ধ্বজ" নামে প্রসিদ্ধ স্তম্ভ স্থাপন করেন। তৎসংস্থাপনের কোন কারণ প্রচরিত নাই, পরন্তু প্রতীত হইতেছে যে মন্দির নির্ম্মাণের স্মারক বলিয়াই ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব্বে কনৌজের গুপ্ত রাজাদিগের সমকালে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হয়, এবং তাহাতেও কয়েক কীর্ত্তিস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র রাজারা সৎকীর্ত্তি-সাধনে যদ্রূপ তৎপর তৎস্মারক স্তম্ভ নির্ম্মাণেও তাহাহইতে কিঞ্চিৎমাত্র নিরুদ্যম ছিলেন না। মিবার-রাজ্যের রাজধানী চিতোরনগরে ইহার অনেক প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে. তন্মধ্যে বিজয় স্তম্ভ নামে বিখ্যাত এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সর্ব্বাগ্রগণ্য। তদ্দর্শন ভিন্ন তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায় না; চিত্রে তাহার কথঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি হইতে পারে; পরন্তু অন্ধমাতুল ন্যায়ে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র না জানা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া শ্রেয়ঃ এই বোধে আমরা তাহার একচিত্র প্রস্তুত করাইতেছি, যথা কালে পাঠকদিগের সুগোচর করিব।

কলিকাতায় জয়স্তম্ভ মাত্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে সমাধিস্থান বিজ্ঞাপক স্তম্ভ কয়েকটা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিলাতে কীর্ত্তিস্তম্ভ অনেক আছে, এবং তৎসমুদায়ও প্রচুর-প্রযত্নসহকারে নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার অবয়বের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে আমরা ৩ পৃষ্ঠায় এক বিলাতিস্তম্ভের চিত্র মুদ্রিত করিলাম, তাহা ইংরাজকর্ত্তৃক ফরাসিস্ দিগের পরাজয়-সূচক চিহ্ন, এবং প্রায়ঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ হইল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইতিহাসাদির পাঠমাহাত্ম্য।

ইতিহাসাদির পাঠমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অগ্রে ইতিহাসের লক্ষণ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য বোধ হয়; অতএব পাঠকবর্গের স্মরণার্থে ইতিহাসের লক্ষণ সংক্ষেপে করা যাইতেছে।

যে গ্রন্থে জনসমাজের বা কোন ব্যক্তি বা রাজবিশেষের কোন ঘটনা-বিশেষের বা ঘটনা-সমূহের নির্দ্দিষ্টকালের সহিত অবিকল সত্য বর্ণনা লিখিত থাকে, তাহার নাম ইতিহাস। তথা প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থে জনপদের আখ্যান ও রাজবর্গের রাজত্বকাল, রাজ্য-প্রণালী, বিচারের প্রথা, যুদ্ধবিগ্রহ-সন্ধির জয় পরাজয়, প্রভৃতি আখ্যায়িকা, ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বিবরণ ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবম্ভূত ইতিহাস পাঠের যে কত উৎকৃষ্ট ফল তাহার নির্ণয় সাতিশয় দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ বিবিধার্থসঙ্গ্রহ অতিক্ষুদ্রাধার। ইহার মধ্যে সেই অনন্তফলের উৎকীর্ত্তন করিয়া প্রকটন করিতে গেলে উক্তপত্রের নামের সার্থকতা থাকাই দুর্ঘট হইয়া পড়িবেক। অতএব এই স্থলে কেবল উক্ত মাহাত্ম্যের পরিচায়কস্বরূপ কতিপয় ফলের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়া সম্যগ্ সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে আমাদের অনেক বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক.

করে। সত্য কথা কহিতে হয়, পরের উপকার করিতে হয়, দীনে দয়া ও আর্ত্তে রক্ষা করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন যাচককে দান, প্রতিপাল্যে পালন, পিতৃমাতৃতে ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সতের সঙ্গ্রহ, অসতের নিগ্রহ, পরিজনে প্রীতি, দুর্জ্জনে ভীতি, সজ্জনে সম্মান, সন্তানে নীতিদান ও বৃত্তিবিধান ইত্যাদি সমস্তই সাংসারিকের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। এই সমস্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য-সাধনে মনুষ্যের প্রবৃত্তি কদাচই সকলের মনে স্বয়ং ব্যক্ত হইতে পারে না। এই প্রযুক্ত বাল্য-কালাবধি সদ্গুরুর সন্নিধানে নীতি-বিষয়ক সদুপদেশ পাইবার জন্য সমর্পিত হইতে হয়। ফলে গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বিহিতরূপে নীতিলাভ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পর অবধি যাবজ্জীবন সতত গুরুসন্নিধান ঘটিয়া উঠাও সহজ ব্যাপার নহে। পরন্তু পরম-কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধির এমনি অসাধারণ শক্তি দিয়াছেন যে আমরা আপ-নারা যে কর্ম্মসাধনে সক্ষম না হই অপরের দৃষ্টান্তানুসারে তৎসাধনে চেষ্টা পাইয়া থাকি। মহানুভবদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি দেখিলে যেমন অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তা-হাদের চরিত-পাঠেও সে ইচ্ছার কিছুমাত্র ব্যা-ঘাত জন্মে না। এস্থলে আমাদের প্রস্তাবিত ইতিহাসই প্রকৃত গ্রন্থ ও তৎপাঠই প্রকৃত ফলের উপযোগী। ইতিহাসপাঠে যাদৃশ অধিক উপ-দেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে নানা কারণ প্রযুক্ত গুরুর নিকটহইতে তাদৃশ ফলের আশা কদাপি সম্ভবে না। বস্তুতঃ ইহা গুরুহইতেও গুরুতর তাহার সংশয় নাই। কে কেমন রাজা, কাহার কেমন বিচার, কে কিরূপ দুর্দ্দান্ত, কে কিরূপ শান্ত, কে কীদৃশ রণদক্ষ, কে কিপ্রকার সাধুপক্ষ, কেবা কতদূর ন্যায়পর, কেবা কতদূর স্বার্থপর, কে কেমন সচিবপ্রধান, কেবা কেমন স্বপ্রধান, কেবা কতবড় যশস্বী, কেবা কতবড় তেজস্বী, ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। মনুষ্যের রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহার-প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ আছে ইতিহাস-গ্রন্থই তাহার আদর্শ-স্বরূপ। এই গ্রন্থে যে মহোদয়গণের চরিত সকল বর্ণিত হয় তাহার কিছুমাত্র অলৌকিক ও অসম্ভব নহে। সকলই লোকসিদ্ধ, এবং সকলই যত্ন-সাধ্য। অলৌকিক, অপ্রসিদ্ধ, এবং প্রৌঢ়িবাদ, অত্যুক্তি বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করিবার যোগ্য নহে।

ইতিহাসের যে রূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, তল্লক্ষণান্বিত কোন গ্রন্থ এতদ্দেশে দৃষ্টি গোচর হয় না। শ্রীমন্মহাভারতই আমাদের দেশে ইতিহাস-স্থলাভিষিক্ত। অনেকে ইহাকেই ইতিহাস-প্রধান বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু আমাদিগের অভি-প্রায়ানুসারে যে সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত হইলে ইতিহাস বলা যায়, ইহাতে তাহার কিয়দংশের অভাব আছে। কোন২ অংশ সঙ্গত করাইলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভদ্র হইয়া উঠে না। ভূরি২ রাজ চরিতাদি বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু তাহা অতিবাদ-তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া প্রসন্নতার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। বিশেষতঃ ইহার স্থানে২ এত অঘট-ঘটনাসকল বর্ণিত আছে যে, সে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হই-য়া প্রতীত হইলে প্রকৃত ফল উৎপন্ন হওয়ার ব্যাঘাত হয়।

পরন্তু আমাদের মহাভারত প্রকৃত ইতিহাস হউক বা নাই হউক, ইহা পাঠ করিলে প্রচুর

ফললাভ হয় একথা বলিতে চিত্ত কোনরূপেই সঙ্কুচিত হয় না। ইহার ফলজনকতা ও সমাদর এত অধিক যে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ইহা পঞ্চম বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রস্থান-ভেদকার মধুসূদন সরস্বতী ভারতকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে নিবেশিত করিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মের চতুর্দ্দশস্থান গণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"বেদ চতুষ্টয় ও ছয় বেদাঙ্গ এবং পুরাণ, ন্যায় মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যাও ধর্ম্মের স্থান" *।

এই ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মহাভারত ও রামায়ণও নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে "মহাভারত-পঞ্চমং" এই বাক্যদ্বারা ভারতের পঞ্চমবেদত্ব-সংস্থাপন করিয়াছেন। মহাভারতকে সমাদর ও মান্য করিয়া যিনি যাহা বলুন না কেন, ভারতকর্ত্তা ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস ভারত-গ্রন্থে আপনিই ইহাকে পুরাণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে পুরাণের কীর্ত্তন করিয়াছেন, সকল ব্রহ্মর্ষিরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন" †। অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন,

"এই পবিত্র বেদতুল্য শ্রুবণমনোহর পুরাণ শাস্ত্রকে ঋষিরাও স্তব করিয়াছেন" ‡।

বেদব্যাস ভারতকে পুরাণ নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরাণের অষ্টাদশ সংখ্যার গণনাস্থলে ভারত পরিগণিত হয় নাই। যাহা হউক মহাভারত ও পুরাণ-উপপুরাণ-প্রভৃতি পাঠ করিলে অনেক ফল হয় ইহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রকারেরাও পুরাণ-পাঠের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"কেবল পুরাণপাঠে তাবৎ শাস্ত্রপাঠের ফল হয়। এবং কেবল পুরাণার্থজ্ঞান হইলে তাবৎ শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধহইতে অবশিষ্ট থাকে না" *। ফলে শত২ সাহিত্য-শাস্ত্রদ্বারা যে সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা জ্ঞানহইতে পারে কেবল পুরাণশাস্ত্রেই তাহা অক্লেশে হইতে পারে সন্দেহ নাই।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। যথা,

"তিনি কহিলেন হে ভগবন্! আমি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছি"। †

"ঋক্ যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ, এসমস্তই এইপরিদৃশ্যমান মহাভূতের নিশ্বাস নির্গত বস্তু"। ‡

পরন্তু এস্থলে ইহাবক্তব্য যে উপনিষদের মধ্যে যে ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে তাহা আমাদের প্রস্তাবিত পুরাণ ও ইতিহাস একথা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না; কারণ বেদভাষ্যে ও উপনিষদ্ভাষ্যে মাধবাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টরূপে লিখিয়া

* 'পুরাণন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥

† "দ্বৈপায়নেন যৎপ্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সর্ব্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতং॥
আদিপর্ব্ব। ১ অং ১৭ শ্লোক।

‡ "ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিত্রমপি চোত্তমং।
শ্রব্যাণামুত্তমঞ্চেদং পুরাণমৃষিসংস্তুতং।
আদিং ৬২ অং ২২৯৮ শ্লোক।

* যস্মিন্ শ্রুতে শ্রুতং সর্ব্বং জ্ঞাতে জ্ঞাতং কৃতে কৃতং
বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মঃ সাক্ষাৎকারস্ত্বমেষ্যতি॥'
ছাং ৭ প্রপাং।

† 'সহোবাচঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং। সামবেদমাথর্ব্বাণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং॥

‡ 'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো।
যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসপুরাণং॥
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

গিয়াছেন এবং সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উপনিষদে ধৃত ইতিহাস ও পুরাণ স্বতন্ত্র; আমাদের প্রস্তাবিত ইতিহাস ও পুরাণ কোনক্রমেই ঔপনিষদিক ইতিহাস ও পুরাণ-হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন বেদের যে ভাগে দেবাসুরের যুদ্ধাদি-বর্ণনা আছে তাহার নাম ইতিহাস; এবং যাহাতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে তাহার নাম পুরাণ।

"দেবতারা ও অসুরেরা পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন" *। এই সমস্ত বাক্য ইতিহাস।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চরাচর বিশ্বের কিছুমাত্র ছিল না" †। এই সকল বাক্য পুরাণ। তদ্ব্যতীত "উর্ব্বশীপুরূরবা প্রভৃতির সংবাদ ও ইতিহাস"। ‡

এই উপনিষদের ইতিহাস ও পুরাণ আমাদের প্রস্তাবিত ইতিহাস ও পুরাণ হউক বা নাই হউক যুদ্ধাদি-সম্বলিত কোন সংবাদ-গ্রন্থের ইতিহাস নাম ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-যুক্ত গ্রন্থের পুরাণ নাম, এই বৈদিক-প্রণালীতেই দত্ত ও ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাতে সংশয় নাই। এতদ্দেশে পুরাণাদি পাঠের প্রথা অতি-প্রাচীন-কালাবধিই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। নৈমিষারণ্যে শনকাদি ঋষিরা সাবকাশমতে সূতের নিকট পুরাণ শ্রবণ করিতেন। পূর্ব্বকালে পুরাণ-বক্তৃতার ভার সূতনামক এক প্রকার স্তুতিপাঠক-জাতির হস্তে সমর্পিত হইত; এক্ষণেও সে প্রকার পাঠ ও শ্রবণের প্রথা প্রচলিত আছে। কেবল প্রথাই চলিত আছে এবং প্রথানুসারেই পাঠ ও শ্রবণ করা হইতেছে একথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা যাইতে পারে না। পাঠ ও শ্রবণ করিয়া আমাদের ফললাভেরও বাধা থাকিতেছে না। ভারত ও পুরাণাদি পাঠে আমাদের কি অপূর্ব্ব ফল লব্ধ না হইতে পারে? কেবল কুরুবংশ-পাণ্ডুবংশের বৃত্তান্ত পাঠই যথেষ্ট হইতে পারে। যুধিষ্ঠিরের চরিত পাঠ করিলে এমনি প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার এক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের গুরুতা ও রণদক্ষতা এত অধিক যে সহসা তুলনা করিয়া উঠা ভার। ভীমসেনের বলবিক্রমের বিষয় বর্ণনা করা বাহুল্য। কথিত আছে তিনি তাহার একমাত্র আস্পদ ছিলেন। নকুল সহদেবের অগ্রজে এত অধিক ভক্তি ছিল যে তাহার দৃষ্টান্তানুগামী হইলে অসাধারণ ভক্তিমান্ হইতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন, পাঞ্চালীর অসাধারণ পতিভক্তি ও ঈশ্বরে অচলা মতি ছিল। পাণ্ডবজননী কুন্তীর ভগবদ্ধ্যান-ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না; সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ হইতে পারিবেক এই আশায় তিনি নিরন্তর বিপদগ্রস্ত হইতেই প্রার্থনা করিতেন। এদিকে কৌরব-চূড়ামণি দুর্য্যোধন সুনিয়মে রাজ্যশাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে এক প্রধান নিদর্শন স্থল ছিলেন; অপর পরের দ্বেষ যে মহানর্থের মলীভূত কারণ, দুর্য্যোধন তাহারও এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই সমস্ত প্রধান২ নীতি ভারতীয় এই একটি কথাতেই উপলব্ধ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত স্থানে২ যে কত শত সহস্র অপূর্ব্ব২ নীতি আছে তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা ভার। পুরাণের মধ্যে কাশীখণ্ডে যখন রাজা হরীশচন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ করা যায় তখন তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে করুণারসে আর্দ্র করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখা-

* "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্।"

† "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।"

‡ 'ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশীপুরূরবসোঃ সংবাদাদিঃ। বৃহ দাং ৫০।

স্বাদন না করায়? মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মদালসার উপাখ্যান পাঠ করিলে সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি কি পর্য্যন্ত ভক্তি না করিতে হয়? ভারতীয় রাজধর্ম্ম ও বিষ্ণুপুরাণীয় পৃথুরাজার উপাখ্যান পড়িলে রাজধর্ম্মের কি পর্য্যন্ত জানিতে অবশিষ্ট থাকে? শান্তিরস-প্রধান ভারতের শান্তিপর্ব্ব পাঠে আমাদের কত দূর পর্য্যন্ত শান্তিলাভ না হয়! ভাগবতীয় জড়োপাখ্যানপাঠে জীবন্মুক্তের লক্ষণ জানিতে আর কি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে? তদুক্ত ধ্রুবচরিত পাঠকরিলে অনাথনাথ জগদীশ্বরের অপার দয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কখন ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায়? ফলে এতাদৃশ শুভকর পুরাণাদি পাঠ করিলে আমাদের ঐ সমস্ত অপূর্ব্ব ফল লাভ হয়, এবং ঐ সকল উপদেশ-গ্রহণে আমরা আত্মাকে চরিতার্থ ও যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিতে সমর্থ হই।

প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত কোন গ্রন্থ প্রথাবশতঃ না থাকিলেও আমাদের উপদেশক গ্রন্থজাতের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থে যদি কালবিশেষের বিশেষ২ নির্দ্দেশ থাকিত, এবং যথাযথ বর্ণিত হইত তাহা হইলে এ সকলের সার্ব্বজনীন সমাদরের আর ইয়ত্তা থাকিত না। এতদ্দেশে কালনিয়ামক কোন ইতিহাস লেখনের প্রথা না থাকাতে এই মহা বিস্তৃত ভারতরাজ্যের প্রধান২ রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত এককালে বিলুপ্তপ্রায়ঃ হইবারই সম্ভাবনা হইয়াছে। মহামহিম পৃথ্বীরাও শিবাজী প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতীয় রাজাদিগের জীবন চরিত অন্বেষিতে প্রবৃত্ত হইলে এ বিষয়ের কিছুমাত্র তত্ত্ব জানাও সাতিশয় দুর্ঘট হইয়া উঠে। যদি সাময়িক ইতিহাসাদি-গ্রন্থ-রচনার দেশীয় রীতি থাকিত, তাহা হইলে আর এমন সকল মহামহিমগণের কীর্ত্তির লোপাপত্তিসম্ভাবনা হইত না। ঈশ্বরেচ্ছায় এখনও যদি ইহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলেও দেশের যথেষ্ট উপকার।

রাঃ　বিঃ

টুপীজাতির বিবরণ।

পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী ইনিসী; আসিয়ার উত্তরাঞ্চলে সিবিরিয়ার মরুভূমিতে তাহা বর্ত্তমাম আছে, মনুষ্য তাহার তটে প্রায়ঃ নাই, এবং তৃণশস্যাদিরও বিরলপ্রচার। ভূমণ্ডলে ইহার তুল্য অপর তিন নদী আছে; তাহাদের নাম "আমাজন্" * "মিসিসিপী" এবং "ইয়াংসীকিয়াং"। এই নদীত্রয়ের মধ্যে আমাজনই শ্রেষ্ঠা। তাহা দক্ষিণ-অমরিকার ব্রেজিলরাজ্যে আণ্ডিস্-পর্ব্বত-হইতে আৎলান্তিক-মহাসমুদ্র-পর্য্যন্ত ৩৫৮০ ইংরাজি ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। দীর্ঘতায় এই নদী গঙ্গার অপেক্ষায় দ্বিগুণ, ও যমুনার অপেক্ষায় চতুর্গুণ হইবেক। ইহার গৌরববৃদ্ধি করণার্থে ষড়ত্রিংশৎ নদী ইহাকে করপ্রদান করিয়া থাকে, এবং ঐ করস্বরূপ প্রভূত-জলরাশিতে নিকটস্থ সমস্ত স্থান বন্যায় পূর্ণ হইয়া অবশেষে সমুদ্রেরও কিয়দংশ পরিপূর্ণ করে। এই অদ্বিতীয়া নদীর তট ইনিসীর তটের ন্যায় নিস্ফল

---

* এই নদীর তটে যুদ্ধবিশারদ অত্যন্ত বলবতী এক স্ত্রীজাতির নিবাস আছে, এই ভ্রমে ইহার নাম আমাজন্ রাখা হয়। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে "মারানন্" নামে বলিয়া থাকে। অপর ওরিলানা নামক এক জন প্রসিদ্ধ পর্টুগিস্ নাবিক এই নদী মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে এই হেতু তজ্জাতীয়েরা ইহাকে "ওরিলানা" শব্দেও কহে।



[Brazilian Indians.—From a Drawing by Rugendas.]

টুপী জাতির প্রীতিভোজন।

নহে; ইহার সর্ব্বত্র সুচারু বৃক্ষলতায় পরিশোভিত, এবং স্থানে২ নানাবিধ প্রজায় সমাকীর্ণ। পরন্তু সভ্যতা-স্বরূপ-অলঙ্কার ঐ প্রজারা কেহই প্রাপ্ত হয় নাই; সকলেই অসভ্য; অনেকে বস্ত্রাদি পরিধানেও অক্ষম। উপরিভাগে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তদৃষ্টে ইহাদের অবয়বের পরিজ্ঞান হইতে পারিবে।

এই অসভ্যেরা অনেকে ধান্যাদি রোপণ করিতে অদ্যাপি সক্ষম হয় নাই; কেহ২ কৃষিকর্ম্মে সুপারগ হইয়াছে। ইহাদিগের প্রধান জাতির নাম টুপী। তাহারা আমাজন্ নদীর মধ্যদেশে বাস করে। তাহাদের খাদ্য দ্রব্য ভুট্টা এবং টাপিয়োকা নামক বৃক্ষের মূল। ঐ বৃক্ষমূলে আরারুটের ন্যায় এক প্রকার পালো উৎপন্ন হয়। সেই পালোর রোটিকা বানাইয়া এই লোকেরা অতি সাবধানে রক্ষা করে। ক্ষুধার সময় ঐ রোটিকা তাহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে, এবং বন্যার সময় প্রজাদিগের একমাত্র জীবনাবলম্বন বলিয়া গ্রাহ্য হয়। অপর ঐ রোটিকা কিয়ৎকাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে এক প্রকার সুরা জন্মে, তাহাই প্রস্তাবিত অসভ্যদিগের প্রধান পেয় দ্রব্য। ক্ষেত্রে শস্য বপন করিতে হইলে ইহারা আদৌ ঐ মদ্যপানে উন্মত্ত হয়, শস্য গৃহে আনীত হইলেও ঐ উৎসব হইয়া থাকে; সন্তানের জন্মে ও পুত্রাদির বিয়োগেও ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ; ফলতঃ কি বিবাদে কি বিশাদে কি সুখসংবাদে সকল উপ-

লকেই এই মদ্যের প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ উপাদেয় ফলনির্য্যাসেও সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদায়ই টুপী জাতীয়দিগের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে।

অসভ্য জাতি মাত্রেই কৃষিকর্ম্মাপেক্ষায় মৃগয়ায় অধিক অনুরক্ত, এবং টুপী জাতীয়েরা সেই নিয়মের বহির্ভূত নহে। তাহারা অনেকেই ব্যাঘ্র-শুকরাদি বন্য পশু বধ করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিয়া থাকে। মুদ্রিত চিত্রে একজন মৃগয়ার্থী যাগোয়ার-নামক একটি চিতাব্যাঘ্র বধ করিয়া আপন আত্মীয়দিগের প্রীতিভোজনের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমাজনের তটে লবণ নাই, সুতরাং টুপী জাতীয়েরা মৎস্যমাংসাদি লবণাক্ত করিয়া রাখিতে পারে না; অতএব শীতকালের সঞ্চয়ার্থে অন্যোপায় করিতে হয়। তদ্বিশেষ এই; ব্রেজীলদেশে অনেক কূর্ম্ম আছে; যে সময়ে তাহারা অণ্ড-প্রসব-করণার্থে তটে আইসে, তৎকালে এই মনুষ্যেরা ঐ জীবকে উলটাইয়া ফেলিতে পারিলেই খাদ্যের সংস্থান হয়; কারণ তখন কূর্ম্মেরা আর চলিতে পারে না, সুতরাং তৎকালে অনায়াসে তাহার পৃষ্ঠদেশে ছিদ্র করিয়া অনেক কূর্ম্ম একত্র বন্ধন করা যাইতে পারে। পরে ঐ সকল কূর্ম্মকে জলে ফেলিয়া বন্ধন-রজ্জু নৌকার পার্শ্বে সংলগ্ন করত অক্লেশে সংহারির গৃহদ্বারে আনা যাইতে পারে, পরে তথায় কুণ্ড-মধ্যে রাখাও দুষ্কর কর্ম্ম নহে। শীত কালে ঐ কূর্ম্ম-মাংসে অনায়াসে পরম সুখে দিনপাত হয়, কারণ কথিত আছে তদপেক্ষা উত্তম সুস্বাদু অতি অল্প দ্রব্য আছে।

মৎস্যধৃতকরণে টুপীজাতীয়েরা জালের ব্যবহার জানে না; তদর্থে তাহারা আদৌ এক প্রকার লতা চূর্ণ করিয়া জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করে; তাহাতে তত্রত্য সকল মৎস্য উন্মত্ত হইয়া জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে, এবং সেই অবকাশে টুপীরা অনায়াসে বাণদ্বারা ঐ মৎস্য ধৃত করে।

টুপীজাতীয়েরা অদ্যাপি লৌহাস্ত্র-নির্ম্মাণে সক্ষম হয় নাই। তাহাদের প্রধান অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ এবং তৎসাহায্যে তাহারা অনায়াসে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এতদ্ভিন্ন কূর্ম্মাস্থির কুড়ুল, কুম্ভীর-দন্তের বাটালী, শূকরদন্তের রেঁদা, প্রস্তর-নির্ম্মিত বাইস, প্রভৃতি অপর কতক্গুলি অস্ত্রও ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং তৎসাহায্যে ইহারা যে প্রকার সুন্দর নৌকা চৌকি মেজ বাদ্যযন্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে অন্যত্র অনেকে লৌহ অস্ত্রেও তদ্রূপ করিতে পারে না।

অল্পবুদ্ধি অসভ্য লোকের ঈশ্বরজ্ঞান স্পষ্ট হয় না; তৎপরিবর্ত্তে তাহারা প্রত্যেক আপদের এক২ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাস্বীকার-পূর্ব্বক প্রয়োজন-মতে তাহারই উপাসনা করে। টুপীদিগের তদ্রূপ অনেক দেবমূর্ত্তি আছে; সামান্যতঃ তাহা গৃহের একপার্শ্বে পড়িয়া থাকে, প্রয়োজন হইলেই টুপীরা তাহা বাহির করিয়া পূজা করে। অপ্রসিদ্ধ কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে নূতন দেবতারও সৃষ্টি হয়, এবম্প্রকারে তাহাদের বংশের ন্যায় তাহাদের দেবগোষ্ঠীরও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা আশু বিস্ময়জনক হইতে পারে যে মনুষ্য সময়ে২ কি নিমিত্তে নূতন২ দেবতার কল্পনা করিবে? পরন্তু কুত্রাপি এমত মনুষ্য-সমাজ নাই যেখানে কতক ব্যক্তি বুদ্ধি-কৌশলে অন্যের উপর আধিপত্য না করে; সকল দেশেই এমত২ মনুষ্য আছে যাহারা আপ্তসিদ্ধ ভূতসিদ্ধ রোজা ঝাড়ান দেবদূত

প্রভৃতি নানা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অলৌকিক-ক্ষমতার ছলে প্রতারণা-পূর্ব্বক সরল ব্যক্তির সম্পত্তি অপহরণ করে। ভূত প্রেত দেবতা দানবের বৃদ্ধি না হইলে তাহাদের লাভের হানি হয়; অপর অসভ্য জাতীয় ব্যক্তি যাহাদের সদ্সৎ বিচারের ক্ষমতা সুপরিমার্জ্জিত হয় নাই তাহাদের মধ্যে এ প্রকার কাল্পনিক প্রজার বৃদ্ধি করা দুষ্কর নহে; সুতরাং টুপীদিগের মধ্যে ঐ ভৌতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

গন্ধদ্রব্য।

বহুকালাবধি গন্ধদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন্ কালে ইহা মনুষ্য-জাতি-কর্ত্তৃক প্রথম ব্যবহৃত হয়, এবং কোন্ দেশের লোকেরা তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রথম প্রচলিত করে, ইহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। ইউরোপীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মতে ঐ সুখসম্বর্দ্ধক বস্তুসকল প্রথমতঃ ইলাম নামক দেশহইতে ইউরোপখণ্ডে আনীত হইয়াছিল; এক্ষণে সেই দেশ পারস্যদেশ নামে বিখ্যাত। অতি পূর্ব্বকালে তথাকার লোকেরা ঐ সকল সামগ্রীদ্বারা মিসর দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। যিহূদিদিগের ধর্ম্মব্যবস্থাপক মূসাকর্ত্তৃক রচিত "আদিপুস্তক" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যাকুব নামে এক ব্যক্তির দ্বাদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যোযেফ্ নামা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটিকে সে অত্যন্ত স্নেহ করিত; এজন্য তাহার আর আর ভ্রাতারা ক্রোধ-পরবশ হইয়া যোযেফ্কে ইস্মাইল্-দেশীয় বণিক্দিগের নিকট বিক্রয় করে। তৎকালে ঐ বণিকেরা নানা প্রকার মশলা, গন্ধরস, এবং বহুমূল্য ঔষধাদি গন্ধদ্রব্য লইয়া মিসর-দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল। যোযেফ্ বহুকালপর্য্যন্ত মিসর-দেশে বাস করে, তদুপলক্ষে সময়ক্রমে তাহার পিতা ভ্রাতা এবং অন্যান্য পরিবারেরা সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ক্রমশঃ বহুগোষ্ঠী হয়, এবং সেই স্থানে যে তাহারা গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার করিতে অভ্যাস করে, ইহা বহুকাল পরে ইস্রায়েল-রাজ্যে তাহারা প্রত্যাগমন করিলে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। অতএব মিসরদেশে বাস করিয়া ইস্রায়েলবংশীয় লোকেরা যে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত মূসার লিখিত আর এক খানি পুস্তকের নাম "যাত্রা পুস্তক।" ঐ যাত্রাপুস্তকের পঞ্চ বিংশতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, যে ইস্রায়েল-বংশীয় লোকেরা আরাধনা কালে মন্দির-মধ্যে ধূপ ধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইত; ও নানা প্রকার মশলাদ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের শরীরে লেপন করিত। তিনি আর এক প্রকার সদ্গন্ধ যুক্ত বহুমূল্য তৈলের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা কেবল অভিষেককালীন প্রধান যাজক এবং তাঁহার সন্তানেরা ব্যবহার করিতে পারিত, ও মন্দিরাদি পবিত্র স্থানে ব্যবহৃত হইত। প্রস্তাবিত গ্রন্থসকল প্রায়ঃ ৩৫০০ বৎসর প্রাচীন, অতএব ঐ পুরাকালেও যে বিবিধগন্ধদ্রব্যের প্রচার ও ব্যবহার ছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

এই গন্ধদ্রব্যের লক্ষণ করিতে হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে যে সকল বস্তুহইতে উড্ডিনশীল অনুপ্রমাণ পদার্থসকল বহির্গত হইয়া আমাদিগের নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে

প্রবেশ করে, পরে তত্রস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাদ্বারা মস্তীকে নীত হইয়া আঘ্রাণ-সুখ জন্মায় তাহার নাম গন্ধদ্রব্য। তন্নির্গত অণুপ্রমাণ অতিসূক্ষ্ম পদার্থের নাম গন্ধ বা সৌরভ। এবম্ভূত গন্ধদ্রব্য প্রায় সকল পদার্থহইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অম্বর মৃগমদাদি কতকগুলি উপাদেয় দ্রব্য জীবদেহে উৎপন্ন হয়; অপর কতকগুলি গন্ধদ্রব্য খনিজ বলিয়া গণ্য, কারণ তাহার উৎপত্তি-স্থান ভূমিগর্ভ। মৃত্তিকা স্বয়ংও কদাপি সুগন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে; পরন্তু গন্ধদ্রব্যের প্রধান আকর উদ্ভিজ পদার্থ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধদ্রব্যসকল প্রায় তরুহইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি কাষ্ঠে জন্মে; যথা অগুরু চন্দন কর্পূর; অপর কতকগুলির আধার পত্র, পচাপাত ও দোনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বৃক্ষের মূল ও ত্বকও অনেক সৌরভ-পদার্থের জন্মস্থান; অপর তাহার নির্য্যাস ও বীজও সৌরভদ্রব্যের উৎপাদনে অযশস্কর নহে; লোবান ধুনা এলা জায়ফল প্রভৃতি পদার্থ তাহার দৃষ্টান্ত। পরন্তু এতৎসমুদায় অপেক্ষা পুষ্পই শ্রেষ্ঠ। নয়ন ও নাসার একত্রে আনন্দ জন্মাইবার প্রধান আস্পদ পুষ্প। জাতি যূথি মল্লিকা মালতী গোলাপ প্রভৃতি অদ্বিতীয় পদার্থের সৌগন্ধ্য-স্বরূপ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার উপযুক্ত কোন পদার্থ ভূমণ্ডলে বিখ্যাত নাই। রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী মহাশয়েরা এই সকল পদার্থহইতে নানা প্রকারে বিবিধ সুগন্ধতৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এতদ্ভিন্ন এক অতি হেয় পদার্থহইতে ইহাঁরা এক আশ্চর্য্য আতর প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিলেও বিস্ময় হইতে হয় যে ইহাঁদিগের বিদ্যাকৌশলে অধুনা রূপলাবণ্য-সম্পন্না অনেক মনোহারিণীদিগের সুকোমল কপোল অশ্ববিষ্ঠা-নিঃসৃত সুগন্ধে আমোদিত হইতেছে! উক্ত আতর ঐ অকথ্য দ্রব্যে গন্ধকের দ্রাবক দিয়া প্রস্তুত হয়, এবং ইহার গন্ধ রোজমেরী নামক দোনার তুল্য; এপ্রযুক্ত তাহা বিলাতি-রোজমেরী বলিয়াই বিক্রীত হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয়ানদিগের ব্যবহৃত ধর্ম্মপুস্তকে এক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য গুল্মের বিষয় পাঠ করা যায়। তাহা কেবল যিহূদা দেশের দুই স্থানে জন্মাইত। ঐ গুল্মে বিস্তর আঠা নির্গত হইত; তাহা প্রথমতঃ চিক্কণ এবং পাণ্ডুবর্ণ বোধ হইত; কিন্তু বহুদিনপর্য্যন্ত রাখিলে তাহা বিবর্ণ হইয়া অতিস্বচ্ছ নির্ম্মল লোহিত বর্ণের গোঁদসদৃশ হইত। সুপ্রশস্ত ভূমি প্রস্তুত করিয়া তন্নিবাসি লোকেরা ঐ গুলম রোপণ করত বহুযত্নে তাহার বর্দ্ধনবিষয়ে চেষ্টান্বিত হইত; অত্যুচ্চ প্রাচীরদ্বারা ঐ ভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিত, ও রাজার আজ্ঞানুসারে প্রহরিগণ কোন ব্যক্তিকে ঐ স্থানের নিকটে যাইতে দিত না। গুল্মের সত্ত্ব পেয়দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া যে অমূল্য গন্দদ্রব্য উৎপন্ন হইত কেবল ইস্রায়েল-বংশীয় রাজাই তাহার ব্যবহার করিতেন। যে বর্ষে অধিক গুলম জন্মাইত সে বর্ষেও এক মনপরিমাণের অতিরিক্ত সত্ত্ব কোন মতেই উৎপন্ন হইত না। এই তরুর ছালহইতে স্বাভাবিক যে আঠা নির্গত হয়, তাহাকেও যিহূদা-দেশের লোকেরা অতি বহুমূল্য জ্ঞান করে।

রোম-রাজ্যাধিপতি টাইটস্ নামা মহারাজাধিরাজ যিরূশালম্ দেশ আক্রমণ করিলে পর তন্নিবাসি লোকেরা ঐ অত্যুৎকৃষ্ট গুল্ম রক্ষার

নিমিত্তে প্রাণপণে বিশেষ যত্ন করিয়াছিল। রোমের সম্রাটের মনে মনে বড়ই ইচ্ছা যে যিহূদা-রাজ্য হস্তগত করিয়া ঐ উপাদেয় গন্ধদ্রব্য সম্ভোগ করেন, কিন্তু যিহূদিরা কোন প্রকারে তাহা দিতে চাহিল না। তাহারা এক-বাক্য হইয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল, "যদি সম্যক্ চেষ্টাদ্বারাও আমরা স্বদেশকে রোমীয় লোকদের হস্তহইতে রক্ষা করিতে না পারি, তবে মহৌষধিরূপ গন্ধদ্রব্যের উদ্যানে অগ্নি দিয়া একেবারে তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। দেশ যাউক তাহাতে দুঃখ নাই; বিদেশি রাজা যে অস্মদ্দেশজাত অমূল্য দ্রব্য সম্ভোগ করিবে ইহা কোন মতে প্রাণে সহ্য হইবে না"। রোমাধিপতি এই বিষয়ের বার্ত্তা জানিতে পারিয়া সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন, যাহাতে কোন মতে এমত দুর্দ্দৈব না হইতে পারে। রাজাজ্ঞায় সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ যত্নে বহুসঙ্খ্যক পদাতিদ্বারা উদ্যান বেষ্টন করিয়া দেশ হস্তগত করিলেন, ইহাতে ইহুদিদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইল না। বহুদিন যিহূদা রাজ্য রোম-রাজ্যের অধীন হইয়া থাকে। রোমীয়েরা ঐ অমূল্য গন্ধদ্রব্যের রস লইয়া আপনাদিগের দেব-দেবীর আরাধনায় ব্যবহার করিত। এক্ষণে ঐ যিহূদা-রাজ্য তুরুষ্ক-দেশের অধীন হইয়াছে। তুরুষ্কের রাজা প্রতিবৎসর ঐ গুল্মের রস পাতা ছাল ও আঠা বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যে উদ্যানে ঐ গুল্ম রোপিত আছে, তাহার নিকটে বিদেশি লোকেরা যাইতে পায় না। পরন্তু কেহ২ দূরহইতে দেখিয়াছে উক্ত তরুর পাতা ধান্যের পাতার ন্যায়। ইহার মুকুল শুক্ল বর্ণ, এবং ইহার ফল জাম ফলের সদৃশ।

এতদ্ভিন্ন অপর এক গন্ধদ্রব্য তুরুষ্ক রাজ্যে বিখ্যাত আছে, তাহার নাম কুন্দুরু। যিহূদি লোকেরা তাহা অমূল্য রত্নস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকল আরাধ্য কর্ম্মেই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঐ দ্রব্যবিষয়ে এক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সেকন্দর বাদসাহ বালককালে ভূয়োভূয়ো যজ্ঞবেদী মধ্যে কুন্দুরু দিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া লিয়নিডস্ নামা তাঁহার শিক্ষাগুরু কহিলেন, "বৎস, ও কি করিতেছ? কুন্দুরু অতি অমূল্য গন্ধদ্রব্য; পুনঃপুনঃ তাহা যজ্ঞবেদী মধ্যে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। যে দেশে এই কুন্দুরু জন্মায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই দেশকে যদি কখন পরাজিত করিতে পার তবে এই রূপে তুমি কুন্দুরু যজ্ঞবেদী মধ্যে নিক্ষেপ করিও"। শিক্ষকের কথায় সেকন্দর অপ্রতিভ হইলেন, এবং মনে২ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি কখন এই গন্ধদ্রব্যোৎপাদক দেশকে হস্তগত করিতে পারি, তবে এ জীবনকে সার্থক করিয়া মানিব,'। পরে আরব-দেশ হস্তগত করিয়া কুন্দুরুদ্বারা পরিপূর্ণ অর্ণবপোত আপন শিক্ষাগুরু লিয়নিডসের নিকট প্রেরণ করিয়া আদেশ করেন, "এইক্ষণে আপনি যত ইচ্ছা তত কুন্দুরু যজ্ঞবেদীতে নিক্ষেপ করিবেন"।

আরব-দেশে যে জাতিরা পূর্ব্বোক্ত গন্ধদ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে টেবীয় জাতি কহে। যে নিয়মে উহার কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা সহজ নহে। অপর প্রতিবৎসর যে পরিমাণে ঐ গন্ধদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তজ্জাতিদিগের পূজনীয় টেবিট্‌নামা দেবতার পুরোহিতেরা তাহার দশাংশ গ্রহণ করে, অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহার অনেকাংশই রাজা এবং রাজকর্ম্মচারি প্রধান প্রধান লোকদিগের ব্যব-

হারের নিমিত্ত উপঢৌকন স্বরূপ কৃষক লোকদিগকে প্রদান করিতে হয়। তদবশিষ্ট কুন্দুরু ঐ টৈবীয় জাতীয়েরা বহুমূল্যে দেশীয়দিগের নিকটে বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ করে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে প্রায়ঃ সকল জাতিতেই গন্ধদ্রব্য মৃতশরীরে লেপন করিয়া থাকে, এবং অনেকে গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া শব দাহ করে। আরাধনা-কালে গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে না এমত লোক এই পৃথিবী-মণ্ডলে অত্যল্প আছে। খ্রীষ্টীয়ানেরা দেবোদ্দেশে আহুতি দিতে তৎপর নহে; পরন্তু তাহাদের মধ্যেও রোমান-কাথলিক্ সম্প্রদায় অদ্যাপি ধুনচিতে গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া যজ্ঞবেদীর মধ্যে সর্ব্বদা আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালের লোকেরা উপঢৌকন-দিবার সময়ে মণিমাণিক্য-স্বর্ণ-রজতাদি বহুমূল্য বস্তুর সহিত যে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিত তাহার শত শত প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে লিখিত আছে মহারাজ যুধিষ্ঠির যৎকালে হস্তিনাপুরে সিংহাসনারূঢ় হইলেন, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ লোকসকল ভারে ভারে গন্ধদ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান করিল। ইহারও প্রবাদ আছে যে কংসকে ধ্বংসকরণাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাতে যাত্রাকালে কুবজা নামে এক কুৎসিতা রমণী তাঁহাকে অগুরুচন্দন প্রদান করিয়াছিল, ইহাতে তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানপূর্ব্বক তাহাকে পরমরূপসী করিয়াছিলেন।

দেবতাদিগের পূজা গন্ধদ্রব্যদ্বারাই উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়। স্বর্ণমণিতে দেবতারা যে সন্তুষ্ট হন এমত প্রমাণ অতি বিরল; পরন্তু গন্ধ পুষ্পধূপ-দীপাদিদ্বারা পূজা করিলে যে দেবতারা পরমসন্তুষ্ট হন ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে, এবং তাহাতে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে যে পূর্ব্বকালের লোকেরা গন্ধদ্রব্যকে যে অতিশ্রেষ্ঠ বোধ করিত তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মিসরাধিপতি ফারোয়া ইস্রায়েল গোষ্ঠীর প্রতি কোপান্বিত হইলে, সেই বংশের আদিপুরুষ যাকুব আপন পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎসগণ! একটি কর্ম্ম কর, বৃদ্ধ বলিয়া আমার কথা অগ্রাহ্য করিও না; ভীষণ মূর্ত্তি ফারোয়া রাজার যদি প্রসন্নতা লাভে বাসনা থাকে, তবে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং ফল আহৃত করিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান কর"।

যে সকল দেশ এই পৃথিবীমধ্যে পূর্ব্বাবধি সভ্য বলিয়া পরিগণিত আছে, গ্রীক্‌রাজ্য তাহার মধ্যে একটি প্রধান বলিয়া বিখ্যাত। তদ্দেশীয় পরাক্রমশালী সেকন্দর রাজা পারস্য-দেশ জয় করিয়া তাহার ভূপতি দারার শিবিরমধ্যে বিস্তর গন্ধদ্রব্য প্রাপ্ত হন। রোমীয় লোকেরা এক সময়ে অতিবীর্য্যশালী ছিল, বাহুবলে এই ধরামণ্ডলের অনেক দেশকেই তাহারা আপনাদিগের অধীন করিয়াছিল; তাহারা যে পূর্ব্বোক্ত গ্রীক জাতিহইতে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঐ রোমীয় লোকেরা গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারে অতিশয় অনুরক্ত হইলে তদ্দেশীয় গ্রন্থকার প্লীনি নামা এক ব্যক্তি পণ্ডিত বিলাপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আহা সুবাস-বিশিষ্ট-বস্তু-সৌরভে অস্মদ্দেশস্থ লোকেরা কি বিমোহিত হইয়াছে! শিবির স্থিত সৈন্যেরাও ইহার জন্যে উন্মত্তপ্রায় হয়; কোন যুদ্ধে জয় হইলে তাহারা আপনাদিগের অস্ত্রশস্ত্রেও গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া শ্লাঘা করে।" রোমরাজ্যেশ্বর নিরোর স্ত্রীর কাল হইলে তিনি তা-

হার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে এতাদৃশ বাহুল্যরূপে গন্ধদ্রব্য ব্যয় করিয়াছিলেন, যে সম্বৎসরেও আরবদেশে তত গন্ধদ্রব্য জন্মায় না।

অধুনা পৃথিবীর সমস্ত ভাগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ উপলব্ধি হয় যে পূর্ব্বকালের লোকেরা যত গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিত এক্ষণকার লোকেরা তত ব্যবহার করে না। পূর্ব্বে আরাধনা এবং মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে পৃথিবীর সকল জাতিই ভূরি ভূরি গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিত; এক্ষণকার লোকসকলের যাগযজ্ঞ-ক্রিয়া-কলাপে গন্ধদ্রব্য-ব্যয়-করণে তাদৃশ সমাদর নাই। পূর্ব্বে তাবজ্জাতিরই উত্তম-মধ্যম-অধম সকলশ্রেণিস্থ ব্যক্তিই গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত। অপর শরীর পরিষ্কার রাখা যে একটি প্রধান ধর্ম্ম ইহা তাহাদের বিশেষ বোধ ছিল না। এজন্য শরীরে সুগন্ধ তৈল অথবা আর কোন সৌরভান্বিত বস্তু লেপন না করিয়া লোকসমাজে যাইবার যোগ্য হইত না; বোধ হয় দুর্গন্ধ নিবারণ হেতুই তাহারা বাহুল্যরূপে গন্ধদ্রব্যের ব্যহার করিত। পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা কি ছোট কি বড় সকল লোকেই আপনাদিগের শরীর পরিষ্কার রাখে, মলিন বস্ত্র পরিধান করে না, এজন্য গন্ধদ্রব্যেরও তাদৃশ প্রয়োজন নাই। লোকসমাজে যাইবার জন্য গন্ধদ্রব্য যে অতিশয় আবশ্যক কোন মনুষ্যই এমত বোধ করে না, বরং তাহা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া যে লোকেরা তাহা সাতিশয়রূপে ব্যবহার করে তাহাদিগকে এক প্রকার অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পরন্তু ভারতবর্ষে পূর্ব্বে উহার যে রূপ ব্যবহার ছিল এক্ষণেও সেই রূপ আছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে; এবং তাহা কোন মতে আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। গন্ধদ্রব্য মনোহর সুখসেব্য; তাহার সেবনে অবর্ণনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়; গ্রীষ্মকালের রৌদ্র-পরিতপ্ত-ক্লান্তেন্দ্রিয়ের শান্তিকর কেতকী ও গোলাব প্রভৃতি মনোহর পদার্থেই তাহা ব্যক্ত আছে, এবং পাঠকবৃন্দ তাহার সম্যগ্‌সম্ভোগে উপযুক্ত সাক্ষ্য হইয়াছেন। পরন্তু পূর্ব্বকালে এই পদার্থ যে রূপ বহুমূল্য ছিল, অধুনা তাহার অন্যথা হইয়াছে। বোধ হয় এক্ষণে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব ও গন্ধদ্রব্য কি রূপ কৌশলে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা অনেকেই জানিয়াছে, সুতরাং অধুনা আর পূর্ব্ববৎ মূল্যের আধিক্য নাই; কারণ বস্তু অনায়াস প্রাপ্য হইলেই আর তাহার মূল্যের গরিমা থাকে না।

এক্ষণে যত গন্ধদ্রব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে গোলাবী আতরের ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট মনোরম গন্ধ আর কোন বস্তুর নাই। পৃথিবীস্থ সকল জাতিতেই তাহার বহুসমাদর করে, কেবল কোন ২ ইংলণ্ডীয় মহাপুরুষেরা উহার সৌরভকে অতিশয় উগ্রগন্ধ বলিয়া অনাদর করিয়া থাকে। অম্বর এবং মৃগনাভি প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের স্বাভাবিক গন্ধ অতিশয় উগ্র হইয়া থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহা সহ্য করা যায় না। কিন্তু উদ্ভিজ্জাদির সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ গন্ধ অতি সুখাবহ হয়।

গন্ধ দ্রব্য মনুষ্যদিগের অনেক উপকারক তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঘ্রাণ লইলে চিত্ত প্রফুল্ল করে, নির্ব্বলির বল হয়, এবং শরীরের জড়তাকে দূর করে, ইহার শতশত প্রমাণ দেখা গিয়াছে। কিন্তু সাবধান হইয়া বিশেষ যত্নের সহিত উহা ব্যবহার না করিলে তদ্দ্বারা অপকৃষ্ট ফলোৎপন্নও হইতে পারে। বায়ুর সহিত গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত হইলে ঐ বায়ু অসুখজনক হইয়া উঠে।

খদায়ক হয় এজন্য যে গৃহে অবস্থিত হইয়া গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহার বায়ু উত্তমরূপে সঞ্চালিত হইতেছে কি না বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অপরিশুদ্ধ বায়ু নিশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিয়া অনেক ব্যক্তি ক্লেশ পাইয়াছে এমন শত শত প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। আর গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই শরীর-পরিষ্কার-বিষয়ে লোকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মলিন দেহে তাহা ব্যবহার করিলে অতিশয় অহিত কারক হয়; এবং মনেরও স্বচ্ছন্দতা জন্মে না। অনেকে অঙ্গমার্জ্জন-বিষয়ে অমনোযোগী হওত সর্ব্বদা আপনাদিগের পরিচ্ছদ মধ্যে ভূরি ভূরি গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এতাবৎ বিষয় দৃষ্ট করিয়া বুঝিলে উত্তমরূপে উপলব্ধি হয়, যে শরীর পরিষ্কার রাখা মনুষ্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম; পরিষ্কার-বিষয়ে মনোযোগ থাকিলে স্বভাবতই চিত্ত প্রফুল্ল থাকে, গন্ধদ্রব্যের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীজাতিমাত্রেই গন্ধদ্রব্য-ব্যবহারে অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মসকল প্রতিপালন না করিয়া যেন তাহারা গন্ধদ্রব্যের প্রতি মনোযোগ না করেন।

ম. মু.।

সিয়াম-দেশীয় স্ত্রীসেনা।

অন্যান্য রাজ-সৈন্যের ন্যায় সিয়াম-দেশের সৈন্যসকলও নানা দলে বিভক্ত; তন্মধ্যে একদল সৈন্য আছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের বেতন পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদিও সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। ঐ দলস্থ সৈন্যের সঙখ্যা ৪০০। তন্মধ্যে পুংজাতিমাত্রেরই সংস্রব নাই; সৎকুলোদ্ভবা রূপযৌবনসম্পন্না ত্রয়োদশ-বৎসর-বয়স্কা কামিনীরা এই সৈন্য-দলে নিবিষ্টা হন, এবং তদবধি ২৫ বৎসরপর্য্যন্ত রাজদেহ-রক্ষা করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ম্ম; তৎপরে রাজার অট্টালিকা রাজোদ্যান প্রভৃতি রাজসম্পত্তির রক্ষা করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এই দলস্থ সকলেই অবিবাহিতা থাকিতে প্রতিশ্রুত হন; কেবল রাজার অভিরুচি হইলেই ঐ প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন হইতে পারে। দেখিতে এই দলস্থা পদাতিকারা অতীব সাহসিকা, এবং যুদ্ধবিদ্যায় সর্ব্বতোভাবে পারদর্শিনী। ইহারা প্রথমতঃ সুবর্ণ জড়িত শুক্লবর্ণের বনাত-নির্ম্মিত জামা পরিধান করত তদুপরি স্বর্ণমণ্ডিত লৌহ কবচদ্বারা দেহ আবৃত করে। ঐ জামা হাঁটু অবধি ঝুলিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা বাহু আবৃত হয় না। ইহাদের শিরোভূষণ এক প্রকার ধাতুনির্ম্মিত টুপি। ইহাদের প্রধান অস্ত্র বল্লম; তদ্ভিন্ন ইহারা বন্দুক পিস্তল খড়্গাদি অস্ত্রের চালনেও অতীব নিপুণা। এই দল চারি অংশে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক অংশের এক২ জন কর্ত্রী আছে, তাহাদিগকে "কাপ্তেন" বলিলে বলা যায়; এবং তাহারা সকলেই এক প্রধানার অধীনে কাল যাপন করে; সুতরাং ঐ প্রধানা তাহাদিগের কর্ণেল্ বা জাঁদরেল্। ঐ প্রধানার পদে কাহাকে নিযোগ করিতে হইলে রাজা স্বয়ং তিন দিবস পুনঃ২ দলস্থ সকলের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জ্ঞান করেন তাহাকেই নিয়োজিত করেন। গত পাঁচ বৎসরাবধি এই দলের যে প্রধানা আছে সে মৃগয়া-কালীন রাজাকে ব্যাঘ্রাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া ঐ পদ পাইয়াছে। ঐ অবলা জাঁদরেলের সেবার নিমিত্ত দশটী হস্তী নিযুক্ত আছে; এবং রাজার পুত্র-কন্যারা যে সম্মান

প্রাপ্ত হন এই জাঁদরেলনীরও সেই রূপ সম্মান হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত সৈন্য-দলের প্রত্যেক ব্যক্তির সেবার নিমিত্তে পাঁচ জন করিয়া কাফ্রী স্ত্রী নিযুক্ত আছে, এবং সপ্তাহে দুই দিবস করিয়া এক প্রশস্ত রণক্ষেত্রে গিয়া ইহারা সকলে আপন২ অস্ত্র শিক্ষা করে; এবং তাহারা সুশিক্ষিতা হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে রাজা স্বয়ং প্রতিমাসে এক২ বার ঐ শিক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিপুণতা দর্শন করেন; তথা উপযুক্ত পাত্রকে বলয়কঙ্কনাদি অলঙ্কার পুরস্কার দেন। পরস্পর কলহ হইলে এই রণনিপুণা রমণীরা প্রধানার অনুমতি লইয়া সমস্ত দলের সম্মুখে অস্ত্র-যুদ্ধ করেন; ইহাতে এক২ জনের প্রাণ-নাশও হইয়া থাকে। পরন্তু ইহাঁরা এতাদৃশ সচ্চরিত্রা ও আপন২ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনুরক্তা, যে ইহাঁদিগের মধ্যে প্রায়ঃ বিবাদ বিসংবাদ হয় না, সুতরাং কোন দণ্ড বিধানেরও প্রয়োজন হয় না; কদাপি কেহ অপরাধিনী হইলে তিন মাস পদচ্যুতা করাই প্রচলিত দণ্ড।

হাইরাক্‌স্।

বালকেরা পথপ্রান্তে বসিয়া ধূলি লইয়া কত আকৃতিই না নির্ম্মাণ করে; কখন রাজার মূর্ত্তি নির্ম্মিত করিতেছে; কখন ভিক্ষুক গড়িতেছে; কখন বালক, কখন বালিকা, কখন সুন্দরী, কখন কুৎসিতা কদাপি হস্তী কদাপি ব্যাঘ্র, একবার অট্টালিকা, তদনন্তর পর্ণকুটীর, কখন হস্তির অবয়বে মনুষ্যের মুখনাসিকা, কখন সর্পের দেহে ব্যাঘ্রের মস্তক, ইত্যাদি যখন মনে যে ভাব উঠিতেছে তখনই তদনুরূপ নির্ম্মাণ করিতেছে, ও ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহার বিনাশও করিতেছে। নির্ম্মাণের পদার্থধূলিরও অপ্রাপ্তি নাই; অবকাশেরও অভাব নাই; অধিকন্তু তরুণ মনে ভাবোত্থিতিরও ক্লেশ নাই; সুতরাং তাহাদের নির্ম্মাণকীর্ত্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না; যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রস্তুত হইতেছে। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারের সহিত মহৎ পদার্থের তুলনা করিতে হইলে বিশ্বনির্ম্মাতার সহিত নানা প্রকারে সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে। তিনি কি পরম কৌশলে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন! কি আশ্চর্য্য-ক্রীড়া-তৎপর হইয়া কি নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত করিয়াছেন! কথিত আছে পাঁচ লক্ষ পৃথগ্‌জাতীয় বৃক্ষ পৃথিবীমধ্যে বর্ত্তমান আছে; ইহার এক২ জাতীয় বৃক্ষে কত প্রকার বর্ণ প্রদান করেন! এক২ জাতীয় বৃক্ষের সমস্ত অবয়ব তুল্য, অথচ কাহার পুষ্প শুক্ল, কাহার পুষ্প কৃষ্ণ, কাহার পীত, কাহার রক্ত, কাহার দুইতিন বর্ণে মিশ্রিত; ফলতঃ বোধ হয় যেন যখন যে বর্ণ মনে উদিত হইয়াছিল তাহাই প্রদান করিয়াছেন। পত্র, ফল ও কাণ্ড বিষয়েও এবম্প্রকার নানা ভেদ দেখান যাইতে পারে। অপর কেবল যে উদ্ভিজ্জ পদার্থেই এই অকস্মাৎ ভাবের দৃষ্ট হয় এমত নহে। জীবদেহেও ইহার সম্যক্ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুকপক্ষির নির্ম্মাণে কত বর্ণেরই প্রয়োগ না হইয়াছে! লাল সাদা কাল সবুজ হরিদ্রা গোলাবি যে কোন বর্ণ বা যে কোন প্রকারে মিশ্রিত বর্ণ ইচ্ছা করেন তাহাই ঐ জাতীয় পক্ষির অঙ্গে দেখা যায়। অবয়বে বৃহৎ ক্ষুদ্রেও কি আশ্চর্য্য ভেদ! প্রায়ঃ ময়ূরের ন্যায় বৃহৎ কাতুর নাম শুকের সহিত লটকন নাম শুকের কত প্রভেদ দৃষ্ট হয়! হরিণ মূষিক অশ্ব প্রভৃতি অপর জীবেরও এই প্রকার



হাইরাক্স্।

লক্ষণভেদ দেখা যায়। কোন পক্ষির দুই চঞ্চু; কাহার পুচ্ছ শরীরাপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ দীর্ঘ; কাহার পুচ্ছমাত্র নাই; কাহার চঞ্চুর অধোভাগে মৎস্য ধরিবার এক বৃহৎ জাল; কাহার তৎস্থানে খাদ্যদ্রব্যের এক ভাণ্ডার দৃষ্ট হয়; কাহার গর্ভের অধোভাগে এক থলি আছে তাহাতে অত্যন্ত শিশু শাবক প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অপর সেই থলিবিশিষ্ট পশুর ছোট বড় কতই ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে!

উপরে মুদ্রিত চিত্রে যে জীবের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে তাহা এতদ্বিষয়ের এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। দেখিতে ঐ জীব সামান্য খরগোষের তুল্য, এবং প্রাচীন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কেহ ইহাকে খরগোষ ও অন্যে কাঠবিড়াল বলিয়াছেন। পরন্তু ইহার শরীরের সমস্ত লক্ষণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরম আশ্চর্য্য হইতে হয়! ইহার গঠন ও অস্থির সঙ্খ্যা খড়্গির তুল্য; বোধ হয়, জগন্নির্মাতা বৃহৎ কায় খড়্গির তুলনায় একটী ক্ষুদ্র জীব বানাইয়া তাহার দেহ কেশে আবৃত করিয়া দিয়াছেন। অপর খড়্গীর ন্যায় ইহারাও তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে; কদাপি মাংস-ভক্ষণ করে না। এই জীবের পরিমাণ দীর্ঘতায় এক হস্ত এবং ঊর্দ্ধে ১০ অঙ্গুলী। স্বভাবতঃ ইহারা অতি ভীত; এবং অতিক্ষুদ্র পক্ষী দেখিলেও পলায়ন করে; কারণ বাজ পক্ষিরা ইহাদের পরমশত্রু, এবং দেখিবামাত্র ইহা-

দিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের জন্ম-স্থান আফরিকাখণ্ড; তত্রত্য পার্ব্বত্যগহ্বরে ইহারা বাস করে। গিনীপিগ ও খরগোষের ন্যায় ইহারা অনায়াসে পোষিত হইয়া থাকে; এবং আপন স্বামির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করে। গোর ন্যায় ইহারা জাওর কাটে; কিন্তু কখন কোনরূপ শব্দ করে না।

নিশ্বাস।

জীবনের এক প্রধান লক্ষণ শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ; কি স্থলচর কি জলচর সকল জীবেই এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; অপর বৃক্ষাদিতেও ইহার অভাব নাই; ফলতঃ শ্বাসগ্রহণ না করিলে কোন পদার্থই স্বতন্ত্র হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না। এই শ্বাসক্রিয়ার নাম "প্রাণনক্রিয়া"; এবং এই প্রযুক্ত জীবমাত্রকে প্রাণী বলা যায়। কথিত হইয়াছে যে বৃক্ষেরও শ্বাস আছে, সুতরাং এই লক্ষণানুসারে উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রাণী হইতে পারিত; কিন্তু বৃক্ষের শ্বাসকর্ম্ম আছে এবং তাহারা আমাদিগের ন্যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিশিষ্ট ইহা পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা জ্ঞাত ছিলেন না; সুতরাং প্রাণি-শব্দদ্বারা তাঁহারা উদ্ভিজ্জ পদার্থ লক্ষ্য করেন নাই।

শ্বাসগ্রহণের অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা গৃহীত বায়ু দেহস্থ শোণিতের সহিত পৃষ্ট হইয়া শোণিত পরিশুদ্ধ করিবে। এই নিমিত্ত দেহস্থ সমস্ত মলিন শোণিত নিশ্বাসযন্ত্রে নীত হয়; তথায় নিশ্বাসানীত বায়ুর অক্সিজিন্ নামক পদার্থ শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া তাহার কিয়দংশ ঐ শোণিতের মলা বিনষ্ট করিয়া এক প্রকার অনিষ্টকর বায়ু উৎপন্ন করে তাহা প্রশ্বাসদ্বারা দেহহইতে নির্গত হয়; এবং অপর অংশ পরিশুদ্ধ শোণিতের সহিত দেহের পুষ্ট্যর্থে সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়।

যদিচ স্থলচর জলচর ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার সৃষ্ট বস্তুরই শ্বাসকর্ম্ম নিতান্ত প্রয়োজন; পরন্তু সকল দেহে এই কার্য্য এক প্রকারে নিষ্পন্ন হয় না; জীব ও অবস্থা ভেদে ইহা ভিন্ন২ প্রকার যন্ত্রদ্বারা স্বতন্ত্র নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃক্ষের শোণিত নাই; তদ্রসদ্বারা শোণিতের কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; সুতরাং ঐ রসকেই বায়ুর সংযোগে পরিশুদ্ধ করিতে হয়। তদর্থে এ রস বৃক্ষের ত্বক্দ্বারা পত্রমধ্যে নীত হয়, এবং পত্রের পৃষ্ঠদেশে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার পরিশোধন করে। ফলতঃ বৃক্ষের নিশ্বাসযন্ত্র পত্র, এবং তদ্দ্বারাই তাহাদের প্রাণনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

লতাপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবের দেহপার্শ্বে এক সারি ক্ষুদ্র২ ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রদ্বারা বায়ু দেহমধ্যে নীত হইয়া তথায় কতগুলি সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে চালিত হইবার সময় ঐ জীবের দেহস্থ রসের পরিশোধন করে। ঐ ছিদ্রগুলিকে "শ্বাসছিদ্র" এবং নাড়ীগুলিকে "শ্বাসনাড়ী" কহা যায়।

মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদির বক্ষোদেশের মধ্যে স্পঞ্জ নামে বিখ্যাত পদার্থের তুল্য বহুছিদ্রবিশিষ্ট এক প্রকার মাংসল পদার্থ আছে। তাহার নাম "নিশ্বাসযন্ত্র"; মুখনাসিকাদ্বারা তাহাতে বায়ু নীত হইয়া প্রাণনকর্ম্ম সম্পন্ন করে।

কুম্ভীর-গোধা-সর্পাদি জলস্থলজ জীবসকলকে কখন জলে ও কখন স্থলে যাপন করিতে হয়; তাহাদের নিশ্বাসযন্ত্র অবিকল স্থলজ জীবের

ন্যায় হইলে তাহাদের আশু মৃত্যুর সম্ভাবনা। কারণ তাহারা যে সময়ে জলমধ্যে থাকে তৎকালে শ্বাসাভাবে রক্তের পরিশোধন হইতে পারিত না, সুতরাং মলিন শোণিত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া শরীরের বিনাশ করিত। অপর জলচর জীবের ন্যায় তাহাদের নিশ্বাসযন্ত্র গঠিত হইলে স্থলে বাস-করণ-সময়ে তাহাদের ব্যাঘাত হইতে পারিত। অতএব এই উভয় দোষের নিবারণার্থে ইহাদের শরীরমধ্যে এক আধার প্রস্তুত করা হইয়াছে; যে সময়ে এই জীবেরা জলমধ্যে থাকে তৎকালে মলিন শোণিত সেই আধারের মধ্যে ন্যস্ত থাকে; অবকাশমতে ঐ জীব ভাসিয়া উঠিলে নিশ্বাসকর্ম্ম যথা-নিয়মে নিষ্পন্ন হইয়া ঐ রক্তের পরিশোধন হয়। এই প্রযুক্ত সর্প গোধা কুম্ভীর প্রভৃতি জীব বহুকাল জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না; মধ্যে২ জলোপরিভাগে আসিতে হয়। কোন২ ভূজলচর জীবের ধড়ে এক২ বায়ুকোষ থাকে, তাহাতে কিয়ৎক্ষণের ব্যবহারোপযোগি বায়ু লইয়া ঐ জীব জলমধ্যে থাকিতে পারে।

মৎস্যেরা নিয়ত জল মধ্যে বাস করে, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয় বায়ু তাহাদিগের ঐ জল-হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। মৎস্যের নিশ্বাসযন্ত্র তাহাদের কর্ণকূপ (কানকুয়া)। সেই কানকুয়ার সলাকাসকলের উপর বহুল সূক্ষ্ম শিরা আছে, এবং তৎসমুদায় অতিসূক্ষ্ম ত্বগ্দ্বারা আবৃত। স্বভাবতঃ জলে কিঞ্চিৎ বায়ু মিশ্রিত থাকে, মৎস্যেরা ঐ বায়ু-বিশিষ্ট জল মুখদ্বারা গ্রহণ করত আপন কর্ণকূপের উপর সঞ্চালিত করে এবং সেই সংস্পর্শে কানকুয়াস্থ শোণিত পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ এই কানকুয়াই মৎস্যের নিশ্বাসযন্ত্র, এবং তদ্দ্বারাই তাহাদের প্রাণনকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

কতগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জলজ কীটের শ্বাস কর্ম্ম তাহাদের শুঁড়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ঐ শুঁড় অতি সূক্ষ্মত্বচে আবৃত থাকে, এবং তাহাতে ঐ জীবদেহের মলিন শোণিত বা রস আনীত হইলে তাহারা শুঁড়সঞ্চালন করিতে থাকে, তাহাতে জলেরও কিঞ্চিৎ গতি হয়, এবং ঐ গতিতে পুনঃ২ বায়ুপূর্ণ জলের সংস্পর্শে শুঁড়ের রস পরিষ্কৃত হয়।

মলিন শোণিতে কিঞ্চিৎ কয়লা থাকে; ঐ কয়লার দূরীকরণ করাই নিশ্বাসকার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থেই প্রাণন-ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বায়ুর অক্সিজিন্ নামক অংশ নিশ্বাসযন্ত্রে গিয়া শোণিতস্থ কয়লা দগ্ধ করত "কার্বনিক্ আসিড্" নামক বায়ু উৎপন্ন করে; এবং তাহাতেই শোণিত পরিষ্কৃত হইয়া মলিন নীলবর্ণের পরিবর্ত্তে আপন উজ্জ্বল রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হয়। যে কার্বনিক্ আসিড্ নামক বায়ু জন্মে তাহা প্রশ্বাসদ্বারা নির্গত হয়। ঐ বায়ু দেহের অনিষ্টকর এবং অধিকক্ষণ তাহার ঘ্রাণ লইলে প্রাণ বিয়োগ হয়। দ্বার বন্ধ করিয়া ক্ষুদ্র গৃহে অধিক লোক শয়ন করিলে এই প্রযুক্ত পীড়াজনক হইয়া থাকে। অপর এই কারণ-বশতঃ কলিকাতার প্রাচীন দুর্গে নবাব সেরাজুদ্দৌলা ১৪৭ জন ইংরাজকে কয়েদ করিয়া রাখাতে এক রাত্রির মধ্যে তাহার ১২৩ ব্যক্তি মরিয়াছিল।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে যদ্যপি অনেক মলিন শোণিত শীঘ্র২ নিশ্বাসযন্ত্রে আনীত হয় তাহা হইলে তাহার পরিশোধনের নিমিত্ত অধিক বায়ুর প্রয়োজন হইবে,

সুতরাং শ্বাসকর্ম্ম শীঘ্র হওয়া আবশ্যক; আর শ্বাসকর্ম্ম মৃদুভাবে হইলে অধিক শোণিত ত্বরায় পরিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং রক্ত-সঞ্চালনকর্ম্ম ও শ্বাসকর্ম্মেরও মৃদুতা ঘটিবে। কোন শ্রম করিলে নাড়ীর গতির বৃদ্ধি হয়; রক্ত সকল শীঘ্র২ চলিতে থাকে, ও তদনুসারে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুত বেগে হইতে থাকে। অপর নিদ্রাবস্থায় কোন পরিশ্রম নাই; তখন সকল ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ থাকে, সুতরাং তখনকার নাড়ী ও নিশ্বাস উভয়ই মৃদু হয়। ইহাতে স্পষ্টবোধ হইতেছে যে জীবের বেগ ও বীর্য্য নিশ্বাসকর্ম্মের উপর কিয়দংশে নির্ভর করে, ও তাহার ব্যাঘাতে বেগ ও বীর্য্যের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

শোণিতের সংশোধন করাই নিশ্বাসকর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; পরন্তু তদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা আমাদিগের অপর অনেক উপকারও হইয়া থাকে। দৈহিক উষ্ণতার প্রধান কারণ প্রাণনক্রিয়া। বায়ুর অক্‌সিজিন্‌ ও শোণিতের কয়লার সহিত পরস্পর মিলন-সময়ে উত্তাপ নির্গত হয়, এবং তাহাতেই শরীরের উষ্ণতা রক্ষা পায়। অপর শ্বাসের বৃদ্ধি হইলে উত্তাপের বৃদ্ধি, ও শ্বাসের লাঘব হইলে উত্তাপের হ্রাস হয়। পক্ষির নাড়ী মনুষ্যনাড়ীর অপেক্ষায় দ্রুতগতি, সুতরাং তাহাদের শ্বাস ও দৈহিক উষ্ণতাও অধিক নিরূপিত হইয়াছে। পক্ষির স্বাভাবিক দৈহিক উষ্ণতা তাপমানযন্ত্রের ১০৮ অংশ হইবে। মনুষ্যের দৈহিক উষ্ণতা ৯৮ অংশ: অপর জীবদিগের উষ্ণতা ৯৫ অংশ অবধি ১০৫ অংশ হইবেক। মৎস্যাদি যে সকল জীবের শ্বাসকর্ম্ম অতি মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের শরীরের বিশেষ উষ্ণতা সিদ্ধ হয় না, বায়ুর উষ্ণতা যদ্রূপ তাহাদের দেহের উষ্ণতাও তদ্রূপ থাকে; এই নিমিত্ত ঐ সকল প্রাণিকে শীতল শোণিত বলা যায়। মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি যাহাদের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে তাহাদিগকে উষ্ণশোণিতী শব্দে কহি। এই উ শোণিতিদিগের মধ্যে কোন২ পশু শীতকালে ক্রমাগত তিন চারি-মাস নিদ্রিত থাকে, তখন তাহাদের শ্বাসকর্ম্ম অনেক কাল বিলম্বে এক২ বার মৃদুভাবে নির্গত হয়; সুতরাং তখন ঐ পশুদিগের দেহে কোন উষ্ণতাও থাকে না। এই ঘটনা কি প্রকারে কি অভিপ্রায়ে নিষ্পন্ন হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

শ্বাসকর্ম্মদ্বারা জীবদেহের অপর এক উপকার হয়। শরীরমধ্যে বায়ু না থাকিলে বহির্বায়ুতে শরীরকে একেবারে চাপিয়া ফেলিত। নিশ্বাসযন্ত্রে বায়ু থাকাতে সেই দাবনের অবরোধ করত জীব-দেহ রক্ষা করে। অপর খেচর সকল ইহার সাহায্যে অনায়াসে উড্ডীনশীল হইয়াছে; মৎস্যসকল এই উপায়ে ইচ্ছানুসারে জলমধ্যে অক্লেশে ভ্রমণ করিতেছে; এবং জীবমাত্রেই স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদিগের দৈহিক ভাবের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছে; অধিকন্তু ইহাদ্বারা শরীরের অনেক পুষ্টিও সিদ্ধ হইতেছে। স্বচ্ছন্দ-শরীরে মধ্যম-পরিমাণ পুরুষ প্রত্যহ ৭০০ চতুরস্রফুট্‌ বায়ু নিশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার ১৫০ ফুট শরীরের পোষণার্থে ব্যয় হয়। ঐ ১৫০ ফুটের পরিমাণ ৩৭ ভরি ৶১০ আনা অর্থাৎ প্রায়ঃ অর্দ্ধসের হইবে; সুতরাং আমরা দেহপুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ অর্দ্ধসের পরিমিত পদার্থ নিশ্বাস যন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিতেছি।

ভূতত্ত্বদর্শন

অর্থাৎ

ভূমণ্ডলের প্রাকৃতাবস্থা-ব্যঞ্জক মানচিত্র।

বিবিধার্থের প্রথমকল্পে প্রাকৃত-ভূগোল নামে যে কএক টি প্রস্তাব প্রকটিত হয় তৎপাঠে অনেকেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অনুরোধে পরে ঐ প্রস্তাবগুলি একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকটিত করা যায়। ঐ পুস্তক সমুদায়ও অতিঅল্পকালমধ্যে বিতরিত হইয়াছে, এবং তাহাও যে সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জক হইয়াছে ইহা আমরা অনায়াসেই জানিতেছি। পরন্তু সেই পুস্তকে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তাহার পরিজ্ঞানার্থে উপযুক্ত মানচিত্রের বিশেষ প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন কোন মতে ঐ পুস্তকপাঠের সম্যক্ফল প্রাপ্ত হয় না। এ বিধায়ে ঐ পুস্তকের পথ-প্রদর্শক-স্বরূপ এক খানি মানচিত্র প্রস্তুত করাগিয়াছে। উক্ত চিত্রের পরিমাণ অস্মৎকর্তৃক ভারতবর্ষের মানচিত্রের তুল্য। তাহাতে প্রথমতঃ সমস্ত পৃথিবীর এক বৃহৎ মানচিত্র অঙ্কিত আছে; তাহাতে ভূমণ্ডলের দ্বীপ দেশ পর্বত সমুদ্র হ্রদ নদী প্রভৃতি সমস্ত প্রধান অংশের অবয়ব ও সীমা নির্ণীত আছে। প্রধান২ নগর সকলের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যূনকল্পে দুই সহস্র নাম অঙ্কিত আছে। স্থানসকলের পরস্পর দূরতা নিরূপণার্থে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ, প্রজাসঙখ্যা, ভূগোলসম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ কাল, ও প্রসিদ্ধ ভ্রমণকর্ত্তাদিগের ভ্রমণের সময়, ও তাহারা যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন তাহার স্থূল মর্ম্মও, উল্লেখিত হইয়াছে।

এই চিত্র চতুষ্কোণবিশিষ্ট; ইহাতে পৃথ্বীর আকারে গোলতার উপলব্ধি হয় না; অতএব তদ্বোধনার্থে প্রধান চিত্রের নিম্নে পৃথ্বীর গোলার্দ্ধদ্বয় অঙ্কিত হইয়াছে। এই ভূগোল চিত্রের চতুষ্পার্শ্বে অপর নয় খানি চিত্র আছে; তাহার প্রথম চিত্রে দৃষ্টিমাত্র পৃথিবীর উপরিভাগের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। তদভিপ্রায়ে তাহাতে ভূভাগের সরল স্থানসকল হালকা বর্ণে, এবং উচ্চভূমি ও অধিত্যকাসকল অপেক্ষাকৃত ঘোরবর্ণে, ও পর্বতসকল অতি ঘোরবর্ণ-রেখাদ্বারা, চিত্রিত হইয়াছে। মরুভূমিসকল বিন্দুবিশিষ্ট-ঈষৎ-পীতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সমুদ্রের বর্ণ ফিঁকে সবুজ; তাহাতে যে সকল সূক্ষ্ম রেখা আছে তাহা সমুদ্রের স্রোতোজ্ঞাপক। ঐ রেখা যেখানে যত ঘন সেখানে ঐ স্রোতের বেগ তত অধিক। ঐ স্রোতের মধ্যে২ যে তীর অঙ্কিত আছে তাহার অগ্রভাগ যে দিগে স্রোতও সেই দিগে অগ্রগামী। সমুদ্র-জলের কোন স্থান কত উষ্ণ তজ্জ্ঞাপনার্থে স্থানে২ অঙ্ক আছে; যে স্থানে যে অঙ্ক আছে সেই স্থান তাপমানযন্ত্রের তত অংশ উষ্ণ। মানচিত্রে অনুপ্রস্থগামি ঊর্ম্মিবৎ রেখা আছে তাহার নাম "সমোষ্ণরেখা"। তাহার উভয়পার্শ্বে উষ্ণতার পরিমাণ লেখা আছে; ঐ রেখার উপর যত স্থান আছে তৎসমুদায়ের বায়ব্যউষ্ণতার বার্ষিক গড় তুল্য।

দ্বিতীয় "চিত্রের নাম বায়ুর বিবরণ জ্ঞাপক মানচিত্র"। ইহাতে ক্কোন্ মণ্ডলে কোন্ দিগ-

হইতে বায়ু আগত হয়; কোন২ স্থানে কি২ বিশেষ বায়ু বহিয়া থাকে; কোন্২ স্থানে কি প্রকার ঝড়ের সম্ভাবনা; তৎসমুদায় অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

তৃতীয় চিত্রের নাম "দেশভেদে পক্ষী ও জল-স্থলজ জীবভেদের নিদর্শন-জ্ঞাপক মানচিত্র"। ইহাতে নানা বর্ণের রেখা অঙ্কিত আছে তাহার এক এক বর্ণের দুই রেখার মধ্যস্থ সমস্ত স্থান সেই রেখার উপরি যে নাম লেখা আছে সেই জীবের আবাস স্থান; তাহার অন্যত্র ঐ জীব প্রাপ্য নহে।

চতুর্থ চিত্রে পূর্ব্ববৎ নিয়মে পশুভেদের নিদর্শন হইয়াছে।

পঞ্চম চিত্রে পূর্ব্ববৎ প্রকারে উদ্ভিজ্জের প্র-সৃতি নিদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ চিত্রের নাম "জোয়ারের সময় ও গতি নিদর্শক মানচিত্র"। ইহাতে ঊর্ম্মিবৎ রেখাদ্বারা জোয়ারের গতি বিজ্ঞাপ্ত হয়; এবং ঐ রেখার উপর যে স্থানে যে অঙ্ক আছে তথায় তয় ঘণ্টার সময় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বেলোর্দ্ধ-সীমা অর্থাৎ সম্পূর্ণ জোয়ার হয়। যে স্থানে ঊর্ম্মিবৎ রেখা নাই তথায় জোয়ার হয় না।

সপ্তম চিত্রে কোন্ দেশে কি পরিমাণে বৃষ্টি হয় তাহার জ্ঞান হইতে পারে। ঐ চিত্রের যে স্থানে মেঘবর্ণ যত গাঢ় সেখানে বৃষ্টি তত অধিক হয়; যে স্থানে মেঘবর্ণমাত্র নাই সেখানে বৃষ্টি হয় না। অপর তাহাতে যে স্থানে যে সময়ে বৃষ্টি হয় তাহার ও যে পরিমাণে বৃষ্টি তাহারও নির্দ্দেশ আছে।

অষ্টম চিত্রে দেশভেদে মনুষ্য-ভেদের নিদ-র্শন আছে; এবং সেই নিদর্শন বর্ণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক এক বর্ণ এক এক জাতি জ্ঞাপক; সুতরাং চিত্রে যত বর্ণ আছে তত প্রকার জাতির উল্লেখ হইয়াছে। যে স্থানের বর্ণোপরি রেখাদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকার স্থান চিত্রিত আছে, তথাকার ব্যক্তিরা শঙ্কর বর্ণ। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে দেশে যে জাতির আধিক্য তাহাই উল্লি-খিত হইয়াছে; দেশের সমস্ত ব্যক্তির নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

নবম চিত্র অষ্টম চিত্রের অন্তর্গত। ইহাতে পূর্ব্ববৎ নিয়মে বিবিধ বর্ণদ্বারা যে দেশে যে ধর্ম্মের বাহুল্য তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

এই মানচিত্রের কতক গুলি কাষ্ঠ দণ্ডে সজ্জী-ভূত হইয়াছে, অপর গুলি পুস্তকাকারে বান্ধান হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মূল্য ৩ টাকা; দ্বিতী-য়ের মূল্য ২ টাকা।



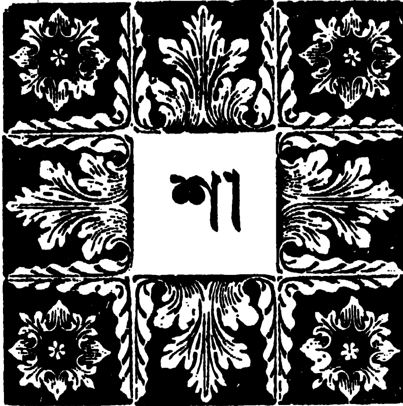
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, জ্যেষ্ঠ। [৩৮ খণ্ড।

তিমুর-শাহের জীবন-চরিত।



শাস্ত্রকারেরা পরলোকের অস্তিত্ব-বিষয়ে এই এক কারণ দর্শাইয়া থাকেন যে পরলোক না স্বীকার করিলে পাপ-পুণ্যের ফলভোগের স্থানাভাব হয়, যেহেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ইহলোকে অনেক মহাপাপিরা আপন২ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হয় না। এ কথার বিচার করা আমাদিগের অভিধেয় নহে; পরন্তু অনেক কুকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা কোন কষ্ট ভোগ না করিয়া যাবজ্জীবন সুখে কালযাপন করিয়াছে, এই কথার দৃষ্টান্তস্বরূপে তিমুর-শাহের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। ঐ দুরাত্মার তুল্য মহাপাপী, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর দৃষ্ট হইবে না। তাহার জিঘাংসাহইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই রক্ষা পায় নাই; এক২ দিবসের মধ্যে শত-সহস্র ব্যক্তি নিরপরাধে যমসদনে প্রেরিত হইয়াছে; গ্রাম ও নগর সকল ভস্মীকৃত হইয়াছে; রাজ্যসকল উৎসন্ন হইয়াছে; ফলতঃ দুর্দ্ধর্ষ-দুর্জনদ্বারা যে কিছু কুকর্ম্ম আচরিত হইতে পারে তৎকর্তৃক তাহার কিছুই অকৃত থাকে নাই।

ঐ পাপাত্মা ইং ১৩৫২ সংবৎসরে সমর্কন্দ নগরহইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণে সব্জর্ নামক গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পিতা সমর্কন্দ-দেশীয় সম্রাটের অধীনে দশ-সহস্র অশ্বারোহির অধ্যক্ষ ছিল। ঐ দেশভাষায় দশ-সহস্র সৈন্যকে "তোমান্" শব্দে কহে; এইহেতু তিমুরের পিতার উপাধি "তোমানদার" ছিল। বাল্যকালেই তিমুরের পিতৃবিয়োগ হয়, এবং স্বদেশে রাজকর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহ না হওয়াতে তাহাকে ভূয়ো২ অনেক অমঙ্গল সহ্য করিতে হইয়াছিল। যদিচ তিমুরের একটি পদ ভগ্ন ছিল, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার "লঙ্গ" অর্থাৎ খঞ্জ উপাধি প্রচরিত হয়, তথাপি সে বাল্যকালাবধি যুদ্ধ-বিগ্রহে তৎপর ছিল, এবং ২৫ বৎসর-বয়ঃক্রম-সময়ে সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিল যে তিমুরকর্তৃক শত্রুহইতে দেশের রক্ষা হইবে। প্রস্তাবিত সময়ে যিনি সমর্কন্দের ভূপতি ছিলেন তিনি নিতান্ত অক্ষম; এবং তাঁহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাতার জাতীয়েরা সমর্কন্দ রাজ্য আক্রমণ করিয়া সমস্ত উৎসন্ন করিতেছিল; দেশস্থ কেহই তাহার নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পঞ্চবিংশ-বৎসর-বয়ঃক্রম সময়ে তিমুর

ঐ মহৎ কর্ম্মে অগ্রসর হয়, এবং দেশস্থ অনেক সেনানায়ক তাহার সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধের দিবসে তাহারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিল, তৎপ্রযুক্ত ষষ্টি জন অশ্বারোহি-সমভিব্যাহারে তিমুরকে পলায়ন করিতে হইল।

এই প্রকারে দেশ-বহিষ্কৃত হইয়া তিমুর কএক মাস অরণ্যে কালযাপন করেন। পরে ক্রমশঃ উদ্ধত-স্বভাব সমবয়স্ক কতকগুলি যুবক তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। তাহারা সকলেই তাতারদিগের দৌরাত্ম্যে জর্জর হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই তিমুরের তাতার-সংহার-রূপ ব্রতে ব্রতী হইয়া অবকাশ পাইলেই ঐ দুর্দান্ত দেশ-বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেক। এই কার্য্য অতি সাবধানে নিষ্পন্ন হওয়াতে প্রায়ঃই তিমুরের পক্ষে জয় হইত; এবং তাহাতে তিমুরের সুখ্যাতি ও সমভিব্যাহারি যোদ্ধাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিহইতে লাগিল। এবম্প্রকারে নয় বৎসর কাল তিমুরের সহিত তাতারদিগের যুদ্ধ হয়। অবশেষে নিয়ত যুদ্ধ নিষ্ফল বোধে তাতার-জাতীয়েরা সমর্কন্দ-রাজ্য এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনদেশে প্রস্থান করিলেক, এবং তিমুর স্বদেশস্থ সকলেরই একবাক্যে জন্ম-ভূমির রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু শত্রু-বিদ্রোহে এবম্প্রকারে জয়ী হওয়াতে তিমুরের বিশ্রাম-সুখের অভিলাষ হয় নাই। বাল্যকালাবধি যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত থাকাতে রণসজ্জা ভিন্ন তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি জন্মাইত না; তাঁহার সমরকুশল সমভিব্যাহারিরাও তদ্বৎ; অতএব স্বদেশে যুদ্ধানল নিবৃত্ত হইলেই তাহারা দেশান্তরে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে উদ্যত হইল। প্রথমতঃ খারিজম্ ও খোরাসান্ দেশ তাঁহাদের লোভের পদার্থ হয়; এবং কএক বৎসর তিমুর তথায় আপন রণদক্ষতা প্রকাশ করেন। অবশেষে উক্ত দেশদ্বয় অধিকৃত হইলে তিমুর ক্রমশঃ মাজেন্দ্রান, সিজিস্তান এবং জাবুলিস্তান্ প্রদেশ জয় করত পরে পারশ্য রাজ্যের প্রতি হস্ত উত্তোলিত করিলেন। ঐ রাজ্য চঙ্গেজ্ খাঁর * উত্তরাধিকারিদিগের অধীনে ছিল। তাহারা হিন্দুরাজন্যবর্গের ন্যায় বহু দিবস ক্রমাগত সুখসম্ভোগে নির্ব্বীর্য্য হইয়া রাজকার্য্যে নিতান্ত অক্ষম হইয়াছিল। তাহাদিগের কর্ম্মকারকেরা যে যাহার আপন লাভের তথ্যে ব্যস্ত, রাজ্যের কুশল-চেষ্টা কাহার অবিধেয় ছিল না; সুতরাং সমরকুশল তিমুর অল্পায়াসে ইরাক্, আজর্ বৈজান্, শিরবান্ ও গিলান্ প্রদেশ অধিকৃত করিয়া শিরাজ-প্রদেশে উপনীত হইলেন। তথায় ব্যক্ত হইল যে তুক্তামিশ খাঁ নামা এক জন তাতারাধিপতি তিমুরের অনুপস্থিতি দৃষ্টে সমর্কন্দ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। ঐ বাক্য শুনিবামাত্র তিমুর শিরাজহইতে প্রত্যাগমন করিয়া অনেক অরণ্যাদি ভ্রমণ করত অবশেষে তুক্তামিশকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করেন। তদনন্তর কিয়ৎকালের যুদ্ধেই সমস্ত পারশ্য রাজ্য চঙ্গেজ খাঁর উত্তরাধিকারিদিগের হস্তহইতে অবসৃত হয়, এবং খঞ্জরাজ তিমুর সমর্কন্দহইতে বুগদাদ্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধিপতি হইয়া উঠিলেন।

এবম্প্রকার জয়লাভ মহম্মুদ, চঙ্গেজ খাঁ প্রভৃতি অতি অল্প লোকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরন্তু সর্ব্বত্র এতাদৃশ বিজয়ী হইয়াও তিমুরের সংগ্রামানুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইং ১৩৯৩ অব্দে ভারতভূমি অধিকৃত করিতে তাঁহার লালসা হয়,

---

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পণ্ডিত এই ব্যক্তির জীবনচরিত বঙ্গভাষায় প্রকটিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে ইংরাজি অপভ্রংশের অনুকরণে ইহার নাম জঙ্গিস খাঁ লেখা হইয়াছে।



তিমুর শাহ।

এবং অনতি বিলম্বে ঐ মানস সিদ্ধ করিবার উদ্যম হইল। তাঁহার পৌত্র পীর মহম্মদ কতকগুলি বিশ্বস্ত যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া বিজয়-যাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ তিমুর স্বয়ং দক্ষিণাভিমুখ হইলেন। প্রথমতঃ মহম্মদ ভারতরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুলতান প্রদেশ অধিকৃত করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ লাভ হয় নাই, যেহেতু ত্বরায় বর্ষার আগমনে তাঁহাকে মুলতানের দুর্গে অবস্থিতি করিতে হয়, এবং সেই অবসরে তত্রত্য লোকেরা ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে সম্যগ্ বিপদগ্রস্ত করিলেক; যেহেতু ঐ বেষ্টনকারিদিগের ষড়যন্ত্রে দুর্গমধ্যে খাদ্য-দ্রব্যের প্রাপ্তি হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল, এবং দুর্গস্থ সৈন্যেরা বেষ্টনকারিদিগকে তাড়িত করিতে সক্ষম হইল না। এই অবস্থার সময় তিমুর-বেগ্ বহুকষ্টে অরণ্য-পর্ব্বতাদি পার হইয়া লাহোরের নিকটে তত্রত্য রাজকর্ম্মকারি মোবারিককে আক্রমণ করেন। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি যুদ্ধ

করিবার উদ্যম করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে মোগল-সেনার দর্শনে ভয়ার্ত্ত হইয়া সপরিবারে পলায়ন করিল; তথা তিমুর লাহোরের সন্নিহিত পঞ্জাবপ্রদেশ হস্ত গত করিলেন। অতঃপর তিমুর পৌত্রের সাহায্যার্থে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তুলম্বিনী নগরীতে তাঁহার এক দিবস অবস্থিতি হয়, এবং তৎকালে তিনি নগরবাসিদিগকে বিশিষ্টরূপে কর দিতে আজ্ঞা করেন। নগরবাসিরা ঐ কর-সঙ্গ্রহে ব্যগ্র আছে এমত সময়ে সৈন্যেরা নগর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাতে নগরবাসিরা আপত্তি করিলে রাজাজ্ঞায় নগরীস্থ সকলের প্রাণবিনষ্ট ও গৃহসকল অগ্নি সংযোগ দ্বারা উৎসন্ন করা হইল।

অতঃপর তিমুরবেগ শাহনয়াজ, বাতিনজে, সরস্বতী, কাতিয়াবাদ প্রভৃতি নানা নগরে গমনানন্তর তত্রত্য সমস্ত প্রজাদিগকে ধ্বংস করত অবশেষে দিল্লীনগরীর সমীপে উপনীত হইলেন। এই সময়ে দিল্লীর রাজসিংহাসনে ঘোর-বংশজাত তৃতীয় মহম্মূদ উপবিষ্ট ছিলেন। অনবরত সুখসম্ভোগে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, তথা ঐ কারণবশতঃ তাঁহার এতাদৃশ নির্ব্বীর্য্যতা জন্মিয়াছিল, যে তিনি মানস করিলেও কোন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না; অধিকন্তু তাঁহার প্রধান২ কর্ম্মকারক আমীরেরা সকলেই আপন২ উন্নতি চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ করিতেছিল, কেহই রাজার মঙ্গল-কামনা করিত না; সুতরাং তিমুরের তুল্য ভয়ানক শত্রুর দমন-নিমিত্ত মহম্মূদের কিছু মাত্র উপায় ছিল না, তত্রাপি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী একবাল রাজকীয় সমস্ত সৈন্য একত্র করত রাজ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা রহিল না। তিমুরবেগ স্বয়ং সপ্তশত অশ্বারোহি সমভিব্যাহারে লইয়া যমুনানদী অবতরণপূর্ব্বক অপরপার্শ্বে আসিয়া দিল্লীনগরীতে গমনাগমনের সকল পথ অবগত হইয়া সৈন্য সমস্ত এবম্প্রকারে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাখিলেন, যে উক্ত নগরীতে যাতায়াতের আর উপায় রহিল না। নগরীর নিকটস্থ সকল স্থান মোগল-সৈন্যে ব্যাপ্ত হইল; সর্ব্বত্র প্রজার বিনাশ, সম্পত্তির অপহরণ, গৃহাদির ধ্বংস, ইত্যাদি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল; সকল স্থানে হাহাকার ধ্বনি; কেবল অনিষ্ট বই আর অন্য কথা নাই। এমত সময়ে তিমুরের কর্ণ-গোচর হইল যে সিন্ধুনদ পার হইয়া দিল্লীতে আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যেরা এক লক্ষ ব্যক্তিকে বন্দি করিয়া আনিয়াছে; ঐ সকল ব্যক্তি সমভিব্যাহারে থাকিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। অতএব তিনি আজ্ঞা করিলেন যে ঐ লক্ষ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করা হয়; এবং অবিলম্বে ঐ আজ্ঞা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইল। হায়! তখন অবিবাদে নিরস্ত্র লক্ষ মনুষ্যের শিরশ্ছেদন করা যে কি অকথ্য দুষ্কর্ম্ম তাহা সংহারমূর্ত্তি তিমুরের মনে একবার মাত্রও উদিত হইল না!!

দিল্লীর সম্মুখে আগমনের পর সপ্তম দিবসে তিমুর যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ করিলেন, এবং তাহা দেখিয়া মহম্মূদ মন্ত্রিসমভিব্যাহারে নগরদ্বারহইতে বহির্গত হইলেন। উভয় দলে মহাঘোর সঙ্গ্রাম আরম্ভ হইল। দিল্লীশ্বর সঙ্গে একশত বিংশতিটি হস্তি আনিয়াছিলেন; তাহারাই প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু মোগলদিগের রণ-পাণ্ডিত্যে তাহাদিগের বল ব্যর্থ হইল; হস্তিসকল মোগলদিগের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে দিল্লীশ্বরের সৈন্যসকল

বিশৃঙ্খল করিল; এবং তিমুর সেই অবকাশে এতাদৃশ ঘোরবেগে ঐ শত্রুপ্রতি ধাবমান হইলেন যে তাহারা সকলেই কাপুরুষবৎ পলায়ন করিয়া নিরর্থ প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিল; তথা দিল্লীশ্বর পরাস্ত হইলেন; এবং পাছে শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হন, এই ভয়ে সপরিবারে রজনীযোগে গুর্জ্জর-প্রদেশে প্রয়াণ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিতান্ত নিষ্কৃতি হইল না। তিমুরের সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার দুই পুত্রকে ধৃত করিয়া আনিলেক।

এদিগে তিমুরবেগ দিল্লীনগরী হস্তগত করিয়া তত্রত্য প্রজাদিগের নিকটহইতে প্রচুরপরিমাণে কর-সঙ্গ্রহ করিতে লাগিলেন। যাহারা তাহা দিতে অস্বীকৃত বা অক্ষম হইল তাহাদিগকে নানারূপে শাস্তি দিতে আজ্ঞা হইল, এবং তদর্থে অনেকের প্রাণদণ্ডও হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও অনিষ্টের শেষ হয় নাই। কোন ২ প্রজা অসহ্য যাতনায় ক্ষিপ্তপ্রায়ঃ হইয়া মোগলদিগের প্রতি অত্যাচার করিলেক; তদ্বার্ত্তা-শ্রবণ-মাত্র তিমুর আজ্ঞা দিলেন যে, সমস্ত দেশ লুণ্ঠিত হয়, এবং যে কেহ বাধা দেয়, তাহাদের সংহার করা হয়। এই আজ্ঞায় দিল্লীনগরীতে সংহারাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, এবং গৃহ বাটী প্রজা বিভব সমস্ত এককালে উৎসন্ন হইল।

এই প্রকারে দিল্লীশ্বরের রাজপাট লুণ্ঠিত করত তিমুরবেগ তথায় ১৫ দিবস অবস্থিতি করেন। তদনন্তর অপর্য্যাপ্ত-সম্পত্তি সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করত, প্রথমতঃ ফিরোজাবাদ, পরে ক্রমশঃ পানিপত মিরট প্রভৃতি যে সকল ঋদ্ধিমন্ত নগর তাঁহার পথিমধ্যে পড়িল তৎসমুদায় উৎসন্ন করিতে২ গ্রীষ্মকালের দাবাগ্নির ন্যায় দিল্লী অবধি হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভস্মসাৎ করিলেন; কিছুই ঐ দুর্দ্দান্ত যবনের দ্বেষহইতে রক্ষা পাইল না; অবশেষে শিবালিক-পর্ব্বতে তাঁহার গতিরোধ করিলেক। তাহাতেই তাঁহাকে পশ্চিমাভিমুখহইতে হইল; ও তৎকালে সমভিব্যাহারে যে সকল বন্দি ছিল তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অকাতরে যমসদনে প্রেরিত করিতে আজ্ঞা হইল।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ধ্বংস করিয়া তিমুর বেগ ৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎকালমধ্যে কাবুল, পারস, সিরিয়া এবং মিসরদেশ তাঁহার হস্তগত হয়; এবং ইংরাজি ১৪০৫ সংবৎসরে, যে সময়ে তেঁহ তুর্কদেশের বাজাজেৎ পাদশাহের সহিত ঘোর বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন তৎকালে, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

যুদ্ধবিষয়ে তিমুরের তুল্য ব্যক্তি অল্প হইয়াছে; তত্রাপি সেকন্দর, নেপোলিয়ন্, চঙ্গেজ্ খাঁ ও অপর দুই এক পাদশাহের সহিত অনায়াসে তাঁহার তুলনা হইতে পারে; কিন্তু নিষ্ঠুরতা-বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। নিরপরাধি নিরীহ প্রজাদিগকে অকাতরে নষ্ট করিতে-এক২ কালে সহস্র২ ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়া তাহাদ্বারা স্তম্ভ-নির্ম্মাণ করিতে—কেহই ইহাঁর তুল্য হয় নাই। যে নগর জয় করিতেন তাহাই সৈন্যকর্ত্তৃক লুণ্ঠন করিতেন; যে কেহ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছে তাহার মস্তক অবকাশ পাইবামাত্র ছিন্ন হইয়াছে; যে দেশে তিনি পাদার্পণ করিয়াছেন তাহার গৌরব এককালে চ্যুত হইয়াছে। শাস্ত্রে কল্কী অবতারের যে রূপ বর্ণন আছে তাহা অনায়াসেই তিমুরের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে; ফলতঃ পূর্ব্বকালে দৈত্যাদি যে প্রকার ভূমণ্ডলের অমঙ্গল করিতে জন্ম লইত, তিমুর তদ্রূপ কলিযুগের অবতার; ইহার জীবন-বিবরণে ও প্রতিমূর্ত্তি-প্রকাশে আমাদিগের মানস এই যে সহৃদয় পাঠকবর্গ দুষ্টের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ঘৃণা করিতে পারিবেন।

শিবাজীর চরিত্র।

প্রথম প্রকরণ।

অনুষ্ঠান।



তিহাসের পরমোপকারিতা-বিষয়ে বেদ ও পুরাণে নানাবিধ প্রমাণ-সত্বেও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারত-ভূমির ইতিহাসপ্রতি যথেষ্ট অবহেলা করিয়াছেন; বিশেষতঃ বহুকালাবধি ভারত-রাজ্য ম্লেচ্ছাধীন হইবাতে, বিজাতীয় দৃঢ় শাসন প্রযুক্ত, এবং পুনঃ২ পরাজিত হওয়াতে নিরুদ্যম হইয়া, তথা স্ব২ পরাধীনতার বৃত্তান্ত চির স্মরণীয় করিতে অনিচ্ছুক থাকা প্রযুক্ত, ভারতরাজ্যে ম্লেচ্ছোন্নতি-সময়ের ইতিহাস রক্ষা করিতে তাঁহারা সম্যগ্ শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু মহারাষ্ট্র ও রাজপুত্র জাতীয়েরা যবনাধীন হইয়াও স্ব২ জাতীয় মহদ্ব্যক্তিদিগের মহত্ত্ব ও বলবীর্য্যের গরিমা প্রকাশ করণে বিরত হয়েন নাই; এবং অধুনা চাঁদপ্রভৃতি মহাকবি কৃত নানা ইতিহাস-গ্রন্থ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচরিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ মহারাষ্ট্র অথবা হিন্দী ভাষায় রচিত, এবং তাহাতে যে সকল মহাবীরদিগের বৃত্তান্ত এবং যে২ নানাবিধ যুদ্ধাদির বিবরণ বিস্তৃত আছে, তাহা বঙ্গদেশে যৎসামান্যরূপেও ব্যক্ত নাই; বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়েরা ম্লেচ্ছ-প্লাবিত ভারত-ভূমিকে স্বাধীনা করিতে কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তচ্চেষ্টার ফল বা কি অবধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গৌড়দেশে তাহার কিছুমাত্রও প্রকাশিত নাই। ঐ সকল মহচ্চেষ্টার আদিকারণ ম্লেচ্ছদ্রোহী মহাবীর শিবাজী। তিনি প্রথমতঃ দক্ষিণ-দেশে যবনদিগের মূলোৎপাটন করত, মহারাষ্ট্র-রাজ্য পুনরায় স্থাপিত করেন; অতএব তাঁহার জীবনচরিত্র জনসমাজে অবশ্য আদরণীয় হইবে, এবম্বিধায় তাঁহার জীবনবার্ত্তা এবং তত্রাদৌ যে সকল দেশ তাঁহার চরিতকথনে সর্ব্বদা উল্লেখিত হইবেক তাহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ লেখিতব্য।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দক্ষিণদেশের বিবরণ।

হিন্দুদিগের পূর্ব্বাপরব্যবহারানুসারে নর্ম্মদা-নদীর বামতট ও মহানদীর দক্ষিণতট অবধি কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমির নাম দক্ষিণদেশ। যদিচ মোসলমানদিগের রাজ্য বহুদিনাবধি কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হওয়াতে তাঁহারা কৃষ্ণানদীর বাম তটাবধি দক্ষিণদেশের সীমা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের প্রাচীন ব্যবহারানুসারে দক্ষিণদেশের যে সীমা নিরূপিত আছে, তাহার উৎক্রমণ বা সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব অস্মদাদির পূর্ব্বপরম্পরাসিদ্ধ সীমান্তর্বর্ত্তি হইয়া আমরা এতৎস্থলে প্রস্তাবিত দেশের বর্ণন করিব।

প্রাচীন হিন্দুভূগোলবেত্তাদিগের মতে দক্ষিণ-দেশ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়; তদ্যথা ১ গণ্ডবান;* ২ অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ; ৩ দ্রাবিড; ৪ কর্ণাট; ৫ মহারাষ্ট্র। ঐ পাঁচ খণ্ডের সমষ্ট্যাখ্যা পঞ্চ-দ্রাবিড়। ঐ খণ্ড পঞ্চকের সীমার বিশেষ এই; গণ্ডবান-দেশের উত্তরসীমা মহানদী; দক্ষিণ-সীমা তৈলঙ্গ; পূর্ব্বসীমা উড়িস্যা; এবং পশ্চিম-সীমা মহারাষ্ট্র। দ্বিতীয়; তৈলঙ্গদেশের উত্তর-

* কোন ২ গ্রন্থে গণ্ডবানের পরিবর্ত্তে গুর্জ্জর-দেশের উল্লেখ আছে।

সীমা গণ্ডবান; দক্ষিণ-সীমা দ্রাবিড়; পূর্ব্বসীমা বঙ্গোপসাগর; পশ্চিম-সীমা কর্ণাট এবং মহারাষ্ট্র। তৃতীয়; আসমুদ্র-পূর্ব্ব-ঘাট-পর্ব্বতহইতে মান্দ্রাজ এবং কোচিন-দেশ পর্য্যন্ত দ্রাবিড়দেশের সীমা। চতুর্থ; মহারাষ্ট্র এবং তৈলঙ্গ দেশের দক্ষিণে পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাটাখ্য পর্ব্বত ক্রোড়ান্তর্গত ভূমির নাম কর্ণাট। পঞ্চম; পূর্ব্বোক্ত দেশের উত্তরাংশে নর্ম্মদানদীতট অবধি সমস্ত ভূমির নাম মহারাষ্ট্র।

যদিচ পুরাণাদিগ্রন্থে এবং লোকব্যবহারে এই পঞ্চ খণ্ডের নাম অদ্যাপি জাগরূক আছে, কিন্তু তাহাদের সীমার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এবং উক্ত নামধারিণী ভূমি এই ক্ষণে নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নানাবিধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকল খণ্ডের বিবরণ প্রচলিত ভূগোল-গ্রন্থে বিস্তৃত আছে; অতএব এই স্থলে কেবল পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ খণ্ডের কিঞ্চিৎ স্থূল বিবরণ বর্ণনীয়।

তৃতীয় প্রকরণ।

গণ্ডবান প্রদেশের বিবরণ।

গোণ্ড বা গোঁড় নামক অসভ্য জাতির বাসস্থানের নাম গণ্ডবান অর্থাৎ গোণ্ড বা গোঁড়বিশিষ্ট দেশ; এবং এতল্লক্ষণানুসারে নাগপুর, ছত্রিশগড়, দেবগড়, চান্দা, গড়া, মণ্ডল, মেহকুর, খেরলা প্রভৃতি দেশ সকলের সমষ্ট্যাখ্যাই গণ্ডবান হইতে পারে; কিন্তু মুসলমানেরা ইহার সীমার বিস্তার করিয়াছেন, এবং আওরঙ্গজেব পাদশাহের সময়ে প্রয়াগ এবং বেহারের দক্ষিণস্থ, এবং বেরার হৈদরাবাদ, ও উৎকলের উত্তরস্থ তথা বেহার এবং উৎকলের পশ্চিমস্থ, এবং প্রয়াগ, মালবা, খান্দেশ, এবং হৈদরাবাদের পূর্ব্বস্থ, ম্লেচ্ছাপরাজিত ভূমিসমূহের নাম গণ্ডবান হইয়াছিল। এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তিনী ভূমিপ্রায়ঃ ৪০০ জ্যোতিষী ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২৮০ ক্রোশ প্রশস্ত।

এই দেশের অধিকাংশ বন ও পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, অতএব ইহাতে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত জনগণের বসতিও অত্যন্ত বিরল। ইহার স্থানে২ জলকষ্টতাও আছে, এবং পীড়ারও প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ঐ সকল কারণবশতঃ এতদ্দেশ বহুদিবসাবধি স্বাধীন ছিল, এবং অদ্যাপি ইহার পার্ব্বত্যাংশ তত্রত্য গোঁড়দিগের অধীন আছে। নাগপুর প্রভৃতি ইহার উর্ব্বরা খণ্ড মোসলমানদিগের হস্তাধীন হইয়াছিল, এবং পরে মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের অধীন হয়।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমা অবধি গোদাবরীর তট পর্য্যন্ত এক অল্পোচ্চ-পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, এবং এই ক্ষণে গোঁড় জাতিরা তথায় বাস করে। ঐ জাতি অতি অসভ্য, এবং কৃষিকর্ম্মে সম্যগ্ অক্ষম। ইহারা মৃগয়াদ্বারা কালযাপন করে, এবং সময়ে২ শস্যলোভে তাহাদিগের সভ্য প্রতিবাসিদিগের গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ইহাদিগের হিন্দ্বভিমান আছে, তত্রাপি ইহারা গো ভিন্ন সকল পশুর মাংস ভোজনে তৎপর। লবণ এবং চীনীর লোভে প্রতিবাসি হিন্দু ও মোসলমানদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে ইহাদিগের এইক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছে; এবং ইংরাজদিগের রাজ্য-বিস্তারে ইহাদের সভ্যতার বৃদ্ধি ও দেবোদ্দেশে মনুষ্য বলিদানাদি দেওনরূপ কুব্যবহারের দমন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

গণ্ডবান দেশ ২৪ খণ্ডে বিভক্ত; তদ্যথা—

১ চাণ্ডেল	৯ সিরগুজা	১৭ মণ্ডলা
২ বঘেলা	১০ উদয়পুর	১৮ গড়া
৩ বিলৌঞ্জা	১১ কূর্বা	১৯ মেহকুড়
৪ সিঙ্গ্রোলা	১২ চঙ্গঃপুর	২০ খৈরলা

৫ রাজা চোহান	১৩ গঙ্গপুর	২১ গণ্ডবান
৬ মানরস	১৪ সন্তলপুর	২২ নাগপুর
৭ কানকাদি	১৫ শোণপুর	২৩ চান্দা
৮ সোহাগপুর	১৬ ছত্রিশ গড়	২৪ বস্তার।

চতুর্থ প্রকরণ।

তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় ও কর্ণাট দেশের বিবরণ।

তৈলঙ্গ-দেশকে পুরাণে অন্ধ্র শব্দে ব্যাখ্যা করে; এবং কখন২ ইহার নাম কলিঙ্গ শব্দে ও উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ শব্দ সমুদ্রতট বাচ্য, এবং শাস্ত্রে তিন কলিঙ্গ উক্ত আছে, অতএব ইহা কোন এক বিশেষ দেশের নাম হইতে পারে না।

তৈলঙ্গ-দেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম তেলেগু, কিন্তু সাধারণ লোকে ঐ ভাষাকেও তৈলঙ্গ শব্দে কহে। পূর্বে এই দেশে অনেকউত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, এবং অদ্যাপি মছলীবন্দরের ছীট জগৎপ্রসিদ্ধ আছে। তত্রত্য লোকেরা সুবীর্য্যবান্ এবং তাহারা ইংরাজদিগের সাহায্যে প্রথম অস্ত্র ধরিয়াছিল। এই হেতু অদ্যাপি অনেকে এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যকে "তিলঙ্গা শব্দে কহে, এবং অযোধ্যা-রাজ্যের পদাতিক সৈন্যের নাম "তিলঙ্গা" হইয়াছে।

ইংরাজি-ভূগোল-বৃত্তান্তে তৈলঙ্গ-দেশের নাম ব্যবহৃত নাই; এবং তত্রস্থ দেশ-সকলকে সিকাকোল, বিজিগাপত্তন, ওয়ারঙ্গোল, বিদর, গোলকন্দা, নেলোর, রাজমুন্ত্রী, মছলীবন্দর, ইত্যাদি নামসমূহদ্বারা ব্যক্ত করে।

দ্রাবিড়। দ্রাবিড়দেশের সীমা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ সীমান্তর্বর্ত্তি যে সকল দেশ আছে তাহাতে অনেক ভিন্ন২ জাতি বাস করে, কিন্তু ইহাদের সকলের মধ্যে এক ভাষা ব্যবহৃত হয়। ঐ ভাষার নাম তামূল। ব্যবহার-ভেদে স্থানে২ এই ভাষার অন্যথা হইয়াছে, এবং ঐ অন্যথানুসারে ইহা তিন শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। দ্রাবিড়দেশের পূর্বভাগে ব্যবহৃত ভাষার নাম তামূল, উহার দক্ষিণভাগে ব্যবহৃত ভাষার নাম তুলুব, এবং তাহার পশ্চিম প্রদেশের ভাষার নাম মলয়লম্।

পূর্বে দ্রাবিড়দেশ পাণ্ড্য, চোল, এবং চের এই তিন রাজবংশদ্বারা শাসিত ছিল। চোল বংশীয় রাজারা দ্রাবিড় তাঞ্জোর ত্রিকণপল্লী প্রভৃতি দেশের উত্তর ভাগ শাসন করিতেন; মাদুরা অবধি দক্ষিণভাগ পাণ্ড্যবংশের রাজ্য; এবং কেরল কাঞ্চিবিরাম সালিম ইত্যাদি দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ-সকল চেরদিগের অধিকার। এই দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রদেশের নব্যনাম মলবার। ঐ মলবার-দেশের লোকেরা পঞ্চ-শ্রেণিতে বিভক্ত; তদ্যথা; ১, ব্রাহ্মণ; তাহাকে মলবার দেশস্থ লোকেরা নাম্বুরী শব্দে কহে; ২, নায়র, ইহারা ভূম্যধিকারী; ৩, তেয়র অর্থাৎ চাসী, ৪, মালিয়র অর্থাৎ বাদ্যকর ও শিল্পকর এবং ৫, পোলিয়ার অর্থাৎ ক্রীতদাস। নায়রদিগের মধ্যে উদ্বাহ-সম্বন্ধীয় এক আশ্চর্য্য ব্যবহার প্রচলিত আছে। তাহারা অল্পকালেই বিবাহ করে; কিন্তু স্ব২ স্ত্রীর সঙ্গে কদাপি সহবাস করে না, এবং তৎস্ত্রীজাত অপত্যদিগকে আপন উত্তরাধিকারি-মধ্যে গণ্য না করিয়া আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তি স্ব২ ভাগিনেয়কে প্রদান করে। স্ত্রীলোকেরা বিবাহান্তে আপন২ পিতৃ-গৃহে বাস করত দেশ-ব্যবহারানুসারে সমপদস্থ নায়কসহ কালযাপন করে। নায়রজাতি যথার্থ শূদ্র, অথচ ইহাদের ক্ষত্রিয়াভিমান আছে।

কর্ণাট। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিম ঘাটমধ্যগত ত্রিকোণ-মণ্ডল ভূমির নাম কর্ণাট। মোসলমান ও ইংরাজ ভূগোলবেত্তারা এই ভূমিকে

দক্ষিণ-দেশ-মধ্যে গণ্য করেন না; এবং তাহার সীমারও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণানদীর উত্তর তট দক্ষিণ-দেশের সীমা, এবং উক্ত নদীর দক্ষিণস্থ ও পশ্চিম ঘাট-পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থ সমস্ত ভূমির নাম কর্ণাট। এই ভূমিকে তাঁহারা দুই খণ্ডে বিভাগ করেন; তন্মধ্যে যে সমস্ত ভূমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম-ঘাটাখ্য-পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি তাহা "বালাঘাট" এবং যাহা পূর্ব্বঘাটের পূর্ব্বে সমুদ্র-তটস্থ তাহা "পাইনঘাট" নামে বিখ্যাত। বালাঘাট শব্দের অর্থ ঘাটের উপর এবং পাইন্‌ঘাট, ঘাটের নিম্ন। শেষোক্ত স্থানকে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রাবিড় শব্দে কহিয়াছেন; এবং পূর্ব্ব পত্রে আমরাও তদ্রূপ লিখিয়াছি; কিন্তু ইংরাজি-গ্রন্থে দ্রাবিড়-দেশের উল্লেখ নাই, এবং তদ্দেশ পাইনঘাট নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কোন২ গ্রন্থকারেরা কর্ণাট-দেশকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন, তদ্যথা; ১, দক্ষিণকর্ণাট। কন্যাকুমারী অন্তরীপ অবধি কোলরূণনদীর দক্ষিণ তট পর্য্যন্ত তাহার সীমা। ২, মধ্যকর্ণাট। তাহার দক্ষিণ-সীমা কোলরূণ নদী এবং উত্তর-সীমা পেন্নারনদী। ৩, উত্তরকর্ণাট। ইহার দক্ষিণ-সীমা পেন্নারনদী এবং উত্তর-সীমা কৃষ্ণানদী। তাঞ্জোর, ত্রিকণপল্লী, মাদুরা, ত্রাঙ্কুবার, নাগাপত্তন, তিন্নিবেলি, এবং নাগোর নামক নগর-সকল দক্ষিণকর্ণাটভুক্ত। মান্দ্রাজ, পাণ্ডিচেরি, আর্কট, ওয়ালাজাবাদ, বেলোর, কঞ্জিবিরাম, চিঙ্গেলিপট, গিঞ্জি, পলিকট, চন্দ্রগিরি, বাঙ্গলোর ইত্যাদি নগর-সকল মধ্যকর্ণাটের অন্তর্গত। অঙ্গোল, কারবারি, সামগ্রাম ইত্যাদি নগর সকল উত্তর-কর্ণাট দেশের অন্তঃপাতি।

কর্ণাট-দেশে অনেক বেগবতী নদী আছে। তাহারা সকলেই পশ্চিমঘাট * নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়। ঐ সকল নদীমধ্যে পেন্নার, কোলরূণ, পলার ব্যাগরু ও গুন্দিগম, নদী সকলই প্রসিদ্ধা।

মহারাষ্ট্র।

পঞ্চম প্রকরণ।

৫। পঞ্চম-দ্রাবিড়ের নাম "মহারাষ্ট্র;" তৈলঙ্গ এবং গণ্ডবানের পশ্চিমে ও চান্দোর পর্ব্বত এবং কৃষ্ণানদীর মধ্যস্থলে তাহার স্থিতি। এই সীমান্তর্গত ভূমিতে একমাত্র ভাষা প্রচলিত আছে; তাহার নাম, মহারাষ্ট্র। পূর্ব্বকালে এই সমস্ত ভূমি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল, অধুনা খণ্ড খণ্ড হইয়া নানা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দেশসম্বন্ধে মহারাষ্ট্র নাম একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; কুত্রাপি কিঞ্চিৎ মাত্র ভূমি নাই যাহা স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র শব্দে বিখ্যাত হয়।

মহারাষ্ট্র-দেশের যে সীমা উক্ত হইল তন্মধ্যে ১,০২,০০০ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি আছে, এবং তাহার প্রজাসঙ্খ্যা ৬০,০০,০০০,। ঐ সকল মনুষ্য মহারাষ্ট্র নামে বিখ্যাত; পরন্তু ভারতবর্ষের অন্যত্রের হিন্দুর ন্যায় তাহারাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত; এবং ধর্ম্ম ও বর্ণাচার বিষয়ে অপর হিন্দুদিগের তুল্য। মহারাষ্ট্রের স্থানে২ শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্যতীত কোল ভিল্ল মাওলী প্রভৃতি অপর কতকগুলি বর্ণ আছে, পরন্তু তাহাদের কোন বিশেষ লক্ষণ এস্থলে নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বের অবস্থা যাঁহাদের জানা আছে তাঁহাদের অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারিবেক যে আমরা যে ভূমির উল্লেখ করিতেছি তাহা সহ্যাদ্রি পর্ব্বতদ্বারা দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাহার যে খণ্ড সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের পশ্চিমে

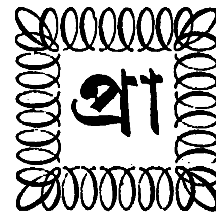
* এই পর্ব্বতের অপর নাম সহ্যাদ্রি পর্ব্বত।

স্থিত তাহার নাম কণখল। পুরাণে কথিত আছে যে পূর্ব্বকালে পরশুরাম ঠাকুর বসুন্ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমস্ত ভারত ভুমি ব্রাহ্মণে সমর্পণ করেন, ও স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপন আবাসের নিমিত্ত সমুদ্রের নিকট কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করেন। সমুদ্র এই প্রার্থনায় অসম্মত হইলে ভৃগুসন্তান মহাকোপে সহ্যাদ্রি শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া এক ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিয়াছিলেন। সমুদ্র ঐ বাণের ভয়ে যে পর্য্যন্ত পলায়ন করেন তৎতাবৎ শুষ্ক হইয়া কণখল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই গল্পে বোধ হয় কণখল প্রদেশ নূতন সম্ভূত, ভারত-ভূমির অন্য-প্রদেশের সমকাল জাত নহে।

এই ভূমির প্রশস্ততা সর্ব্বত্র তুল্য নহে; পরন্তু কুত্রাপি ২০।২২ ক্রোশের অধিক হইবেক না। অপর ইহার প্রাকৃতাবস্থাও সর্ব্বত্র সম নহে; কুত্রাপি উচ্চ, কুত্রাপি নীচ, কুত্রাপি পর্ব্বত পূর্ণ, কোথাও বনে আকীর্ণ, কোন স্থান বা বাদার ন্যায় জলে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ঐ স্থানসকল তৃণহীন শুষ্ক বোধ হয়; পরে বর্ষার প্রারম্ভ হইলেই নদী সকল প্রসারিত হইয়া প্রভূত জলে সর্ব্বত্র আবৃত করিয়া ফেলে। অপর কণখলের অধিকাংশ পার্ব্বত্য; তদুপরি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ শিলাময় পথও প্রস্তুত রাখা দুষ্কর; সুতরাং বর্ষাকালে এই প্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম হয়। অপর বর্ষার প্রারম্ভে ও পরিশেষে এস্থলে বিদ্যুৎ বজ্রাঘাতও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে।

কণখলের পূর্ব্বে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত; তদনন্তর পুনা সেতারা, বিজাপুর, সোলাপুর, পৈঠন, দৌলতাবাদ, নাসিক্‌ প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-দেশ-সকল। তাহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে। এই সকল দেশ-মধ্যে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী বীমা, কৃষ্ণা, নীরা, মান প্রভৃতি কএকটি নদী আছে; তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্র দেশ প্রচুর-শস্য শালিনী হইয়া থাকে। অপর তাহাদের জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর, তৎসেবনে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশিষ্ট বল-ও শৌর্য্য-সম্পন্ন হয় এবং তাহাদের অশ্ব, সকলও সেই গুণের ফলভাগী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল অশ্ব গোদাবরী নীরা ও মান নদীর তটে জন্মে তাহারা বলবীর্য্য ও সহিষ্ণুতা শক্তিতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, এবং তদ্ধেতুক গঙ্গথরী * নীরথরী ও মান দেশের অশ্ব সকল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে।

আইবেক্‌স অর্থাৎ পার্ব্বত্য ছাগ।



প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা আইবেক্‌স পশুকে প্রথমতঃ কৃষ্ণসারের জাতিমধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা স্থির হইয়াছে যে ইহা ছাগ জাতির অন্তর্গত বটে। ছাগমাত্রেই পর্ব্বতপ্রিয়; এবং গৃহপালিত ছাগ, যাহার চতুর্দ্দশপুরুষমধ্যে কেহই পর্ব্বতের শত-ক্রোশের নিকট আইসে নাই তাহারাও জাতি সংস্কার বশতঃ প্রাচীন অট্টালিকা বা ভগ্ন প্রাচীর পাইলে পর্ব্বত-ভ্রমণের অনুকরণে তাহার উপরিভাগে অনায়াসে আরোহণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়; বোধ হয় তাহাদিগের ন্যায় বৃহৎশরীরবিশিষ্ট অন্য কোন পশু ঐ দুর্গম স্থানে গমন করিতে পারে না। আইবেক্‌স্‌ অদ্যাপি মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই। ইহার জাতীয় স্বভাব সর্ব্বতোভাবে বলবত্তর আছে, সুতরাং ইহা

---

* মহারাষ্ট্রীয়েরা গোদাবরী নদীকে গঙ্গা শব্দে ও তাহার তট-জাত অশ্বকে গঙ্গথরী অশ্ব শব্দে কহে। নীরা নদীর তট-জাত অশ্ব নীরথরী।



আইবেক্স অর্থাৎ পার্ব্বত্য ছাগ।

যে পর্ব্বতারোহণে অদ্বিতীয় হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? মনুষ্যপক্ষে সরল পথ যাদৃশ, ইহাদের পক্ষে অতীব দুর্গম প্রাচীরবৎ পর্ব্বতশিখরও তদ্রূপ বোধ হয়। অপর ইহাদের পুরঃপদদ্বয় পশ্চাৎ পদদ্বয়াপেক্ষা খর্ব্ব, এবং লম্ফ দিবার নিমিত্তে বিশেষ উপযোগী, তাহাতে পর্ব্বত ভ্রমণে ইহাদিগের অত্যন্ত সাহায্য হয়। ইহাদিগের পুচ্ছও অত্যন্ত খর্ব্ব, কিন্তু শৃঙ্গ সকল অন্য ছাগ শৃঙ্গাপেক্ষা দীর্ঘ। অনেক আইবেক্সের শৃঙ্গ দুই হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা যাদৃশ দীর্ঘ তাদৃশ গুরু নহে; এক একটা কদাপি ৪।৫ সেরের অধিক হয় না।

আইবেক্সের বাসস্থান আল্পস্ ও হিমালয় পর্ব্বতের শিখর। আশিয়ার মধ্য দেশস্থ পর্ব্বতের স্থানে ২ও ইহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থান তৃণশস্যাদি বিহীন; তথায় বাস করিলে অনেক পরিশ্রমে যথাকথঞ্চিদ্রূপে কালযাপন করিতে হয়। পরন্তু প্রস্তাবিত পশু কোন মতে লোভী নহে। কিঞ্চিৎ শৈবাল বা তৃণ পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া দিন যাপন করে। ইহাদের আহার-করণের কাল রাত্রি। তৎসময়ে ইহারা শিখর হইতে অবতরণ করত পর্ব্বতের নিম্ন দেশে তৃণাদি ভক্ষণ করে, ও দশবারটি একত্রিত হইয়া শিখরাগ্রে দিনপাত করে। ইহার মাংস সুস্বাদু এবং চর্ম্ম ও লোমে মনুষ্যের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

নগরমধ্যে রজনীসম্ভোগ।

একদা রজনীর নিস্তব্ধ সময়ে, যখন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপসকল বারেক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত, ও বারেক প্রদীপ্ত হইতেছে—যখন প্রহরীগণ নিদ্রাবিভূত হইয়া সময়-নির্দ্ধারণ করিতে অশক্ত হইয়াছে—যখন সূচনাপরায়ণ চিন্তাকুল হতভাগা হতাশ ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই জাগরিত নাই—যখন পানপ্রিয় যুবকেরা সুরাপাত্র পুনঃপুনঃ পরিপূর্ণ করিয়া মত্ততার পন্থা পরিষ্কার করে—যখন দুর্বৃত্ত দস্যুদল পথ পরিভ্রমণ করে, এবং ভ্রমান্ধ আত্মঘাতীরা স্বীয়দেহোপরি ভয়ঙ্কর খড়্গ উত্তোলন করিতে উদ্যত হয়—তখন পুরাবৃত্তাধ্যয়নে বিরত হইয়া নগরমার্গে বায়ু সেবন করিতে আমি অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। তথায় কিয়ৎক্ষণ অগ্রে ধনমাৎসর্য্যপরিপূর্ণ গম্ভীরবদন ব্যক্তিচয় বিচিত্রবসনে বিভূষিত হইয়া দিব্যযানে ও নেত্রমোহন শকটে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিয়াছিল, কিন্তু বহুভাষী ব্যক্তিরা অধিক বাগাড়ম্বর করিয়া শ্রান্ত হইলে যেমন তাহাদিগকে স্বয়ং স্তব্ধ হইতে হয়, সেই রূপ গর্ব্বিত ধনী ব্যক্তিরা স্বীয় আড়ম্বর প্রকাশে ক্লান্ত হইয়া এক্ষণে নিস্তব্ধ হইয়াছে। এই সময় রজনী অত্যন্ত তিমিরাচ্ছন্না হইয়াছিল। কোন২ গৃহে তৈলহীন দীপশিখা চতুঃপার্শ্বে মলিন জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিতেছে; কোন গৃহে তাহারও অভাব; কোন গৃহে বা তৌর্য্যত্রিক হইতেছে; অথবা ঘটিকাযন্ত্রের শব্দ ও কুকুরের ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। মানবীয় অহঙ্কারের কোলাহল একবারেই নিস্তব্ধ হইয়াছে। মনুষ্য জাতি যে অকারণে অনিত্য অতি সামান্য বস্তুর গরিমা প্রকাশ করে তাহা অনুধ্যান করিবার এই সময় বিশেষ উপযোগী, এবং স্বভাবতই ঐ চিন্তা এই সময়ই আমাদের মনে উদিত হয়।

তখন আমার মনে এই রূপ চিন্তা সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে এই নগরের নিস্তব্ধতা প্রভাত পর্য্যন্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত রহিয়াছে; নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে অহর্নিশি সমভাবে থাকিবেক। এই নগরের গর্ব্বিত ও বিস্মৃত মরণ বসবাসীগণ যে রূপে কালগ্রাসে পতিত হইবেক নগর মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ, তৃপ্তিকর সুরম্য উদ্যান, উন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ, সৈন্যদিগের শব্দ-ঝঙ্কারিত গর্ব্বিত দুর্গ প্রভৃতি সকল পদার্থই সেই রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেক; হয়ত কেবল নিবিড় অরণ্যানী এই স্থানকে ভয়ঙ্কররূপে ব্যাপিয়া থাকিবেক—অথবা সমস্তই সমুদ্সাৎ হইয়া যাইবেক। এই রূপ কত শত নগর বিনষ্ট হইয়াছে, এবং কত শতবার, তত্রত্য নিবাসীরা রণজয়ী হইয়া জয়ধ্বনিপূর্ব্বক সুচারু নগরাদি অধিকার করিয়াছে; এই রূপ কত২ মানব স্বাভাবিক অদূর দর্শিতা সহকারে স্বীয় চিরস্থায়িত্ব অব্যর্থ বিবেচনা করিয়াছে। হায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কি নিশ্চয় নিধন! বর্ত্তমানকালীন মনুষ্যগণ বহু পর্য্যটনে অতি কায়ক্লেশে সেই নগর সকলের কেবল চিহ্ন মাত্র প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং যাহাদের উন্নতি অবস্থায় গৌরব ও অহমিকার পরিসীমা ছিল না, এই ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে সেই সমস্ত উচ্ছেদ হইয়াছে! ভ্রমণপরায়ণ ব্যক্তিসকল বিষণ্ণচিত্তে ম্লানবদনে পরিভ্রমণ কালে এই অধ্যয়ন করিতেছেন যে মানবজীবন যথার্থ জলবিম্বপ্রায়, একান্তই অসার-অনিত্য; মনুষ্য-সুখ নিতান্তই ক্ষণকালিক-মনুষ্য-দর্প অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী; মানব-দেহ নিঃসন্দেহ ক্ষণভঙ্গুর! এই স্থানে রাজগৃহ ও এই স্থানে মনোহর বিদ্যালয়

এবং বিচারালয় ছিল, ইদানীং কেবল দুর্গম বিপিনে পরিপূর্ণ হইয়া ভীম কলেবর হিংস্র জন্তু ও সর্পাদির আবাস স্থান হইয়াছে; ঐ স্থানে কোন ব্যক্তির সুচারু সমুন্নত দেবমন্দির কীর্ত্তিস্তম্ভ সুরম্য নাট্যালয় প্রভৃতি অহঙ্কার সূচক নানা অট্টালিকা ছিল; এই ক্ষণে স্তূপাকার হইয়া আছে। বর্ত্তমানকালে ভ্রমণকারীদের প্রমুখাৎ উক্ত নগরে কদম্বকের গৌরব ধ্বনিমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। হা! ভ্রান্ত মনুষ্য কেন তবে বৃথা কার্য্যে আসক্ত হইয়া বৃথা জীবন ব্যয় করিতেছ! দেখ এই উন্নতিপ্রাপ্ত নগর, যাহাতে আমরা অবস্থিতি করিয়া বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিতেছি এবং মনঃপ্রশস্তকরী নানা বিধ বিদ্যার পর্য্যালোচনাদ্বারা আমরা দিন২ নব আনন্দের উপলব্ধি করিতেছি; হয়ত ইহাও সেই নগর-রাশির ন্যায় সময়ে ধ্বংসরাশি হইবে।

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে যৎকালে আমি পৌরবর্থ্মে মন্দমন্দ সুখদ গন্ধবহ সম্ভোগ করিতেছিলাম তখন যেসমস্ত মানব প্রচুর সমারোহে তথায় দিবাকালে বিচরণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহই আমার নেত্রগোচর হইল না। এই ক্ষণে কৃচিৎ দুই এক ব্যক্তি যাহারা আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইল তাহাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি দেখিলাম। দিবসীয় আড়ম্বরবিলাসী পান্থগণের ব্যবহার যে রূপ সভ্যকপটতাদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল ইহাদের ব্যবহার সে রূপ আচ্ছাদিত নাই, এবং ইহাদের মধ্যে কেহই দুঃসহ দরিদ্র দশা কিম্বা লাম্পট্য স্বভাব গোপন করিতে যত্নবান নহে। এবম্প্রকার যত আশ্চর্য্যের বিষয় আমার নয়নপথের পথিক হইয়াছে তন্মধ্যে মনোবিদারক প্রবল আক্ষেপের বিষয়ও একটি আমি চাক্ষুষ করিয়াছি; তাহা প্রকাশ করিতে এখনও আমার চক্ষু জলভারে প্রপীড়িত হইবেক; এবং বোধ করি যে দয়ারসে আর্দ্রচিত্ত পাঠকবর্গ মহাশয়েরা তাহা স্মরণ করিলে দয়াকর্ষিত হইবেন।

সেই নিস্তব্ধ যামিনীকালে কতকগুলি দীনহীনা অনাথা আহারবিগতা মানবী (আহা মানব স্বজাতীয় মানবী আর অন্য কিছুই নয়) এক সমুন্নত-রম্য-প্রাসাদ-বাসী ধনাঢ্যের দ্বারবহির্দ্দেশে কঠোরভূমিকে কোমলশয্যা বোধ করত শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই নিষ্ঠুর ধনবান তাহাদিগের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করে নাই। এই রূপ দেখিবামাত্র আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, এবং তাহাদিগের উত্তমরূপে উৎসুকনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষ লক্ষণে অনুভব করিলাম যে তাহারা আহারাভাবে শীর্ণা অতিশয় দুঃখিনী পথশ্রান্তপথিক বনিতা তাহাদের দুরবস্থা এত অধিক যে বোধ হয় যেন দয়াদেবী তাহা নিবারণ করিতে স্বয়ং অশক্তা হইয়াছেন; নতুবা ভূমণ্ডলে অসংখ্য দীনসুহৃৎ সজ্জন ব্যক্তিগণের আবির্ভাব থাকিতেও ইহাদের দুঃখ কেন বিমোচিত হয় নাই। ইহাদিগের ক্লেশ, অবসন্নতা, বস্ত্রবিহীনতা ও ভয়ঙ্কর মলিনতা ঈক্ষণ করিয়া সাধারণ লোকের মনে দয়ার সঞ্চার না হইয়া বরং ভয় ও ঘৃণার প্রাদুর্ভাব হয়। সর্ব্বাধার বসুন্ধরা ইহাদিগকে মানব আকৃতি বলিয়াই বিবেচনা করেন না, এবং মানবসমাজ ইহাদের প্রতি এত বিমুখ হইয়াছে যে বস্ত্রবিহীনে ক্লেশ পাইলে অথবা ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করিলে ইহাদের প্রতি নেত্রপাতও করে না। হায়! এই সকল হিম-বায়ুকম্পিতা অবলারা হয়ত এক সময়ে সৌভাগ্যের সমদ্রে মগ্ন হইয়া কতই সুখভোগ করিয়াছে; এক্ষণে অপার ক্লেশ-সাগরে পতিতা হইয়া কালযাপন

করিতেছে। এ সমস্ত ঘোর দুঃখে দুঃখিদিগকে দেখিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হায়! কেন এই মনষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল অসহ্য ক্লেশ আমাকে দেখিতে হইল, যেহেতু ইহাদের দুঃখ-মোচন করিতে আমার কোন ক্ষমতাই নাই। কেনই বা জগদীশ্বর আমাকে এরূপ কোমল-বৃত্তি-সংযুক্ত মন প্রদান করিয়াছেন! যে ব্যক্তির মনে কিঞ্চিৎ দয়া আছে, সে যদি এই রূপ অবস্থায় পড়ে যে তাহাতে তিনি পরোপকার করিতে অক্ষম হয়েন তবে সেই অবস্থা তাঁহার দুঃখের কারণ ও কেবল আক্ষেপের বিষয় হয়; এবং দরিদ্র ভিক্ষার্থিগণ অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর ক্লেশে পীড়িত হইতে হয়। হা! গৃহ-হীনা হতভাগিনীরা! মনুষ্যজাতি সকলেই তোমাদিগের তিরস্কার করিতে অগ্রসর হয়েন, কিন্তু দয়া করিতে কেহই সম্মুখবর্ত্তী হয়েন না। দেখ ধনসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সামান্য দুঃখে পতিত হইলে কিম্বা যথাকথঞ্চিৎ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে তাবৎ লোকেই তাঁহার সেই দুঃখ এরূপে হৃদয়গ্রাহী চারু-বক্তৃতা-চ্ছটায় প্রকাশ করে, এবং কাতর-বাগ্‌ভূষণে সুসজ্জীভূত করিয়া এরূপ কারুণ্যরসে প্রচার করে, যে তাহাতে কোন্ ব্যক্তির মনে অনুকম্পা ও স্নেহের সঞ্চার না হয়? সকলেরই নেত্রহইতে দয়াশ্রু পতিত হইতে থাকে। কিন্তু দয়াপাত্র অনাথ-অনাথারা যখন দুঃখে কাতর হইয়া সজলনেত্রে পথভ্রমণ করে—যখন সমুদায় নির্দ্দয় ও অত্যাচার সাধনের স্থল হইয়া দুঃখপ্রশাসনে তাহারা মলিন হইয়া যায়, এবং নির্দয় রাজনিয়মে দলিত হইয়া যখন তাহারা রোদন করিতে থাকে—তখন একটিও এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না যে তাহাদের নিমিত্ত একটি কথা বলে, কিম্বা তাহাদের প্রতি করুণাবিশিষ্ট দৃষ্টিপাত করে। অতএব হে ধর্ম্ম—হে দয়া-দাক্ষিণ্য! এরূপ কতকাল হইল তোমরা ধন-সম্পন্ন-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ! আমার নিতান্ত বাসনা এই যে তোমরা কি দরিদ্র কি ধনবান সকলেরই আলয়ে সমভাবে অনুক্ষণ বিরাজ কর। যেন পরমপবিত্র পরোপকার ধর্ম্মে সকলেই রত হয়, এবং পরোপকারধর্ম্মানুষ্ঠানে সকলেই যত্নবান্ হইয়া পবিত্র হয়। মানবজাতির যে অর্থ অন্যায় অপব্যয়ে নষ্ট হইতেছে তাহা যেন পরোপকার-রূপ অতি উন্নত চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভের নির্ম্মাণে অপক্ষপাতসহকারে ব্যয় হইয়া সুব্যবহৃত হয়। দয়ার্দ্রচিত্ত মনুষ্য অর্থহীন হইলে যে রূপ আক্ষেপের বিষয়, ধনসম্পন্ন ব্যক্তি দয়াশূন্য হইলেও সেই রূপ দুঃখের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমথুরমোহন তর্করত্ন।

নূতন-গ্রন্থের সমালোচন।

“গ্রাম্যগ্রন্থালয়” নামক প্রস্তাব-রচনার সময়ে আমরা লিখিয়াছিলাম, “যাহাতে সাধারণ লোকে নূতনগ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে২ বাঙ্গালাগ্রন্থের দোষগুণ-বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব” এবং তদনুসারে পূর্ব্বে কয়েক খানি গ্রন্থের সমালোচন করা হইয়াছিল; পরন্তু সে কর্ম্ম কোন মতে আমাদিগের মনোনীত হয় নাই। গ্রন্থের প্রশংসা করা দুষ্কর কর্ম্ম নহে; এবং প্রশংসা-বাদে কিঞ্চিৎ অতিবাদ হইলে শাস্ত্রকারেরা নিতান্ত দূষণীয় বোধ করেন না; কিন্তু গ্রন্থের দোষোল্লেখ করা তাদৃশ সহজ ব্যাপার নহে; তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভ্রম হইলে গ্রন্থ-

কারের অনিষ্ট করা হয়; অধিকন্তু কোন গ্রন্থের যথার্থ দোষ প্রদর্শন করিলেও তৎসহ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত চিরকালের নিমিত্ত বিবাদ উপস্থিত হয়; অপর দোষগুণ অবিকল বর্ণন না করিলে সঙ্কল্পের হানি ও পাঠকদিগের সাহায্য না করিয়া ভ্রমকূপে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়; সুতরাং উভয় কল্পেই সঙ্কট, এবং তাহার পরিহরণ-করণার্থে নূতনগ্রন্থের সমালোচন করা আমাদিগের পক্ষে অবিহিত বোধ হইয়াছিল। পরন্তু দুষ্করত্ববিধায়ে কোন কার্য্যের পরিহরণ করায় মনুষ্যত্বের হানি হয়। বিবিধার্থের সম্পাদনে পাঠকবর্গের উপকার এক মাত্র উদ্দেশ্য; তৎসাধনে সহস্র-ক্লেশ-স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য; এপ্রযুক্ত আমরা একর্ম্মে বিরত না হইবার মানস করিতেছিলাম, এমত সময়ে এক বন্ধু অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক আমাদিগকে আশ্বসন করিলেন। তিনি পাঠকমণ্ডলীর পরিচিত ব্যক্তি নহেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি কাহার রুষ্ট হইবার উপায় নাই; অথচ তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সদ্বিবেচনা সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য। তিনি সাহিত্যালঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অতএব মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরের বিবেচনাপেক্ষায় তাঁহার বিবেচনা পাঠকগণপক্ষে অধিকতর ফলদায়িনী হইবেক, সন্দেহ নাই। এই পরামর্শে সেই সহৃদয় বান্ধবকে গ্রন্থের সমালোচনকর্তৃত্ব ভার অর্পণ করিলাম। তিনি এবিষয়ে যাহা কিছু লিখিবেন তাহাই আমাদিগের প্রকাশ্য; পরন্তু কোন বিশেষ-গ্রন্থ-বিষয়ে আমাদিগের ও আত্মীয়বরের অভিপ্রায় ঐক্য হইবে ইহা সম্ভব নহে; বরং কোন২ স্থলে যাহাকে তিনি মন্দ বলিবেন তাহা আমাদিগের বিবেচনায় উত্তম হইতে পারে; কিন্তু এতৎপত্রে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত না হইয়া তাঁহারই অভিমত প্রকটিত হইবে। নিম্নে মুদ্রিত প্রস্তাব ঐ আত্মীয় হইতে প্রাপ্ত।

বিবিধার্থের স্থগিত থাকা পর্য্যন্ত অনেকগুলিন পুস্তক জনসমাজে প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধুনা ৭ খানি পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতেছে। ঐ সাত খানির মধ্যে পাঁচ খানি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকর্তৃক প্রকাশিত।

৵১। হংসরূপি রাজপুত্রের বিষয়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরাজি ভাষাহইতে অনুবাদিত। মূল্য ⁄১৫। বিমাতার দ্বেষ, ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রযত্নে সকল সিদ্ধ হইতে পারে এই তিন বিষয় এক রম্যগল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গল্পের স্থূল বাক্য এই যে কোন রাজকন্যার একাদশ ভ্রাতা ছিল; তাহারা সকলেই বিমাতার দ্বেষে হংসরূপে পরিণত হয়। অপর ঐ রাজকন্যাটিও নানাবিধ যাতনা ভোগ করত অবশেষে পিতৃভবনহইতে বহিষ্কৃত হয়। এই অবস্থায় সে দৈবযোগে ভ্রাতৃদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া অপর্য্যাপ্তপরিশ্রমসহকারে মৌনব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক তাহাদের মুক্তির চেষ্টা করে। তাহাতে তাহার দৈহিক যাতনার সম্যক্ বৃদ্ধি হইল, এবং অবশেষে জীবদ্দশায় জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষিপ্ত হইবার উদ্যোগ হইল; এমত সময়ে সে ব্রত সম্পূর্ণ করত আপন ও ভ্রাতৃদিগের বন্ধন মুক্ত করিলেক। এগল্পটি সুরম্য বটে, এবং ইহাতে রচনারও ত্রুটি নাই। গ্রন্থটি সরল সাধুভাষায় রচিত হইয়া বালক বালিকাদিগের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত হইয়াছে।

⁄২। পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা। এই পুস্তক খানিও পূর্ব্বোক্ত অনুবাদকদ্বারা সম্পাদিত। ইহাতে গল্পের কোন চাতুর্য্য নাই; পরন্তু পুত্রের নিমিত্ত মাতা আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কি পর্য্যন্ত

ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন তাহা পরিপাটীরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং ঐ আখ্যান-পাঠ-করণার্থে কেহই ঐ পুস্তকের মূল্য তিন পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

৩-৪। এই খণ্ডের প্রথম প্রস্তাবে তিমুর শাহের জীবন-বৃত্তান্তে সিকন্দর-শাহ ও চঙ্গেজ খাঁর উল্লেখ হইয়াছে। তাহারা প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী, এবং ভাতরবর্ষীয় ইতিহাসের পরিজ্ঞানার্থে তাহাদের বর্ণন জানা অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রায়ঃ দ্বাবিংশতি শত বৎসর হইল সেকন্দর গ্রুসীরাজ্যে জন্ম-গ্রহণ করত অল্পকালেই পঞ্জাব পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করিতে আসিয়াছিলেন। চঙ্গেজ খাঁ আশিয়ার মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোগলজাতীয়, ও যুদ্ধবিদ্যায় আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর বাবর প্রভৃতি মোগল সম্রাটেরা তাঁহারই বংশে উৎপন্ন হয়। এই উভয় ব্যক্তি অনেক যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আপনাদিগকে সুবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন; অতএব ইহাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিতে অনেকেরই লালসা হইতে পারে। ঐ বাঞ্ছা-পুরণার্থে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অদ্ভূত-ইতিহাস নামে দুই খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন; তাহা বোধ হয় অনেকেরই সমাদরণীয় হইবেক। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখন প্রণালী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় সহজ নহে, পরন্তু উভয়েরই গ্রন্থ সুপাঠ্য বটে।

৫। উপযুক্ত-নিয়মে ইতিহাস-রচনা করিতে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা বিশেষ আগ্রহিত ছিলেন না; পরন্তু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের ও স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ নানাবিধ আখ্যায়িকাছলে প্রচরিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুরাণসকল ঐ প্রকার আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ আছে। উপপুরাণ সকলও তদ্বৎ। তন্ত্র শাস্ত্রের অত্যল্পাংশে মন্ত্রাদির কথন আছে; অবশিষ্ট সমস্ত নানাবিধ গল্পেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপর অনেক এতদ্দেশীয় পুস্তকে ইতিহাসাত্মক গল্প দেখা যায়, এবং তাহা জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত আছে। সোমদেবকৃত "বৃহৎকথা" তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। সহস্রাধিক বর্ষ হইল কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের পিতামহীর সন্তোষার্থে তাহা রচিত হয়। তাহাতে পাটলিপুত্রাধিপতি নন্দের সময় অবধি বিক্রমাদিত্যের সমকাল পর্য্যন্ত প্রায়ঃ তিন শত বর্ষের ইতিহাস ও নানাবিধ অলীকবাক্য রম্যগল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ পুস্তক আমরা কুত্রাপি দেখি নাই; পরন্তু যাহা দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে ঐ গ্রন্থ সামান্য নহে, এবং লোকে যে ইহাকে "বৃহৎকথা" "কথা-সরিৎ-সাগর," "কথা-সমুচ্চয়," "কথা-মালা" প্রভৃতি বৃহত্ত্বসূচক নামে বিখ্যাত করিয়াছেন তাহা অযোগ্য হয় নাই। এই পুস্তক হরপার্ব্বতী সম্বাদে আরম্ভ, অতএব ইহাকে তন্ত্র বলিলেও বলা যায়। এই বৃহৎ গ্রন্থের কিয়দংশ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকর্তৃক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদক, বিখ্যাত পণ্ডিত; তাঁহার রচনা যে সুকোমল ও সুমধুর হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য; তাঁহার রচনা পাঠে পাঠকদিগের তৃষ্ণোদ্রেক করাইবার নিমিত্ত এস্থলে নিম্নস্থ গল্পটী উদ্ধৃত করা গেল।

মূষিক নামক বণিকের বৃত্তান্ত।

“বণিক্ কহিল, ধন প্রয়োগেতেই লোকে তাহার উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আমি ধন ব্যতিরেকেতেও এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শুবণ কর, আমি গর্ভস্থ থাকিতে আমার পিতা পরলোক গমন করেন। তখন আমার মাতাকে নিঃসহায় দেখিয়া জ্ঞাতিরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাতে তিনি ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক তাঁহার পিতৃমিত্র কুমারদত্তের গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। কিয়ৎকাল পরে আমি ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা অতি কষ্ট বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাতা আমাকে এক উপাধ্যায়ের নিকট নিযুক্ত করিলেন, এবং আমিও ক্রমশঃ লিপি ও অঙ্ক বিদ্যায় নিপুণ হইলাম। এক দিবস আমার নৈপুণ্য দেখিয়া মাতা আমাকে কহিলেন, বাপু! তুমি বণিকের পুত্র, অতএব এক্ষণে তোমার বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করা আবশ্যক। এই নগরে বিশাখিল নামে এক প্রচুর ধনশালী বণিক্ আছেন; আমি শুনিয়াছি, তিনি দরিদ্র বণিক্ পুত্রদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক মূলধন করিয়া দিয়া ব্যবসায় অবলম্বন করান। অতএব তুমি তাঁহার নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ মূল ধন যাচ্ঞা করিয়া লইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে আমাদিগের দুঃখ নিবারণ হইবে। মাতার এই বাক্য শুবণ করিয়া আমি বিশাখিলের নিকট গমন পূর্ব্বক মূলধন যাচ্ঞা করিতেছি, এমত কালে বিশাখিল অন্য এক বণিক্পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিল, অরে নির্ব্বোধ, এই যে ভূমিতে পতিত মৃত মূষিক দেখিতেছ, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, সে ইহাদ্বারাই ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, আমি তোমাকে এত ধন দিলাম, তুমি তাহার বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তাহা রক্ষাও করিতে পারিলে না। আমি এই সকল বাক্য শুবণ করিয়া বিশাখিলকে কহিলাম, মহাশয়, আমি মূলধন করিবার নিমিত্তে তবে এই মৃত মুষিকটা লইয়া যাই। ইহা বলিবামাত্র বণিক্ হাস্য করিতে লাগিলেন; আমিও মূষিক লইয়া প্রস্থান করিলাম। কিয়দ্দুর গমন করিতে২ এক বিপণির নিকট যাইবামাত্র এক বণিক্ পালিতবিড়ালকে ভক্ষণ করাইবার নিমিত্তে সেই মৃত মূষিক লইয়া আমাকে দুই অঞ্জলি চণক প্রদান করিল। আমি সেই চণক লইয়া গৃহে গিয়া তাহা পেষণ করিলাম। পরে সেই চণকচূর্ণ এবং এক কলশী জল লইয়া গ্রামের বাহিরে চত্বরে গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছি, এমত কালে কএক জন কাষ্ঠবিক্রেতা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া কাষ্ঠ মস্তকে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া চণকচূর্ণ ও শীতল জল প্রদান করাতে তাহারা তুষ্ট হইয়া আমাকে প্রত্যেকে দুই২ খানি কাষ্ঠ প্রদান করিল। আমি সেই সকল কাষ্ঠ লইয়া গ্রামে আসিয়া বিক্রয় করত তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার চণকক্রয়পূর্ব্বক তাহা চূর্ণ করিয়া সেইরূপে গিয়া তথায় উপবেশন করিলাম। প্রতিদিন এই রূপে চণকচূর্ণের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ লইয়া সেই কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া আমি ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয় করত কালক্রমে অনেক কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম। অনন্তর একদা অতিবৃষ্টি জন্য নগরে কাষ্ঠ দুর্ম্মুল্য হইলে সেই সকল সঞ্চিতকাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া আমি প্রচুর ধনলাভ করিলাম; এবং সেই ধনে এক বিপণি-সংস্থাপন করতঃ বাণিজ্য করিতে

আরম্ভ করিয়া নিজকৌশলে ক্রমশঃ মহাধনসম্পন্ন হইলাম। অনন্তর একটী সুবর্ণের মূষিক নির্ম্মাণ করাইয়া বিশাখিল বণিকের ঋণপরিশোধার্থ তাঁহার নিকট গিয়া সমস্ত-বৃত্তান্ত-বর্ণন-পূর্ব্বক সেই সুবর্ণ-মূষিক প্রদান করাতে তিনি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে এক কন্যা দান করিলেন। সেই অবধি আমি লোকে 'মূষিক' নামে বিখ্যাত হইয়াছি। আমি নির্ধন থাকিয়াও এইরূপে মহাধন-সম্পন্ন হই।"

৬। অতঃপর বারাসতস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সঙ্কলিত 'ভূগোল বৃত্তান্ত' আমাদিগের সমালোচ্য। ঐ পুস্তক উল্লেখিত বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণিস্থ বালিকারা পাঠ করেন আমরা তাহা জ্ঞাত নহি; পরন্তু আমাদের বোধে ইহার সঙ্কলন করায় বিবেচনার ত্রুটি হইয়াছে। এতদ্দেশায় বালিকারা অতীব ধীমতী বটে, তত্রাপি পাঁচ ছয় সাত বা আট বৎসর বয়স্কা বালিকারা ইহা কদাপি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক না। তাহাদিগের নিমিত্ত এতদপেক্ষায় অনেক সুলভ পুস্তক প্রয়োজনীয়। অপর বাল্যকালে তাহারা কোন ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার পর এইপুস্তক তাহাদের পক্ষে বিস্তীর্ণ বোধ হইবেক না। দশ বারো বৎসর অবধি ভূগোল বিদ্যায় শিক্ষা না দিলে এ গ্রন্থ একেবারে আরম্ভ করা যাইতে পারে; পরন্তু যাহাদিগের দ্বাদশবর্ষে বিদ্যাশিক্ষার এক প্রকার শেষ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে এ পরামর্শ কদাপি গ্রাহ্য বোধ হয় না, সুতরাং বারাসতস্থ বিদ্যোৎসাহি-মহাশয়দিগকে ভূগোল-রচনে পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। ইতিহাস-বিষয়ে সম্প্রতি একখানি মাত্র পুস্তক প্রকটিত হইয়াছে; পরন্তু সেখানি সামান্য পুস্তকের মধ্যে গণ্য নহে। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি বসাক অতি প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁহার রচিত "নবনারী," "আরব্য উপন্যাস" প্রভৃতি কএক খানি পুস্তক সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে; অধুনা তিনি এই ভাতরবর্ষের ইতিহাসে সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তাঁহার রচনাশক্তি ও পুরাবৃত্তানুসন্ধান ক্ষমতার অদ্যাপি কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হয় নাই। সুকোমল আশুমনোগ্রাহি ভাষা নিয়তঃ তাঁহার লেখনীহইতে প্রসৃত হওত কি নীরস রাজনিয়ম—কি চমৎকার উপকথা—কি গম্ভীর ইতিহাস—সকল বিষয়েই অনায়াসে বিকশিত হইয়া তাঁহার বিদ্যাবিভাসিহ করে। ঐ সকল গ্রন্থ যে বাঙ্গালি পাঠক মাত্রের নিকট থাকা কর্ত্তব্য ইহা কহিবার প্রয়োজন রাখে না, যেহেতু সহৃদয় পাঠক এমত কে আছেন যিনি নীলমণি বাবুর পুস্তক না লইয়াছেন?

প্রস্তাবিত ইতিহাস গ্রন্থ, বোধ হয়, তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। তাহার প্রথম ভাগমাত্র অধুনা প্রকটিত হইয়াছে। ঐ ভাগের উদ্দেশ্য হিন্দু-সাম্রাজ্যকাল। তাহার প্রথমাধ্যায়ে ভাবতবর্ষের প্রাচীনত্ব ও বর্ণাচার বিবরণ ব্যক্ত আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের পদার্থ রাজধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। স্মৃতি শাস্ত্রহইতে তাহার অধিকাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং ঐ সঙ্কলন-কর্ম্মে বসাক বাবু বিশিষ্ট নিপুণতার প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও বিদ্যা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের অভিধেয়। ঐ দুই অধ্যায় গ্রন্থকারের রচিত নহে, এবং গ্রন্থের অন্য অংশের তুল্যও নহে। তাহাতে অনেক ভ্রম, অস্পষ্ট বর্ণন ও অপরাপর অনেক দোষ আছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ভ্রমমূলক। বৌদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম গৌতম মুনি লেখা হইয়াছে; অথচ তাঁহার নাম শাক্য-সিংহ; তিনি গৌতমগোত্রীয়, সুদ্ধোদন রাজার পুত্র অযোধ্যার অন্তঃপাতি কপিলবস্তু

নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন-শাস্ত্র-বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বিশেষ দূষণীয়। লেখক ন্যায় দর্শনীয় আত্মবিদ্যার যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা বেদান্ত দর্শনের আত্মবিদ্যাহইতে কোন্ অংশে পৃথক্ তাহা আমরা স্থির করিতে পরিলাম না। সাঙ্খ্য-দর্শন-বিষয়েও লেখক অত্যন্ত অস্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যাশা করি যখন ঐ পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইবেক তৎকালে গ্রন্থকার এই দুই অধ্যায়ের বিশেষ সংশোধন করিবেন।

গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে ভারতবর্ষে কি প্রকার লোক বসতি করে ও হিন্দু-সন্তানেরা কোথায় কোথায় গমন করেন তাহার বিবরণ, ও ষষ্ঠাধ্যায়ে ভারতবর্ষের প্রধান২ রাজ্যের বিবরণ, ব্যক্ত হইয়াছে। শেষাধ্যায়ের নাম "দাক্ষিণাত্যের বিবরণ।" এই নামে আশু মনে হয় যেন গ্রন্থকার দক্ষিণ-দেশবাসিদিগের বিবরণ লিখিবেন, কিন্তু ঐ অধ্যায় পাঠ করিলে ব্যক্ত হয় যে দক্ষিণ-দেশের বিবরণই তাঁহার অভিপ্রেত অতএব, বোধ হয়, গ্রন্থকার তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভূগোল ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দক্ষিণ দেশবিষয়ক প্রস্তাবের ভ্রমানুকরণে দাক্ষিণাত্য শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থের অন্যথা করিয়াছেন। পরন্তু অধুনা এবিষয়ে অধিক লেখার স্থানাভাব হইল অতএব এই ক্ষণে আমরা ক্ষান্ত হইলাম। গ্রন্থখানি আমাদিগের মনোমত হইয়াছে, ইহার সংশোধন করা আমাদিগের অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়; অতএব ভবিষ্যতে আমরা এবিষয়ে পুনরায় মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করি।



শূএপিংশিনের বিবাহোদ্যোগ।

চীন-রাজ্যের অন্তঃপাতি বিখ্যাত শান্তুংনগরে শূএক্যুই নামা এক জন প্রধান সেনাপতি বাস করিতেন। বাল্যকালাবধি অস্ত্র-ব্যবসায়ে তাঁহার দিনযাপন হইয়াছিল, তথাপি তিনি আপন কন্যাটিকে সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই কন্যাটিও পিতৃনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হইয়াছিল; রূপলাবণ্যে সে যাদৃশ অদ্বিতীয়া ছিল বিদ্যাবুদ্ধিসচ্চরিত্রেও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি ছিল না। এই কন্যাটির নাম শূএপিংশিন্। শূএক্যুই রাজসেনার অধ্যক্ষতা করিতে সর্ব্বদা রাজসদনে থাকিতেন; তাঁহার কন্যা পল্লীগ্রামে বাস করিত। অল্পকালেই ঐ কন্যাটির মাতৃবিয়োগ হয়, ও

গৃহ-বিচ্ছেদের নিবারণ করিতে তাহার পিতা আপন ভ্রাতাহইতে পৃথক্ হইয়া পৈতৃক-বাটীর মধ্যে এক প্রাচীর দিয়া বাটী স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন; সুতরাং অল্পকালেই শূএপিংশিন্ একাকিনী স্বাধীনা হইয়া থাকিতে অক্ষম হইয়াছিল। যদিচ পৃথক গৃহ হইয়াছিল তত্রাপি ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর কোন বিবাদ ছিল না, ও ঐ প্রাচীর মধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বারদিয়া উভয়ের বাটীতে যাতায়াতের পথ ছিল। শূএক্যুইর ভ্রাতার নাম শূএউন্; তাহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাহারা সকলেই বিদ্যা ও বুদ্ধিবিহীন ও দুশ্চরিত্র।

শূএপিংশিনের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার পিতা কোন অপরাধপ্রযুক্ত রাজাজ্ঞায় দেশবহিষ্কৃত হয়। তখন তাহার খুল্যতাত মনে করিতে লাগিল যে এই ক্ষণে ভ্রাতৃকন্যাটির বিবাহ দিতে পারিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত হইতে পারে *। এই অভিপ্রায়ে পুনঃ২ বিবাহের উদ্যোগ করিলেক; কিন্তু কন্যাটি পিতার অনুজ্ঞা-ব্যতিরেকে কোন মতে উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে সম্মত হইল না। শূএউন্ দেখিলেন যে তাঁহার উদ্যোগে ভ্রাতৃকন্যার মতান্তর করা দুষ্কর; অতএব অন্যোপায়ের অন্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন। তৎকালে কৌকেচু নামা এক জন ধনবান্ দারপরিগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল। সে ব্যক্তি জনৈক রাজামাত্যের পুত্র, সম্পূর্ণরূপে কুল ও ধন সম্পন্ন, কিন্তু অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। শূএউন্ তাহার নিকটে গিয়া আপন ভ্রাতৃকন্যার অনেক প্রশংসা করিলেক। তাহাতে সেও মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু শূএপিংশিন্কে সামান্য ঘটকদ্বারা কোন মতে সম্মত করিতে পারিলেক না। অবশেষে সে নগরের প্রধান রাজপুরুষ চীফুর * নিকট গমন করিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। চীফুও এবিষয়ে কোন আপত্তি দেখিলেন না; বরং কৌকেচুর সাহায্য করিয়া তাহার পিতা রাজামাত্যের সন্তোষ জন্মান তাঁহার অভিধেয় হইল; অতএব তিনি উদ্যোগী হইয়া শূএউন্কে ডাকাইয়া কহিলেন; "বয়স্থা কন্যা গৃহে অবিবাহিতা রাখায় নীতি ও ধর্ম্মের হানি হয়। এইক্ষণে তোমার ভ্রাতা দেশ-বহিষ্কৃত হইয়াছেন; তুমিই তাঁহার প্রতিনিধি। যাহাতে সেই ভ্রাতার দুহিতা উপযুক্তপাত্রে অর্পিত হয় এমত চেষ্টা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য, এদেশে নিয়ম আছে যে পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন বিবাহ হওয়া উচিত নহে, পরন্তু যে স্থলে পিতা দেশ বহিষ্কৃত হইয়াছে সেস্থলে খুল্যতাতই পিতৃস্থানাপন্ন; তাঁহার আজ্ঞায় বিবাহ নিষ্পন্ন করা নিন্দনীয় নহে। আর তাহাও না হইলে রাজাজ্ঞাই বলবতী। আমি এদেশের রাজপ্রতিনিধি; আমি আদেশ করিতেছি, তুমি তোমার ভ্রাতৃকন্যার সুভবিবাহ ত্বরায় সম্পন্ন করাও। কৌকেচু অতি ভদ্র-সন্তান; রাজামাত্যের পুত্র; তাহার সহিত বিবাহে তোমাদের সম্যক্ প্রশংসা বই আর নিন্দা নাই।"

শূএউন্ এবিষয়ে স্বয়ং উদ্যত ছিল এই ক্ষণে চীফুর অনুমতি পাইয়া সত্বরে শূএ পিংশিন্কে নানামতে উপদেশ দিতে লাগিল, ও পিত্রাজ্ঞা ভিন্ন বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে এই কথার উত্তরে কহিল, "চীফু এবিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত তোমাকে আর ভাবিতে

* চীন-দেশীয় দায়ভাগের মতানুসারে স্ত্রীপুত্রবিহীন পুরুষের কন্যার বিবাহ হইলে তাহার সম্পত্তি তাহার ভ্রাতার প্রাপ্য হয়।

* চীন দেশীয় নগরস্থ রাজকীয় প্রধান কর্ম্মকারকের নাম "চীফু;" তাঁহার সাহায্যকারির নাম "চিহীন্।"

হইবেক না। পিতার অবর্ত্তমানে রাজপ্রতিনিধি চীকু বা চিহীনের আজ্ঞা যথেষ্ট; অপর পিতার প্রতিনিধি খুল্যতাত। আমি এবিষয়ে সকল সম্পন্ন করিতে পারি।"

শূএপিংশিন্ দেখিলেন যে চীকুর সহিত হঠাৎ বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব কদাচার কোকেচুর হস্তহইতে রক্ষা পাইবার মানসে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, "খুল্যতাত, চীকুর আজ্ঞা বলবতী বটে; কিন্তু স্বজনের আজ্ঞা ভিন্ন অবলাদিগের কোন কর্ম্ম করায় সাবধান হইতে হয়; পরন্তু আপনি যখন এবিষয়ে উদ্যোগী হইতেছেন তখন আর অন্য মত করা কর্ত্তব্য নহে।"

শূএউন্ কহিল "ইহাতে সন্দেহ কি? আমি সকল করিব; বাপ খুড়া কি পৃথক্? উভয়ই তুল্য; অতএব আমার উপর নির্ভর কর।"

শূএপিংশিন্ উত্তর দিলেন "যদি পিতা ও খুল্যতাত এক বোধ করেন, তবে আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?"

শূএউন্ এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল; "হইবেক না কেন? তোমার তুল্য কন্যা ভাগ্যক্রমে পাওয়া যায়। বাছা, এই বিবাহে তোমার অনেক মঙ্গল হইবে, ও হয়ত তোমার শ্বশুরের সাহায্যে তোমার পিতার অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে। এই ক্ষণে চীকু তোমার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিতেছেন; তোমার অষ্টাক্ষরী জন্মকোষ্ঠী পাইলে তাহা দিয়া তোমার সম্মতি জ্ঞাত করিতে পারি।"

শূএপিংশিন্ কহিলেন, "ইহা আপনার দেওয়া কর্ত্তব্য; কন্যার পক্ষে ইহা উপযুক্ত হয় না।

শূএউন্ কহিল, "হাঁ, তাহাই বটে; পরন্তু, কন্যে, তুমিত জান আমি লিখন পঠনে পটু নহি। তুমি ঐ অষ্টাক্ষরের আদর্শ দিলে আমি তাহা লিখিয়া দিতে পারি।"

শূএপিংশিন্ তৎক্ষণাৎ একটি তুলি * লইয়া একখানি কাগজের উপর আটটা † অক্ষর লিখিয়া দিলেন।

শূএউন্ তাহা লইয়া সহর্ষে গৃহে গমন করত আপন পুত্র-কন্যাদিগকে তাহা দেখাইতে লাগিল। সকলেই তদ্দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইল। শূএউন কহিল "এই ক্ষণে সকলই মঙ্গল; তবে আমি যে স্থলে পিতৃকর্ত্তব্য করিতে উদ্যত হইলাম সে স্থলে আধিবাসিক দেওয়া আমারই উচিত; ইহার নিমিত্তে শূএপিংশিনকে বলা ভাল দেখায় না।" তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিল, "কথাই আছে 'চার দিয়া মাছ ধরিতে হয়।' তাহার সমস্ত বিষয় লইবার নিমিত্তে আমাদের কিঞ্চিৎ ব্যয় করায় ক্ষতি কি?" এই পরামর্শে সকলে সম্মত হইয়া কএকটি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করত যথাবিহিত আধিবাসিক উপঢৌকন প্রেরণ করিলেক। পরে যে দিবস পাত্রের বাটীহইতে উপঢৌকন আসিবেক তৎপূর্ব্বদিবস শূএউন্ ভ্রাতৃকন্যার নিকট আসিয়া কহিল, "কন্যে তোমার শ্বশুরালয়হইতে দ্রব্যাদি আসিবেক। অতএব অদ্য তোমার গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।" শূএপিংশিন্ কহিলেন, "খুল্যতাত পিতার অনুপস্থিতে এগৃহ বহুকাল অপরিষ্কৃত আছে, ও এস্থলে কোন লোক জন নাই; আপনি পিতার কর্ম্ম করিতেছেন, অতএব আপনার বাটীতে দ্রব্যাদি আনীত হইলেই হইতে পারে; উভয় বাটীই এক ইহাতে হানি কি?" শূএউন্ কহিল, "হাঁ তাহাই ভাল; তবে দ্রব্যাদির

* চীনদেশে লেখনীর পরিবর্ত্তে তুলিদ্বারা লিখনকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

† চীনদেশীয় টিকুজিতে অষ্টাক্ষরের অধিক লিখিবার রীতি নাই। ঐ অষ্টাক্ষরেই সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

অঙ্গীকার করিবার সময় যে পত্র লেখা যাইবেক তাহাতে তোমার পিতার নাম লেখা কর্ত্তব্য।”

শূএপিংশিন্ উত্তর করিলেন, “না, না, তাহা বিহিত বোধ হইতেছে না। পিতা অবমানিত হইয়া দেশবহিষ্কৃত হইয়াছেন; তাঁহার নাম লেখায় নূতন কুটুম্বদিগের সম্মান রক্ষা হইবেক না। আপনি পিতার কর্ম্ম করিতেছেন, আপনি আপন কন্যার বিবাহোপলক্ষে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেন ইহাই লেখা বিহিত।”

শূএউন্ ঐ বাক্যে সম্মত হইয়া ভ্রাতৃকন্যাকে ঐ অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতে কহিল। শূএপিংশিন্ “তথাস্তু” বলিয়া যথাবিহিত পত্র লিখিয়া দিলেন, ও কহিলেন, “আমি পত্র লিখিয়া দিলাম বটে, কিন্তু আপনি সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন যে তাহা আপনার নিজের লেখা; নতুবা লোকে আপনার নিন্দা করিবে।”

এই পরামর্শ স্থির করিয়া পরদিন প্রাতে শূএউন্ গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করত সর্ব্বত্র সুসজ্জীভূত করিয়া উপঢৌকনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে কৌকেচুর প্রেরিত দ্রব্যাদি সমানীত হইল; চীফু ও চিহীনও তদ্দর্শনে আইলেন, ও সমস্ত দিন ভক্ষ্যপেয় ও গীত-বাদ্যাদির সমারোহে কাল যাপন করিলেন। বৈকালে সকলে প্রতিগত হইলে শূএউন্ ভ্রাতৃকন্যাকে আহ্বান করিয়া তত্ত্বের সকল দ্রব্য দেখাইয়া কহিল, “কন্যে, এই সকল কি তোমার গৃহে পাঠাইয়া দিব?” শূএপিংশিন্ উত্তর করিলেন, “মহাশয় আপনি খুল্যতাত, এই বিবাহে অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন; অধিকন্তু আপনি আমার পিতৃস্থানাপন্ন হইয়াছেন; অতএব ইহা আপনারই নিকট থাকা উচিত, এবিষয়ে আপনার জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। আর এবিষয়ই বা কি? পিতার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে আমার বিবাহ হইলে সমস্তই আপনার হইবে। তবে এই ক্ষণে যে আমি তৎসমুদায় আপন নিকট রাখিয়াছি, সে কেবল পিত্রাজ্ঞার অপেক্ষায়; কি জানি যদি কখন তিনি প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে দোষী করিতে পারেন।”

শূএউন্ এই বাক্যে আনন্দে নৃত্য করিয়া কহিল, “কন্যে, চিরজীবী হও; এই অল্প বয়সে তুমি কোথায় এতাদৃশ সৎজ্ঞান পাইলে? তুমি ধন্যা।”

অতঃপর মাসাতীত হইলে কৌকেচু ভাবি গেহিনীর নিমিত্ত গৃহাদি সুসজ্জীভূত করত শুভলগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া শূএউনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শূএউন্ তৎশ্রবণমাত্র আস্তেব্যস্তে শূএপিংশিনের নিকট গিয়া ত্বরায় প্রস্তুত হইতে কহিলেন। কিন্তু সে ঐ বাক্য তাচ্ছীল্য করিয়া কহিল “কি নিমিত্ত প্রস্তুত হইব”?

শূএউন্। “এক্ষন কি তোমার উপহাসের সময়? কৌকেচু সমারোহপূর্ব্বক বরসজ্জায় তোমাকে বিবাহ করিতে আসিতেছেন; এখন হাস্যের সময় নহে। যাও, গিয়া শীঘ্র প্রস্তুত হও।”

শূএপিংশিন্। “সে তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিতেছে, আমার তাহাতে ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি?”

শূএউন্ অতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, “কি বল্লে? আমার মেয়ে? বেস! এব্যক্তি কি আমার মেয়ের জন্যে এত ব্যয় ভূষণ করিয়া এতাদৃশ উপাসনা করিতেছে? আহা! সে কি সুন্দরী! তাহার জন্যে নইলে কি সে এত জিনিস পত্র পাঠায়!

শূএপিংশিন্। “পিতার অবর্ত্তমানে আমিই এবাটীর কর্ত্রী; আমার অজ্ঞাতে কৌকেচু কি প্রকারে আমাকে বিবাহ করিতে আসিবে?

যদিচ শূএউন্ এ বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া-

ছিল তত্রাপি হাসিয়া কহিলেক; "এখন একথা উত্তম বলিতেছ; কিন্তু আগে তাদৃশ সাবধান হওয়া হয় নাই।"

শূএপিংশিন্। "যদি আমার ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে কেহ ত বলপূর্ব্বক আমার বিবাহ দিবে না? ইহাতে আমার অসাবধানতা কি?"

শূএউন্। "ইচ্ছার কথা আর এখন বড় সহজ নহে; যখন ঠিকুজী লিখিয়াছিলে, তখন ইচ্ছা ভাবা উচিত ছিল।"

শূএপিংশিন্। "খুল্যতাত, আপনি বলেন কি? কবে ইহাকে বিবাহ করিতে আমার সম্মতি হইয়াছিল যে আমার ঠিকুজী ইহাকে দিব?"

শূএউন্। "ভ্রাতৃকন্যে, এবার আমি এত অসাবধান হই নাই, তোমার স্বাক্ষরের কাগজ খানি তুলিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণ আর কাটাই-বার উপায় নাই।"

শূএপিংশিন্। "হাঁ, যদি আমার অষ্টাক্ষরী ঠিকুজী আপনার নিকট থাকে, তাহা হইলে আর কথা কি; নতুবা আর আমাকে এ বিবাহের কথায় দুঃখ দিবেন না।"

"তার ভাবনা কি?" এই কথা বলিয়া শূএ-উন্ সত্বরে নিজবাটীহইতে ঐ কাগজ লইয়া দুই পুত্র সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করত কহি-লেন; "কেমন! এ কাগজ চিনিতে পার? এ কার লেখা বল দেখি?"

শূএপিংশিন্। "খুল্যতাত, আমার জন্মদিন কি আপনার মনে আছে?"

শূএউন্। "তা আর মনে নাই; অষ্টম চন্দ্রের * পুর্ণিমার রাত্রি একটার সময়; আমি তখন তোমার পিতার সহিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলাম।"

শূএপিংশিন্। "ভাল, দিদির জন্ম দিন বলি-তে পারেন?"

শূএউন্। "ষষ্ঠ-চন্দ্রের ষষ্ঠি দিবসে, বেলা দুই প্রহরের সময়। সে দিন বড় গ্রীষ্ম হয়, তাহাতে তাহার মার অনেক ক্লেশ হইয়াছিল।"

শূএপিংশিন্। "ভাল এ জন্মপত্রে কোন্ দিন লেখা আছে তাহা কি দেখিয়াছেন?"

শূএউন্। "ও আটটা জ্যোতিষী অক্ষর; ওর আবার তারিখ কি তা দেখিব?

শূএপিংশিন্। "এ বড় দিদীর জন্ম পত্র; আ-মার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; অতএব আমার উপর কেন বিরক্ত হইতেছেন?"

শূএউন্। মহাক্রোধে কহিল, "কি আমার সহিত চাতুরী? এ তুমি আপনি লিখিয়া দি-য়াছ, এখন বল এ আমার নয়?"

শূএপিংশিন্। "খুল্যতাত, কেন বিরক্ত হই-তেছেন? আচার্য্য আনাইয়া দেখুন, উহা আ-মার কি দিদীর, তাহা হইলেই নিষ্পত্তি হইবে।"

এই বাক্যে শূএউন্, নিরুত্তর হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, পরে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভূমিতে পদাঘাতপূর্ব্বক কহিল, "তুমি জুয়াচুরি করিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ, কিন্তু এ পাপহইতে তুমি রক্ষা পাইবে না। দেশের লোক সকলেই জানে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে; দেশাধি-কারী চীফু ও চিহীন তাহার সাক্ষ্য, জন্ম কোষ্ঠীর অন্যথা করিলে আর বাঁচিবার উপায় নাই।"

শূএপিংশিন্। "আমার ইহাতে আপদ কি? যদ্যপি আমারই বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছিল, তবে তত্ত্বের সামগ্রী আমার বাটী থাকিতে আ-পনার বাটীতে আইল কেন? আর আপনিই বা তাহা কি প্রকারে লইলেন? ও আপন কন্যার বিবাহোপলক্ষে তাহা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই

* চীনজাতীয়দের মাসের নাম নাই; তাহারা ভদভাবে চন্দ্রের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া রাখে।

বা তাঁহার অঙ্গীকার কি রূপে করিলেন? এ বিবাহের মধ্যে কুত্রাপি আমার নামও নাই।”

শূএউন্। “এসকল তো তোমার পরামর্শে হইয়াছে, তোমার বলাতেই তো আমি তোমার পিতা বলিয়া প্রচার করি।”

শূএপিংশিন্। “যদ্যপি তোমার কন্যা না থাকিত তাহাহইলে বরং এক দিন এ কথা সম্ভব-পর হইত, কিন্তু তোমার কন্যার বর্ত্তমানে আমাকে কি প্রকারে কন্যা বলিবে? আর তাহা হইলেও ছোট কন্যা কি অন্য কোন বিশেষণ দিতে হয়। তোমার আপনার কথাতেই তোমার কন্যা প্রকাশ পাইতেছে।”

দুর্ভাগ্য খুল্যতাত এই সকল বাক্যে অস্থির হইয়া বক্ষোদেশে করাঘাত, মস্তকের কেশোৎপাটন, ভূমিতে পদাঘাত ও ক্রন্দন করিতে২ কহিতে লাগিল; “হায় এক্ষণে আমার সর্ব্বনাশ হইল! কৌকেচু অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত; সে এবিবাহে অনেক ব্যয় করিয়াছে; তাহার গৃহে সকল জ্ঞাতি কুটুম্ব উপস্থিত; প্রাতঃকাল অবধি তাহার দ্বারে সুবর্ণ ভূষিত চতুর্দ্দোল প্রস্তুত; সন্ধ্যা না হইতে হইতে কন্যা লইতে আসিবে; তখন তাহাকে কি বলি? চীফু সকলই জানেন আমি স্পষ্ট বলিব যে তুমি আমায় ঠকাইয়াছ; তার পর তিনি যা করেন।” এই কথা বলিয়া সে পুনরায় রোদন করিতে লাগিল।

শূএপিংশিন্ ইহার উত্তরে অম্লান মুখে কহিলেন; “খুল্যতাত, আমার নামে অভিযোগ করিলে, আমার বড় ক্লেশ হইবে না। আমি অনায়াসেই বলিব যে আমার পিতার অবর্ত্তমানে আমাকে একাকিনী সহায়হীনা পাইয়া আপনি বিবাহের ছলনায় আমার বিষয় লইবার চেষ্টা করিতেছেন। বোধ হয় তাহা হইলে, চীফু আমার অপরাধ অপেক্ষায় আপনার অপরাধ অধিক মনে করিবেন।”

শূএউন্ ঐ কথায় ভীত হইয়া কহিল; “তোমার নামে অভিযোগ করিতে আমার মানস নাই; কিন্তু তদ্ভিন্ন আমার বাঁচিবার উপায় কি?”

শূএপিংশিন্। “তাহার ভাবনা কি? আপনার কন্যা আমাহইতে দুই মাসের জ্যেষ্ঠা; বিবাহের উপযুক্ত সময় হইয়াছে; আপনি তাহার জন্মকোষ্ঠী দিয়াছেন; উপঢৌকন তাহার নামে আপনার বাটীতে আসিয়াছে; আপনি তাহা লইয়া আপন দুহিতার বিবাহ-সূচক-উপঢৌকন বলিয়া তাহা অঙ্গীকৃত করিয়াছেন; কৌকেচু অদ্য আপনার বাটীতে আসিবে, অতএব আপনি শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইবেন ইহাতে ভাবনা কি?”

শূএউন্ কি করেন, বিবাহ না দিতে পারিলে কৌকেচুর কোপে প্রাণসংশয় হয়। অতএব অগত্যা ভ্রাতৃকন্যার পরামর্শে রজনীযোগে যথানিয়মে আপন দুহিতাকে পাত্রস্থা করিলেন।



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, শ্রাবণ। [৪০ খণ্ড।

জিপ্‌সী।



মনুষ্যগণের মধ্যে অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা স্বভবাতঃ এক স্থানে বহুকাল বাস করিয়া কৃষি কিম্বা শিল্পাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নশীল হইয়া ঐহিক সুখভোগ করিতে চেষ্টা পায় না। তাহারা কোন প্রকার অনাটন হইলে বাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা সুখজনক অন্যান্য স্থানে পর্য্যটন করত তস্করবৃত্তিদ্বারা—কদাচিৎ বা লোকের শুভাশুভগণনা করিয়া—অথবা চিকিৎসকের রূপ ধারণপূর্ব্বক—অল্পবুদ্ধি মানবদিগের প্রতারণা করত কালযাপন করে। কখন২ ইহাদের অনেকে একত্রিত হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় এক২ রাজ্য সমুদায় উৎসন্ন করিয়াছে, কখন বা ইহাদের ক্ষুদ্র২ দল কিয়ৎকাল তস্করকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে রাজশাসনে ভীত হইয়া নিবিড় বনে কিম্বা অন্য কোন গোপন স্থানে পলায়ন করত প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

এই প্রকার এক জাতীয় ব্যক্তি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইউরোপের নানা রাজ্যে অকস্মাৎ উপনীত হয়। তাহাদের রীতি, নীতি, রূপ, বেশাদির দর্শনে ও বাক্যশ্রবণে সকলেই তৎকালে বিস্ময়াম্বিত হইয়াছিল। সে সময়ে তাহাদের নাম-ধাম যথার্থরূপে প্রকাশিত না হওয়ায় তাহারা স্থানভেদে বিবিধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইংলণ্ডে তাহারা ইজিপ্ত অর্থাৎ মিসরদেশীয় লোক বিবেচনায় জিপ্‌সি নামে খ্যাত হয়। ইহারা তথায় বনমধ্যে বাস করা ও সদুপায়ে জীবন ধারণের চেষ্টা পায় না; সর্ব্বদা গ্রাম-ভ্রমণ করিয়া আহারের নিমিত্ত গলিত মাংস কীট ও পথস্থিত অন্যান্য কুৎসিত দ্রব্য আহরণ করে; ও করকোষ্ঠী গণনা করিয়া তথা নানাপ্রকার কাল্পনিক শারীরিক পীড়া ও ব্রণ দেখাইয়া ভিক্ষা করত—কখন বা অবকাশানুসারে চৌর্য্যবৃত্তি করত—ধন উপার্জ্জন করে।

ফ্রান্সদেশীয় পারীরাজধানীতে খ্রীষ্টাব্দের ১৪২৭ শালে কাউণ্টনামা দলপতির সমভিব্যাহারে এই অস্থিরজাতীয় শতাধিক লোক আগমন করিয়া কহিলেক যে “আমরা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী; ইজিপ্ত দেশহইতে মুসলমান



জিপ্সী মনুষ্য পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কবচ দিতেছে।

"কর্তৃক বহিস্কৃত হইয়াছি; এই ক্ষণে নিরাশ্রয়ী; "রাজাজ্ঞা হইলে এতদ্দেশে বাস করিতে পারি।" তাহাতে তত্রত্য নৃপতির অনুমতি হইলে ক্রমে২ অনেক জিপ্সী উপস্থিত হইয়া ফ্রান্সদেশের সর্ব্বত্র নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

তাহারা জাতীয় স্বভাবের পরিত্যাগে অশক্ত, সুতরাং উপজীবিকার অনুরোধে এক স্থানে বাস করত কৃষি বা অন্যান্য শিল্প কর্ম্মদ্বারা গার্হস্থ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পুরুষেরা তস্কর বৃত্তি ও স্ত্রীলোকেরা শুভাশুভগণনাদ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

ইটালীরাজ্যে ইহারা জিঙ্গারী নামে বিখ্যাত হয়। ইহাদের বৃত্তান্ত অনেক প্রাচীন গল্পে তথা কএকখানি সামান্য নাটকেতেও উল্লেখিত আছে। ছয় শত বৎসর হইল, ইটালীতে এককালে এত জিপ্সী আসিয়া দেশ ব্যাপিয়াছিল যে তদ্দেশীয় কএক জন ইতিহাসবেত্তা আশ্চর্য্য হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে "ইহাদের আগমনে বোধ হইল যেন ইহারা পৃথ্বীমধ্যহইতে হঠাৎ নির্গত হইয়াছে; অথবা মেঘহইতে দৈবাৎ পড়িয়া গিয়াছে।" বস্তুতঃ তাহারা কোন্ দেশীয়? কি নিমিত্তই বা তথায় আসিয়াছিল? ও কোথায়ই বা যাইবার মানস করিয়াছিল? তৎকালে ইহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ তৎকালে তাহাদিগের কথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই, না তাহারাও কাহারো কথা বুঝিতে পারিয়াছিল; অধিকন্তু তত্রত্য যাবতীয় প্রচলিত ভাষার সহিত তাহাদিগের ভাষার কিছুমাত্র সাদৃশ্য আছে ইহা কেহই অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহাদিগের কায়িক সৌষ্ঠবও এত বিভিন্ন ছিল যে ইতিপূর্ব্বে কেহ তাদৃশ রূপও দেখে নাই। ইউরোপের অন্তঃপাতি নেপল্‌স্ দেশীয়দের চক্ষু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাহারাও জিঙ্গারীদিগের চক্ষু অপেক্ষাকৃত অধিক ঘোর কাল বিবেচনা করিয়াছিল। ইটালীদেশের পার্ব্বত্য চোয়াড়দিগের সহিত তুলনা করিলে জিঙ্গারীহইতে তাহারা সভ্য ও শ্রীমান বোধ হয়।

জিঙ্গারীদিগের উপাসনার কিছুই নির্দ্দেশ না


[Zingari.]

জিপ্‌সী স্ত্রী-করকোষ্ঠী গণনা করিতেছে।

হওয়ায় অনেকে তাহাদিগকে পৌত্তলিক বা অনীশ্বরবাদী বলিযা গিয়াছেন। ইহাদিগের অনেকে রাজনিয়মানুগত হইয়া চলিত না, ও সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তি করিত। এই নিমিত্ত যথোচিত শাস্তিও পাইত। কিন্তু কিছুকাল পরে ইহাদের ঐ স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইটালীদেশে স্থানপরিবর্ত্তন করণাভিলাষ জিঙ্গারীদিগের মনে সর্ব্বদা বলবৎ ছিল এবং ঐ অভিলাষ পূরণে ও তাহাদের কোন ক্লেশ হয়ও না। যেহেতু ইটালী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত আছে, সুতরাং ইহাদিগের স্থানপরিবর্ত্তন করা অনায়াসে চরিতার্থ হইত। ইটালীদেশে কিয়ৎকাল জিঙ্গারীরা বাস করিলে ইহা প্রকাশ পাইল যে তাহারা ঘোটকব্যবসায়ে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং অনায়াসে ঘোটকসকল সুশিক্ষিত করিতে পারে। অপর ইহাদের মধ্যে কাহার২ তাম্র কটাহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কেহ কেহ নক্ষত্রাদি আলোচনা ও তাহাদিগের স্থিত্যনুসারে ফলাফল কহিতে পারিত। অপর অনেকে করকোষ্ঠী দেখিয়া ও অন্যান্য প্রকার সঙ্কেতদ্বারা অদৃষ্টের ভাবি শুভাশুভ ফল বলিতে পারিত। তাৎকালিক লোকেরা গণকদিগের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত। এই প্রযুক্ত জিঙ্গারীরা অনায়াসে মান্য হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ইটালীদেশে তাহাদের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই করকোষ্ঠী দেখা একপ্রকার প্রকাশ্য ব্যবসায় হইয়াছিল; ঐ ব্যবসায়দ্বারা তাহাদিগের অক্লেশে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জিত হইত। এই বৃহদ্দল জিঙ্গারীরা কখন্ ইটালী পরিত্যাগ করিয়াছিল ইহা যথার্থরূপে প্রকাশ নাই, পরন্তু এখন রোম ও নেপলস্ রাজ্যদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসকলেতে প্রায় একটিও জিঙ্গারী পাওয়া দুর্লভ; কেবল রোমনগরের কেপুয়া ফটকের সন্নিহিত এক অপ্রসিদ্ধ জনপদে কতিপয় রোমিক ধর্ম্মাবলম্বী জিঙ্গারী কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিল ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে; কিন্তু অধুনা তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র পরিবার কোথায় যে গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না। নেপলস্ রাজ্যের বহিঃপ্রদেশে কেহ কখন

দুই জন জিঙ্গারী স্ত্রী একত্র দেখে নাই। নেপলস্-রাজ্যে কেবল এক মধ্যম বয়স্কা স্ত্রী গণনা ব্যবসায়ে নিযুক্তা ছিল। সে বয়ঃক্রমভেদে অদৃষ্টের ভাবিঘটনা নিরূপিত করিত। যুবা দেখিলে সুন্দরী স্ত্রী, মধ্যম বয়স্ক পুরুষ দেখিলে ধন ও মান, এবং বৃদ্ধদিগকে দেখিলে অধিক ধন, আয়ুর্বৃদ্ধি ও পুত্রপৌত্রাদি লইয়া সুখে কালযাপন হইবে, ইত্যাদি ফল ব্যাখ্যা করিত। যে তাহাকে অধিক ধন দিত তাহার গণনায় সেই বড় দাতা ভোক্তা ও ভাগ্যবান্ ছিল। আর যে ধন না দিত সে কখনই ঐ সকল গুণের অধিকারী হইত না। পাঠকমহাশয়েরা ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ঐ স্ত্রীর গণনাশক্তি কত দূরপর্য্যন্ত সঙ্গত। বস্তুতঃ তাহার সর্ব্বই চতুরতা ও ধূর্ত্ততা মাত্র, কেবল অর্থপ্রাপ্তির আশয়ে সঙ্কেতদ্বারা মনস্তুষ্টিজনক কাল্পনিক কথা বলিত। নিম্নলিখিত উপাখ্যানে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবেক। শরৎকালের প্রারম্ভে একদা সন্ধ্যাকালে ভূমধ্যসাগরে হঠাৎ এক ঘোরতর ঝটিকা উঠিয়াছিল। কতকগুলি ধীবরপত্নী সামান্য নৌকারোহণে কাপ্রিয়াদ্বীপের অভ্যন্তরে গিয়া এক বালুকাময় চরেতে অবতরণ করত স্বামীদিগের অশুভঘটনাশঙ্কায় পাগলিনী প্রায়া হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এমত সময়ে এক জিঙ্গারী স্ত্রী তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরমূর্ত্তিতে দাঁড়াইল। তদ্দৃষ্টে "ধীবরপত্নীরা তাহাকে অতিবিনয়পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে গণক স্ত্রী! আমাদিগের ভাল ঘটিবেক কি না গণনা করিয়া দেখুন।" তাহাতে ঐ চতুরা নারী কহিল "বাছাসকল যদি ভাল গণনা করি তবে আমাকে কি দিবে বল?" ইহাতে ব্যাকুলা ধীবরপত্নীরা গণকস্ত্রীপ্রমুখাৎ ভাবি শুভবার্ত্তা শ্রবণাশয়ে তাহাকে সাধ্যানুসারে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিল। চতুরা গণকা মনোমত অর্থ পাইয়া তাহাদিগকে গভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখাইয়া কহিল, "বাছাসকল, এই জলধর দৃষ্টে স্পষ্টই জানা যাইতেছে ইহাতে এমন কোন বায়ু নাই যাহাতে তোমাদিগের স্বামীর কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, ও তাহাদিগের বস্ত্র আর্দ্র করে এমন এক বিন্দু বারিও বর্ষিবেক না। তোমরা ঘরে যাইয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর; তাহারা রাত্রিতে গৃহে আসিবেক।" এই রূপ প্রবোধবাক্যে আশ্বাস দিয়া সে প্রস্থান করিল। কিন্তু ঐ বাক্যে এই মাত্র উপকার হইয়াছিল যে কিছু ক্ষণের নিমিত্ত শোকাকুলা নারীরা নিরুদ্বিগ্ন ছিল!

অষ্ট্রীয়াধিপতির অধিকারমধ্যে অনেক জিপ্সীর বাস আছে; এবং তাঁহার সৈন্যমধ্যে এই জাতীয় অনেকে সৈন্যকর্ম্মে নিযুক্ত আছে। ইউরোপ-মধ্যে অন্য কোন রাজার এরূপ সৈন্য নাই। ইংরাজী ১৮২০ শালের অশুভজনক রাজবিপ্লবের পর উল্লেখিত বাদশাহি সৈন্যদলের সহিত সমবেত হইয়া যখন হঙ্গেরিয়ার সৈন্যেরা নেপল্স্-রাজ্য আক্রমণ করে তখন উহাদিগের মধ্যে অনেক জিপ্সী সৈন্য ছিল। ইং ১৮২৩ শালে পর্ব্বতীয় বেনেফ্রু স্থানে এক দল জিপ্সী সৈন্য দৃষ্ট হয়। সেনাপতিরা তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম বলিয়া স্বীকার করিয়াও এই দোষ দিয়াছেন যে উহারা অত্যন্ত উদ্ধত ও লুণ্ঠনাশক্ত। ঐ সৈন্যদলে একদা তথায় এক জিঙ্গারী স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহাতে সকল সৈন্যেরা আপনাপন ভাগ্যের ভাবি শুভাশুভ জানিবার মানসে তাহাকে কর দেখাইয়াছিল। তৎ সময়ে তাহাদিগের সেনাপতি কুতূহলপ্রযুক্ত সৈন্যস্থ এক জন জিঙ্গারীকে তাহার সহিত

জাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে বলিলেন। ইহাতে তাহারা উভয়ে জাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিল। যদিচ সেনান্তর্গত ব্যক্তি ইটালিতে বহুকালাবধি বাস করিয়াছিল, তথাপি হঙ্গেরীদেশীয় জিঙ্গারীদিগের কথা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেক। পরন্তু ঐ ব্যক্তি আসিয়া সেনানীকে কহিল, মহাশয় "সে মাতৃভাষায় কথোপকথন করিল, সত্য, কিন্তু অনেক নুতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছে।"

জিঙ্গারীদিগের আচার ও ব্যবহার ও ভাষা ইউরোপের সর্ব্বত্র একরূপ বিদ্যমান আছে; কুত্রাপি বিভিন্ন হয় নাই; পরন্তু ইহাদের নাম ও বেশ সর্ব্বত্র তুল্য নহে। জর্ম্মন্‌ দেশীয় লোকেরা জাঙ্গারীদিগকে "জিগুলিয়র্‌" অর্থাৎ ভ্রমণকারি কহে। দেনামারেরা "হির্দন" অর্থাৎ পৌত্তলিক, ও সুইডন্‌ দেশায়েরা "তাতার," তুর্করা "চিঙ্গিনী," ইসপেন্‌-দেশীয় লোকেরা "সিতা-নোস," হঙ্গেরী দেশীয়েরা "ফারোয়া নেপক্‌" অর্থাৎ ফারোয়ার মনুষ্য, অপরে "জিঙ্কালী" শব্দে ইহাদিগকে কহিয়া থাকে। ইজিপ্ত দেশে অদ্যাপি এই অদ্ভুত জাতীয় মনুষ্য আছে; সে স্থানের লোকদের সহিত ইহাদের ভাষার ব্যবহার ও কোন ধর্ম্মের ঐক্য নাই।

ফলতঃ এজাতি ইজিপ্ত দেশীয় নহে, অথবা কোন আফ্রিকার বালুকাময় মরুভূমি হইতেও নির্গত হয় নাই। তাহারা হিন্দু স্থানহইতে পশ্চিমাভিমুখ হইয়াছে। অদ্যাপি তাহাদের বংশ সিন্ধুর তটস্থ পাঞ্জাবে ও অন্যান্য স্থানে বাস করে। তাহাদের তুল্য ধর্ম্মাবলম্বী ও কুৎসিৎ দ্রব্যাদি ভোজনে রত তথা শঠস্বভাবাপন্ন সিন্ধু তটস্থ এক জাতীয় ব্যক্তিরা জিপসীভাষা উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইউরোপীয় জিপ্‌সীরা স্বীয় ভাষাতে আপনাদিগকে "সিন্ধু" শব্দে কহে; অধুনা এই প্রকাশিত আছে যে তৈমুর নামক তাতার পাদশাহের হিন্দুস্থান আক্রমণকালে তাঁহার নিরূপমেয়-দৌরাত্ম্য-ভয়ে এই জাতীয় অনেক লোক ক্ষুদ্র২ দলবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশহইতে পলায়ন করিয়াছিল। বোধ হয় তাহারা ও তৎপূর্ব্বে অন্য দৌরাত্ম্য ভয়ে অন্য দল সিন্ধু জাতি ইউরোপখণ্ডে গিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। এবিষয়ের এক প্রধান প্রমাণ এই যে জিপ্‌সী ভাষা ও হিন্দী ভাষা প্রায় তুল্য, অনেক শব্দ উভয় ভাষায় একাকার, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। কি ভারতবর্ষে কি ইউরোপে জিপ্‌সী মাত্রেই বারিকে "পানি" শব্দে কহিয়া থাকে। যা. কৃ. সি.

হুমাউন পাদশাহের জীবনচরিত্র।



বর বাদশাহের মৃত্যুর পরে ইং ১৫৩০ অব্দে যুবরাজ হুমাউন পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়েন। নাজিরউদ্দীন মুহম্মদ তাঁহার উপাধি হয়। তিনি বিচক্ষণ জ্যোতির্বিৎ ছিলেন, এবং গ্রহাদির গণনা ও সঞ্চারানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধিনিরূপণে সাতিশয় আমোদিত হইতেন। তিনি সপ্ত গ্রহের নামে সাতটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে দিবস যে গ্রহের সঞ্চার হইত তিনি সেই দিবস সেই গ্রহের নামে নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। প্রত্যেক গৃহে দ্রব্যসমূহ ও চিত্র ও পুত্তলিকা তথা যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমীপস্থ থাকিত তাহাদিগের পরিচ্ছদ ঐ গৃহের অধিষ্ঠাতৃগ্রহের স্মারক চিহ্নে চিহ্নিত করিতে অনুমতি ছিল। অপর তিনি গ্রহাদির সঞ্চারের শুভাশুভ লক্ষণ স্থির

করত অন্য ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণের সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন। সোমগৃহে বিদেশীয় রাজপ্রতিনিধিগণ দেশ পর্য্যটক ও কবিকুল সমাগত হইতেন; বৃহস্পতির নির্দ্দিষ্টালয়ে সৈন্য সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; এবং স্বর্গীয় লিপিকর বুধ-গ্রহের গৃহে বিচারক ব্যবস্থাপক এবং রাজকার্য্যের প্রধানাচার্য্যগণ রাজসম্ভাষণে সন্তৃপ্ত হইতেন।

এতাদৃশ অকারণ বৃথামোদে কুশল-সময়েই অন্তঃকরণ সংলিপ্ত হইতে পারে, রাজকার্য্যের বৃদ্ধি হইলে তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রযুক্ত হুমাউন বাদশাহ অধিককাল এই অলীক বাৎসল্য আমোদে মুগ্ধ থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা কাবুলাধিপতি কামরান্ তাঁহার সিংহাসনাভিষিক্ত হওনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং পঞ্জাব-রাজ্যের অধীশ্বর হইবার মানস করিলেন, এবং এই মানস প্রকাশ না করিয়া এই মাত্র বিজ্ঞাত করিলেন যে ভ্রাতা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। কিন্তু ঐ ছলনায় কোন ফল হয় নাই। তিনি যে সমস্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে লাগিলেন তথায় তাঁহার যে প্রকার ব্যবহার প্রচার হইল তাহাতে হুমাউন বাদশাহ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অনায়াসে উপলব্ধ করিতে পারিলেন; কিন্তু তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সিন্ধুনদের দক্ষিণ তট অবধি পারস্য দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভ্রাতার সম্পূর্ণ শাসনাধীনে প্রদান করণে সম্মত হইলেন। ইহাতেই কামরানের আগমন নিবারিত হইল। অতঃপর হুমাউন তাঁহার ভ্রাতা হিন্দালের প্রতি সিয়াট রাজ্য শাসনের ভারার্পণ এবং পরমাত্মীয় ও কুটুম্ব আসকারিকে সম্বল-প্রদেশের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিলেন।

ই° ৯৩১ অব্দে হুমাউন বাদশাহ কালিঙজর নামক স্থানের দুর্গ-প্রতিকূলে সৈন্য চালনাপূর্ব্বক তাহা আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে মহম্মদ নামক আবগানের সহিত সংযুক্ত হইয়া সেকন্দর লদির পুত্র জোয়ানপুর অধিকারপূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। অধিরাজ হুমাউন এতৎ সংবাদ প্রাপ্ত্যনন্তর কালিংজরের দুর্গসন্নিধিস্থ ব্যূহ ভঙ্গ করত জুয়ানপুরাভিমুখে ধাবিত হয়েন, এবং সম্মুখ-সংগ্রামে আবগানদিগকে পরাভূত করিয়া আপন-পূর্ব্ব-প্রতিনিধির প্রতি পুনর্ব্বার উক্ত প্রদেশাদির শাসন কর্তৃত্বের ভার সমর্পণ করিলেন।

বাদশাহ এই বিখ্যাত সংগ্রামে জয়ী হইয়া আগরায় প্রত্যাগত হওত দ্বাদশ সহস্রাধিক অনুচরদিগকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করেন, কিন্তু ঐ জয়ের আমোদ বহুকাল স্থায়ী হয় নাই; তাহার অভ্যন্তর কালেই তিনি চুনারের দুর্গ অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে শের খাঁর নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন, ও তাহাতে সে সম্মত না হইবায় তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তথায় পৌঁছিবামাত্র তিনি সংবাদ পাইলেন যে গুজরাটের অধিকারী বহাদুর তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়াছেন; অতএব তিনি আর চুনারে অবস্থান না করিয়া তথায় শের খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক আগরায় আগমন করিলেন। সন্ধিপত্রের প্রতিজ্ঞা সকল প্রতিপালনের প্রতিভূস্বরূপ হুমাউন বাদশাহ শের খাঁর পুত্র কুতবকে সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পুত্র পথহইতেই পলায়ন করিয়া চুনারে প্রস্থান করেন।

এই সময় তৈমুর বংশীয় হোসেনের পৌত্র

মুহম্মদ জিমান রাজসিংহাসনাভিলাষী হইলেন। ঐ দুরভিপ্রায়ে চাগতাই প্রদেশের ওমরা অর্থাৎ ধনাঢ্যগণ এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই অনুকূল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এই অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। হুমাউন বাদশাহ প্রথমতঃ ঐ ষড়যন্ত্রের অধ্যক্ষকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার সে ঐ প্রকার ষড়যন্ত্র করাতে বাদশাহ তাঁহাকে বায়েনার দুর্গে কারারুদ্ধ করেন, এবং তাহার প্রধান অনুচর মুহম্মদ সুলতান ও নসরৎ মীর্জার চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা দেন। কিন্তু ঐ আজ্ঞা সফল হয় নাই। যে ব্যক্তির প্রতি এই অনুমতি প্রতিপালনের ভার অর্পিত হইয়াছিল সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির চক্ষু রক্ষা করে, এবং শেষোক্ত মীর্জাকে গুজরাটে পলায়নপূর্ব্বক নিস্তার পাইতে অবকাশ দেয়।

মুহম্মদ সুলতান হুমাউনের নিকটহইতে পলায়ন করিয়া কান্যকুব্জের দুর্গে আশ্রয় লয়। তৎকালে ঐ দুর্গ বহাদুরের শাসনাধীন ছিল। অতএব হুমাউন বাদশাহ তাঁহার প্রতি অনুমতি করিলেন যে "তুমি অবিলম্বে মুহম্মদকে কান্যকুব্জহইতে দূরীকৃত করিবে।" বহাদুর এই অনুমতি প্রতিপালন না করিয়া বাদশাহকে ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধসজ্জায় তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ঐ অবকাশে গুজরাটাধিপতি বহাদুর মিবারাধিপতি রানার নিকটহইতে চিতোরের দুর্গ গ্রহণের অভিসন্ধি করিয়াছিলেন। রাণা ঐ আপদহইতে অনায়াসে নিষ্কৃত হইতে পারিলেন না; অতএব হুমাউন বাদশাহের শরণাপন্ন হইলেন। বাদশাহ তাঁহার সাহায্য-করণে সম্মত হইয়া সেনাদল সমভিব্যাহারে লইয়া গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত গমন করত তথায় দুই মাস কাল ব্যূহ রচনা করিয়া অবশেষে আগরায় প্রত্যাগমন করেন। কি কারণ তিনি শরণাগত রাণার সাহায্যার্থ তৎপর না হইয়া এই প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন তাহা কিছুই প্রকাশ নাই; রাণা বাদশাহের সাহায্যে নিরাশ হইয়া এক অপূর্ব্ব কিরীট এবং বহুল অর্থ বহাদুরকে উপঢৌকন প্রেরণ করত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে উক্ত দুর্গ বেষ্টিত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করাইলেন*।

বহাদুর শাহ সিন্ধু ও অন্যান্য স্থান অধিকারপূর্ব্বক পরাক্রমশালী হইয়া হুমাউন বাদশাহের প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হন। তিনি বাদশাহের রাজ্যনাশের অভিসন্ধিকারক মুহম্মদকে সাতিশয় সম্মানপূর্ব্বক উচ্চ পদাভিষিক্ত করিলেন, ও বিলোলি লোদীর বংশোদ্ভব আল্লাকে দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণের উৎসাহ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর এই অভিলাষ পরিপূর্ণ করণাভিপ্রায়ে সুলতান আল্লার পুত্র তাতারকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে চল্লিশ সহস্র সেনা হুমাউনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ঐ সেনাবলী সমভিব্যাহারে নব্য সেনাপতি বায়েনার দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক আগরার নিকটবর্ত্তি হন।

বাদশাহ এই নিকটস্থ বিপদে আপন অবস্থার বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাতারের আক্রমণ-নিবারণ-নিমিত্ত বহুসৈন্যসমভিব্যাহারে আপন ভ্রাতা যুবরাজ হিন্দালকে প্রেরণ করিলেন। যখন উভয় পক্ষের সেনাগণ পরস্পর সাক্ষাতার্থ অগ্রসর হইতেছে এমত কালে তাতারের অধীনস্থ সেনারা পলায়ন করিতে লাগিল, ও দশ দিবসের মধ্যে তাঁহার সৈন্য-সঙ্খ্যা এত ন্যূন হইল যে দশ সহস্র অশ্বারোহিও অবশিষ্ট রহিল না। এই অল্প সৈন্য লইয়াও তিনি সংগ্রামে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি সম্পূর্ণ-

* রাজপুত্র ইতিহাসে এই বিষয়ের অন্যথা বর্ণিত আছে।

রূপে পরাভূত হইলেন। তাঁহার সেনাদল হত হইল; এবং তিন শত প্রধান সেনানী ও তিনি স্বয়ং সঙ্গ্রাম স্থলে শয়ন করিলেন। এই রূপে বিজয়ী হইয়া যুবরাজ হিন্দাল বিয়ানা প্রভৃতি যে সমস্ত স্থান শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল তত্তাবৎ গ্রহণ-পূর্ব্বক আগরায় প্রত্যাগত হইলেন।

হিজরী নয় শত চল্লিশ অব্দে বহাদুর শাহ দ্বিতীয়বার চিতোরের দুর্গ আক্রমণার্থ গমন করেন। ঐ সময়ে হুমাউন বাদশাহ দিল্লী রাজ-ধানীতে যমুনা-নদী-তীরে পন্না নামক দুর্গ নি-র্ম্মাণে নিযুক্ত ছিলেন; এই সংবাদ পাইবামাত্র সারঙ্গপুরে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানের লো-কেরা বহাদুরকে গুজরাটের রাজা বলিয়া মান্য করিত। সারঙ্গপুরহইতে বাদশাহ উক্ত বহা-দুরকে যে এক শ্লেষসূচক কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই তাঁহার অত্যুচ্চ গৌরবের উপযুক্ত হয় নাই। পারস্য ভাষায় চিতোর শব্দের অর্থ "কি রূপ।" এই শব্দের কৌ-শলাবলম্বনে বাদশাহ পরিহাসজনক সামান্য কবিতা রচনাপূর্ব্বক বাহাদুরকে অবজ্ঞা করেন। তাহার ভাবার্থ যথা, "ও পরস্ব অপহারক, চিতোর-নগরাক্রমণকারী কি রূপে (চে তৌর) তুমি পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বিগণকে জয় করণের অভিলাষ করিয়াছ? তুমি কি জান না যে বদশাহ আসিয়া কি রূপে (চে তৌর) তো-মাকে পরাভূত করিবেন?" এই কবিতার উত্তরে বাহাদুরও তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া নিম্ন লি-খিত ভাবে উত্তর প্রদান করেন। "আমি চিতোরের ধনাপহারক, বাহুবলে পৌত্তলিকদি-গকে পরাভূত করিব; পরন্তু যিনি চিতোর রক্ষার্থ সাহায্য প্রদানে সাহসকে সহায় করিতে অক্ষম, তিনি দেখিবেন যে স্বয়ং কি প্রকারে (চে তৌর) পরাজিত হয়েন।" এই রহস্য কোন পক্ষেই উত্তম হয় নাই; পরন্তু যিনি প্রথমতঃ ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন তিনিই অধিক দোষী বলিতে হইবে।

বহাদুর শাহ হুমাউন বাদশাহকে এই প্রত্যু-ত্তর প্রেরণ করিয়া সঙ্গ্রাম-ঘটিত বিষয়ের বিবেচনা-জন্য এক সভা করেন। তাহাতে সভাস্থ অধি-কাংশ ব্যক্তির অভিপ্রায়ে ইহাই বোধ হইল যে হুমাউন বাদশাহ যখন আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন দুর্গ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকেই আক্রমণ করা উচিত। তাহা হইলে মূলে আঘাত করা হইবেক। ইতোমধ্যে কেহ২ বলিলেন যে হুমাউন অতিশয় স্বধর্ম্ম-তৎ-পর; তিনি পৌত্তলিকদিগকে সাহায্য করণে কদাচ অগ্রসর হইবেন না; অতএব দুর্গ পরিত্যাগ করা উচিত নহে; দুর্গ জয় করিয়া পরিশেষে অন্যা-ন্য বিষয়ে হস্ত বিস্তার করা উচিত। বহাদুরও এই মতে সম্মত হইলেন; অতএব তিনি সঙ্গ্রামে তৎপর হইয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। ধর্ম্মভীত হুমাউন দুর্গ রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন না; তাঁহার সৈন্য সারঙ্গপুরেই অবস্থান করিল।

হিজরী ৯৪১ শালে বহাদুর শাহ বহুসৈন্য-সমভিব্যাহারে বাদশাহকে আক্রমণার্থ উন্মুখ হন। বাদশাহ সেই সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতার্থ অগ্রসর হইলেন। মনশুর নামক স্থানে উভয় পক্ষীয় সেনা দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। বহাদুর রমনী খাঁ নামা এক ব্যক্তি রণপণ্ডি-তের পরামর্শে অনেক তোপাদি সঙ্গ্রহ করিয়াছি-লেন। তিনি সেনাদিগকে খাতবেষ্টিত স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার স্থানে২ সেই সমস্ত তোপ স্থাপন করিলেন। তাহাতে হুমাউন তাঁহাকে আ-ক্রমণ করণে সাহসী হইলেন না। দুই মাস পর্য্যন্ত উভয় সেনারা পরস্পর সমক্ষে অবস্থিত রহিল; প্রতি দিবস বহির্ভাগে সামান্য প্রকার যুদ্ধ

হইতে লাগিল, তাহাতে কোন দলের বিশেষ জয়লাভ হইল না।

হুমাউন দেখিলেন যে খাতদ্বারা বেষ্টিত স্থান-হইতে বহাদুরকে বহিস্কৃত করা অসাধ্য হইল; অতএব তিনি তাঁহার খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রাপণোপায়ের অবরোধ-করণার্থ সাতিশয় যত্নশীল হইলেন; ও পাঁচ ছয় সহস্র অশ্বারোহী সেনাদিগের প্রতি অনুমতি করিলেন যে তাহারা ক্রমাগত শত্রুপক্ষের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিবেক, যাহাতে কোন দিগ্‌হইতে কোন খাদ্য দ্রব্য শত্রু-শিবির-মধ্যে না যাইতে পারে। এই উপায়ে বহাদুরের শিবিরমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত অনাটন হইল; তাহাতে আহারাভাবে প্রতি দিবস অনেক মনুষ্য-হয়-উষ্ট্র-প্রভৃতি জীব মরিতে লাগিল। বহাদুর এই দুঃখ নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া ম্লান-বুদ্ধিবশতঃ একেবারে ভীতচিত্ত হইলেন, এবং পঞ্চ জন বান্ধব সমভিব্যাহারে লইয়া রজনীযোগে শিবিরহইতে বহির্গত হওত সিন্ধুদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এই ব্যাপার প্রচারহইবামাত্র সকলেই পলায়নে তৎপর হইল। সেনানীগণ সৈন্য-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণভয়ে কম্পিত, এবং ইতস্ততো ধাবিত হইলেন। এই সময়ে শত্রুদল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে দেখিয়া হুমাউন বাদশাহ আপনার সেনাদিগকে তাহাদিগের বিনাশার্থ তৎ-পশ্চাদে প্রেরণ করেন। তাহারা সিন্ধুপর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক নির্দ্দয়রূপে অনেককে সংহার করিলেক। তখন ঐ আহারাভাবে শীর্ণকায়, পলায়নে তৎপর, আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ বা প্রস্থানে অক্ষম ব্যক্তিদিগের দুরবস্থা এতাদৃশ ভয়ানক হইল যে তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। বহাদুর মিণ্ডুনগরেতে গুপ্ত হইলেন। তাহাতে বাদশাহ সৈন্যদ্বারা ঐ স্থান বেষ্টন করেন। অল্প দিবসের মধ্যেই তিন শত মোগল কাষ্ঠ-সোপানাবলম্বনে রজনীযোগে মিণ্ডুনগরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যদিও দুর্গরক্ষার্থ নগরমধ্যে কএক সহস্র সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তথাচ তাহাদিগের অন্তঃকরণে এমত ভয় উপস্থিত হয় যে তাহাতে তাহারা কেহই স্থির থাকিতে পারিলেক না, সকলেই পলায়ন করিল। বহাদুর গুজরাটের রাজধানী চিপনিয়ার-নগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিদ্দর খাঁ অত্যন্ত আঘাতযুক্ত হইয়াছিলেন, এই প্রযুক্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে অক্ষম হইয়া শঙ্করনামকদুর্গে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। রাজসেনারা সেই স্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি দ্বিতীয় দিবসে হুমাউনের শরণাগত হন। সিদ্দর খাঁ অতিশয় সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র ছিলেন, একারণ বাদশাহ তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন।

বাদশাহ মিণ্ডুনগর অধিকৃত করিয়া তিন দিবস তথায় অবস্থিতি করত বহাদুরের পশ্চাৎ ধাবিত হয়েন। ঐ সময়ে বহাদুর চিপনিয়ার-নগরহইতে আপনার বহুমূল্য হীরক-প্রস্তরাদি ধন সমভিব্যাহারে লইয়া অহমদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করেন। দৌলত-বীরলাশ নামা সেনাপতি চিপনিয়ার-নগর-রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন। হুমাউন বাদশাহ নগরলুণ্ঠন-পূর্ব্বক তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিয়া পরিশেষে বহাদুরকে ধৃতকরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। নিরাশ্রয় বহাদুর বাদশাহের আগমন-সংবাদ অবগত হইয়া কাম্বে-প্রদেশে পলায়ন করেন। তাহাতে বাদশাহ নিরুদ্যম না হইয়া সেই স্থানে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, যেহেতু যে দিবস সন্ধ্যার সময়ে তিনি তথায় উপনীত হয়েন সেই দিবসেই তাঁহার আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বহাদুর তথাহইতে দিউদ্বীপে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কাম্বে-প্রদেশে হুমাউন বাদশাহ কিছু দিবস অব-

স্থিতি করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে বহাদুরের সমস্ত ধন সম্পত্তি চিপনিয়ারের দুর্গে রহিয়াছে, অতএব তিনি তথায় আগমনপূর্ব্বক পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অখতিয়ার নামক সেনাপতি অতি সাহসপূর্ব্বক দুগরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অপর তাঁহার অধীনে দুর্গ-মধ্যে কএক বর্ষের আহারোপযুক্ত প্রচুর দ্রব্যাদি সত্ত্বে অধিক সঙ্গ্রহ করণে উৎসুক হইয়া দুর্গের পার্শ্বভাগে এক অরণ্যাকীর্ণ স্থান দিয়া তিনি প্রতি দিবস দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ এক দিবস দুর্গ-পরিক্রমণ-সময়ে স্বচক্ষে এই বিষয় সন্দর্শন করিয়া কতিপয় দেশীয় ব্যবসায়িদিগকে সেই অরণ্যপথে ধৃত করত বলিলেন, “যে আমাকে ছদ্মবেশে এই পথদিয়া দুর্গে লইয়া চল।” তাহাতে তাহারা বাদশাহকে পথ-প্রদর্শন করাইলে, তিনি সমস্ত নিরীক্ষণপূর্ব্বক আপনার বিবেচনা ধার্য্য করিয়া শিবিরে আগমন করিলেন, এবং সেই দিবস রজনীযোগেই অনেক গুলি বৃহদ্ বৃহৎ লৌহময় পেরেক প্রস্তুত করণের অনুমতি দিলেন।

ততঃপর তিনি তিন শত সাহসিক সৈন্য লইয়া ঐ অরণ্যপথে গমন করেন। দুর্গের অন্যান্য দিগে সেনারা কাপট্যে আক্রমণ করিল, এবং ঐ অবকাশে উক্ত অরণ্য-পথ দিয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হওয়া অতিশয়কষ্টসাধ্য বোধে শত্রুপক্ষ তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইয়া অন্যান্যদিগের আক্রমণ-নিবারণ-বিষয়েই অধিক সচেষ্টিত হইল। ইহাতে বাদশাহ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গের প্রাচীরে প্রাগুক্ত লৌহপেরেকসকল আবদ্ধ করত ৩৯ জন সেনানী সমভিব্যাহারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আপন সেনাদিগের সহিত চিহ্ন-প্রদর্শনের যে রূপ অভিসন্ধি পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তাহারা অতি সাহসিকরূপে চারি দিগে সঙ্গ্রামানল প্রজ্বলিত করিল, এবং হুমাউন বাদশাহ আপনার দলবল সমভিব্যাহারে “অল্লাঃ অক্বর” * এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তরবার হস্তে লইয়া অতিবেগে শত্রুদল বিদ্ধ করত দুর্গের এক দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। সেই দ্বার দিয়া তাঁহার অপর সেনাগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেক; এবং অখতিয়ার ও তাহার পরিবারগণ ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হইল। সেনাপতি অতুল সাহসের সহিত দুর্গরক্ষা করাতে বাদশাহ তাঁহার প্রাণ-রক্ষা করিলেন। প্রস্তাবিত দুর্গ অতি দৃঢ়, এবং তাহার রক্ষার্থ অনেক সৈন্য ছিল; অতএব বাদশাহ যে প্রকার অসামান্য সাহসের সহিত এতদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহাতে সকল লোকই তাঁহার সাহসের সাধুবাদে কহিয়াছেন, “যে এপ্রকার সাহসিক সঙ্গ্রাম আর কুত্রাপি হয় নাই।” এই দুর্গে গুর্জ্জর-দেশের সমস্ত ধনসম্পত্তি বহুকালহইতে সঙ্গৃহীত হইয়াছিল। বাদশাহ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তত্তাবৎ সেনাদিগকে বিতরণ করিলেন। সেনানী ও সৈন্য যে যেমন পদস্থ ব্যক্তি সেই রূপ বিবেচনা করিয়া পারিতোষিকদ্বারা সকলেরই ঢাল পূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং তুর্ক চীন ও ইউরোপ রাজ্যের যে সকল ধন তথায় একত্র স্তুভাকারে সংস্থাপিত ছিল সেনারা তাহার সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল।

এদিগে বহাদুর দিউদ্বীপে আত্মরক্ষা করিয়া চিরকশ্ নামা এক ব্যক্তিকে রাজস্ব ও সৈন্য সঙ্গ্রহ করণার্থ অহমদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তথায় অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নিমিত্ত পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য সঙ্গৃহীত হইল, এবং দিন২ তাঁহার দলবল বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

* পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রধান।

হুমাউন বাদশাহ এতৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তির্দীবেগ নামা যোদ্ধাকে চিপনিয়ারের দুর্গ ও তন্নিকটবর্ত্তি দেশ সকলের আধিপত্যপদে অভিষিক্ত করিয়া সসৈন্যে অহমদাবাদাভিমুখে গমন করিলেন। চিরকশ্ তাঁহার আগমনে ভীত না হইয়া সেনাদিগকে যুদ্ধসজ্জায় উপস্থিত করে; কিন্তু সে যুবরাজ আস্কারির অধীনস্থ অগ্রবর্ত্তি রাজ-সৈন্য-দলের দ্বারাই পরাজিত হয়; অন্যান্য সেনাগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে হয় নাই। বাদশাহ ইহাতে রণজয়ী আস্কারির প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অহমদাবাদের কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং গুর্জ্জরপ্রদেশ ওমরাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া সসৈন্যে বুরহান্‌পুরে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানের নিজাম ও দক্ষিণরাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের অধিকারিরা বিবেচনা করিলেন যে তিনি চন্দেজ্ নগর বিনষ্ট করণের মানস করিয়াছেন, অতএব তাঁহার অধীনতা-স্বীকারপূর্ব্বক অনুগত থাকিবার অভিপ্রায়ে পত্রাদি লিখিলেন।

এই সকল পত্রাদি পাইবার পূর্ব্বেই বাদশাহ শের খাঁর বিদ্রোহিতাচরণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব বুরহান্‌পুরের নিকটস্থ দেশসকল বিনষ্ট করিয়া মিণ্ডুনগরাভিমুখে যাত্রা করেন। সিরকশও এই সময়ে গুজরাটের ওমরাদিগের বহুতর সাহায্যে বলবান্ হইয়া সসৈন্য অহমদাবাদ আক্রমণার্থ গমন করে, কিন্তু হুমাউন তাহার নিমিত্ত আর অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বদেশে প্রবিষ্ট হওত চুনারের দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক ছয় মাস কাল সঙ্গ্রাম করিয়া তাহা অধিকৃত করিয়াছিলেন। এই সুযোগে বঙ্গদেশের অরণ্যময় পথাদি তাঁহার অধিকৃত হওয়াতে তিনি অনায়াসে বঙ্গদেশে আগমন করেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই শের খাঁ গৌড় ও বঙ্গদেশের রাজগণের ধনসম্পত্তি অপহরণ করত রোটাস্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বাদশাহ বঙ্গদেশ পরিক্রমণপূর্ব্বক তথাকার প্রধান রাজধানী গৌড় নগর অধিকৃত করত তাহার নাম "জিন্নতাবাদ" (অর্থাৎ স্বর্গীয় নগর) রাখেন, এবং তিন মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া পরে তাঁহার সেনার মধ্যে অধিকাংশ পীড়াগ্রস্ত হইবা প্রযুক্ত, বিশেষতঃ ঐ সময়ে তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল আগরায় বিদ্রোহিতা উপস্থিত করেন এই নিমিত্ত, তিনি তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

হুমাউনের অনুপস্থিতে কনৌজ-প্রদেশে মুহম্মদ সুজাকে দণ্ডদিবার নিমিত্ত হিন্দাল তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এক মহাদল সৈন্যের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া তৎকার্য্য-সম্পাদনে মনোযোগ না করিয়া একেবারে ভ্রাতৃসিংহাসনগ্রহণে লালসা করিলেন; তথা আগরায় প্রত্যাগত হইয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহার ঐ অন্যায় অভিলাষের বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগকে সংহারপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করত প্রকাশ্যরূপে আপনার নামে খুতবা * পাঠ করিবার আদেশ করিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন-পরিধারণ-পূর্ব্বক দিল্লী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাদশাহ এতৎসংবাদ প্রাপ্ত্যনন্তর জহাঙ্গীর এবং ইব্রাহীমকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া আগরার অভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হইলেন; কিন্তু তিনি অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম না করিতেই শের খাঁ আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে রোটাসপর্ব্বতহইতে আগমনপূর্ব্বক বাদশাহের সেনাবলিকে হীন বল এবং হিন্দালের বিদ্রোহিতাচরণকে অতি ভয়ানক বিবেচনা করিয়া বাদশাহের

* মুসলমানদিগের উপাসনা (নিমাজ) সময়ে পাঠ্য রাজমঙ্গল-প্রার্থনাত্মক স্তোত্র।

পশ্চাড়াগে শোণনদ-তীরে আগমন করিলেন; কিন্তু উভয় পক্ষের সেনারা তিন মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকার সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া পরস্পর নিকটেই অবস্থান করিল। যদিও ঐ সময়ে বাদশাহের পক্ষে সাহসিকরূপে সঙ্গ্রাম করাই উচিত ছিল, তথাচ তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না; প্রত্যুত তিনি প্রতি দিন বিপক্ষকর্তৃক অবমানিত ও তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন, যেহেতু তাহারা তাঁহার নদী অবতরণের পথ আবদ্ধ করিয়া রহিয়াছিল।

পরন্তু ইহাতেই হুমাউন বাদশাহের দুরবস্থার শেষ হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা কামরান এই বিপদ্‌কালে তাঁহার সাহায্য না করিয়া স্বয়ং সিংহাসনাভিষিক্ত হইবার অভিপ্রায়ে দশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্যসমভিব্যাহারে লাহোরহইতে দিল্লীরাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যুবরাজ হিন্দাল তাঁহার সহিত সদ্ভাব-সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয়ের সেনা একত্র সম্মিলিত করিয়া দিল্লীজয়ার্থ সঙ্গ্রাম আরম্ভ করিলেন। আলীনামক রণবিৎ সেনাপতি উক্তনগরের শাসনকর্তৃত্ব-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি কামরানকে জানাইলেন যে জীবনসত্ত্বে তাঁহাকে নগর প্রদান করিবেন না, এবং আপন প্রভুর নিকট কদাচ অকৃতজ্ঞ হইবেন না। পরন্তু যদ্যপি তিনি আদৌ আগরা অধিকৃত করেন এবং আপন ভ্রাতাকে সঙ্গ্রামে পরাভূত করিতে পারেন, তবে দিল্লী তাঁহার করতলস্থ হইবেক। কামরান এবং তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল রাজধানী-রক্ষকের এইপ্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া, এবং দিল্লী গ্রহণ করা আপনারদিগের সাধ্যের অতীত বিবেচনা করিয়া, উভয়ে একত্র হইয়া আগরায় গমন করিলেন। এক বস্তু গ্রহণার্থে দুই ব্যক্তি সচেষ্ট হইলে তাহারদিগের পরস্পর সদ্ভাব কোন মতেই থাকিতে পারে না, অতএব তাঁহারা আগরার নিকটবর্ত্তি হইলেই তাঁহারদিগের পরস্পর বিদ্বেষ-ভাববশতঃ বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হিন্দালের অধীনস্থ সেনারা ক্রমে২ তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহি এবং তিন শত হস্তির সহিত পরিত্যাগ করাতে, তিনি স্বয়ং পলায়ন করিলেন, এবং যুবরাজ কামরান্ আগরা-রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজবীর্য্য এবং রাজচিহ্নদ্বারা বিভূষিত হইলেন।

হুমাউন বাদশাহ প্রধান শত্রু শের খাঁকে পরাজয়-করণার্থে ভ্রাতৃদ্বয়কে আপন সাহায্যে প্রবৃত্ত-করণাভিপ্রায়ে অনেক সুযুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে উপস্থিত সময়ে গৃহ-বিচ্ছেদ হইলে তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য কোন মতেই রক্ষা করিতে পারিবেন না; তথা তৈমুরের বংশাবলি অসীম-দুঃখ-হ্রদে নিমগ্ন হইবে; অতএব অধুনা পরস্পর বিবাদ-পরিহারপূর্ব্বক প্রবল শত্রুকে পরাজয় করত পরিশেষে রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলে ভাল হয়। কিন্তু এই সৎপরামর্শদ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হয় নাই। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ এ প্রকার গাঢ় হইয়াছিল যে তাঁহারা তদর্থে সমস্ত সম্পদ্‌ভ্রষ্ট হইতে স্বীকৃত হইলেন, তথাচ ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহাদের মনে এই ভাব উদিত হইয়াছিল যে হুমাউন শের-খাঁ-কর্তৃক পরাভূত হইলে তাঁহারা উভয়ে শেরকে পরাজয় করিবেন, এবং পরিশেষে পরস্পর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতাকে জয় করত স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবেন। কিন্তু এ অভিপ্রায় বৃথা হইল, যেহেতু এই সময়ে শের খাঁ চিলিলি নামা এক জন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে হুমাউনের নিকটে প্রেরণপূর্ব্বক সন্ধি-করণের প্রার্থনা করাতে বাদশাহ তাহাতে আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হন, এবং ঐ সন্ধিপত্রে এপ্রকার অবধারিত হইল যে শের খাঁ

বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে বাঙ্গাল ও বিহার রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন, এবং বাদশাহকে তাহার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিবেন।

উভয়ে শপথপূর্ব্বক এই সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলে বাদশাহ শত্রুর প্রতিজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণবিশ্বাসপূর্ব্বক উভয় সেনাকে পরস্পর সম্মিলিত হইতে অনুমতি করিলেন; সুতরাং প্রতারক শের খাঁ উক্ত প্রলোভমূলক সন্ধিপত্রদ্বারা যে অভিপ্রায় মনে করিয়াছিলেন তাহাই সিদ্ধ হইল। পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে তাঁহার সেনারা পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে বাদশাহের শিবিরাক্রমণ ও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেক। বাদশাহ নদী পার হইবার নিমিত্ত যে নৌকার সেতু নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই, অতএব তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়নকরণে অক্ষম হইয়া তটিনীর সলিলস্রোতে শরীর নিমজ্জিত করিলেন। শত্রুপক্ষেরা সমস্ত তরণী অপহরণ করিয়া তটহইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তাহাতে অষ্ট সহস্র মোগলের মৃত্যু হয়; তদ্ব্যতীত হিন্দুও অনেক মরিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় যুবরাজ মুহম্মদ প্রাণত্যাগ করেন, এবং ইহা হিজরী ৯৪৩ অব্দে সঙ্ঘটিত হয়।

বাদশাহ এক জন জলবাহকের সাহায্য-সহকারে সন্তরণপূর্ব্বক অতিকষ্টে অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যল্প ব্যক্তি, যাহারা ঐ ভয়ানক দিবসে নিধন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আগরায় প্রস্থান করেন। তাঁহার ভ্রাতা কামরান্ এই দুরবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া হিন্দালের সহিত পরামর্শ-করণার্থে আগরাহইতে আলরব-প্রদেশে গমন করিলেন, এবং আফগনদিগকে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ দেখিয়া ভ্রাতার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য লজ্জিত হইলেন, এবং পরাক্রমের অবসান কালে সাহায্যকরণে সম্মত হইলেন। মোগল ওমরাগণ যাঁহারা চারিদিগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা স্বজাতীয় প্রবল পরাক্রমের অবসান হইতেছে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হওত আপনাদিগের সমস্ত দলবল একত্র করিয়া আগরায় আগমন করিলেন। জহাঙ্গীর ও ইব্রাহীম বঙ্গদেশহইতে তথায় উত্তীর্ণ হইলেন, এবং মুহম্মদ মির্জ্জা, যিনি কনৌজপ্রদেশে রাজবিরোধী হইয়াছিলেন, তিনিও আফগনদিগকে দমনকরণার্থ বাদশাহের অনুকূল হইলেন।

অতঃপর তিন ভ্রাতা আগরাতে একত্র হইয়া প্রতি দিবস পরামর্শ করেন, কিন্তু কামরান্ সরলান্তঃকরণে রাজানুকূল না হওয়াতে পরামর্শ কিছুই ধার্য্য হয় না। অবশেষে তিনি লাহোরে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। এই বিষয়ে খাজা কল্লন সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করে। তাঁহার এই অভিলাষ নিবারণ-নিমিত্ত হুমাউন বাদশাহ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। কামরানের রাজত্ব লাভের এমত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে তিনি ভ্রাতার প্রতি কোন প্রকার সাহায্য করিবেন না, স্বয়ং অধীশ্বর হইবেন এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এই নিন্দনীয় বিবাদ ছয় মাসে নিবৃত্ত হয়; অবশেষ কামরান্ ভ্রাতার প্রতি বিষপ্রয়োগের মিথ্যা অপবাদ প্রচারিত করিয়া লাহোরে প্রস্থান করিলেন, এবং দুরবস্থায় পতিত ভ্রাতার সাহায্য-ছলনায় সেকেন্দর নামক এক প্রধান সেনাপতির অধীনে এক সহস্র অশ্বারোহী রাখিয়া গেলেন। কামরানের এই প্রকার গমন জন্য আগরাবাসিরা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল; এবং সঙ্গ্রামের শেষ ঘটনা সাতিশয় ভয়ানক হইবেক বিবেচনা করিয়া অনেকে তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রস্থান

করিল। কেবল তৈমুর-বংশীয় হয়দর নামা প্রধান সেনাপতি কামরানের এই অন্যায়-ব্যবহারের নিমিত্ত অতিশয় বিরক্ত হইয়া হুমাউনের সহিত সংযুক্ত হইলেন। তাঁহারদ্বারা বাদশাহ বিস্তর বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই বিবাদসময়ে শের খাঁ বিরলে ছিলেন; পরিশেষ আপন সেনাসংহতি লইয়া নিজপুত্র কুতবকে সৈন্য সহিত মন্দাকিনী স্রোতদ্বারা পাঠাইয়া নিকটস্থ সমস্ত দেশ অধিকার করিলেন। হুমাউন এতৎ সংবাদ অবগত হইয়া হুসেন নামা ওজবেগ্ ও এজগার এবং সেকন্দরকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের অধীনে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা কালপী নামক স্থানে শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ঐ স্থানে এক ভয়ানক সঙ্গ্রাম হয়, তাহাতে মোগলেরা সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া বিপক্ষ বহুসৈন্যকে হত করেন, এবং সেনাপতিরা কুতবের শিরশ্ছেদন করত আগরায় প্রেরণ করিয়া বাদশাহকে অনুরোধ করেন যে তিনি স্বয়ং সঙ্গ্রামস্থলে সমাগত হইয়া শেরকে সংহার করত যশোলাভ করুন।

এই অনুরোধক্রমে হুমাউন বাদশাহ এক শত সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে লইয়া কান্যকুব্জ নগরের নিকট গঙ্গা পার হওত শের খাঁর সৈন্য সম্মুখে এক মাসকাল অবস্থিতি করিলেন। শের খাঁর সেনাসঙখ্যা তাঁহার সৈন্যের অর্দ্ধাংশও ছিল না; পরন্তু ঐ সময়ে বিখ্যাত প্রতারক মুহম্মদ মির্জা ও তাহার পুত্রেরা আপনাদিগের সমস্ত দলবল লইয়া শত্রুপক্ষের শরণাগত হইল, এবং তাহাদিগের কুমন্ত্রণায় অন্য সেনারাও অনেকে পলায়ন করিল, সুতরাং বাদশাহ পুনর্ব্বার বিপদ্গ্রস্ত হইলেন। তাঁহার নিজ সেনারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্রমে ২ প্রস্থান করিতে লাগিল। অধিকন্তু তাঁহার ঐ দুঃখের প্রাচুর্য্য নিমিত্ত বর্ষাঋতু উপস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ করাতে চারিদিগ জলপূর্ণ হইয়া তাঁহার শিবির সকল ভাসিয়া উঠিল; সুতরাং তাঁহাকে স্থানান্তরে শিবির স্থাপনের উদ্যোগ করিতে হইল।

হিজরী ৯৪৫ অব্দের মুহরমের দশম দিবসে তিনি সেনাদিগকে স্থানান্তর করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঐ গোলযোগে শের খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করত এক কালে পরাস্ত করে এই সঙ্গ্রাম সময়েও তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটে নদী ছিল, অতএব শত্রুহইতে ভীত হইয়া সহস্র২ সেনা অগাধজলে নিমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বাদশাহ স্বয়ং অত্যল্প লোক সমভিব্যাহারে অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়া আগরায় প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট সেনাদিগের মধ্যে অনেকেই রণজয়ী শের খাঁর শরণাগত হয়, এবং কেহ২ দলবদ্ধ হইয়া নানা পথ দিয়া প্রস্থান করে।

শের খাঁ এই সঙ্গ্রাম জয় করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে আগরার অভিমুখে যাত্রা করেন; এই প্রযুক্ত বাদশাহ তথায় না থাকিয়া লাহোরে পলায়ন করিলেন; কিন্তু রণজয়ী শের সেখানেও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। অতএব বাদশাহ লাহোরের সম্মুখস্থ রাবী নদী অবতরণ করিয়া সিন্ধু-নদতীরস্থ টাটা প্রদেশের অভিমুখে ধাবিত হন।

অতঃপর হুমাউন সিন্ধুনদ পার হইয়া বক্করপ্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিয়া লুরিনগরে অবস্থান করেন, এবং তথাহইতে এক দূত ও অশ্ব এবং পরিচ্ছদ টাটার শাসনকর্ত্তা স্বীয়ভ্রাতৃপুত্র হুসেনকে প্রেরণ করিয়া গুজরাটরাজ্যের অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হুসেন প্রকাশ্যে সাহায্য করিবার ছলনায় নানা

প্রকার অভিসন্ধিদ্বারা পাঁচ মাস তাঁহাকে আপন দেশে আবদ্ধ রাখিলেন। তাহাতে বেতনাভাবে পাদশাহের অধীনস্থ অনেক সৈন্য অতুল-ক্লেশ-সাগরে পতিত হইয়া ক্রমে২ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ হিন্দালও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কন্দাহারের শাসনকর্ত্তার আহ্বানানুসারে তথায় প্রস্থান করিলেন। এজগার নাজিরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করণে উদ্যত হইলে বাদশাহ অনেক কষ্টে তাঁহাকে বক্করের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রদান করত আপনার মতস্থ রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এজগার উক্ত পদাভিষিক্ত হইয়া কিঞ্চিদ্বলিষ্ঠ হইলেই বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হুমাউন বাদশাহের অধীনে যে অত্যল্প সৈন্যাদি ছিল তিনি তাহাদিগদ্বারা মিরাননগর সপ্ত-মাস-পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হুসেন উক্ত স্থানগ্রহণে সমুৎসুক হইয়া টাটাহইতে বহুসৈন্য সহিত অবক্রান্ত ও আক্রমণকারি উভয় দলকেই বেষ্টন করিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি প্রেরণের পথাবরোধ করিলেন। তাহাতে বাদশাহের সেনা ও উক্ত দুর্গস্থিত সেনা মধ্যে আহারাভাবে হাহাকার শব্দ উঠিল। হুমাউন এই প্রকারে বিপদ্-জালে জড়িত হইয়া এজগারকে অনুরোধ করিলেন যে বক্করে তাঁহার যে সেনা আছে তাহাদিগকে লইয়া শীঘ্র সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হুসেন আপন কন্যার সহিত এজগারের বিবাহের সম্বন্ধ নিধার্য্য করিয়া তাঁহাকে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিবার প্রলোভ কন্যা প্রদান করাতে ঐ অকৃতজ্ঞ স্বীয় প্রভুর সাহায্যে সম্মত হইল না; বরং প্রতিকূলতা অবলম্বন করিল, এবং বলিল যে বাদশাহের অবস্থা মন্দ ব্যতীত ভাল হইবার নহে। হুমাউন এই অবস্থায় সিবানের দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বক্করাভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে সেনাদিগকে নদীপার করণার্থ তিনি সেখানে আপনার প্রজাদিগের নিকটে কএকখানা তরণীও প্রাপ্ত হইলেন না। কএক দিবস নদীকূলে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কএকখানা জলমগ্ন তরী তুলিয়া তদারোহণে সেনাদিগকে পার করাইলেন।

যদিও হুমাউন বাদশাহ এই সমস্ত বিপদে আবৃত হইয়াছিলেন তথাচ তাঁহার এমত ক্ষমতা ছিল যাহাতে এজগারকে ভীত হইতে হয়; অতএব তিনি বাদশাহের ক্রোধানল নির্ব্বাণ নিমিত্ত তাঁহার শরণাগত হইলেন; এবং সময়ের গুণে ক্ষমাও পাইলেন। কিন্তু বাদশাহের এতাদৃশ করুণার বিনিময়ে তিনি তাঁহার সৈন্যমধ্যে কলহ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে স্বদলে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিষয় ঐ প্রতারককে জিজ্ঞাসা করাতে সে আপন অধীনস্থ সৈন্য সহিত বিদ্রোহি হইয়া সঙ্গ্রাম করণে উদ্যত হইল। উভয় সৈন্য রণসজ্জায় দণ্ডায়মান হইলে বিপক্ষ সেনানীগণ আপনাদিগের নৃপতির প্রতিকূলে অস্ত্র চালনায় বিমুখ হয়; সুতরাং সঙ্গ্রাম রহিত হইল। বাদশাহ ঐ সময়ে বিদ্রোহিদিগকে দমন করা সুসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া কেবল অন্যত্র গমন করত আত্মরক্ষা করাই বিবেচনা সিদ্ধ নিশ্চয় করিলেন। তথা জেসলমির দিয়া মল্লদেব প্রদেশের হিন্দু রাজার সহিত সাক্ষাতার্থ গমন করিলেন। ঐ অধিরাজ হিন্দুস্থান মধ্যে হিন্দুকুলতিলক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে হুমাউনকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ক্ষণে তাঁহার মতান্তর হইয়াছিল।

ফলতঃ নৃপতিরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে অতি অল্প লোকেই তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধাসূত্রে আবদ্ধ থাকে। মল্লদেব হুমাউনের অবস্থা দৃষ্টে বিবেচনা

করিলেন যে আর ইহাঁকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই অতএব তাঁহার বিবেচনায় এই নিশ্চয় হইল যে বাদশাহকে ধৃত করত পররাজ্যাপহারি শেরের নিকটে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু তাহার এ মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল না। মল্লদেবের এক জন ভৃত্য এতদ্বিষয় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ হুমাউনকে জ্ঞাত করিল।

হুমাউন ঐ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র অর্দ্ধ রাত্রিকালে অশ্বারোহণপূর্ব্বক টাটাহইতে আনুমানিক সপ্ত-ক্রোশাভ্যন্তর অমরকোট নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অশ্ব পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পতিত হয; অতএব সমভিব্যাহারি তির্দীবেগের নিকটে তাহার অশ্ব প্রার্থনা করেন, কিন্তু তখন নৃপতির এমত হীনাবস্থা হইয়াছিল যে সে ঐ অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না। ঐ সময়ে মল্লদেবের সেনারা নিকটবর্ত্তি হইয়াছিল, অতএব তিনি একটা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করেন; পরে কোকা নামা এক ব্যক্তি আপন মাতাকে তাহার অশ্বহইতে অবতরণ করাইয়া রাজার সাহায্য করে।

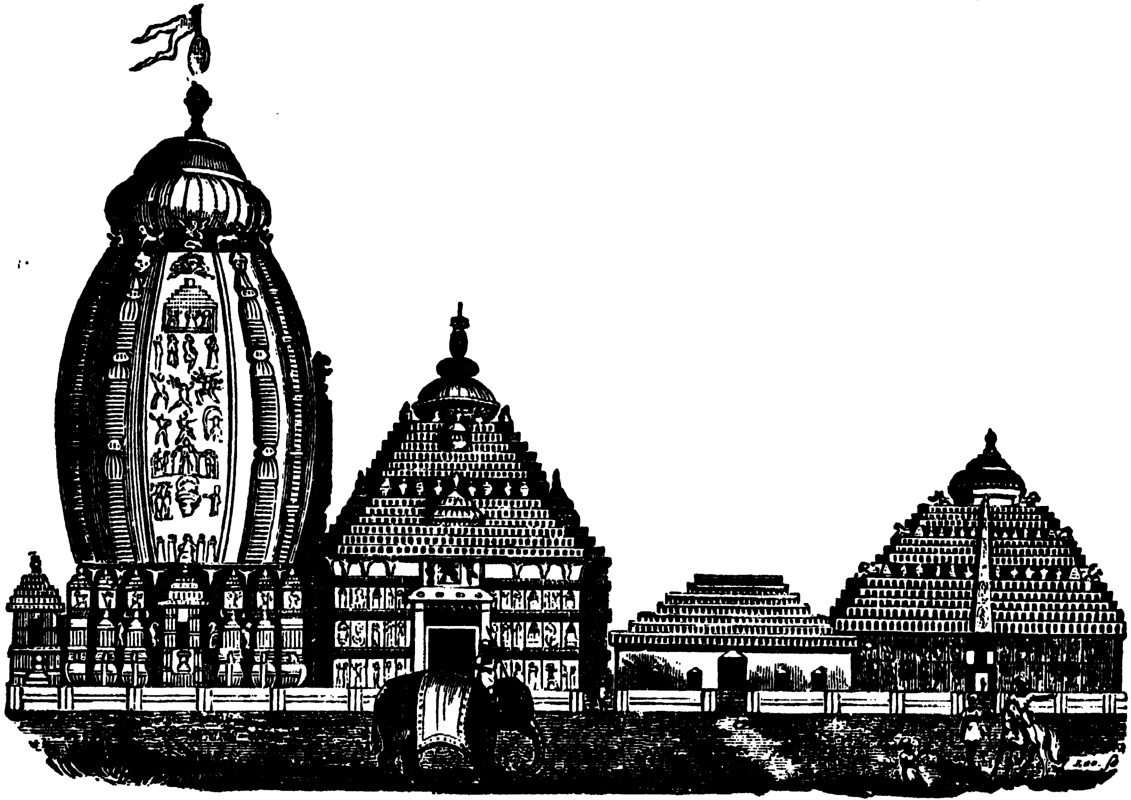
যে দেশ দিয়া বাদশাহ ও তাঁহার সমভিব্যাহারিরা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় বালুকাময় ছিল; অতএব জলাভাবে সেনাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কেহ২ সেই কষ্ট জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততো ধাবিত হইল, কেহ বা ভূমিতে পতিত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; চারি দিগে ভয়ানক হৃদয় বিদীর্ণকর ক্রন্দনধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না; এমত সময়ে শত্রুদিগের নিকটাগমনের সংবাদে তাহাদিগের দুরবস্থার আর ইয়ত্তা রহিল না। এই বিপদ্কালে হুমাউন অনুমতি করিলেন যে দ্রব্যাদি ও স্ত্রীলোক সকল অগ্রবর্ত্তী হউক, এবং যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম তাহারা পশ্চাতে অবস্থিতি করুক। ঐ দিবস শত্রুদিগের আগমন হইল না, অতএব বাদশাহ অশ্বারোহণে সৈন্যদলের অগ্রে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্বপরিবারেরা কি প্রকার আছে, তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে গেলেন। যামিনী সমাগতা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তি সেনাদল পথভ্রমে বিপথে পতিত হইল। পর দিন প্রাতে এক দল শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেক। তাহাতে আলী নামা এক জন ওমরা বিংশতি সাহসিক ব্যক্তির সহিত বিক্রমে জীবনদান করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং শত্রু নাশের স্তব পাঠ করিয়া সঙ্গ্রামে ধাবিত হওত শত্রুদলের প্রধানাধ্যক্ষের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তাহাতে সকলে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেক। এই অবকাশে অন্যান্য মোগলেরা সম্মিলিত হইয়া পলায়নতৎপর শত্রু দলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওত তাহাদিগের অনেক অশ্ব ও উষ্ট্রাদি অপহরণ করত প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে বাদশাহ একাকী এক কূপের নিকটে বসিয়া আছেন।

হেঃ

শ্রীক্ষেত্রের বিবরণ।

বিবিধার্থের দ্বিতীয় পর্ব্বে উৎকল-প্রদেশের ইতিহাস-লিখন-সময়ে শ্রীমন্দিরের ছবি প্রকটন করিতে আমাদিগের নিতান্ত মানস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তৎসময়ে নিকট না থাকা প্রযুক্ত ঐ অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারি নাই। এই ক্ষণে ইংলণ্ডস্থ কোন আত্মীয়ের সাহায্যে তাহা সফল হইল। ঐ উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিলে বোধ হয় পাঠকদিগের প্রীতি জন্মিতে পারে।

শ্রীক্ষেত্রের গুহ্য নাম "শঙ্খনাভি;" কিন্তু লোকে তাহাকে "পুরী" বা "ক্ষেত্র" নামেই



শ্রীক্ষেত্রের মন্দির।

বিখ্যাত করিয়া থাকে। ইহা বঙ্গোপসাগরের তটে সংস্থিত, এবং বালেশ্বরহইতে লোকনাথ পর্য্যন্ত প্রায় চারি ক্রোশ দীর্ঘ, ও স্বর্গদ্বারহইতে ইন্দ্রদ্যুম পর্য্যন্ত এক ক্রোশ প্রশস্ত। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যের মতে এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমস্ত স্থানই সিদ্ধপীঠ; পরন্তু ইহার মধ্য-দেশে ২০০ হস্ত-উচ্চ-প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত এক ক্ষুদ্র স্থান আছে, তাহাই অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ স্থান দীর্ঘে ৪৫০ হস্ত, ও প্রস্থে ৪৩৩ হস্ত। ইহার প্রতিদিগেই এক২ দ্বার আছে; পরন্তু পূর্ব্বদিগে যে দ্বার তাহাই প্রধান বলিয়া গণ্য, যেহেতু তাহারই সম্মুখে নগরস্থ প্রধান রাজপথ আছে। ঐ পথের নাম "বড় ডাঁড়।" প্রস্তাবিত দ্বারচতুষ্টয়েরই পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত দুই দুই সিংহ মূর্ত্তি আছে, পরন্তু পূর্ব্বদ্বারই "সিংহদ্বার" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার সম্মুখে "গরুড় স্তম্ভ" নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত এক সুচারু স্তম্ভ আছে। এই দ্বারদিয়া প্রাচীরাভ্যন্তর স্থানে প্রবিষ্ট হইলে "পতিতপাবনের মন্দির" দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু স্বয়ং তাহা ঐ স্থানে সংস্থাপিত করেন। পতিতপাবনের সম্মুখে দ্বাবিংশতিটি প্রস্তরসোপান আছে, তাহা "বাইশ পাচ" নামে খ্যাত। তাহার উপর এক প্রস্তরকুণ্ড, এবং তদভ্যন্তরে কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির, এবং তৎপার্শ্বে এক বৃষ। ততঃপর নরসিংহনাথের মন্দির; তাহার পার্শ্বে কতকগুলি পণ্যশালা আছে, তাহাতে জগন্নাথ দেবের ভোগ বিক্রয় হয়। ঐ পণ্যশালার উৎকল নাম "স্বর্ঘর।" তাহার পার্শ্বে "পঙ্খিঘর" নামে একটি গৃহ আছে, যাহাতে শ্রীমূর্ত্তির

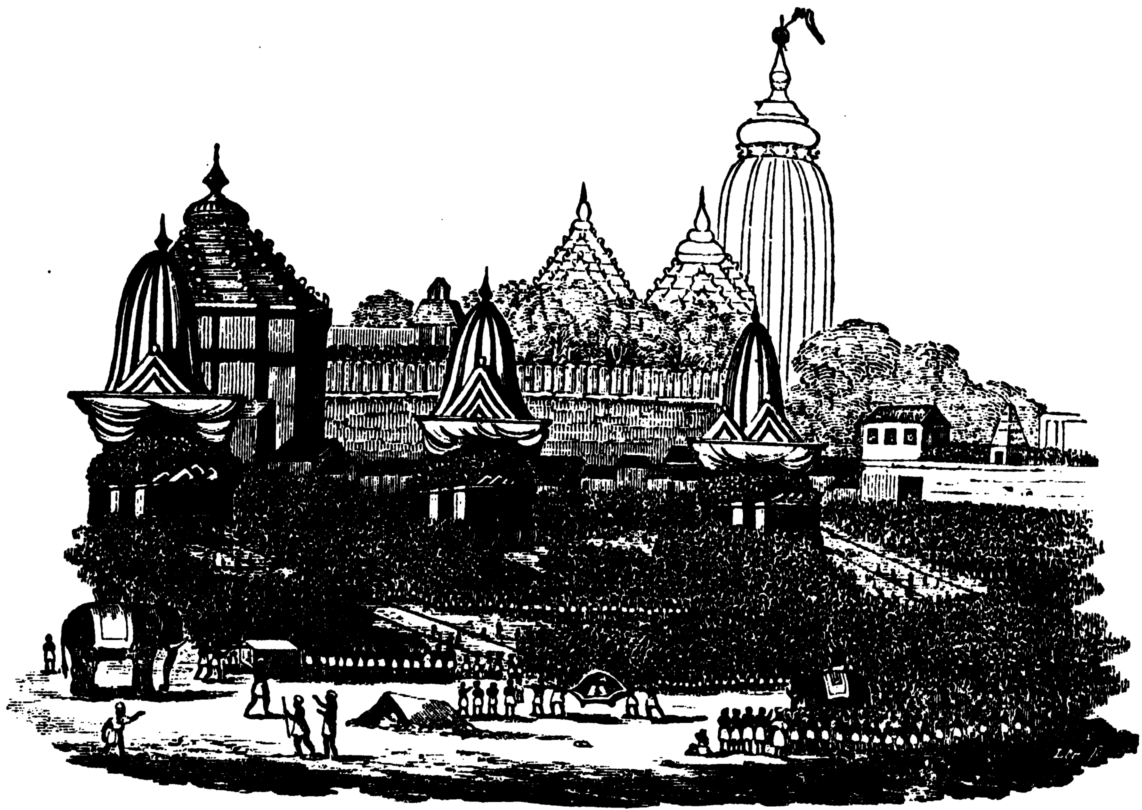
নিবেদ্য ফল ও মিষ্টান্ন রাখা হইয়া থাকে। অতঃপর এক দিকে "ভেট মণ্ডপ" "চুনাকুটাঘর" "রোসঘর" প্রভৃতি প্রাসাদ এবং অপর দিকে জগন্নাথ দেবের নামে অভিষিক্ত কএকটী প্রাসাদ আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত অট্টালিকা সকলই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ সুন্দর ও পূজ্য বলিয়া গণ্য। ঐ সকল প্রাসাদের প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। তদ্দৃষ্টে প্রস্তাবিত দেবালয়ের ভাব মনে অবিকল ব্যক্ত হইতে পারে। চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে যে সুদীর্ঘ মন্দির দৃষ্ট হয় তাহার নাম "বড় দেউল;" এবং তাহাই জগন্নাথদেবের বাসস্থান। তাহা প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, এবং ঊর্দ্ধে ১২৩ হস্ত ও আয়তনে ২৮ হস্ত। তুলনা করিলে এই দেউল কলিকাতাস্থ "অক্টর্লনী-মনুমেণ্ট" নামক কীর্ত্তিস্তম্ভ হইতে ডেড়্গুণ দীর্ঘ। ইহা দেখিতে সুদৃশ্য বটে; কিন্তু ইহার গাত্রে খোদিত ও চিত্রিত নানা অশ্লীল পুত্তলিকা থাকাপ্রযুক্ত সহৃদয় মহাশয়দিগের আপাতত অসন্তোষজনক হয়। এই মন্দিরের মধ্যভাগে সুচারু এক প্রস্তরবেদী আছে, তাহার নাম "রত্নসিংহাসন;" এবং তদুপরি শ্রীজগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা বিরাজমান আছেন।

এই দেউলের সম্মুখে যে মন্দির দৃষ্ট হয় তাহার নাম "অংশর পিণ্ড।" ইহার অন্তর্গত স্থান দীর্ঘে ও প্রস্থে ৪০ হস্ত, এবং ইহাতে শ্রীমূর্ত্তিদিগের বার্ষিক অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। অতঃপর যে অনুচ্চ প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম "জগমোহন।" বঙ্গদেশে যাহাকে "নাটমন্দির" শব্দে কহে, জগমোহন তাহারই প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে, যেহেতু উভয়ই অনেক স্তম্ভোপরি স্থাপিত; ফলতঃ উভয়ই একাভিপ্রায়ে নির্ম্মিত হয়। এই নাটমন্দিরের মধ্যভাগে প্রস্তর-নির্ম্মিত গরুড়মূর্ত্তি আছে। ততঃপর অংশরপিণ্ডের ন্যায় অপর এক মন্দির আছে, তাহা জগন্নাথ দেবের ভোগগৃহ, এই প্রযুক্ত "ভোগমুণ্ডাই" নামে বিখ্যাত। এই সকল প্রাসাদ ভিন্ন এস্থলে প্রায় এক শত বিংশতিটি দেবালয় তথা অনেক কুণ্ডাদি তীর্থস্থান আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখে, বোধ হয়, প্রয়োজন নাই।

প্রস্তাবিত মন্দিরসকলে পুরাণোক্ত নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে; তাহাতে দেশব্যবহারানুসারে বিবিধ ঘটনার সম্ভব, কিন্তু তাহার বিশেষ-বর্ণনে পাঠকদিগের সন্তোষ সম্ভাবনীয় নহে।* চন্দনযাত্রা জগন্নাথের এক প্রধান মহোৎসব। তদুপলক্ষে মদনমোহন দেবের, মূর্ত্তি তথা পাঁচটি শিবের মূর্ত্তিকে রথারোহণে "নরেন্দ্র" নামক এক তড়াগের নিকট আনিয়া পাণ্ডারা ঐ তড়াগ-মধ্যে দুই সুচারু নৌকায় ঐ মূর্ত্তি সংস্থাপন করত ক্রমাগত এক বিংশতিদিবস বিপুল জনগণের আনন্দবৃদ্ধি করায়। এই সময়ে মঠধারিরা অনেকে আপন২ আরাধ্য মূর্ত্তি আনিয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে মহামহোৎসব করিয়া থাকে।

চন্দনযাত্রা অপেক্ষায় স্নানযাত্রা অধিক সমারোহের পর্ব্ব, তদপেক্ষায় দোলযাত্রা অধিক, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় রথযাত্রা অধিক; ফলতঃ রথযাত্রাই জগন্নাথদেবের প্রধান উৎসব। তদুপলক্ষে হিন্দুমাত্রেই শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে উৎসুক হয়। কি হরিদ্বার, কি কাশী মথুরা জয়পুর, কি পশ্চিম প্রদেশের মালব-গুর্জ্জর-পূনা-সেতারা, কি দক্ষিণ, দেশের প্রান্তভাগস্থ সেতুবন্ধরামেশ্বর, কোন স্থানেরই লোক এই পর্ব্বোপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে অপ্রাপ্য

* পার্ব্বণ-বিষয়ে অনুরাগী পাঠক-মহাশয়দিগের পরিতোষার্থে এস্থলে জগন্নাথদেবের প্রধান ২ পার্ব্বণের নাম লিখিত হইতেছে; তদ্যথা; চন্দনযাত্রা, রুক্মিণীহরণ একাদশী, স্নানযাত্রা, অংশরযাত্রা, নেত্রোৎসব, রথযাত্রা, হরপঞ্চমী, বাহুড়া, শয়নএকাদশী, নীলাদ্রিবিজয়, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কালীয়দমন, বামনজন্ম, কুমারপুনাই, উত্থান একাদশী, ঘোরনাগী, অভিষেক, মকরসঙ্ক্রান্তি, দোলযাত্রা, রামনবমী, দাইনাচুরী, নবাঙ্কবেত্তা, এবং ক্ষেত্র পরিক্রমা।



রথযাত্রা।

হয় না; সর্ব্বত্র হইতেই মনুষ্য স্ব২ দেশীয় চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক জগন্নাথের নিকট সমাগত হইয়া মুক্তির কামনা করে।

রথযাত্রার প্রধান অঙ্গ রথ; তাহা বড়ডাঁড় নামক প্রধান রাজপথের সন্নিকটে প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হয়; এক বৎসরের রথ একাধিক বৎসর ব্যবহৃত হয় না। ঐ রথের সঙ্খ্যা তিন; তন্মধ্যে যেখানি জগন্নাথদেবের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় তাহা ৩০ হস্ত উচ্চ। তাহাতে পাঁচ হস্ত পরিমিত ষোল-খানি চক্র থাকে, এবং তদুপরিস্থ বসিবার স্থান দীর্ঘে প্রস্থে ২৩ হস্ত। বলদেবজীউর রথ জগন্নাথদেবের রথ অপেক্ষায় ঊর্দ্ধে ও দীর্ঘে-প্রস্থে এক হস্ত খর্ব্ব; এবং তাহাতে ৪।। হস্ত পরি-মিত ১৪ খানি চক্র থাকে। সুভদ্রাদেবীর রথ বলভদ্রদেবের রথ অপেক্ষায় সর্ব্বদিগে এক হস্ত ক্ষুদ্র, এবং তাহার চক্রসঙ্খ্যা দ্বাদশ। এই রথ-নির্ম্মাণকার্য্য বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়ায় আরব্ধ হয়, এবং নেত্রোৎসবের দিবস সম্পন্ন হয়। এই রথনির্ম্মাণে কোন চাতুর্য্য নাই; এবং রথকারেরা যে সুদক্ষ শিল্পী, রথদৃষ্টে তাহার কিছুই অনু-ভব হয় না; পরন্তু উচ্চতা ও বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত, তথা নানাবর্ণের বনাতে ও জরীদ্বারা সুসজ্জ হওয়াতে, চিত্তোল্লাসক হইয়া উঠে।

প্রস্তাবিত রথ টানিবার নিমিত্ত ৪২০০ মনুষ্য নিযুক্ত আছে; তাহাদিগের নাম "কালবেথিয়া।" তাহারা রাহাং, চৌবিশকুদ, সিবাই এবং লি-ম্বাই পরগনাহইতে আনীত হয়, কিন্তু তদর্থে তাহারা কোন বেতন প্রাপ্ত হয় না। পুরীতে তাহারা যে কয় দিবস থাকে তন্নিমিত্তে তা-হারা আপন২ খাদ্য সমভিব্যাহারে আনিয়া

থাকে, এবং অনাটন হইলে যাত্রিদিগের অর্থ অপহরণ করিয়া দিনপাত করে।

দেবমূর্ত্তিত্রয়কে রথারোহণ-করণ-সময়ে পাণ্ডারা তাঁহাদিগের প্রতি বিহিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ না করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসকল পট্ট ডোরে বন্ধন করত দুর্ব্বাক্য কহিতে ও বেত্রাঘাত করিতে থাকে। এই দুর্নীতির কারণ কি তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, পরন্তু ইহা যে উপযুক্ত নহে, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

রথযাত্রায় জগন্নাথপ্রভু সিংহদ্বারহইতে গুণ্ডিচামণ্ডপপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মণ্ডপ বড়ডাঁড়ের প্রান্তভাগে স্থিত; এবং ৫০ হস্ত উচ্চ। ইহার চতুঃপার্শ্বে কএক ক্ষুদ্র মন্দির আছে, এবং তৎসমুদায় ১৩ হস্ত-উচ্চ-প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত। ঐ প্রাচীর এক দিগে ২২০ ও অপর দিগে ২১৩ হস্ত দীর্ঘ। তাহাতে দুই প্রধান দ্বার আছে; তাহার একের নাম "সিংহদ্বার;" অপরের নাম "বিজয়দ্বার।" প্রস্তাবিত মণ্ডপে জগন্নাথদেব সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করত নয় দিবস তথায় অবস্থান করেন। দশমীর দিবস পাণ্ডারা দেবমূর্ত্তি সকল রত্নবেদী হইতে নামাইয়া যে পর্য্যন্ত রথত্রয় বিজয়দ্বারে আনীত না হয় তদবধি জগমোহন নামক এক ক্ষুদ্র প্রাসাদের স্তম্ভে বন্ধন করিয়া রাখে; রথ সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনীত হইলে ঐ দেবমূর্ত্তি সকলকে রথারোহণ করাইয়া যথানিয়মে শ্রীমন্দিরে প্রত্যানীত করে।

জগন্নাথদেবের প্রত্যহ চারিবার ভোগ হইয়া থাকে; তাহার নাম যথা, সকাল ধুপো, দীপহরধুপো, সন্ধ্ধুপো, এবং বড়সিঙ্গার ভোগ। ঐ ভোগসময়ে ভোগদ্রব্য বড়দেউলে আনীত হয়, এবং তৎকালে যাত্রিরা শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পায় না। তৎসময়ে দেউলের সম্মুখে জগমোহন মন্দিরে নটীরা নৃত্য করিতে থাকে, এবং পাণ্ডা ও বৈরাগীরা চামর ব্যজন ও গান করিতে নিযুক্ত হয়। পর্ব্বদিনে যে সকল ভোগ প্রস্তুত হয়, তথা যাহা বিক্রয়ার্থ আয়োজিত হয়, অপর যাহা যাত্রীদিগের ইচ্ছা বশতঃ সংস্কৃত হয়, তৎসমুদায় বড়দেউলে আনীত না হইয়া ভোগমণ্ডপে স্থাপিত হয়; দেবতারা দেউলহইতে তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন।

জগন্নাথদেবের বার্ষিক যে ব্যয় হয় তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, পরন্তু নিম্নে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা অতি বিশ্বাস্য ব্যক্তিদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব, বোধ হয়, তাহা সন্দেহনীয় নহে।

জগন্নাথদেবের বার্ষিক ব্যয়ের নির্ঘণ্ট পত্র।

ভোগের ব্যয় *	১৫৭১৯॥৶০
পরিধেয় বস্ত্রের ব্যয়	६৩৭০
ভৃত্যদিগের বেতন	৩১৭০॥০
পর্ব্বদিনের ব্যয়	৩১৫০॥০
হস্তী ও অশ্বের ব্যয়	৯১৫
রথ নির্ম্মাণের ব্যয় †	১৪৫৩৸০
রথকারণ বনাত ও পট্টবস্ত্র ক্রয়ের ব্যয়	৮৫৫৸৶০
মঠধারিদিগকে দান	২০৯
অনির্দ্দিষ্ট দান (খয়রাৎ)	৪৩৪
সাতাইস হাজারি মহলের বাঁধ বানাই কারণ ব্যয়	৪১৮॥⁄৮
সমষ্টি	৩১,০০৩॥⁄৮

* কোন ২ পার্ব্বণ দিনে লক্ষাধিক লোকের খাদ্যোপযুক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার মূল্য তদ্বিক্রয়দ্বারা উদ্ধৃত হয়। এই নির্দ্দেশ পত্রে তাহার উল্লেখ নাই।

† রথ-নির্ম্মাণার্থে অনেক কাষ্ঠ রজ্জু ও অন্যান্য দ্রব্য বিনাব্যয়ে পাওয়া যায়।

কনৌজ ব্রাহ্মণ।

হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণই সকল জাতির প্রধান ও মান্য। হিমালয়ের মূল অবধি কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত এমত কোন স্থান নাই যথায় ঐ ব্রহ্ম-সন্তানদিগের সম্মানের লাঘব হইয়া থাকে; পরন্তু বসতিস্থান-ভেদে ইহাদের অনেক শাখাভেদ হইয়াছে, পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে ইহারা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে পাঁচ শ্রেণী "দ্রাবীড়" ও অপর পাঁচ শ্রেণী "গৌড়"। কনৌজব্রাহ্মণ শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ইহাদের সঙখ্যা অনেক হইবে, যেহেতুক ইহারা শিবালিক পর্ব্বত শ্রেণী হইতে নর্ম্মদা নদী অবধি বাঙ্গোপ সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে। কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের পাঁচটি দল আছে; যথা সরবরীয়া, সনৌধা, জিঝোতীয়া, ভুঁইহার এবং প্রকৃত কনৌজ। তাহারা স্ব২ বৃত্তি ও ক্ষমতানুসারে ষোড়শ উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছে। তদ্যথা গর্গ, গৌতম, শাণ্ডিল্য, কান্দী, তিবহৎ, পাঠক, সুকুল, দুবে, তিবারী, চৌবে, আউস্থী, ত্রিবেদী, ভট্টাচার্য্য উপাধ্যায় বাজপেই এবং মিত্র।

কনৌজ ব্রাহ্মণেরা ষট্ কূল অর্থাৎ ছয় কুলবিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, পরন্তু তাহাদের কুলাচার্য্যেরা তাহাদিগকে ৬।। কুলে বিভক্ত বলিয়া বিখ্যাত করে। কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা করিলে ইহাদের সপ্ত কুল নির্ণয় হইবেক। নিম্নে ইহাদিগের নাম ও গোত্র সমাবেশিত করা গেল।

১ শাণ্ডিল্য গোত্র; পরগুক মিশ্রু প্রভৃতি। ২ উপমন্যু গোত্র, লক্ষ্ণৌ-বাজেপেয়ী ঘরওসস্থানের দুবে কর-বণ-মাউস্থী প্রভৃতি। ৩। ভরদ্বাজ গোত্র, বালা-স্থানের সুকুল। ৪ ভারদ্বাজ গোত্র, কহর-প্রদেশের-পাঁড়ে, গরকাসন-প্রদেশের-পাঁড়ে প্রভৃতি। ৫ কাত্যায়ন বা বিশ্বামিত্র গোত্র, মানজন-প্রদেশের-মিশ্রু ওসুতহীন-প্রদেশের-মিশ্রু। ৬ কস্যপ গোত্র, জাহাঙ্গীরাবাদের তিবারী ৬।। শাকরিস্ত গোত্র, নবহীলা প্রদেশের সুকুল, ফতেহাবাদী সুকুল প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের অপর অনেক কুলবিভাগ আছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা ভার। অধিকন্তু ঐ সকল বিভাগানুগত কনৌজ ব্রাহ্মণ প্রাপ্তব্য নহে। অতএব এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে উল্লেখিত সাড়ে ছয় গোত্র অন্যান্য গোত্রীয় কুলহইতে সর্ব্ব প্রকারে প্রধান; ইহারা অপর গোত্রের কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল গোত্রে কন্যা প্রদান করে না। এতদ্দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কনৌজ ব্রাহ্মণেরা বিশ পঁচিশটি বিবাহ করিতে পারে।

সরবরীদিগের মধ্যে শবালক্ষী নামে এক জাতি ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা উৎকৃষ্ট নহে। এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা রামভগল এক যজ্ঞ করেন, তাহাতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে জাতির বিচার না করিয়া এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ব্যক্তি সঙ্গ্রহ করত অব্রাহ্মণ সকলকেই জনেউ অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ করান। উল্লেখিত শবালক্ষীরা এই ভাক্ত যজ্ঞোপবীত ধারী ব্রাহ্মণ। কেহ কেহ বলেন প্রসিদ্ধ জয়চাঁদ রাঠৌরের ভ্রাতা মানিকচাঁদ এই রূপে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন, কোন প্রবাদানুসারে শরণেত রাজগোষ্ঠীর এক ব্যক্তি, এই কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। অপরে কহেন ভগবান রামচন্দ্র স্বয়ং তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন, সে যাহা হউক শবালক্ষীরা নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বটে, ইহার সন্দেহ নাই।

দুয়াবের মধ্যদেশেই কনৌজ ব্রাহ্মণ অধিক, ইঠোরাতেও অনেক জমিদার কনজ ব্রাহ্মণ আছে। কুনচ,

বৃঠি শাবিবার বুঁদেলখণ্ড ও অযোধ্যার বেশবারা প্রদেশেও অনেক কনোজ ব্রাহ্মণ নিবাস আছে।

পীলীভীত হইতে গ্বালিয়র অবধি মধ্য রোহিলখণ্ড পর্য্যন্ত এবং মধ্য দোয়াবের কিয়দংশস্থ কনোজ ব্রাহ্মণদিগের সুসধরা খ্যাতি হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম রাজ্যস্থ সুনধ জাতির সহিত গৌড় ব্রাহ্মণেরা স্বদেশ হইতে আসিয়া মিলিত হয়। উহাদিগের দেশের উল্লেখ এই রামপুর, মহল, রামগঙ্গা, সেরৌলা, নরৌলা, বজাই, রাজপুর, দবহাই কোএলের পশ্চিম ধার, সন্দস, নঝিল এবং কড়া এই অঞ্চলের পশ্চিম পার্শ্বের সমুদায় বৃটিশাধিকারে উপরি উক্ত সুনধ জাতির বসতি। রামপুরে সরস্বতী ব্রাহ্মণদিগের বসতি আছে।

জিঝোতীয়ারা বদৌশার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত হইয়াছে। জিঝোতিয়ারা কনজ ব্রাহ্মণের এক শাখা, এবং নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। এমত কথিত আছে যজুর্ব্বেদানুসারে হোম করিয়াছিল এই নিমিত্ত তাহাদিগের নাম জজুরহোতা হয়, তাহারই অপভ্রংশে জিঝোতিয়া হইয়াছে। কনোজ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাদিগের দলভেদ আছে। পরন্তু তৎ সমস্ত উল্লেখ করা অনাবশ্যক। ব্রূপন্দ, চৌবে, দাউরিপরই, দুবে, এবং হমিরপুর ও কুরিয়ার মিশ্র ইহাদের প্রধান।

সরবরিয়া ব্রাহ্মণেরা অযোধ্যার মধ্যভাগহইতে পরগনা কতিলা, ইঠসায়ন এক দল্লা উপাসী, দরসেনদা এবং বদৌশা হইয়া বন্দলখণ্ড পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওত পূর্ব্বাংশে কনজ ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

যাহারা সরয় বা সগ্রার অন্য দিকে বাস করে তাহাদিগের নাম সূর্য্যপুরিয়া, এবং তাহারই অপভ্রংশে সরবরিয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সরোপর বর্ত্তমান গোরকপুর জিলার সীমাভুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র বিনা ধনুঃত্যাগে এক যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞে সুনধাদিগকে বৃতীহইতে কহিয়াছিলেন, কিন্তু ধনুর্ব্বাণ লইয়া যজ্ঞ করা অশাস্ত্র বলিয়া তাহারা তৎকর্ম্মে অস্বীকৃত হয়। এই প্রযুক্ত ভগবান রামচন্দ্র তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সরবরিয়ারা তাঁহার কথা রক্ষা করিয়াছিল, ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন বাণ নিক্ষেপ করিলে যত দর পর্য্যন্ত তাহা যাইবেক তত পরিমাণ ভূমি তাহাদিগের বাসের নিমিত্ত দিবেন। অতঃপর ভগবান সরয়ূ নদীর তীরহইতে শর নিক্ষেপ করিলে ঐ শর তুরাই পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই প্রযুক্ত তাহারা ঐ দেশের অধিকারী ও ঐ শরের সম্বন্ধে শরবরীয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশে পরশুরাম ঠাকুর সম্বন্দে এই প্রকার শরনিক্ষেপ বিষয়ক এক গল্প প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কোন গল্প সত্য এবং কোন্ গল্প মিথ্যা ইহা নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর।

কর্পূর।

সুগন্ধ ঔষধির মধ্যে কর্পূর অতি প্রাচীন কাল অবধি প্রসিদ্ধ আছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক বিখ্যাত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদবক্তা ধন্বন্তরীর শিষ্য শুশ্রুত ইহার ধর্ম্ম অজ্ঞাত ছিলেন না। প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল অমরসিংহ আপন অভিধানে ইহার পঞ্চ নাম * ধৃত করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত অপর গ্রন্থে ইহার বিংশত্যধিক † নাম নির্ণীত করা যাইতে

* কর্পূর, ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাভ্র, হিমবালুকা।

† শীতাভ, ঘনসারক, শীতকর, শীত, শশাঙ্ক, শিলা, শীতাংশু হিমবালক, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিকাভ্র, কারমিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্রার্দুক, লোক তুসার, গৌর, কুমদ, ইত্যাদি।

পারে। রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভ নামক চিকিৎসাগ্রন্থে ইহার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পদার্থতঃ কর্পূর এক প্রকার বৃক্ষনির্য্যাস। ভারতবর্ষের কএক স্থানে ও তৎসন্নিকটস্থ কএক দ্বীপে তথা চীন ও যাপান দেশে ঐ বৃক্ষ অনেক আছে। দেখিতে তাহা তেজপত্র বৃক্ষের সদৃশ-ও মনোরম্য বটে। ইহার উচ্চতা ২০। ২৫ হস্ত এবং বর্ণ সুকোমল হরিদ্রাক্ত। ইহার পুষ্প শুক্লবর্ণ এবং ইহার ফলের পরিমাণ মটরের তুল্য। এই বৃক্ষের সর্ব্বত্রই কর্পূর বর্ত্তমান আছে। কি পত্র কি ত্বক্ কি শাখা কি ফলপুষ্প কোন স্থানেই কর্পূর-গন্ধের অভাব বোধ হয় না। প্রাচীন বৃক্ষের কাষ্ঠাভ্যন্তরেও অনেক কর্পূর প্রাপ্ত হওয়া যায়; পরন্তু কর্পূর উৎপাদনের নিমিত্তে ইহার মুলই প্রধান; তাহাতে যত অধিক পরিমাণে কর্পূর অবস্থিত থাকে অন্যত্রে তাদৃশ নহে।

কর্পূর বৃক্ষে কর্পূর দুই অবস্থায় দৃষ্ট হয়; এক পরিশুদ্ধ স্থূল পিণ্ডাবয়বে, দ্বিতীয় বৃক্ষরসের সহিতমিশ্রিত রসরূপে। পরিশুদ্ধ স্থূল কর্পূর বৃক্ষকাণ্ডে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অধিক নহে। বাণিজ্যার্থে যে সকল কর্পূর দৃষ্ট হয় তাহার প্রায় সমুদায়ই বৃক্ষরসহইতে নিঃসৃত। ঐ নিঃসরণ করণার্থে কর্পূর প্রস্তুত কারকেরা কর্পূর-বৃক্ষ ছেদনকরত তাহার কাষ্ঠ ও মূল ক্ষুদ্র২ খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা লোহ পাত্রে সিদ্ধ করিতে থাকে। ঐ সিদ্ধ-করণ-সময়ে কর্পূর ধূমাকারে উত্থিত হইয়া লৌহ পাত্রের উপরিস্থিত তৃণপূর্ণ এক মৃৎপাত্রে জমিয়া যায়। কিন্তু ঐ জমা কর্পূর পরিশুদ্ধ নহে; তাহাতে কিঞ্চিৎ মলা থাকে। তাহার শোধন-নিমিত্তে ঐ কর্পূরের সহিত কিঞ্চিৎ চূন মিশ্রিত করিয়া এক মৃৎপাত্রে (হাঁড়িতে) স্থাপন করিতে হয়। পরে ঐ পাত্রোপরি তৃণপূর্ণ অপর এক পাত্র (হাঁড়ি) উল্টাইয়া রাখিয়া উভয় পাত্রের মুখ ময়দার লেপদ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। তদনন্তর কর্পূর-পূর্ণ-পাত্র উত্তপ্ত বালুকা কি জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিলে কর্পূর পরিশুদ্ধ হইয়া উপরের পাত্রে জমিয়া যায়।

কর্পূরের সংস্কৃত নামেই তাহার বর্ণের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার গন্ধ পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন অতএব, তাহারও নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক নাই। রসায়ন বিদ্বেজ্ঞেরা ইহাকে কঠিন তৈল বলিয়া বর্ণন করেন; কারণ আতরপ্রভৃতি সুগন্ধতৈলের ধর্ম্মের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে; উভয়েই সর্ব্বদা ধূমরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে। পরন্তু ঐ বিষয়ে কর্পূর যাদৃশ প্রসিদ্ধ অন্য কিছুই তাদৃশ নহে। অনাবৃত রাখিলে অপর্য্যাপ্ত কর্পূর অতি অল্প দিনের মধ্যে ধুম হইয়া যায়, ফলতঃ উপযুক্ত কাল অনাবৃত রাখিলে যত ইচ্ছা তত কর্পূর ধূমাকারে পরিণত হইতে পারে। বাষ্পের ন্যায় কর্পূরের ধূম শীতল দ্রব্যের স্পর্শে পুনরায় কর্পূর রূপে পরিণত হয়। এই নিয়ম জ্ঞাত হইয়া অনেকে কর্পূরের বাটি ও জলপাত্র প্রস্তুত করে। ফলতঃ কর্পূর পরিশোধন প্রক্রিয়া যে রূপে বর্ণিত হইল তদ্রূপে এক পাত্রে কর্পূর রাখিয়া তদুপরি যে রূপ ছাঁচ দেওয়া যায় সেই রূপ পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

কর্পূর জলে দ্রুব হয় না, পরন্তু সুরানির্য্যাস তারপিন তৈল এবং সুগন্ধ তৈলমাত্রে দ্রুব হয় ইহা অত্যন্ত লঘু এবং জলে ভাষিয়া থাকে এবং ঐ ভাসমান অবস্থায় জ্বলিতে পারে। বিলাতে কোন২ রসায়নিক পণ্ডিত তারপিণ তৈলে লবণ-দ্রাবকের ধূম স্পর্শ করাইয়া এক প্রকার কর্পূর প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসকেরা অদ্যাপি তাহার ব্যবহার করেন নাই।

কণিকাসমুচ্চয়।

বিদ্যোপার্জ্জনের বিধি।

বিদ্যোপার্জ্জনের মুখ্যাভিসন্ধি এই যে তৎসাহায্যে নিজ ও পরকীয় মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যার উপার্জ্জনে যদ্যপি এ প্রকার পরিশ্রম করা যায় যে তাহাতে শরীরে পীড়া জন্মে, তাহা হইলে না আপনারই মঙ্গল হইল, না পরেরই উপকার দর্শিল। ফলতঃ আমাদিগের যে প্রকার সাধ্য তদ্রূপ পরিশ্রম করাই ভদ্র; তাহার অধিক ইচ্ছা করিলে ঐ নাবিকের তুল্য হইতে হয় যে ব্যক্তি অত্যন্ত ধনলোভে আপন তরণীতে এ পরিমাণে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি তুলিয়া লয় যাহাতে তরী জলে নিমগ্ন হয়।

মদ্যের ধর্ম্ম।

প্রাচীন পাদরীদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, যে যখন তাহাদের আদিপুরুষ নোয়া দ্রাক্ষা-বৃক্ষ রোপণ করেন, তখন সয়তান আসিয়া প্রথমে মেষ, পরে সিংহ, পরে বানর, পরে শূকর পশু বলিপ্রদান করে। দ্রাক্ষারসে ঐ বলি সকলের গুণ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছে। যেহেতু মনুষ্য যখন প্রথম মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয় তখন মেষের ন্যায় নিরীহ নম্র ও সরল থাকে; তৎপরে ক্রমশঃ সিংহের ন্যায় সাহসী হইয়া উঠে; তদনন্তর ঐ সাহসের পরিবর্ত্তে বানরের মূর্খতা ও দুষ্ক্রিয়ানুরক্তি উৎপন্ন হয়, এবং অবশেষে পূর্ণমত্তাবস্থায় সম্পূর্ণ শূকরত্বপ্রাপ্তি হয়।

সুখের বাজিহারা।

কদাপি এক জন অর্থহীন মদ্যপ এক পল্লীগ্রামস্থ সরল কৃষির সম্মুখে মদ্যপূর্ণ এক পাত্র দেখিয়া তৎপানে নিতান্ত আসক্ত হইল; কিন্তু তাহা পাইবার সঙ্গতি নাই, অতএব কৃষির সহিত সুমিষ্টালাপে তাহার সন্তোষ জন্মাইয়া কহিল; "আমার এমনি এক ক্ষমতা আছে, যাহাতে আমি ঐ পাত্রহইতে এক গ্রাসে ঠিক তিন কাচ্চা মদিরা পান করিতে পারি।" কৃষির তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল না, অতএব নির্ব্বোধের অস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক সে কহিল; "আমি চারিআনা বাজি রাখিতে পারি, তুমি কদাপি পারিবে না।" মদ্যপ কহিল "ভাই আমার নিকট এক পয়সা আছে, তাহা আমি বাজি রাখিতে প্রস্তুত আছি।" কৃষী তাহাতেই স্বীকৃত হইলে মদ্যপ এক টানে সমস্ত মদ্য পান করিয়া কহিল; "ভাই, পারিলাম না, বাজি হারিয়াছি, এই পয়সাটি লও।"

আরব্য নীতি।

অস্ত্রাপেক্ষায় জিহ্বাদ্বারা অনেক মস্তক ছিন্ন হয়।

বন্ধু মধুর সদৃশ হইলে তাহার সমস্ত খাওয়া উচিত নহে।

বিড়াল ও মূষিকে সদ্ভাব হইলে গৃহে খাদ্য রাখা ভার।

যাহার শিক্ষক নাই সময়ই তাহার শিক্ষক।

পেয়াজের গৃহে গেলে গায়ে পেয়াজের গন্ধ হয়।

যে অনাহারে শয়ন করে, প্রাতে তাহার ঋণ থাকে না।

মূকের মাতাই মূকের ভাষা শিখিয়া থাকে।

হতব্যক্তির মাতা অনায়াসেই নিদ্রা যায়, হন্তার মাতার নিদ্রা নাই।

ছুতরের দোষে দরজীর মরণ।

সিংহের ল্যাজ অপেক্ষায় কুক্কুরের মস্তক ভাল; অথবা পচা ক্ষীর অপেক্ষায় টোকো দই ভাল।

এক ঘণ্টা স্থির হইলে বহুকাল মঙ্গল হইতে পারে।

———



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

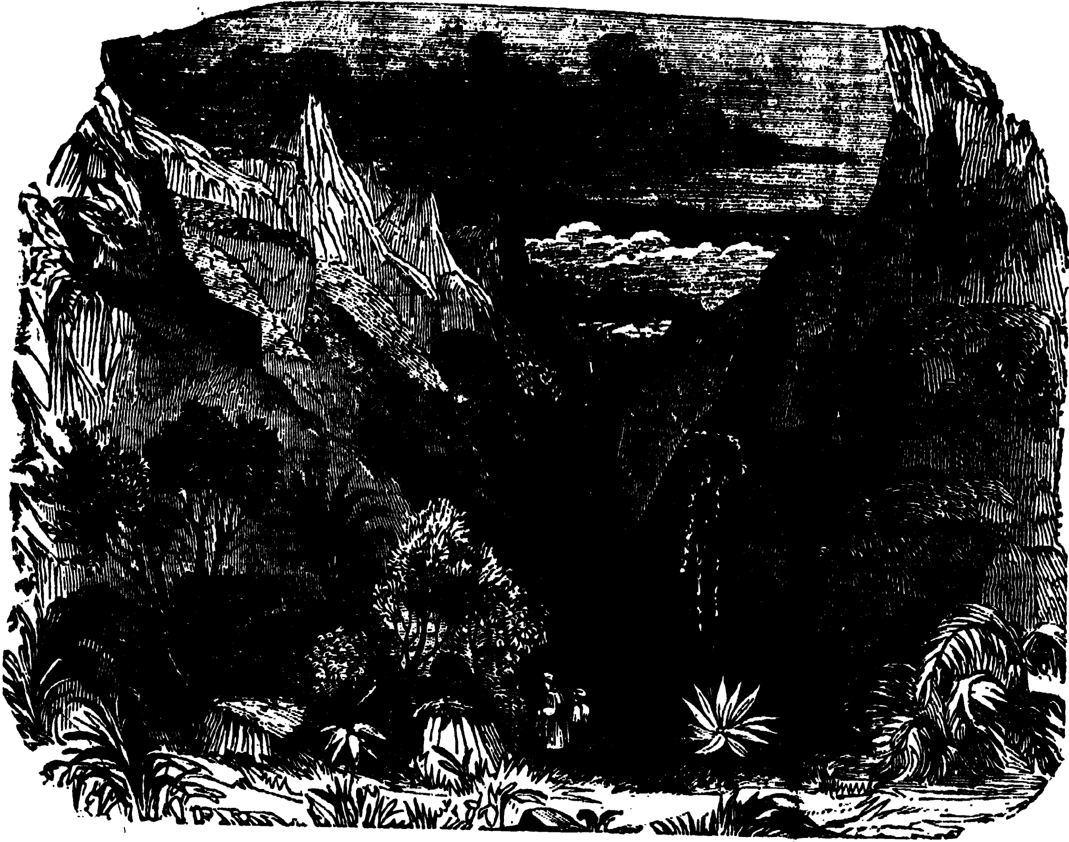
৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, ভাদ্র। [৪১ খণ্ড।

নীলগিরির ও তত্রত্য টোডাজাতির বিবরণ।



গদীশ্বরের মহিমায় এক মনুষ্য জাতির মধ্যে কত আশ্চয্য বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়! কি হ্রস্ব-দীর্ঘে —কি শুক্ল-কৃষ্ণাদি-বর্ণ-বিষয়ে--কি কায়িক ও মানসিক ক্ষমতোপলক্ষে--যে কোন সম্বন্ধে মনুষ্যজাতির তুলনা করা যায় তাহাতেই পরম-বিস্ময়-জনক ভেদ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বর্ণ-বিষয়ে দেখুন ইউরোপ-খণ্ডের মনুষ্যেরা প্রায় অধিকাংশই গৌর; আফরিকার মনুষ্য কদাকার কৃষ্ণ; আমরিকা-দেশের আদিম মনুষ্যেরা প্রায় গৈরিকবর্ণ; মোগল ও চীন জাতীয়েরা চম্পকের ন্যায় ঈষৎপীত। অপরাপর জাতিভেদে এই কয়েক বর্ণের অনেক তারতম্য দেখা যায়। পাটাগোনিয়া-দেশের মনুষ্য প্রায় ৭ ফুট দীর্ঘ; তাহাদিগের পার্শ্বে লাপলণ্ড-দেশীয় নরনারী দাঁড়াইলে নিতান্ত বালকের ন্যায় বোধ হইবে; যেহেতু তাহারা ৪।। বা ৫ ফুটের অধিক হয় না। কায়িক-সৌন্দর্য্য-বিষয়ে এই ভেদ অতিচমৎকাররূপে ব্যক্ত আছে। সর্কেশিয়া-দেশের দেববৎ শ্রীমান্ পুরুষের সহিত কাফরির তুলনায় ইহার সম্যক্ প্রতিপত্তি হইতে পারে। পরন্ত এবিষয়ের প্রমাণ-নিমিত্ত বিদেশে ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই; ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহার প্রচুর উপমার প্রাপ্তি হইতে পারে; ফলে এই বিবিধার্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে যে সকল ভারতবর্ষীয় সভ্য ও অসভ্য জাতির উল্লেখ হইয়াছে তাহাতেই ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। উপস্থিত প্রস্তাবে আমরা তদ্বিষয়ের অপর এক দৃষ্টান্ত লিখিতেছি।

ভারতবর্ষের দক্ষিণপার্শ্বে—যে স্থলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের সম্মিলন হয় তথায়—এক মনোহর গিরিসঙ্কট আছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ কয়েকটি ক্ষুদ্র শিখরে বেষ্টিত। ঐ পর্ব্বতগুলি অতীব-সুন্দর চিত্তবিমোহন নীলবর্ণে বিভূষিত, এই প্রযুক্ত লোকে তাহাদিগকে "নীলগিরি" নামে বিখ্যাত করিয়াছে। তাহা দেখিতে যাদৃশ মনোরঞ্জক তাহার প্রাকৃত-ধর্ম্মও তাদৃশ স্বাস্থ্যজনক; ফলতঃ তাহাকে ধন্বন্তরির ঔষধালয় বলিলে বলা যায়; যেহেতু ঐ স্থানে অবস্থান করিলে অনেক পীড়ার উপসম হইয়া থাকে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা ইহার এক শিখরাগ্রে "উটকামুণ্ড"



নিলগিরীপর্ব্বত।

নামে এক নগর স্থাপিত করিয়াছেন। পীড়িত হইলে তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া আরোগ্য হইয়া থাকেন।

প্রস্তাবিত পর্ব্বতগুলি অর্দ্ধক্রোশ উচ্চ। তাহা যে স্থানে আছে তাহা দীর্ঘে বিংশতিক্রোশ ও প্রস্থে সপ্তক্রোশ হইবেক। ইহার মধ্যে যে গিরিসঙ্কটের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা নিতান্ত দুর্গম নহে; পরন্তু তাহাকে বিশেষ সুগমও বলা যায় না। লোকে ইহাকে "কুনুরগলী" নামে বলিয়া থাকে। পাঠকদিগের সুগোচরার্থে ঐ পর্ব্বত ও গলীর প্রতিরূপ উপরে মদ্রিত হইল; কিন্তু তদ্দৃষ্টে প্রস্তাবিত স্থানের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অনুভব হইবে না; যেহেতু তত্রত্য স্বভাবসিদ্ধ মনোহারিতা চিত্রবরের সুসাধ্য নহে। তাহার প্রকৃতানুভবের নিমিত্ত উল্লসিত পাঠক পক্ষে তদ্দর্শনই শ্রেয়ঃ।

প্রস্তাবিত পর্ব্বত-সকল নির্জন নহে; তাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যাবাস আছে; এবং তৎসমুদায় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত। ঐ খণ্ডপঞ্চকের প্রথম খণ্ডের নাম "উটকামুণ্ড;" তাহা ইংরাজদিগের বাসস্থান। তন্নিকটে "পুরুঙ্গানাদ," তদনন্তর "মেইয়াকানাদ," তাহার পর "কুণ্ডানাদ," ও তদবশেষে "টোডানাদ।" ইহার প্রত্যেক স্থানে এক এক পৃথক্ জাতীয় মনষ্যের আবাস আছে। তাহারা পরস্পর এতাদৃশ ভিন্ন যে তাহারা পৃথিবীর বিপক্ষ কেন্দ্রে বাস করিলেও, বোধ হয়, তাহাহইতে অধিক ভিন্ন হইত না। তাহাদিগের প্রথম জাতির নাম "ইরু-



টোডাজাতীয় সপুত্র নরনারী।

লার," দ্বিতীয়ের নাম "কুরুম্বার," তৃতীয়ের নাম "কোহাতার," চতুর্থের নাম "বাদাকার," এবং পঞ্চমের নাম "টোডা।" এই পঞ্চ জাতির মধ্যে টোডাই সর্বাপেক্ষায় বিস্ময়জনক, অতএব এস্থলে তাহারই বর্ণন উদ্দেশ্য হইয়াছে।

টোডা-জাতি নীলগিরির আদিম প্রজা বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র-কলত্রাদির সমষ্টি সংখ্যা এইক্ষণে এক সহস্রের ন্যূন হইবেক; এবং ক্রমশঃ তাহারও হ্রাস হইতেছে। ইহারা অন্য জাতির সহিত কদাপি সংসুব রাখে না, এবং ইহাদের ভাষাও অপর জাতিহইতে পৃথক্, সুতরাং ইহারা যে বহুকাল অবধি এক অবস্থায় আছে—বরং ক্রমশঃ অল্প হইতেছে—ইহা অনায়াসেই অনুর্ভূত হইতে পারে। এই জাতীয় পুরুষেরা স্থূলকায় বলবান্ এবং সাহসিক। ইহাদের শরীরের গঠন সুদৃঢ় ও শ্রীবিশিষ্ট বটে; অপর ইহাদিগের মুখাবয়ব অবলোকন করিলে বোধ হয় যে ইহারা সরলস্বভাব, এবং সন্তোষপূর্বক সুখে কাল যাপন করে। তাহাদের চক্ষু বৃহৎ উজ্জ্বল ও সৎস্বভাব-জ্ঞাপক, এবং কেশসকল কুটিল কুন্তলে মস্তকের চারি দিগে দোলায়মান থাকে। তাহাদের নাসিকা শুকচঞ্চুবৎ, এবং সর্বাঙ্গ পরিষ্কৃত

এবং সুদৃশ্য; ফলতঃ ইহাদিগের কায়িক সৌষ্ঠভ দেখিলে ইহাদিগকে খাঙ্গড়াদি অসভ্য জাতির ন্যায় বোধ হয় না। অন্য অসভ্য জাতির ন্যায় অলঙ্কারে টোডাদিগের অত্যন্ত অনুরক্তি আছে, এবং প্রায় সকলে স্বর্ণমাকড়ি রৌপ্যহার এবং রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক ধারণ করে। মস্তকে টুপি কি উষ্ণীষ ধারণ করা ও চরণে পাদুকা ধারণ করা ইহাদের রীতি নহে; ফলতঃ পরিচ্ছদ-বিষয়ে ইহারা এতদ্দেশীয় কৃষীহইতে কোনমতে পৃথক্ নহে—উভয়েরই বার মাস মোটা ধুতি চাদর অবলম্বন—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই।

টোডা পুরুষ অপেক্ষায় টোডা স্ত্রী অনেক সুশ্রী। তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম এবং আকৃতি সুগঠন; অধিকন্তু কোমলমাধুর্য্য ও লজ্জা তাহাদের সুচারু অলঙ্কার; তাহাতে তাহারা সকলের প্রিয়পাত্র হয়। স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার উত্তম কেশ; টোডামহিলাদিগের ঐ অলঙ্কারের অভাব নাই; সকলেই তাহাতে সুসজ্জীভূত; পরন্তু এবিষয় চিত্রে যাদৃশ সুপরিব্যক্ত হয় বর্ণনায় তাদৃশ সম্ভাবনীয় নহে, অতএব পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় এক চিত্র মুদ্রিত করা গেল। পাঠকবৃন্দ তদ্দৃষ্টে পরিতৃপ্ত হইবেন।

টোডারা মহিষপালনে দিনযাপন করে; অতএব তাহারা একত্রে গ্রামাদিতে বাস না করিয়া এক২ পরিবার পাঁচ সাত খানি যৎসামান্য পর্ণকুটীরে পৃথক্২ বাস করে। ঐ পর্ণকুটীর সমূহের নাম "মরৎ;" তাহার মধ্যদেশে মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত একখানি মহিষশালা থাকে, তাহাতেই দুগ্ধ-দোহন নবনীত-মন্থন ও অন্যান্য গোপক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। টোডারা এই গৃহকে অত্যন্ত পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করে, এবং অপবিত্রাবস্থায় তন্মধ্যে প্রবেশ করে না; ও কদাপি স্বজাতীয় ভিন্নকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। পরন্তু তৃণাদির অভাব হইলে, তথা শীত বর্ষাদির প্রাখর্য্য হইলে তৎসমুদায় ত্যাগ করিয়া অনায়াসে পর্ব্বতের অন্য স্থানে গৃহ স্থাপিত করে।

টোডাদিগের আহ্নিক ক্রিয়া অত্যল্প বাক্যেই বর্ণিত হইতে পারে। প্রাতঃকালে পুরুষেরা পবিত্র হইয়া দুগ্ধ-দোহন-করণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘোল ও দুগ্ধপান করত মহিষচারণে সমস্ত দিবস যাপন করে। স্ত্রীরা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; তন্মধ্যে গৃহমার্জ্জন করা, বস্ত্রপ্রস্তুত করা, ও তণ্ডুলপেষণ করাই প্রধান কার্য্য। অল্প বয়স্ক বালকেরা মাতার সাহায্যে নিযুক্ত থাকিয়া জল আনয়ন করে কাষ্ঠাহরণ করে এবং লঘু দ্রব্যাদি বহন করে। গোধূলি-সময়ে মহিষপাল বাথানহইতে প্রত্যাগত হইলে পরিবারের সকলে একত্রে তাহাদিগকে প্রণাম করত সসম্মানে গৃহে লইয়া পরিতৃপ্তরূপে ঘোল দুগ্ধ চালভাজা পিষ্টক ও নবনীত পান ভোজন করত শয়ন করে। ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যহ অন্ন ভোজনের রীতি নাই, এবং এপর্য্যন্ত ইহারা লবণ ব্যবহার করিতে শেখে নাই; ইহাতে বোধ হইতে পারে যে ইহারা অত্যন্ত অসভ্য হইবে; কিন্তু দেখিতে ইহারা তাদৃশ অসভ্য বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তকর্তৃক অনুবাদিত বেণীসংহারনাটকের সমালোচন।



বদন্তী আছে যে ব্রহ্মা বেদহইতে নাট্যশাস্ত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন, এবং গন্ধর্ব্ব ও অপসরোগণ তাঁহার নিকট তাহা শিক্ষা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিত। সে যাহা হউক এতদ্দেশীয় পণ্ডি-

তেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহার মতানুসারে প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে এক বা ততোধিক আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোক পাঠ করা আবশ্যক। ঐ শ্লোকের নাম "নান্দী।" নান্দ্যন্তে সূত্রধার রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া কবির ও নাটকের নাম নির্দ্দেশ করে, এবং স্বীয়পত্নী নটীকে আহ্বান করিয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত বিবৃত করিয়া দেয়। ঐ অংশের নাম "প্রস্তাবনা।" ততঃপর নাটকারম্ভ হয়; পরন্তু তৎসমুদায় একেবারে এক পর্ব্বে রচিত না হইয়া পাঠকদিগের বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত যেখানে নাটকীয় ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল বিষয়ের শেষ হয় সেই ২ স্থানে প্রকরণভেদ করা হইয়া থাকে। ঐ এক এক প্রকরণের নাম "অঙ্ক।" সংস্কৃত নাটকে এতাদৃশ অঙ্ক এক অবধি দশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

নাটকীয় বিবরণের যাদৃশ পরিচ্ছেদ নিরূপিত হয়, তদীয় রচনায়ও তাদৃশ ভেদ আছে। নাটকের আদ্যোপান্ত সমস্ত গদ্যে বা পদ্যে রচিত হইলে রসের অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা; অতএব গ্রন্থকারেরা তাহা গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত করিয়া থাকেন। অপর সংস্কৃত নাটকের ভাষাও এক নহে। নাটকোদ্দেশ্য যে ব্যক্তি যে অবস্থাপন্ন সে সেইরূপ ভাষায় কথোপকথন করে। রাজা মন্ত্রী ঋষি পণ্ডিত প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃত ভাষী, এবং স্ত্রী বালক প্রভৃতি অপ্রধান পুরুষেরা প্রাকৃতভাষী। তপস্বিনীরা সংস্কৃত ভাষিণী বলিয়া প্রসিদ্ধা।

সংস্কৃতনাটকোল্লিখিত বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর পরিপাটিরূপে সংলগ্ন থাকে কুত্রাপি প্রকৃতের ব্যত্যয়ে উপকথার আরোপ হয় না, তত্রাপি গ্রীশ ও অন্যান্য দেশীয় উপকথাপূর্ণ নাটকাপেক্ষা ইহা দীর্ঘকাল ব্যাপক। সংস্কৃত একখানি নাটকের সমুদায় অভিনয় সমস্ত রাত্রিতে সম্পন্ন হইতে পারে। অভিনয় দর্শকদিগের পক্ষে এই সকল নাটক বিশেষ ফলদায়ক। ইহাতে মনে সদ্ভাবের উদয় করে, নির্ম্মল সুখের উত্থাপন করে, মন্দ রিপুর দমন করে, এবং সাত্ত্বিকতার সংস্থাপন করে। এই প্রযুক্ত কোন ২ কবি ইহাকে "চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন;" কিন্তু অধুনা মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার সম্যগ্ আলোচনা না থাকায় ইহাতে যে সকল মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী নাটক আছে, তৎসমুদায়ের যথেষ্ট সমাদর হয় না। জর্ম্মণ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জনপদে সংস্কৃতের যে রূপ চর্চ্চা হইতেছে, তাহা দেখিলে আমাদিগকে অধোমুখ হইতে হয়। তত্তৎদেশে বোধসৌকর্য্যার্থে ও কৌতূহল-নিমিত্ত বৎসর বৎসর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া থাকে। বিবিধ-বিদ্যাবিশারদ ও অশেষ-দেশভাষাজ্ঞ সর্ উইলিয়ম্ জোনস্, ডাক্তর উইলসন্, শেজী, ও উইলিয়মস্ প্রভৃতি সাহেবগণ সংস্কৃত ভাষার চমৎকারিণী ও মনোহারিণী রচনায় প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া স্ব২ জাতীয় ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদন করিয়াছেন। ঐ সকল অনুবাদেরও অনেক অনুবাদ হইতেছে। অতএব যখন ভিন্নদেশবাসিরা অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া আপনাদিগের আনন্দবৃদ্ধি করিতেছেন ও চমৎকৃত হইতেছেন, এবং দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরা রত্নাকরস্বরূপ সংস্কৃত ভাষাহইতে রত্ন উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অদ্ভুত পরিশ্রম ও গাঢ়তর অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইতেছেন; তখন অস্মদ্দেশীয়কর্তৃক সংস্কৃতের অনুশীলন উপেক্ষিত হওয়াতে ক্রমশঃ যে ইহার লোপ হইতেছে ইহা সামান্য লজ্জার বিষয় নহে!

কালীদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ সংস্কৃত ভাষায় অনেক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষণে তাহার শতাধিক গ্রন্থের নাম প্রচরিত

আছে। তাহার মধ্যে চল্লিশখানি বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সকল নাটক অন্য কোন দেশীয় নাটকাপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে; এবং গৌরবের বিষয় এই যে ইহা অতি প্রাচীন হইয়াও অলৌকিক চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। গত এপ্রেল মাসিক "ওয়েষ্টমিনিষ্টর্ রিবিউ" নামক ত্রৈমাসিক-পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিলে চমৎকারিত্ব বিষয়ে ইউরোপীয় মহাকবি সেক্সপীয়র কৃত নাটকের সহিত উহার তুলনা করা অসঙ্গত বোধ হয় না।" লেখক অতি সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি আমাদিগের কালীদাস ও ভবভূতি-প্রভৃতি মহাকবিদিগের অলৌকিক কবিত্বশক্তি স্বীকার করত পুস্তকের মধ্যে নানা স্থলে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। জর্ম্মণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি গুএটে সর্ উইলিয়ম্ জোনসকৃত শকুন্তলার ইংরাজি অনুবাদের ফষ্টরকৃত জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফললোভের অভিলাষ করে—যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারি বস্তুর অভিলাষ করে—যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে—যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে—তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হয়।"

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের মূল গ্রীক নাট্য-শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করে; কিন্তু ঐ অসঙ্গত বাক্যের প্রত্যুত্তর দেওয়াও বাহুল্য। সংস্কৃত নাটক অন্য কোন দেশীয় নাট্য-শাস্ত্রানুসারে বর্ণিত নহে। পেরিক্লীস্ নামা পণ্ডিত বলিয়াছেন যে খ্রীষ্ট জন্মাইবার ৩২২ বৎসর পূর্ব্বে সেকন্দর পাদশাহ কতকগুলি নট সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ দিয়া হিমালয়-পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, এবং ঐ নটেরা সফক্লীস্ ইয়ুরিপাইডিস্ ও এস্কিলসকৃত নাটকাদির অভিনয়ে পারদর্শী ছিল; কিন্তু তাহাতেই যে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে নাটকের প্রচার হইয়াছিল ইহা কোনমতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি গ্রীক্-নাট্য-শাস্ত্র সংস্কৃতনাট্য-শাস্ত্রের মূল হইত, তাহা হইলে উভয়-দেশীয় নাটকের পরস্পর অবশ্যই সৌসাদৃশ্য থাকিত, কিন্তু বস্তুতঃ "রোমিও ও জুলিএটের" সহিত "এনটীগণ্" নামক গ্রীক-নাটকের যে রূপ সৌসাদৃশ্য আছে, আমাদিগের শকুন্তলার সহিত তাদৃশ কিছুই নাই। অপিচ এই এক প্রধান অনৈক্য যে অশুভ-ঘটনাদ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নিষেধ; গ্রীক নাটকে এরূপ সর্ব্বদা হইয়া থাকে। সংস্কৃত নাটক অঙ্কেতে বিভক্ত এবং তাহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লিখিত আছে; গ্রীক্ নাটকে তদ্রূপ হয় না। অপর তাহাতে গীত, ও ধুয়ার বাহুল্য দেখা যায়, অধিকন্তু তাহা উপহাসে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত নাটকে গীত আছে, কিন্তু বাহুল্যরূপে নাই। মহাকবি কালীদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে উল্লিখিত আছে, পুরূরবাঃ উর্ব্বশীবিরহে ব্যাকুল ও বিচেতন হইয়া তাহার অন্বেষণার্থে বনে বনে ভ্রমণকালে দীপক ও চর্চ্চরীরাগে প্রাকৃত ভাষায় গান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে গ্রীসদেশীয় নাটকের সহিত কোন সাদৃশ্য অনুভব হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষায় আদিরস বীররস করুণাদিরসাশ্রিত নাটক অনেক আছে; তাহা নানা অদ্ভুত উপাখ্যানযুক্ত। প্রাচীন গ্রীক্ নাটক তদ্রূপ নহে। ফলতঃ গ্রীক্-

দেশে অদ্ভুতোপাখ্যান-পরিপূর্ণ নাকট সেকন্দর পাদশাহের মৃত্যুর সময় রচিত হইতে আরব্ধ হয় নাই। উদ্ঘটনার কিছু কাল পরে তথায় এই রূপ নাটক রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও উন্নতাবস্থায় সংস্কৃত নাটকের তুল্য হয় নাই। অধিকন্তু, সেকন্দর বাদশাহ নানা-জনপদ-ভ্রমণ-করেন; তৎসময়ে অনেক জাতীয় মনুষ্যেরা দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে গ্রীক্‌দিগের রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কেহই গ্রীক্-নাটকের রসাস্বাদ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং কেবল যে ভারতবর্ষীয়েরা তাহা গ্রহণ করিয়াছিল ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? অপিচ গ্রীক্-রঙ্গভূমির সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের রঙ্গভূমির সজ্জা "যৎসামান্য ছিল," বোধ হইবেক। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, খ্রীষ্ট জন্মাইবার পর চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন জাতির নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ১৯ শত বৎসর হইল এই ভারতবর্ষের রঙ্গভূমিতে উৎসবোপলক্ষে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত।

যদিচ সংস্কৃত নাটকের আদিকাল যথার্থরূপে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিক প্রকরণ প্রচারিত হইয়াছিল; এবং সংবৎ-প্রারম্ভে মহাকবি কালীদাস বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়নীতে সংস্কৃত নাটকের সম্যক্ উন্নতি করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; অতএব পুরাকালে হিন্দু রাজারা অভিনয়ানুরক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই।

বোধ হয় পূর্ব্বকালে দিবসে অভিনয় হইত। তন্নিমিত্ত রাজপ্রাসাদমধ্যে সঙ্গীতশালানির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং ঐ সময় সঙ্গীতশালা নানাজাতীয় পুষ্পহারে সুশোভিত ও গৃহের প্রতিস্তম্ভের নিকটে প্রতিহারী সকল দণ্ডায়মান হইত। গৃহের মধ্যভাগে রাজা সিংহাসনোপরি আরূঢ়, বামপার্শ্বে পাত্র, মিত্র, অমাত্য এবং দক্ষিণপার্শ্বে নিমন্ত্রিত মান্যকল্পেরা উপবিষ্ট হইতেন। তৎপশ্চাতে রাজ্যের কর্ম্মকারিও সামান লোকেরা এবং তাহাদের সম্মুখে জ্যোতির্ব্বিদ্ কবি চিকিৎসক ও পণ্ডিতেরা বসিতেন।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণই সংস্কৃত-নাটকের আচার্য্য ছিলেন। তিনি নটদিগকে আবশ্যকীয় ভাব ভঙ্গী শিক্ষা দিয়া অভিনয়োপযুক্ত করিতেন। ভারতবর্ষে কখন নাট্যশাস্ত্রব্যবসায়ী বেতনভুক্ নটদল ছিল এমত প্রমাণ পাওয়া যায় না; ইহাতে বোধ হইতেছে রাজার অনুরোধে ভদ্র লোকেরা অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেন। যেখানে নায়িকা উল্লেখিত আছে, সে স্থানে পুরুষেরা নারীর বেশধারণ পূর্ব্বক অভিনয় করিত। পরন্তু ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, যখন কালসহকারে নৃপতিরা অবিশুদ্ধ আমোদে রত হইলেন তখন নারীরাও অভিনয় করিয়া থাকিবেক।

বোধ হয়, পূর্ব্বে রঙ্গভূমি ও নেপথ্যের মধ্যে কেবল একখানি সামান্য কাণ্ডার থাকিত। প্রবেশক ঐ কাণ্ডারের বহির্দ্দেশে থাকিয়া নায়কাদির সমাগম কাল দর্শকদিগকে জ্ঞাত করিত। তৎপরে অপর একখানি কাণ্ডার ব্যবহৃত হয়, তাহাদ্বারা রঙ্গভূমি অন্তঃপুর ও বহির্বাটী এই দুই অংশে বিভক্ত হইত, কারণ এতাদৃশ কোন উপায় ব্যতীত মৃচ্ছকটিক নাটকের অভিনয় হওয়া অসম্ভব।

খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত শতাব্দী-হইতে ৯ শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত নাটকের সম্যগ্‌রূপে প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐ সময়ে মহাকবি কালীদাস সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য মেঘদূত প্রকাশ করেন; ও ঐ সময়েই প্রায় সমস্ত বর্ত্তমান নাটক প্রচারিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মাহাত্ম্য সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত করা ন্যায্য।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য শক জাতীয় আক্রমণকারিদিগকে দূর করত ভারতবর্ষীয় উত্তর

ভাগের রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য দৃঢ়তর করেন। তাঁহার রাজধানী উজ্জয়নী বিদ্যার মুখ্যাধার হইয়াছিল। তিনি যেমন যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন তেমনি শিল্পসাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-শাস্ত্রের প্রধানোৎসাহী ছিলেন। অতি দরিদ্র বিদ্বান্ ব্যক্তিও তাঁহার পূজ্য ছিল। যাহার গুণ থাকিত সেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিত; যাহাকে তিনি কখন দেখেন নাই—এমন কি যাহার নামও কখন শ্রবণ করেন নাই—এরূপ কোন গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি সমাগত হইলে তাহাকেও সাদরে গ্রহণ ও স্বাগত সম্ভাষ করত বহুকালের মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময়ে কবিতার অতিশয় অনুশীলন ছিল। কোন ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত আসিলে তিনি কবিতার এক বা দুই চরণ বলিতেন; অপর চরণসকল অভ্যাগত ব্যক্তি পূরণ করিতে পারিলে তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহার কণ্ঠহারস্বরূপ ছিল। কালীদাস, বররুচি, ধন্বন্তরি, অমরসিংহ, বরাহমিহির, ঘটকর্পর, শঙ্কু, বেতালভট্ট এবং ক্ষপণক তাঁহার নিকটে থাকাতে তাঁহার সভা নবরত্নের সভা বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষায় স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ও বিদ্যাশিক্ষার আধিক্য ছিল।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তৎসিংহাসনাধিকারিদিগের সময়ে উজ্জয়নীর উজ্জ্বল শ্রী দিন দিন মলিন হইতে লাগিল; কারণ তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী না হইয়া নিরন্তর অবিশুদ্ধ আমোদে রত হইলেন। পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের সভাসদেরা শাস্ত্রালোচনা করিত; এক্ষণে তাঁহাদিগের সভাস্থ বা বয়স্যেরা কেবল তোষামোদ ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল; বস্তুতঃ এরূপ না করিলে রাজার অনুগৃহীত পাত্র হইবার সম্ভাবনা ছিল না। লাম্পট্যের দিন দিন এত আতিশয্য হইয়াছিল যে উজ্জয়নীবাসিরা কলমান রক্ষার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমনোৎসুক হইল। বিক্রমাদিত্যের দেদীপ্যমান জ্যোতিঃ ভোজ ও শূদ্রকের সময়ে মলিন হয়! ইহাঁদিগের সময়ে উৎসাহরূপ জল সেচন না হওয়াতে সংস্কৃতের নাটকস্বরূপ মঞ্জরিত কুসুমসকল শুষ্ক হইল। শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশী মৃচ্ছকটিকের ন্যায় নাটকসকল পরে আর স্বভিনীত হইল না। ক্রমে ক্রমে নাটকের বর্ণনা-প্রণালীরও অধিকতর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহিবর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাময়িক সংস্কৃতানুশীলনের প্রদীপ্ত শিখা নির্ব্বাণ হয় নাই, প্রায় সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত মধ্যে২ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এবং সেই অবকাশে অনেক সুন্দর নাটক রচিত হইয়াছিল। তাঁহার বারশত বৎসর পর—অর্থাৎ (৬৫৪) বৎসর হইল যখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এসময়ও তাহার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তৎসময়ে বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটক প্রচার করিয়া আপনার অসাধারণ বর্ণনক্ষমতার উত্তম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিশাখদত্তের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মহারাজ আদিসূরের সভায় কবি ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাটক প্রকাশ করেন, তৎ প্রকটনের কাল অদ্যাপি উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কথিত আছে যে আদিসূর খ্রীষ্টাব্দের ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষীয় বিচিত্র-চরিত্র-বর্ণনাত্মক "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত" নামক গ্রন্থে সহস্র শাকে ভট্টনারায়ণের এতদ্দেশে আগমন সময় নিরূপিত আছে। তাহা হইলে তিনি রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রাক্কালে থাকিবেন। পরন্তু এ বর্ণনা অসম্ভব বোধ হয়, যেহেতুক কান্যকুব্জ হইতে আদিসূরকর্তৃক আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণমধ্যে ভট্টনারায়ণ এক জন, ইহা উক্ত গ্রন্থে

বর্ণিত আছে; অপিচ জনপ্রবাদ আছে যে পূর্ব্বোক্ত আদিসূরের সময়ের সহিত ইহার ত্রয়োদশ শতাধিক বৎসরের অনৈক্য। ফলতঃ উভয়-নিরূপিত কালই বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমরা আদিসূরকে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ব ও কালীদাসকে ভট্টনারায়ণের অপেক্ষা আধুনিক কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আবুল ফজল্ আইন আক্‌বরি গ্রন্থের বঙ্গদেশীয় রাজাবলিতে আদিসূরকে বল্লালসেনহইতে দ্বাবিংশতি ভূপতির পূর্ব্বনৃপতি বলিয়া লিখিয়াছেন। এই ক্ষণে সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বক্তিয়ার খিলিজি খ্রীষ্টাব্দের ১২০৩ সালে বঙ্গদেশ অধিকার করে; বল্লাল অবশ্যই তাহার পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। প্রিণ্‌সেপ্ সাহেবকৃত "টেবলস্" নামক গ্রন্থের রাজাবলিতে বল্লালের রাজ্যাভিষেক-কাল খ্রীষ্টাব্দের ১০৬৬ সাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বোক্ত সময় কিছু প্রাচীন বোধ হয়, তথাপি খ্রীষ্ট জন্মাইবার পর ১১০০ একাদশ ও ১২০০ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বল্লাল অবশ্যই ভূপাল হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই মীমাংসা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বাবিংশতি রাজাদিগের রাজ্যকাল ৪৫০ বৎসরের অধিক হইবেক না; তাহা হইলে আদিসূর তথা ভট্টনারায়ণ খ্রীষ্টাব্দের অষ্ট বা নব শতাব্দীর মধ্যে, অর্থাৎ ৭৫০ শকের প্রাক্‌কালে বর্ত্তমান ছিলেন সম্ভব হইতেছে। এবিষয়ে অপর এক প্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত বেণীসংহার-নাটক পুস্তকের ইংরাজী উপক্রমণিকার প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ ঠাকুর-গোষ্ঠীর বংশাবলিতে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরহইতে তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ পর্য্যন্ত ৩৪ পুরুষ উল্লিখিত হইয়াছে। যদ্যপি ঐ বংশাবলি যথার্থ হয়, তবে এক২ পুরুষকে অতি ন্যূন সঙ্খ্যায় ৩০ বৎসর ধরিলে ভট্টনারায়ণ এই কালহইতে ১০২০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৭৫৯ শকে বঙ্গদেশে উপস্থিত ছিলেন বোধ হইবেক। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোন সুবিজ্ঞ সভাসদকর্ত্তৃক প্রকাশিত "ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত্রে" এবিষয়ে ভ্রম হইয়াছে মানিত হয়। তদগ্রন্থে লিখিত আছে, ভট্টনারায়ণ ২৪ তাঁহার পুত্র নিপু ২৮ ও তাঁহার পুত্র হলায়ুধ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন; কিন্তু ঠাকুর-বংশাবলিতে ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিবরাহ; তদ্বংশজাত হলায়ুধ ভট্টনারায়ণহইতে ১৩ পুরুষ পরে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার পিতার নাম নিপু নহে রামরূপ ছিল। সে যাহাহউক নবদ্বীপের রাজারা ও কলিকাতার ঠাকুর মহাশয়েরা যে হলায়ুধের বংশোদ্ভব তাহা উভয় বংশাবলিতে প্রকাশিত আছে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেণীসংহার পুস্তকের অবতরণিকায় হলায়ুধকে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী বলিয়া ন্যূনাধিক খ্রীষ্টাব্দের ১১০৩ বৎসরে অর্থাৎ ১০৪০ শকে তাঁহার সময় নির্ণয় করিয়াছেন, ও ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত্রে ১০৫২ শকে তাঁহার রাজ্যারম্ভ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং তাঁহার সময়-নির্ণয়ে উভয়েরই প্রায় এক মত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

পরন্তু এই দুই বংশাবলিতে হলায়ুধের পূর্ব্বপুরুষের অনৈক্য-বিধায়ে প্রস্তাবিত বিষয়ের সংস্থাপনার্থে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। বোধ করি দক্ষিণরাঢীয় কায়স্থ কুলীনদিগের পর্য্যা গণনা করিলে এবিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিবেক, যেহেতু তাহাদের পরস্পর বংশাবলিতে বিশেষ বিভিন্নতা নাই। এক্ষণে কুলীন কায়স্থদের ২৪ সের পর্য্যায়ই অধিক; পরন্তু ২৭ ও ২৮ পর্য্যার মনুষ্যও দুষ্প্রাপ্য নহে। যদ্যপি ঐ প্রত্যেক পর্য্যার স্থিতি কাল পূর্ব্বনিয়মানুসারে ৩০ বৎসর গণনা করা যায় তাহা হইলে আদিসূরের রাজ্যসময় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্খ্যার সহিত ঐক্য হয় না; প্রায় ২৫০ বৎসরের ভেদ প্রকাশ পায়। অতএব স্বীকার করিতে

হইবে যে হয় ঠাকুর গোষ্ঠীর বংশাবলিতে ন্যূন কল্পে ৭-৮ পুরুষ অধিক অথবা কায়স্থ পর্য্যায় ৭-৮ পুরুষ ন্যূন আছে। পরন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পুরন্দর খাঁর সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ৩৭০-৭৫/ বৎসরের মধ্যে কুলীন কায়স্থদিগের ১৩ পর্য্যা গত হইয়াছে। পুরন্দরের পূর্ব্বে ১৩ পর্য্যায় যদ্যপি তৎপরিমেয় কাল ব্যাপ্ত করিয়া থাকে তাহা হইলে আদিসূর ৭৫০/ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন; নিশ্চয় হয়। এই গণনা কুলাচার্য্যদিগের কারিকার পোষক বটে; যেহেতু তাহাতে নির্ণীত আছে যে ৯৯৪ শকীয় ৯ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা দিবসে * পঞ্চ ব্রাহ্মণ কণৌজ হইতে আদিসূরের সভায় আগমন করেন। এ প্রমাণ গ্রাহ্য হইলে ঠাকুর বংশাবলি ও আবুলফজলের বঙ্গদেশীয় রাজাবলী অশুদ্ধ মানিতে হয়। পরন্তু আবুলফজল ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কোন্ প্রমাণে আপন২ বংশাবলি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই; অতএব যে পর্য্যন্ত তাহার স্থির না হয় তদবধি ঘটক কারিকা মিথ্যা বলিবার কোন কারণ দেখি না; পরন্তু তাহাও যে নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য এমন প্রমাণ নাই। সুতরাং অধুনা এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বেণীসংহার ৮-৯ শত বৎসর প্রাচীন হইবে।

পরন্তু এ প্রকারে ঐ নাটকের প্রকাশকাল স্থির না হইলে তাহার রচনা-প্রনালী-দৃষ্টেও এবিষয়ের অনেক মীমাংসা হইতে পারে। তাহার ভাষা কালীদাস ও অন্যান্য প্রাচীন কবিগণকৃত গ্রন্থসমুদায়ের ন্যায় মনোহারিণী নহে। অপর শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশী ও মৃচ্ছকটিকার ন্যায় ইহার রচনা-প্রণালীও পরিশুদ্ধ বোধ হয় না। অধিকন্তু ইহাতে যে সকল নব্যতার চিহ্ন দেখা যায় তাহাতে অনায়াসে মুক্তকণ্ঠে ইহাকে শকুন্তলাহইতে অনেক আধুনিক বলা যাইতে পারে। পরন্তু কাব্যপ্রকাশে ও দশরূপকে তথা সাহিত্যদর্পণে ইহার নাম উল্লিখিত আছে, অতএব ইহার প্রকাশকাল ঐ সকল গ্রন্থের পূর্ব্ব বটে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রস্তাবিত গ্রন্থের সংস্কৃত মূল শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকে মুদ্রাঙ্কিত করান। তাহা পরিপাটীরূপে সংশোধিত হইয়াছিল, এবং তাহার অক্ষরও নিন্দনীয় নহে। তাহার ভূমিকোপলক্ষে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিখ্যাত ঠাকুর গোষ্ঠীর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তদনন্তর উইলসন্ সাহেবকর্তৃক উক্ত নাটকের সংক্ষেপ-বিবরণ তিনি ইংরাজ পাঠকগণের নিমিত্ত পুস্তকের প্রথম ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগের সাহায্য-নিমিত্ত তাহাতে কোন সদুপায় করা হয় নাই। অপর ইহাও আক্ষেপের বিষয় স্বীকার করিতে হইবে, যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সদৃশ সদ্বিদ্বান্ সম্পাদকদ্বারা গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইলে আভাষটীকাটিপ্পন্যাদি যে সকল লক্ষণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহার কোন চিহ্ন মুদ্রিত-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সম্পাদক মহাশয় কয় খানি পুস্তক দেখিয়া গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন? সেই সকল পুস্তক কতকাল প্রাচীন? তাহাতে কোন পাঠভেদ ছিল কি না? তত্ত্দ্বিষয়ের কোন উল্লেখ মুদ্রিত-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থের দোষ-গুণ-বর্ণনেও সম্পাদকের মনোনিবেশ হয় নাই। পরন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য যে এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা অনেকেই এ সকল বিষয়ে মনোযোগ করেন না; বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাদেরই অনুগামী হইয়াছেন।

* শক ব্যবধান কর তবধান ব্রাহ্মণ প্রস্থান যদা।
অঙ্কে অঙ্ক বামাগত বেদযুক্ত তদা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্ক গুরুপূর্ণ দিশা।
শহর প্রহর কনৌজ ত্যজিয়া গৌড় প্রবেশিলেন এসে॥

কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটককারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন। যদিও অনুবাদের স্থানে২ মূলের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পরন্তু তাহাতে দোষারোপণ করা যায় না; কেননা তিনি তাহা আপন বিজ্ঞাপনে স্বীকার করিয়াছেন; বস্তুত নাটক অবিকল অনুবাদিত হইলে তাহার অভিনয়ে অনুবাদকের মানস সিদ্ধ হইত না। ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে লিখিতেছি।

সংস্কৃত বেণীসংহারের প্রথমাঙ্ক ভীমোক্ত একটি কবিতাদ্বারা শেষ হইয়াছে; ঐ শ্লোক যথা

"অন্যোন্যাস্ফালভিন্নদ্বিপরুধিরবসামাংসমস্তিষ্কপঙ্কে
মগ্নানাং স্যন্দনানামুপরিকৃতপদন্যাসবিক্রান্তপত্তৌ।
স্ফীতাসৃক্‌পানগোষ্ঠীরসদশিবশিবাতূর্য্যনৃত্যৎকবন্ধে
সঙ্গ্রামৈকার্ণবান্তঃপয়সিবিচরিতুং পণ্ডিতাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ॥"

অর্থ "যুদ্ধস্বরূপ দুস্তর সাগর অতীব ভয়ানক; অস্ত্রক্ষত হস্তিদিগের রুধির মেদ মাংস মজ্জা প্রভৃতি তাহার পঙ্ক; তাহাতে রথসকল নিমগ্ন রহিয়াছে; তদুপরি পদাতিক সৈন্যেরা ভীমনাদে আত্ম পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে; এবং তৎচতুর্দ্দিগে শোণিতপানে মত্ত শৃগালদিগের অমঙ্গল ধ্বনিতে কবন্ধসকল নৃত্য করিতেছে; পরন্তু এপ্রকার সমুদ্র পারহইতে পাণ্ডবেরাই সুপণ্ডিত; অতএব ভয় কি? আমরা এখনই চলিলাম।"

অনুবাদক মহাশয় এই শ্লোকের অধিকাংশ ত্যাগ করত "যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই আমরা চলিলেম এই কথায় উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কি পর্য্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন।

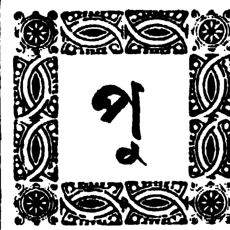
প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকা কোনমতে রম্য নহে। বীর রসই ইহার উদ্দেশ্য। পরন্তু যুদ্ধ বর্ণনে সহসা অনেক দর্শকের মন এককালে সন্তৃপ্ত করা কুশলসাধ্য বোধ হয় না। অতএব এই নাটক উত্তমাভিনয়োপযুক্ত নহে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। রাজা দুর্য্যোধনের সভায় দুশ্শাসন বলপূর্ব্বক দ্রুপদকন্যার কেশ ধৃত করিয়াছিল। সেই অবমানে দুঃখিত হইয়া ভীম কুরুকুল ধ্বংস করত দ্রৌপদীর বেণীসম্বরণ করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞোপলক্ষে প্রস্তাবিত নাটকে পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ ও ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ের স্থূল বিবরণ অনুবাদক মহাশয় গ্রন্থ-প্রারম্ভে সুচারুরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা শান্তনুর রাজ্যকাল অবধি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত কুরুপাণ্ডবদের সংক্ষেপ-বিবরণ অনায়াসে ব্যক্ত হয়; তৎপাঠে তাঁহার পাঠকবর্গেরা পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস জ্ঞাত হইয়া অনায়াসে নাটক বুঝিতে পারিবেন। বেণীসংহারের প্রধান প্রসংশা এই যে তাহাতে মনুষ্য চরিত্র অবিকল বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পাঠমাত্র ভীমের তেজ, কর্ণের অহঙ্কার, অশ্বথামার ক্রোধ ও দয়াপূর্ণ স্বভাব, এবং দুর্য্যোধনের আত্মশ্লাঘায় মত্ততা, তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয়, কুত্রাপি কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। এ প্রকার স্বভাববর্ণনের ক্ষমতা সামান্য প্রশংশনীয় নহে; অত্যন্ত প্রসিদ্ধকবিভিন্ন অন্যে ইহাতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে না। পরন্তু সুশৃঙ্খলায় নাটকের বিন্যাস করিতে গ্রন্থকার তাদৃশ লব্ধকাম হয়েন নাই;

কেননা তিনি অনেক প্রক্রিয়া নেপথ্যের প্রতি অবলম্বন করিয়া বাক্যে বর্ণন করিতে বিরত হইয়াছেন।

কেহ২ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে প্রস্তাবিত গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় শকুন্তলানুবাদক শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন মহোদয়ের ন্যায় স্থানে২ কবিতার অনুবাদে পয়ারাদি পদাবলির অবলম্বন করেন নাই। যদিচ তাদৃশ-কবিতা-পাঠে মনোরম্য হইত বটে, কিন্তু অভিনয়ে যে তাহা গ্রন্থের সাফল্য-কর হইত ইহা নিতান্ত সন্দেহাস্পদ। জীবন-যাত্রায় সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণের নাম নাটক; তাহাতে যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায় তদনুসারে নাটকের সাফল্য হয়; সাদৃশ্যের অভাব হইলেই রসের হানি হয়; সুতরাং জীবন-যাত্রায় যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে নাটকে তাহারই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; তদন্যথায় রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদিতে রাগ, বা চৌপদিতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কৌতুক ব্যঙ্গ বা অদ্ভুতের বর্ণন স্থলে পদ্য রচনায় হানি নাই; তত্তদ্স্থানে কাব্য সম্ভবপর বটে। ফলতঃ নাট্যশালায় পয়ারাদিতে বীর রসাশ্রিত নাটকের অভিনয় করিলে মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরদিগের বিবেচনায় সমদায়ই পাঁচালির অনুকরণ হইয়া উঠিবে। কেহ২ আপত্তি করিতে পারেন যে অন্যান্য দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষায় কবিগণ এতাদৃশ নাটকে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন; পরন্তু তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে সংস্কৃত কবিতা আমাদের পয়ারের তুল্য নহে, সুতরাং উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। ইংরাজী লাটিন ও গ্রিক্ কবিতাসকল মাত্রাছন্দে রচিত হয়। তাহাতে প্রতিপদের শেষ অক্ষরে অনুপ্রাসের প্রয়োজন রাখে না। এই প্রযুক্ত তৎপাঠে গাম্ভীর্য্য-রসের প্রকাশ পায়। সংস্কৃতও অনুপ্রাসের দাস নহে; অতএব তৎপাঠেও পয়ারের ন্যায় প্রতি কথায় ঠনন্ ঠনন্ ঘণ্টা ধ্বনি হয় না, সুতরাং তাহাও অসুশ্রাব্য নহে। এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় মাত্রাছন্দে পদ্য প্রায় প্রচলিত নাই; অপর তদ্রূপ পদ্য রচনা করিলেও গদ্যের ন্যায় বোধ হয়; অতএব এসকল স্থলে বিশেষতঃ বেণী-সংহারে গদ্য-রচনা করাই বিধেয়।

কয়েক মাস হইল শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের সদনে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিসয়প্রয়ত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদ-গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল; তদ্দর্শনে সহৃদয় মহাশয়েরা যে প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল যে পণ্ডিতবরের অনুবাদ ও নটদিগের নাট্যক্রিয়া কোন মতে দূষণীয় হয় নাই; সকলেই আপন২ প্রযত্ন পূর্ণরূপে সফল করত দর্শক ও পাঠক উভয়েরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

মিসর-দেশীয় পিরামিড।



পুরাবৃত্তানুসন্ধানকারিরা মিসর দেশীয় পিরামিডের বৃত্তান্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে অবগত হইবার নিমিত্ত যে রূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, বোধ হয়, সে রূপ শ্রম আর কোন বিষয়ে করেন নাই। পিরামিডসকলেতে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত আছে, এবং ইদানীন্তনের পণ্ডিতেরা তাহার যত দূর পর্য্যন্ত মর্ম্ম জানিতে সক্ষম হইয়াছেন তদ্দ্বারা এই প্রতীতি হইতেছে যে চারি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিসর-দেশীয়েরা সুসভ্য জাতি ছিল; ও তাহাদিগের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য-জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের বিহিত আলোচনা হইত। পি-



খিওপ্‌সের পিরামিড।
[দূরে স্থিত বলিয়া ছোট দেখাইতেছে]
মিকেরিনসের পিরামিড।
স্ফিংক্স্‌।

রামিড অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তাহার প্রকাণ্ডাকৃতি ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য, তথা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব—এই সকলের এক একটি বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদিগকে এককালে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। তাহা অবলোকন করিবামাত্রেই এই বোধ হয় যেন বহুকাল-লয়প্রাপ্ত-মানবদিগের সহিত আমাদিগের পরিচিত করিয়া দিবার মানসে প্রাচীন কালের অসাধারণ-ধীশক্তি পিরামিড়রূপ ধারণ করত সম্মুখীন হইল। তাহাদিগের সম্মুখে ক্রমাগত কত শত বংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা যেন অপরিবর্ত্ত ও অক্ষয় রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাবিলন্ ও রূমের পতন—পারস্যাধিপতি কাম্বিসিস্ কর্ত্তৃক মিসর-দেশের আক্রমণ, ও সিকন্দর পাদশাহের বিজয় যাত্রা—এসকলই তাহাদিগের প্রত্যক্ষে ঘটিয়াছে।

নীল-নদের তীরবর্ত্তি গিজা নামক স্থানে চিঅপস্ ও সিফ্রনস্ রাজদ্বয়ের নামে বিখ্যাত প্রস্তর নির্ম্মিত যে দুই পিরামিড আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় বিস্ময়জনক। তাহাদিগের সহিত তুলনা হইতে পারে এরূপ বৃহৎ মন্দির আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। ফলতঃ পৃথ্বীতে মানব-কৌশল-জাত যে সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে চিঅপস্ রাজার নামানুগত পিরামিডটী ৩২৪১ বৎসরহইতে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন মিসর-দেশে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভগ্ন ও অভগ্ন অনেক পিরামিড আছে; কিন্তু ঐ সকল ইহার তুল্য নহে। তৎসমস্ত নীল-নদের পশ্চিমাংশে স্থিত, ও গিজা স্থানহইতে ৬০ বা ৭০ ক্রোশের মধ্যে বিস্তৃত; কিন্তু তৎসমুদায় এক সারিতে সংস্থাপিত নহে; কতক২ গুলি এক২ স্থানে স্থিত।

গিজা-স্থানীয় পিরামিডসকল মিসর-দেশের রাজধানী কেরোর পশ্চিমাংশে নীল-নদের তটহইতে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূর। তাহার তলস্থ ভূমি প্রস্তরময়, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে ১৫ ক্রোশ বিস্তৃত এক খণ্ড বালুকাময় মরুভূমি আছে। ঐ মরুভূমি নীল-নদের গর্ভহইতে প্রায় আশি ফুট উচ্চ।

পিরামিড-মাত্রেই এই রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তাহার চারিপার্শ্ব উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দিক্চতুষ্টয়ের সম্মুখে আছে; কুত্রাপি তাহার অন্যথা নাই। প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত প্লিনী ও ডাওডোরস্ সিকিউলস্ মিসর-দেশীয় পিরামিডের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ৩,৬০,০০০ মনুষ্য বিংশতি বৎসরে উল্লিখিত সর্ব্বোচ্চ পিরামিডটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু হিরোডোটস্ যিনি ক্রাইষ্ট জন্মাইবার ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন তিনি মেম্ফিস্ দেবালয়ের পুরোহিতদিগকতৃক অবগতহইয়াছিলেন যে মিসরাধিপতি চিঅপস্ খ্রীষ্টাব্দের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এক লক্ষ মনুষ্যদ্বারা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ কীর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। তাহার নিম্নস্থ এক গৃহে চিঅপস্ রাজার শব স্থাপিত আছে। নয় বৎসর হইল এই পিরামিড মধ্যে এক রাজার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্নে-লিখিত আছে যে মিসর দেশীয় চিঅপস্ রাজার নাম সফু। চিঅপস্ রাজা যে তাহা নির্ম্মাণ করান তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই পিরামিড ৪৬১ ফুট উচ্চ। তাহার উত্তরদিগের দৈর্ঘ্য ৬৯৩ ফুট, এবং তাহার সমস্তের আয়তন ১৯,৩৬০ হস্ত।

পিরামিড মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গে সোপান আছে। তাহাতে পিরামিড ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া অবশেষে সুক্ষ্মাগ্র হয়। চিঅপস্ পাদশাহের নামে প্রসিদ্ধ পিরামিডে এই রূপ ২০৩ টি সোপান আছে। তলহইতে ১৫ সোপান বা ৩১ হস্তের কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধে পিরামিডের অন্তভাগে প্রবেশ করিবার দ্বার দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালীন লোকেরা ইহার অন্তরস্থ গৃহের বিবরণ অল্পমাত্র জ্ঞাত ছিলেন। হিরোডোটস্ এই উল্লেখ করিয়াছেন যে এক পথদ্বারা ইহার অন্তর্ভাগে যাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহার অধোভাগে অনেকগুলি গুপ্ত গৃহ আছে। ষ্ট্রাবো নামা ভূতত্ত্ববেত্তা যিনি খ্রীষ্টীয় শকারম্ভের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন যে পিরামিড-মধ্যে এক মাত্র পথ আছে তদ্দ্বারা এক গৃহমধ্যে যাওয়া যায়; সেখানে এক প্রস্তরসমাধি আছে। প্লিনী, যিনি ২৩ খ্রী অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি এই উল্লেখ করিয়াছেন যে অত্যুচ্চ পিরামিডের মধ্যে ৮০ ফুট গভীর এক কূপ আছে।

খ্রীষ্টাব্দের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আরিষ্টাইডিস্কে মিসর দেশীয় পুরোহিতেরা জ্ঞাত করিয়াছিল যে "পিরামিডসকলের যত হস্ত মৃত্তিকার উপরে উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায় নিম্নে তত হস্ত প্রথিত আছে।"

৪২০ খ্রী অব্দে আল্মামুন্ খলিফা মিসর-দেশে প্রবেশপূর্ব্বক পিরামিড দর্শন করতঃ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার অভ্যন্তর-দর্শনে মানস করেন। তাহাতে তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়াছিল যে পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত অসাধ্য। কিন্তু তিনি সে বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া প্রথমতঃ অগ্নি ও সিরকাদ্বারা পিরামিডের এক পার্শ্বে এক ছিদ্র করাণ। পরে কর্ম্মকারেরা লৌহ ও অন্যান্য যন্ত্রদ্বারা ঐ ছিদ্রের পরিসর বৃদ্ধি করে। তাহাতে প্রাচীর ২০ ফিট প্রশস্ত নির্ণীত হয়। তাহার মধ্যে তাহারা চতুষ্কোণ এক কূপ দেখিতে পায়। ঐ কূপের চতুর্দ্দিগে অনেক দ্বার ছিল; তাহার প্রত্যেক দ্বারের শেষে এক এক গৃহের পথ ছিল, এবং তাহার মধ্যে উর্ণবস্ত্রাবৃত শব স্থাপিত ছিল। পিরামিডের গৃহে এক খোদিত প্রস্তরোপরি মনুষ্য প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার মধ্যে এক মনুষ্য শব ছিল; ঐ শবের পেশকবজ মণিমুক্তা সুবর্ণ খচিত, এবং তাহার গাত্রে অক্ষর অঙ্কিত ছিল; কিন্তু কেহই তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিবস্ নামক ইতিহাসবেত্তা চিঅপ্সের অত্যুচ্চ পিরামিড দর্শন করেন। ঐ সময়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথসকল অবরুদ্ধ ছিল না; এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আল্মামুনের আজ্ঞায় যে পথসকল পরিষ্কৃত করা হয় তাহা তিনি বর্ণন করিয়াছেন।

মেং ডেবিসন্ সাহেব পিরামিডের অন্তর্গত কতকগুলি গুপ্তগৃহ ও তন্মধ্যকার গৃহস্থ বাদশাহের সমাধি-গৃহ সংযুক্ত পথসকল ও তাহার উপর সাড়ে তিন হাত পরিমিত এক গৃহ দেখিয়াছিলেন। তিনি পিরামিডের মধ্যস্থ কূপমধ্যে অবতরণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে তাহার তলে আর অধিক যাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পথ বদ্ধ রহিয়াছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল বিস সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রধান গৃহটির নিকট আর তিনটি গৃহ দেখিয়াছিলেন।

হিরোডোটস্ অবগত হইয়াছিলেন যে পিরামিড-নির্ম্মাণ-করণের প্রারম্ভে প্রস্তরখোদিত গৃহসকল প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা প্রামাণিক বটে যেহেতু তন্মধ্যে শব স্থাপিত হইলে লোকে আর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে এই নিমিত্তে তাহাতে যাইবার পথসকল প্রস্তর-খণ্ডদ্বারা রুদ্ধ হইয়াছিল। বিজয়ী রোমান ও আরবেরা ঐ সকল অবরোধ মুক্ত করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত পিরামিডের সন্নিকটে যে পিরামিড টি দৃষ্ট হয় তাহা চিঅপ্সের উত্তরাধিকারী ও

ভ্রাতা সিফ্রুনিসদ্বারা নির্ম্মিত হয়। তাহার প্রতি পার্শ্বের দীর্ঘতা ৬৮৪ ফুট; তাহার মধ্যে পর্ব্বত গুহা খোদিত অনেকগুলি ঘর আছে; ও তাহার পূর্ব্বাংশে এক ভগ্ন মন্দিরের নিদর্শন দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বপার্শ্বের মধ্যকার সম্মুখে "স্ফিঙ্কস্" নামে প্রসিদ্ধ এক অদ্ভুত প্রস্তরাকৃতি আছে, তাহার মস্তক কুমারীর ন্যায় ও অপর শরীর সিংহের ন্যায়। তাহার নিকটে যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে খোদিত পার্ব্বত্য পথাদ্বারা উহার সহিত পিরামিডের সংযোগ ছিল। কএক বৎসর হইল বেলজোনি নামা বিখ্যাত পরিব্রাজক এই অদ্ভুতাকৃতির পাদ মধ্যস্থ মৃত্তিকা ও বালুকা খনন করাইয়া তন্নিম্নে এক সমুচ্চয় দেবালয় আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহু যত্নে দ্বিতীয় পিরামিডে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত উত্তরদিগে এক পথ প্রকাশ করেন, এবং ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য খলিফা মহম্মদ যে উহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি তম্মধ্যে এক গৃহ দেখেন তাহা ৪৬ ফুট ৩ বুরুল দীর্ঘ; ও ১৬ ফুট ৩ বুরুল প্রস্থ, এবং ২৩ ফুট ৬ বুরুল উচ্চ। ঐ গৃহের মধ্যভাগে তিনি উত্তম প্রস্তর নির্ম্মিত এক সমাধি দেখিয়াছিলেন। তাহাতে কতকগুলি অস্থি ছিল। হোম সাহেব পরীক্ষা করিয়া নিরূপণ করেন ঐ সকল অস্থি গো-দেহ-জাত।

এই পিরামিডোপরি আরোহণ করা অত্যন্ত আপদ জনক; পরন্তু তাহার উপরি আরোহণ করিলে সমস্ত শ্রম সফল হয়। সেবারি নামক ফরাশী ভ্রমণকর্ত্তা ১৭৭০ শকে মিসর-দেশ দর্শন করত বর্ণন করিয়াছেন যে "পিরামিডের উপরহইতে ভূভাগের সর্ব্বত্র অতীব কমনীয় বোধ হয়। দক্ষিণদিগে অত্যুচ্চ সুবর্ণ জড়িত মন্দিরের অগ্রভাগ ও সন্নিবর্ত্তি খর্জ্জুর বৃক্ষ শ্রেণী তথা রমণীয় উপবন ও লতাকুঞ্জ উপত্যকার পার্শ্বস্থ শ্রেণীবদ্ধ-মেষপাল ও নীল নদের উপরিস্থিত সুদৃশ্য পতাকাবিশিষ্ট তরণীসকল সূর্য্য রশ্মিতে মনোহর উজ্জ্বল হইয়াছিল। উত্তর ভাগে শ্রেণীবদ্ধ উপত্যকা এবং বালুকাময় মরুভূমি; পশ্চিমভাগে ভয়াবহ-রত্নাকর-সম সুদীর্ঘ প্রান্তর; এবং পূর্ব্বভাগে কমনীয় গ্রাহিনগর তথা ফোসপাট নগরীয় সুদীর্ঘহর্ম্ম্যশ্রেণী এবং কেরো নগরীয় মন্দির ও সালাদিন প্রাসাদ নয়ন পথে বিরাজমান করে। এই সকল পদার্থ এতাদৃশ কমনীয় যে তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণিত হইতে পারে না। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন অতিশয় অদ্ভূত দেবকৃত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিগস্থ ঐন্দ্রজালিক দর্শন করিতেছি। হঠাৎ দেখিলে তাহা মানব কৃত কখনই বোধ হয় না।"

গিজা-গ্রামস্থ তৃতীয় পিরামিড মাইসেনিস রাজদ্বারা নির্ম্মিত হয়। তাহা ১৭৪ ফুট উচ্চ। তাহার মূলের এক এক পার্শ্ব ৩৩০ ফুট দীর্ঘ। তাহার দক্ষিণে ক্ষুদ্র২ তিনটি পিরামিড শ্রেণীবদ্ধ আছে। চিঅপসের পিরামিডটির নিকটেও ঐ রূপ ছয় ক্ষুদ্র পিরামিড আছে। তাহার মধ্যে তিনটি অপেক্ষাকৃত বড়; অপর তিনটি অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে। হিরোডেটস বলিয়াছেন ইহাদিগের মধ্যকার পিরামিডটি চিঅপস্ পাদশাহের দুহিতা নির্ম্মাণ করান।

সাককারা নামক স্থানে অনেক উচ্চ পিরামিড আছে। তাহার একটি চিঅপস্কৃত পিরামিড হইতে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব।

দাসোর নামক স্থানেও কতকগুলি বৃহৎ পিরামিড আছে। তাহার মধ্যে একটির প্রত্যেক পার্শ্ব ৭০০ ফুট দীর্ঘ, ও তাহা ৩৪৩ ফুট উচ্চ; তাহার অঙ্গে ১৫৪ সোপান আছে। পূর্ব্বোক্ত অত্যুচ্চ পিরামিডের মধ্যে যে প্রকার ক্ষুদ্র২

গৃহ ও অনেক পথ আছে, ইহার মধ্যেও সেই রূপ দেখা যায়।

থিবিস নগরে সূর্য্যপক্ক ইষ্টক-নির্ম্মিত অনেক পিরামিড আছে। উইলকিন্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন ঐ সকল ইষ্টক নির্ম্মিত পিরামিড খ্রীষ্ট জন্মাইবার ১৫৪০ বৎসর অগ্রে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক।

হিরোডোটস বলিয়াছেন মিরিস হ্রদের জলমধ্যে ৩০০ ফুট উচ্চ দুইটি পিরামিড ছিল, জলের অধোভাগে তাহার ৩০০ ফুট প্রোথিত ছিল। তাহাদিগের প্রত্যেকের শিরোভাগে এক এক প্রস্তরময় প্রকাণ্ডমূর্ত্তি আসনোপবিষ্ট ছিল। কিন্তু এইক্ষণে তাহা বর্ত্তমান নাই। বোধ হয় ঐ সকল পিরামিড কোন দ্বীপোপরি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক, হিরোডোটস্ প্রকৃতরূপে তাহা অবগত ছিলেন না।

নিউবিয় প্রদেশে অশীতি অপেক্ষায় অধিক অনতি বৃহৎ পিরামিড আছে। নীল নদের নিকট আসোর প্রদেশেও অনেক পিরামিড আছে; তত্তাৎ বালুকানির্ম্মিত; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কখন প্রবেশ করে নাই। উক্ত নদের পূর্ব্বে যাবল বার্কাল স্থানের উত্তরেও অনেক পিরামিড আছে।

অপর কেবল যে মিসর ও নিউবিয়া প্রদেশে এমত নহে। বিলসর দেবতার মন্দির এবং বাবিলন্ নগরস্থ কজেবলী নামক মন্দির ও পিরামিডাকৃতি। শেষোক্ত মন্দিরের মধ্যে অনেক শবাধার ও অস্থিচার শব পাওয়া গিয়াছে।

জিনফন্ বলিয়াছেন টাইগ্রিস্ নদীর নিকটে ২০০ ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত এক পিরামিড ছিল।

বারাণসীতে পিরামিডাকৃতি অনেক দেবালয় আছে; বেণীমাধবের ধ্বজা তাহার এক দৃষ্টান্ত। জগন্নাথদেবের ভোগ মুণ্ডাই ও নাটমন্দিরের ছাদ ও পিরামিডের তুল্য।

আমেরিকা খণ্ডে মেক্‌সিকো স্থানে যে সকল মন্দির আছে তাহা মিসর দেশীয় পিরামিডের তুল্য। উক্ত স্থানের ১২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব টিথিউকান স্থানে দুইটি অত্যুচ্চ পিরামিড আছে, তাহাদিগের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া শত শত ক্ষুদ্র পিরামিড দৃষ্ট হয়। এই দুই উচ্চ পিরামিডের গাত্র কর্দ্দমে লেপিত, ও তাহাতে ক্ষুদ্র২ লোষ্ট্র প্রোথিত আছে; তাহার চূড়ায় প্রস্তর নির্ম্মিত এক এক প্রকাণ্ডমূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখা যায়। ক্ষুদ্র পিরামিডসকল ২০ হস্তের ন্যূন নহে। মেক্‌সিকোর অন্তঃপাতি ককিউলার বৃহৎ পিরামিডটি প্রত্যেক পার্শ্বে ১৪৪০ ফুট দীর্ঘ। সুতরাং তাহা গিজা স্থানীয় অত্যুচ্চ পিরামিডহইতে অত্যন্ত বৃহৎ। ইহা কর্দ্দম ও সূর্য্যপক্ক ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত।

ভারতবর্ষ বাবিলন ও মেক্‌সিকো স্থানীয় পিরামিড-সকলই শব-রাখিবার স্থান নহে; তাহার অনেকেতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু মিসর দেশীয় পিরামিড কেবল শব ও নির্ম্মাণ কারিদিগের নাম রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে যে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সুন্দররূপে দর্শন ও গবেষণা করিবার নিমিত্ত ঐ সকল উচ্চ স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু একথা সত্য বোধ হয় না, যেহেতু পিরামিডসকলের নিকট অনেক পর্ব্বত আছে, তাহাদের উপর হইতে অনায়াসে নক্ষত্রাদির দর্শন হইতে পারে; তন্নিমিত্ত এরূপ অট্টালিকা বানাইবার প্রয়োজন কি? অপর তাহা স্বীকার করিলেও একটি পিরামিডেতে যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে তাহার নিমিত্ত এত পিরামিড কি নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক। যা. কৃ. সিং.

দেশ-ভেদে নমস্কার-ভেদ।

পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর সমাদর সম্মান বা কুশল জ্ঞাপনার্থে সকল দেশেই বিশেষ২ সম্বোধন বাক্য বা চিহ্ন আছে; এতাদৃশ কোন জনপদ নাই যাহাতে মনুষ্যেরা কোন না কোন বাক্য বা অঙ্গভঙ্গিদ্বারা পরস্পরের আলাপ বা শুভানুধ্যায়িতা ব্যক্ত না করে। ফলতঃ ইহা মনুষ্য জাতির এক প্রকার সাধারণ-লক্ষণ বলিলে বলা যায়। কি প্রশান্ত সাগরের মনুষ্যাদ নগ্ন অসভ্য কি অন্যত্রের দেবতুল্য সভ্য—কোন মনুষ্যই এই নিয়মের অন্যথা করে না; সকলেই পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে দেশব্যবহারানুসারে নমস্কার করিয়া থাকে। পরন্তু স্থান ও ব্যক্তি ভেদে ঐ নমস্কারাদির অনেক ভেদ হইয়া থাকে। তদ্বিশেষ জ্ঞাত হইলে অনেকেই অনেকের প্রতি হাস্য করিতে পারে; পরন্তু কাহার হাস্য কি পর্য্যন্ত ন্যায্য আমরা তাহার মীমাংসা করিব না। গ্রীণলণ্ড-দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের টুপি খুলিয়া নত হওন দেখিলে অত্যন্ত হাস্য করিয়া থাকে, যেহেতু তাহাদের শীতপ্রধান-দেশে সর্ব্বদা টুপি খোলা কদাপি বিশেষ মঙ্গলজনক বোধ হইতে পারে না।

লাপলণ্ড-দেশীয় মনুষ্যেরা পরস্পরের দেহে নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া নমস্কার-কার্য্য সমাধা করে।

হোটমান নামা এক জন ওলন্দাজী কাপ্তান্ লেখেন যে পূর্ব্বোপদ্বীপের কোন স্থানে অসভ্য প্রজারা তাঁহার সম্মান করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাম পাদ ধারণ করত দক্ষিণ পদের উপর-দিয়া তাহা তাঁহার পুরোভাগে আনিয়াছিল; পরন্তু ঐ প্রক্রিয়া দেশপ্রসিদ্ধ কি কেবল তাঁহার সম্মানার্থে হইয়াছিল, হোটমান ভায়া, তাহা আপন গ্রন্থে লেখেন নাই।

ফিলিপাইন্-দ্বীপের মনুষ্যেরা পরস্পর নমস্কার করিতে হইলে উভয়ে নত হইয়া দুই হস্তে আপন২ গাল স্পর্শ করে, এবং বাম পাদ উত্তোলন করিয়া পশ্চাদে দীর্ঘ করিয়া দেয়; কিন্তু ইথিওপিয়া-প্রদেশের লোকেরা এপ্রথা অতি হেয়জ্ঞান করে; তাহাদিগের মতে পরস্পরের বস্ত্র ধরিয়া আপন কটিদেশে বন্ধন করিলেই ভদ্রতা রক্ষা হয়; কিন্তু আমাদের সামান্য বিবেচনায় এ নমস্কারে আপাতত নগ্ন হইবার অনেক সম্ভাবনা বোধ হইতেছে। জাপান-দ্বীপবাসিরা সামান্য সমাদর করিতে হইলে কেবল আপন২ পাদুকা খুলিয়া ফেলে; কিন্তু বিশেষ সমাদর করিতে হইলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সম্মান্বিত ব্যক্তির দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া দাঁড়ায়—এবং তাহাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয় যে ঐ ব্যক্তি সমাদৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে। কৌতুকতৎপর চপলেরা প্রশ্ন করিতে পারেন, "তবে কি তাহার পশ্চাৎদেশই সমাদৃত ব্যক্তির দর্শন যোগ্য?" কিন্তু তাদৃশ শঠ প্রশ্ন-কর্ত্তার প্রতি কোপদৃষ্টে ইক্ষণ করিয়া প্রত্যুত্তর না দেওয়াই ভদ্র।

নিগ্রো-জাতীয় মনুষ্যেরা পরস্পর তিনবার মধ্যাঙ্গুলির তুড়ি দিয়া নমস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন করে; তাহাদের রীত্যনুসারে অন্য কোন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ফ্রাঙ্ক-জাতীয়েরা আপন২ মস্তকের কেশউৎপাটনপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রদান করত সৌজন্য সিদ্ধ করিত, শিরশ্চালনাদি অন্য প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইত না।

ওলন্দাজীরা প্রসিদ্ধ উদরম্ভরি; তাহাদিগের পক্ষে "অদ্য যেমন উত্তম ক্ষুধা হয়" এ অপেক্ষা

ভদ্র কি কুশল সম্ভাষণ হইতে পারে? তাহারা এই সরস বাক্যই অবলম্বন করে।

কেরো-নগরে ঘর্ম্মবদ্ধ হইয়া এক প্রকার ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হয়, অতএব সে স্থানে "সদ্ঘর্ম্ম হউক" এসম্ভাষণ দূষণীয় নহে।-গিনী-প্রদেশীয় কাফরিরা স্ত্রীলোককে সমাদর করিতে হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তের ঘ্রাণ লয়।

পরস্পর হস্ত-ধারণ করা ও আপন মস্তক এক বা দুই হস্তে স্পর্শ করা নমস্কারের প্রধান লক্ষণ, এবং যে সকল দেশে ইহার প্রচার আছে তাহার উল্লেখ করিলে পাঠকবৃন্দ আমাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন না। কোন২ দেশে মস্তকের ঘ্রাণ লওয়া, মস্তক বা স্কন্ধ স্পর্শ করা, এবং এক বা উভয় হস্তে আপন বক্ষোদেশ স্পর্শ করাও, নমস্কার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পুরাকালে ভদ্র ব্যক্তি পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিয়া নমস্কার-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ১৯০০ বৎসর প্রাচীন বিক্রমোর্ব্বসী নাম নাটকে পুরূরবাঃ ও উর্ব্বসী সুপরিপাটীরূপে পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক নব্য বাবুদিগের "শেক হ্যাণ্ডস্" স্বরূপ নূতন সভ্যতার লক্ষণ প্রাচীনত্বের মধ্যে ফেলিয়াছেন।

স্ত্রীজাতির তরুণত্বের স্পৃহা সিয়াম-দেশীয় স্ত্রীতে অপূর্ব্বরূপে বর্ত্তিয়াছে; তদ্দেশীয়া অশীতিপরা বৃদ্ধা মহিলাকে সম্ভাষণ করিতে হইলেও তরুণশব্দের পুনঃ২ প্রয়োগ করিতে হয়; নতুবা ভদ্রতার অত্যন্ত অপলাপ হইয়া উঠে। এতদ্দেশে গৃহস্বামীকে "গিন্নী," "মাঠাকুরণ," বা "কর্ত্রী" বলিলেই সভ্যতা রক্ষা পায়; সিয়ামে তৎপরিবর্ত্তে "তরুণ পুষ্প" "তরুণ হীরক" "তরুণ স্বর্ণ" এই প্রকার প্রতি কথায় দেবীদিগের মনস্তুষ্টি না জন্মাইলে রক্ষা নাই।

চীনদেশে সভ্যতাসম্বন্ধীয় সন্নিয়ম-সৎপ্রথার প্রতিপালন নিমিত্ত এক সভা সংস্থাপিত আছে। রাজা তাহাতে দেশস্থ অতি ভদ্র ব্যক্তিদিগকে সভ্য নিযুক্ত করেন। সেই সভ্যেরা সভ্যতার সকল নিয়ম নিবন্ধন করিয়া থাকেন। রাজাকে কি প্রকারে সম্মান কর্ত্তব্য, গুরু কি প্রকারে পূজনীয়, পরস্পর আত্মীয়ের বা পরিচিতের কি কর্ত্তব্য; কে কাহাকে কয়বার নমস্কার করিবেক, কে গাত্রোত্থান করিবে, কে অর্দ্ধগাত্রোত্থান করিবে; পিতা পুত্রকে কয়বার অভিবাদন করিবে, পুত্র কয়বার কি অঙ্গভঙ্গিদ্বারা পিতাকে প্রণাম করিবে; স্বামি স্ত্রীকে কি প্রকারে সমাদর করিবে, এবং স্ত্রীই বা স্বামির সহিত কি প্রকার সম্ভাষণ করিবে, ইত্যাদি সমাদর সম্মান সম্ভাষণ সকল সভ্য কার্য্যের প্রেরয়িতা ঐ সভ্য মহোদয়গণ; তাঁহাদের আদেশ ভিন্ন কেহ কিছু করিতে পারে না; দৈবাৎ তদন্যথায় কিছু করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডার্হ হইতে হয়।

চুম্বন করা অতি প্রাচীন রীতি। ব্রহ্মার সৃষ্টি অবধি সর্ব্বদাই ইহা স্নেহ প্রেম সমাদর বা সম্মান ইহার কোন না কোন অভিপ্রায়ে প্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন বাইবলে লিখিত আছে যে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদিকে প্রণাম করিতে হইলে লোকে আপন২ হস্ত চুম্বন করিত। রোমানদিগের সময়ে কোন ব্যক্তি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া আপন হস্ত চুম্বন না করিলে নাস্তিক বলিয়া ধিক্কৃত হইত।

গ্রিকদিগের মধ্যে চুম্বন করা প্রার্থনাজ্ঞাপক ছিল; এবং যে পর্য্যন্ত ঐ প্রার্থনা সফল না হইত তদবধি প্রার্থনাকারী চুম্বন করিতে বিরত হইত না। হোমর কবি লিখিয়াছেন, মহারাজ প্রায়াম আপন পুত্র হেক্টরের দেহ প্রতিপ্রাপণের নিমিত্ত আকিলিসের হস্ত চুম্বন করিয়াছিলেন; এবং যে পর্য্যন্ত ঐ প্রতিপ্রাপ্তি না হয় তদবধি তৎ-

কর্ম্মে বিরত হয়েন নাই। রোমানদিগের মধ্যেও এই রীতি কিয়ৎকাল প্রসিদ্ধ ছিল; পরে সমানে২ না চুম্বন করিয়া মধ্যম ব্যক্তিকর্তৃক রাজা প্রধান উপাচার্য্য বা বিচারপতির হস্ত চুম্বন করাই প্রচলিত রীতি হয়। তৎপরে হস্ত চুম্বনের পরিবস্ত্রে পরিধেয় চুম্বনের রীতি প্রকাশ পায়; এবং তদনন্তর রাজাকে দর্শন করিয়া নিজ হস্ত চুম্বন দ্বারা আপন২ ভক্তি প্রকাশ করাই ভদ্রতার লক্ষণ হয়। এরীতি এখণ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। হস্তচুম্বন চরণচুম্বন বস্ত্রচুম্বন অদ্যাপি অনেক স্থানে বলবৎ আছে। ভারতবর্ষে গুরুর পদ চুম্বন করা ও অল্প বয়স্ক বালকের শিরশ্চুম্বন করা তাহার দৃষ্টান্ত। পুত্র অধিক বয়স্ক হইলে মাতাকর্তৃক তাহার চিবুক স্পর্শ করত চুম্বন করা বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ইউরোপে রাজা মাত্রেই প্রজাকর্তৃক চুম্বিত হন। আমাদিগের প্রিয়তমা মহারাণী বিক্টোরিয়ার সভার কোন প্রধান রাজপুরুষ কোন বিশেষ কার্য্যার্থে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলে অথবা কোন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে বিদায় লইতে গেলে মহারাণীর হস্ত-চুম্বনস্বরূপ মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন।

পরন্তু চুম্বন-ব্যাপার রুশিয়া-দেশে যে প্রকার সর্ব্বত্র প্রচলিত, এমত আর কুত্রাপি নাই। তথায় পরস্পর সকলেই সকলকে চুম্বন করিয়া থাকে। কাহার পক্ষে কিছুই নিষিদ্ধ নাই। পিতা পুত্রকে চুম্বন করেন; পুত্র পিতাকে চুম্বন করে; ভ্রাতা ভগিনীকে চুম্বন করেন, এবং ভগিনী ঐ ভ্রাতৃ-স্নেহ সগৌরবে প্রত্যর্পণ করেন। শুক্ল শ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধ সেনানীরা পরস্পর চুম্বন করেন, এবং তাঁহাদের সেনাদল সকলে সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হয়। রাজা সেনানীদিগকে চুম্বন করেন; এবং তাঁহারা আপন অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ঐ প্রীতি জ্ঞাপক চিহ্ন প্রদান করে; ইহাতে যে দিবস রাজা কোন সৈন্যদল সন্দর্শন করেন সেই দিবস যত বন্দুকধ্বনি হয়, বোধ হয়, তাহাহইতে অধিক চুম্বনধ্বনি হইয়া থাকে। কখন রাজা কোন অমাত্যের প্রতি বিরক্ত হইলে আদৌ তাহার চুম্বন নিষিদ্ধ হয়; এবং সে ক্ষমা পাইলে প্রথমতঃ রাজকর্তৃক চুম্বিত হয়। একদা মহারাজ পিতর বৃথা ক্রুদ্ধ হইয়া এক দল সৈন্যের সম্মুখে কোন সেনানীকে এক সেতুর উপরি তিরস্কার করিয়াছিলেন; পরে আপন অন্যায় জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্ববৎ সেনাদলের সম্মুখে উক্ত সেতুর উপরি সেই সেনানীকে চুম্বন করেন, তৎপ্রযুক্ত ঐ সেতু এপর্য্যন্ত "চুম্বনসেতু" নামে বিখ্যাত আছে। পার্ব্বণ-দিনে গৃহস্বামিনী বাটির সমস্ত দাস দাসীকে চুম্বন করেন, এবং কোন দাস অতি দীর্ঘকায় হইলে কর্ত্রী চৌকির উপর উঠিয়া ঐ ভৃত্যকে আপন স্নেহের চিহ্ন প্রদান করেন। রুষীয় গৃহস্বামীর এব্যাপার হইতে অবকাশ পাওয়া ভার। প্রত্যহ দিবসের মধ্যে জয়বার করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তয়বার তাহাদিগকে চুম্বন করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তির পুত্র কন্যা পুত্রবধূ পৌত্র প্রভৃতি ১০—১৫ টি পরিবার থাকিলে স্নেহের সাক্ষ্য দিতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে, কারণ তাঁহার পরিবারদিগের সহিত গৃহমধ্যে সাক্ষাৎ হইলেই গৃহপ্রবেশকালে ও গৃহহইতে নির্গমনকালে সকলকে এক২ বার করিয়া চুম্বন করিতে হয়; এবং কখন কখন পাছে ভ্রম হয় এই আশঙ্কায় প্রত্যেকে দুইবারও চুম্বন করা হইয়া থাকে; সুতরাং অপার্য্যমানে পাঁচ শত চুম্বনেও তাঁহার দিনপাত হওয়া ভার।

রুশীয়দেশের রাজদণ্ড।

রুশীয়াধিপতি প্রথম পিতরের রাজ্যসময়ে এক কৌতুকাবহ শাস্তির প্রথা প্রচলিত ছিল। তিনি কোন রাজপুত্র বা ভদ্রলোকের গর্হিতাচরণে রাগান্বিত হইলে তাহাকে "পাগল" হইতে অনুমতি করিতেন। সেই আজ্ঞানুসারে আজ্ঞার দিবস হইতে ঐ ব্যক্তিকে পাগলের আচরণ করিতে হইত, এবং রাজসভাস্থ সকলেই তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। কেহ অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহ তিরস্কার করিত, কেহ বস্ত্র ধরিয়া টানিত, কেহ বা বেত্রাদিদ্বারা প্রহার করিত। তদুত্তরে ঐ কল্পিত পাগল যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারিত, কিন্তু সে বিচারালয়ে তজ্জন্য অভিযোগ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইত না; ফলতঃ সে সকলেরই ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ ও কৌতুকের আস্পদ হইত; অত্যন্ত মান্য বিদ্বান ও বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাহাহইতে নিষ্কৃতি পাইত না। বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে এ যাতনা যে কি পর্য্যন্ত অসহ্য হইত তাহার বর্ণন করাও দুষ্কর। পরন্তু ইহাও বরং সহ্য; তদ্দেশীয় এন নাম্নি মহারাণী ইহাহইতেও এক দুঃসহ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জনৈক রাজপুত্র সামান্য দোষে দুষিত হওয়াতে তিনি তাহাকে "কুক্কুট" হইতে বলিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞানুসারে তাঁহার সভার এক বৃহৎ গৃহে একটা বড় চুপড়ির ভিতর কুক্কুটের বাসা ও তাহার মধ্যে কতকগুলি ডিম্ব স্থাপিত হইয়াছিল। রাজপুত্র ঐ বাসায় বসিয়া ডিম্বে তা দিতেন; কদাপি কুক্কুট ধ্বনি ও উহার ন্যায় ডিম্বোপরি উপবেসন না করিলে অত্যন্ত কায়িক যাতনা সহ্য করিতে হইত।

অঙ্গবিন্যাস।

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল জাতীয় স্ত্রীরা রূপলাবণ্যবৃদ্ধি করণাভিলাষে সর্ব্বকালেই শরীরের কোন কোন অংশে নানাবিধ বর্ণদ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। এতদ্দেশের বিধবা নারী ব্যতিরেকে সকল স্ত্রীতেই পদ ও হস্ততল এবং নখসকল অলক্তদ্বারা ও ললাট খদিরের টীপদ্বারা অঙ্কিত করেন। অলক্তক্রিয়া মেহদী পাতাতেও সম্পন্ন হয়; কিন্তু ইহা যাবনিক প্রথা বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইহুদী, মোগল ও অন্যান্য মোসলমান জাতীয় মনুষ্যেরা এবং মিসর দেশীয়দের মধ্যে মেহদী পরিবার রীতি প্রচলিত আছে। অধিকন্তু ইহা কেবল ঐ সকল জাতীয় স্ত্রীদিগেরই ব্যবহার্য্য এমত নহে; তত্রত্য পুরুষেরাও তাহাতে অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। কলিকাতায় অনেকানেক প্রাচীন মোগলের দাড়ি মেহদীদ্বারা রঞ্জিত দেখা যায়। হিন্দুস্থানীদিগের চন্দন বা তিলক মৃত্তিকাদ্বারা অলকাতিলকা, ও ইংরাজী বিবিদিগের মুখময় নানাবিধ চূর্ণ ও কপলদেশে রং ব্যবহার প্রসিদ্ধই আছে। তিব্বত দেশীয় স্ত্রীরা অসামান্য লাবন্যময়ী, তদ্দৃষ্টে পাছে পুরুষ সকল উন্মত্ত হয় তাহার নিবারনার্থে রাজপথে আগমন সময়ে ঐ স্ত্রীরা বদনে কালি লেপন করিয়া কৃষ্ণবর্ণা হয়। উড়িষ্যা হইতে ও বাঙ্গালার পশ্চিম বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় স্থানে উল্কী ও হরিদ্রালেপনের প্রথা প্রচলিত আছে। এতদ্দেশে কেসুর পত্রের বা কাঁচা বেত্রের রস গাত্রে সূচিকাদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরে তাহাতে কালী দিলে যে অবস্থা হয় তাহার নাম উল্কী। অমরিকা ও ইউরোপখণ্ডের আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি অনেক স্থানীয় পুরুষদিগের গাত্রে উল্কীর চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়। এক্ষণে এতদ্দেশে উল্কীর পরিবর্ত্তে খদীরের টীপ প্রচলিত

হইয়াছে। অপর শৈব ও শাক্তেরা শ্বেত ও রক্ত চন্দন ব্যবহার করে। পূর্ব্বে এতদ্দেশায় স্ত্রীপুরুষ অগৌরচন্দন গাত্রে লেপন করিত।

নয়নযুগলের শোভার নিমিত্ত এতদ্দেশে কজ্জল ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী ও মুসলমান স্ত্রীরা তৎ-পরিবর্ত্তে সূর্ম্মা ব্যবহৃত করে। মিসর দেশীয়দি-গের অঙ্গরাগের প্রধান বস্তু মেহদী; তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের শরীর রঞ্জিত হয় না। মেউদী বৃক্ষের বর্ণন অনাবশ্যক; পাঠকবৃন্দ ইহার বিষয় অব-শ্যই অবগত আছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুরাকালীন লোকেরা ইহাকে "মির্টল্" বলিয়া জানিত; ইহার ইংরাজি নাম "ইজিপসিয়ন্ মি-র্টল্।" পারাঠ, পালেষ্টাইন্ মিসর ও ভারতবর্ষে ইহা প্রচুররূপে জন্মিয়া থাকে। শুষ্ক মেওদী পত্র জলে সিদ্ধ করিলে সারাংশ নিগত হইয়া রং প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশে সরসপত্রচয় খদির সংযোগে পেষিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিসর-দেশায়েরা শুষ্ক পত্র অল্প জল দিয়া পেষণ করত তাহা করতল পাদ অঙ্গুলি ও নখে লেপন করিয়া ঐ অঙ্গ পশমী বস্ত্রে সমস্ত রাত্রি আবৃত করিয়া রাখে। মেহদীর রং এক পক্ষেরও অধিক থাকে; পরন্তু মিসর-দেশী-য়েরা ইহার এমনি প্রিয় যে একবারের বর্ণ মলীন না হইতে হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুনঃ মেহদী লেপন করে; বস্তুতঃ ইহাতে সকল অঙ্গ সর্ব্বদা শোভয়মান রাখে। কতকগুলি স্ত্রীরা গোঁড়া চূণ ভুষা মসনীয়-তৈলে পেষণ করিয়া মেহদীর রং মলিন হইয়া গেলে তদুপরি লেপন করে; ইহাতে মেহদীর রং কৃষ্ণবর্ণ হয়। কতকগুলি স্ত্রী অঙ্গুলির অগ্রভাগহইতে সমুদায় করতল উল্লিখিত রংদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ করে; কিন্তু যাহারা বিশেষ বর্ণবিলাস-শালিনী তাহারা অঙ্গুলির এক পর্ব্ব কৃষ্ণ অপর পর্ব্ব-লোহিত এই রূপে করতলের অর্দ্ধেক কৃষ্ণ ও অপরার্দ্ধ লোহিত বর্ণকরে। উৎসবোপলক্ষে এই অঙ্গরাগপ্রথার মহা সমারোহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস কন্যার আত্মীয়েরা তাহাকে প্রকাশ্যরূপে স্নান করিতে লইয়া যায়। পরে স্বায়-ক্কালিক আহার সম্পন্ন হইলে কন্যা পাত্রে এক থাল মেহদী লইয়া নিমন্ত্রিতদিগের সম্মুখীন হইলে স-কলেই তাহাতে যৌতুকস্বরূপ স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা বিদ্ধ করিয়া দেয়। এই প্রথার নাম "নুকত।" এতদ্দেশে ইহার অনুকরণে মোসলমানদিগের মধ্যে অনেক সংস্কারোপলক্ষে "মেহদী ভাঙ্গা" প্রসিদ্ধ আছে। নুকতের পরে ঐ পাত্র কন্যা সমুদায় থাল ও টাকা একটা জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করত নূতন মেহদী লইয়া হস্ত ও পদ রঞ্জিত করে, ও অবশিষ্ট মেহদীতে নিমন্ত্রিতেরা আপন আপন২ হস্তের রঞ্জন করেন। এই রাত্রির নাম "হেনা* রাত্র।" মিসর দেশে পর্ব্বোপলক্ষে স্ত্রীপুরুষ ব্যতীত গো-উষ্ট্র-অশ্বাদি পশু ও রঞ্জিত হইয়া থাকে।

ইজিপ্ট দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নয়নে "কোহল" নামক এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্য ব্যবহার করে। আমাদিগের কজ্জল ও হিন্দুস্থানী ও মুসলমান-দিগের সূর্ম্মা ঐ কোহলের প্রতিরূপ বলিলে বলা যায়। সুগন্ধ ধুনা দগ্ধ করিলে যে কালী পড়ে তাহার নাম কোহল। অন্য প্রকার প্রক্রিয়াদ্বারাও কোহল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাদামের ত্বক্ দগ্ধ করিলে যে কালি পড়ে তাহার নামও কোহল। উল্লিখিত বিবিধ প্রকার পদার্থ সকল চক্ষের পী-ড়াজনক নহে। গ্রীক ও হিব্রু স্ত্রীরা ইহাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে।

* মেহদীর অপর নাম মেহন্দী তাহার পরাম্ভিধান "হেনা।"

হুমাউন পাদশাহের জীবন-বৃত্তান্ত।

৪০ সংখ্যার ৮৮ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।

পর দিবস হুমাউন পাদশাহের সৈন্যেরা ঐ কূপ পরিত্যাগ করত অমরকোট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল; কিন্তু এ যাত্রায় তাহাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ ঘটিয়াছিল। দুই দিবস জল না পাওয়াতে কতকগুলি লোক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল; অপর কতকগুলি মরিয়া গিয়াছিল। তৎপরে তাহারা একটি কূপ দেখিতে পাইল; কিন্তু সকলে তৃষ্ণায় এত কাতর ও অধীর হইয়াছিল, যে এক মুশক জল কূপহইতে তুলিতে না তুলিতেই দশ বারো জন তাহার উপর পড়িয়া টানাটানি করাতে রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল, সুতরাং কতকগুলি ব্যক্তি কূপমধ্যে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল। পর দিবস তাহারা এক জলাশয় পাইয়াছিল, কিন্তু অনেক উষ্ট্র এবং অধিকাংশ লোক তাহার জলপান করিয়া বক্ষো-বেদনায় অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। অনন্তর অবশিষ্ট স্বল্প লোক সঙ্গে হুমাউন পাদশাহ অমরকোটে পঁহুছিলেন। তত্রত্য রাজা অতীব; সদাশয় তিনি ইহাদিগের দুর্ঘটনায় যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া হুমাউনকে বন্ধুতার বিলক্ষণ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হুমাউনের এতাদৃশ দুরবস্থার সময় ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তথায় হামিদাবানুর গর্ব্ভে আকবর নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। হুমাউন অমরকোঠের রাজার সহায়তায় বিক্কারের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু সৈন্যেরা বিদ্রোহাচরণ করাতে কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন নাই। তৎ পরে তিনি কান্দাহারে গমন করেন। কান্দাহার তখন কামরাণের অধীনে ছিল। তথায় উপনীত হইবামাত্রেই তত্রত্য শাসনকর্ত্তা আস্করী তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি ও আকবরকে কাড়িয়া লইলেন; হুমাউন স্বীয় মহিলার সহিত খোরাশানে পলায়ন করেন।

এক্ষণে হুমাউন স্বজাতীয় মোগলদিগের সাহায্যের প্রতি আর কোন আশ্বাস না রাখিয়া পারশ্য দেশীয় পাদশাহের শরণাপন্ন হন। এক্ষণে তামাসপ্ পারশ্য দেশের পাদশাহ ছিলেন। তিনি হুমাউনকে অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ও তাঁহার ভগিনী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের যত্ন ও কৌশলে তিনি দশ সহস্র পারসিক সৈন্য পাইয়া তামাস্পের পুত্র মুরাদকে সমভিব্যাহারে লইয়া কান্দাহার ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল ক্রমাগত ছয় মাস কাল পরিশ্রম করিয়া হস্তগত করত পূর্ব্ব অঙ্গিকারানুসারে মুরাদকে সমর্পণ করেন।

অতঃপর হুমাউন কাবলে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে মুরাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র প্রত্যাগত হইয়া ছলে-বলে-কৌশলে কান্দাহার আপন হস্তগত করিলেন। এই অন্যায়াচারণের পর তিনি অতি শীঘ্র কাবলে আসিয়া কামরাণের শিবিরের সম্মুখে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিয়া রহিলেন। এই অবকাশে কামরাণের প্রধান প্রধান লোকেরা একে একে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সুতরাং অতি অল্পকাল মধ্যেই কাবল হুমাউনের হস্তগত হইল। হুমাউন কাবল প্রবিষ্ট হইয়া আপন স্ত্রীপুত্রের মুখ সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আকবরের বয়ঃক্রম তৎকালে চারি বৎসর হইয়াছিল।

১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হুমাউন কাবলহইতে বুদাউন প্রদেশে আসিয়া তৎতাবৎ অধিকার করেন। কিন্তু এদিগে কাবলে হুমাউনের অনুপস্থিতি জানিতে পারিয়া কামরাণ বহু কষ্টে তথায় উপস্থিত

হইয়া অকস্মাৎ তাহা অধিকৃত করিলেন। হুমাউন ইহার সংবাদ পাইবামাত্র কাবলে প্রত্যাবর্ত্তন করত শত্রুকুল নিকূল করিতে লাগিলেন। একদা কামরাণ চতুরতাপূর্ব্বক আকবরকে এক উচ্চ প্রাচীরের উপর তুলিয়া হুমাউনের দৃষ্টিগোচর করাইলেন। ইহাতে হুমাউন কামরাণকে বলিয়া পাঠান যে যদ্যপি আকবরের কোন ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে তাঁহার এক প্রাণিও রক্ষা পাইবেক না। অতপর কামরাণ কাবল পাইবার কোন সুবিধা না দেখিয়া রাত্রিকালে পলায়ন করেন।

হুমাউনের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা তাঁহার মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ গাজির প্রতি ত্যক্ত হইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু হুমাউন স্বয়ং গাজির কোন দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং কাহার কথা রক্ষা করিলেন না। ইহাতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কামরাণের পক্ষ অবলম্বন করিল। অনন্তর কামরাণ কুসহম নামক স্থানে এক সঙ্গ্রাম করেন কিন্তু তাঁহার সৈন্য সঙ্গতি ও যুদ্ধসামগ্রীর অসদ্ভাব হওয়াতে পরাভূত হইয়া হুমাউন পাদশাহার শরণাপন্ন হইলেন। এই সংগ্রামে হিন্দালের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এমন যে ঐ হুমাউনকে শত্রু ভ্রাতাকে পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। এবং যাহা করিলে সহোদর বসীভূত হয় তাহাই করিলেন। কিন্তু কামরাণ স্বীয় স্বভাবানুযায়িক কৃতঘ্নতাদ্বারা তাঁহার সুজনতার পুরস্কার করিতে এক নিমিষও ত্যাগ করেন নাই। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে পীর মহম্মদ বেলুচিব স্থান আক্রমণ করেন। হুমাউন তাহার দলনার্থে কামরাণ ও আস্কারীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এখানে কামারণ ও আস্কারী তথাপি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। কিন্তু হুমাউন তাহাদিগের কিছু শাস্তি দিলেন না। পীর মহম্মদ হুমাউনের প্রবল পরাক্রম দর্শনে ভয় পাইয়া বেলুচ মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। হুমাউন বিপক্ষদিগের নগর মধ্যে যাইবার মানস করিলেন; কিন্তু সহচরেরা নিষেধ করিয়া তাহাকে বালির সন্নিধানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া থাকিতে পরামর্শ দেয়। ইহাতে তাঁহার সমূহ অমঙ্গল ঘটে; এবং অবশেষে তিনি পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই অশুভ সঙ্গ্রামের পর যখন হুমাউন সৈন্য লইয়া কাবল যাইতেছিলেন, তখন কামরাণ ও আস্কারী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। হুমাউন ইহাতে রোষান্বিত হইয়া কামরাণকে ধৃত করিতে লোক পাঠাইলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কয়েক জন বিশ্বাসঘাতকেরা হুমাউনকে পরিত্যাগ করিয়া হুমাউনের বিপক্ষে সঙ্গ্রাম করিল। হুমাউন অতি অল্প সঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া মহাসাহসে সমর করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে আঘাতী হইয়া পলায়ন করেন; সুতরাং কামরাণ তৃতীয়বার কাবেলের অধিপতি হইলেন। এখন হুমাউনের অর্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব হইল এমন কি তাঁহার পূর্ব্বানুগত কতকগুলি সৈন্যদিগের বেতন দিতে তাঁহার যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

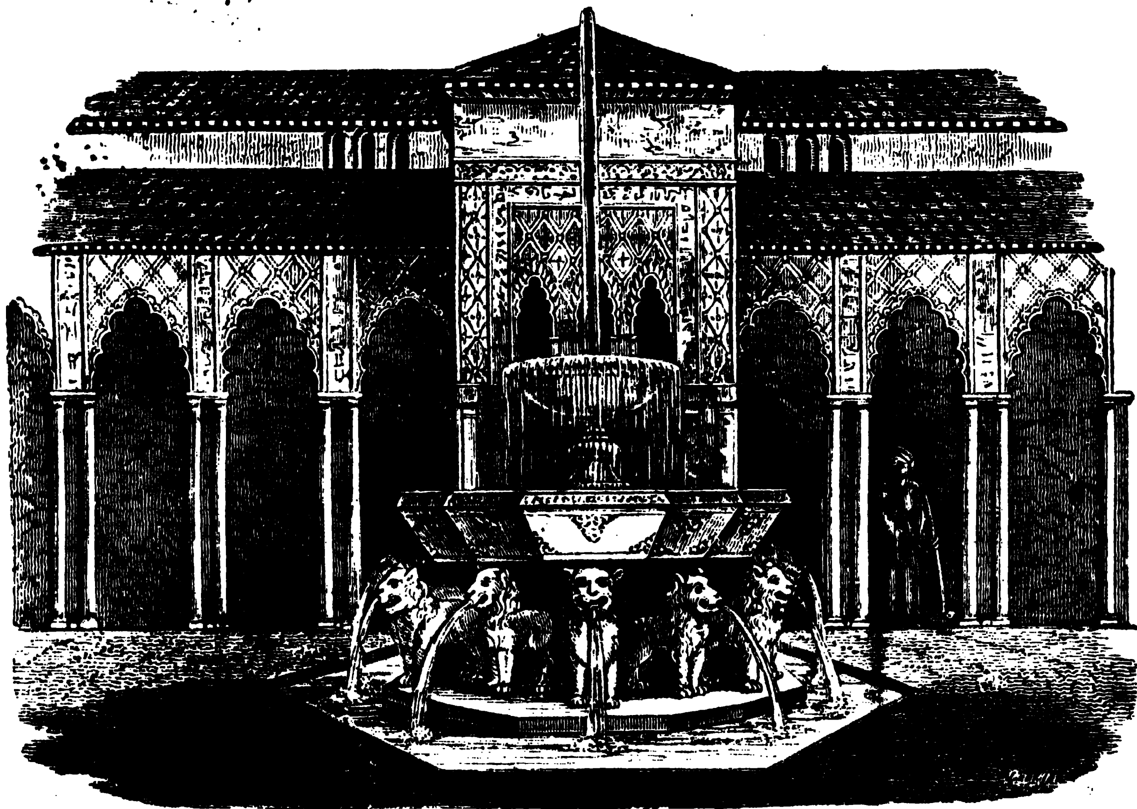
৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, কার্ত্তিক। [৪৩ খণ্ড।

গ্রণাডা নগরের সিংহ-প্রাসাদ।



নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে লোকে প্রায় অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া থাকে। মহম্মদকর্তৃক প্রচারিত নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে যবনেরা সেইরূপ উৎসাহপূর্ণ হইয়াছিল। ঐ উৎসাহের অবলম্বনে তাহারা ৫০০ বৎসর কাল-পয্যন্ত সমুদায় হিন্দুস্থান ও তিব্বত তাতার কাবুল পারশ আরব প্রভৃতি নানা স্থান এবং আফরিকা খণ্ডের উত্তরাংশস্থ মিসর ত্রিপলি প্রভৃতি নানা রাজ্য অধিকার করে। তদনন্তর তাহারা ভূমধ্যসাগর অবতরণপূর্ব্বক ইউরোপের পশ্চিমদিকবর্ত্তি স্পেন-দেশ অধিকার করণে প্রবৃত্ত হয়। তৎসময়ে স্পেনবাসিরা যুদ্ধতৎপর ছিল; কিন্তু যবনদিগের পরাক্রমহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেক না; সুতরাং মূর-জাতীয় যবনেরা তাহাদিগের দেশে আধিপত্য সংস্থাপিত করিলেক। সেই যবন-শাসনে স্পেন-দেশের অশেষরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যবনেরা তথায় কৃষি ও শিল্পবিদ্যা বিশেষতঃ রেশমী ও ঊর্ণাবস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত করে। তাহাদিগের রাজ্য সময়ে স্পেন-দেশীয় গ্রণাডা-নগর তাহাদের রাজপাট ছিল। তাহা স্পেনের দক্ষিণভাগে এক পর্ব্বতমূলে স্থিত, এবং স্বভাবতঃ অতিরমণীয়। তথায় তাম্র ও সীসকের খনি অনেক আছে, এবং মার্বল প্রস্তর যথেষ্টপরিমাণে পাওয়া যায়; তদ্বিক্রয়ে উক্ত নগর বাসিরা ঋদ্ধিমন্ত হইয়াছে। তাহার সন্নিকটে ডোরোনাম্নী নদী প্রবাহিত হইয়া তৎসমীপস্থ স্থান পরম সৌন্দর্য্যে বিভাষিত করিয়াছে; এবং তাহার প্রসাদে তত্রত্য ভূমি উত্তম-ফল-প্রদায়িনী হইয়াছে। অপর তাহার নিকটস্থ সিএরা-নিবেডা পর্ব্বতের সুশীতল-সমীরণ-প্রভাবে তথাকার লোক সর্ব্বদা সুস্থতা সম্ভোগ করিয়া থাকে। অন্ততঃ যবননৃপতিদিগের অসামান্য ব্যয় ও শিল্পনৈপুণ্য সহকারে অনেক অট্টালিকাদ্বারা উক্ত স্থান অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যবননৃপতিরা আপনাদিগের রাজ্যের বলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অতীব দুর্গম এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাই তাঁহাদিগের শেষকীর্ত্তিস্বরূপ বলিতে হয়। ঐ দুর্গ চত্বারিংশ সহস্র সৈন্যের বাসোপযুক্ত। তাহার একাংশে "অলহম্ব্রা" নামে বিখ্যাত এক প্রাসাদ আছে। ঐ প্রাসাদ অনেক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।



গ্রণাডা-নগরের সিংহ-প্রাসাদ।

এক মনোহর চাঁদনীদিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ চাঁদনী সুচারু প্রস্তরদ্বারা বিনির্ম্মিত; এবং তাহার ছাদ সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত। তাহার প্রাচীরে খোদিত-চিত্রাদি-বিশিষ্ট শিলাপট্ট-সকল সন্নিবেশিত আছে; এবং স্থানে স্থানে মিনাদ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছে।

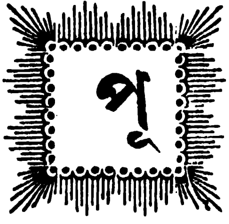
উল্লিখিত চাঁদনীর সন্নিকটে ৬৬ হস্ত দীর্ঘ ও ৩৩ হস্ত প্রস্থ একটি বৃহৎ গৃহ আছে। ঐ গৃহের স্তম্ভসকল শ্বেতপ্রস্তরদ্বারা বিনির্ম্মিত, এবং তাহাতে পুষ্পমালা প্রভৃতি নানা প্রকার খোদিত শিল্প-কর্ম্ম আছে। ইহার প্রাচীর অতীব বিচিত্র; বোধ হয় তাদৃশ সুদৃশ্য অট্টালিকা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাহার স্থানে২ নীল পীত রক্ত কৃষ্ণাদি নানা বর্ণের প্রস্তরফলক বিনিবেশিত আছে; এবং অপর কোন কোন অংশ মিনাদ্বারা চিত্রিত।

এই অট্টালিকার সম্মুখে দ্বাদশটি সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহাদের পৃষ্ঠের উপর শ্বেত প্রস্তরময় একটি জলাধার সংস্থাপিত। ঐ জলাধার এরূপে খোদিত হইয়াছে যেন উহার গাত্রে পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। ঐ আধারে জল রাখিলে যন্ত্রপ্রভাবে ঐ জল দ্বাদশটি সিংহের জিহ্বাগ্র-হইতে নিঃসৃত হইয়া একটি কুণ্ডে পতিত হয়, এবং সেই কুণ্ড হইতে ঐ জল অনায়াসে অট্টালিকার সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতে পারে। যখন এই শুভ্র প্রস্তরময় ফোয়ারা হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে তখন ঐ "সিংহপ্রাসাদ" অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে; তখন বোধ হয় যেন সিংহ-সকল যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া ফেন উদ্গমন করিতেছে, অথবা যেন কোন শিখরহইতে নির্ঝর বারি নিপতিত হইতেছে। বোধ হয় তখন

অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী কোন রাজকন্যা মুক্তাভরণে ভূষিতা হইয়া পরিভ্রমণার্থ তথায় উপস্থিতা হইলে সিংহমুখ-বিনিঃসৃত মুক্তাফলায়মান জল-ধারার বিন্দু-সকল অবলোকনে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্বিত হয়। বিশেষতঃ এই গৃহের চারি দিকে বৃক্ষবাটিকা ও লতা-মণ্ডপ থাকাতে ইহা যে কি পর্য্যন্ত সুরম্য দেখায় তাহা বর্ণন করিয়া মনের আশা পরিতৃপ্তা হয় না। ফলতঃ "অলহম্ব্রা" প্রাসাদটি কি পর্য্যন্ত রমণীয় তাহা দর্শনভিন্ন পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে চিত্র প্রদর্শিত হইল তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র অনুভূত হইবে। কএক বৎসর অতীত হইল অমরিকা-খণ্ডের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ওয়াশিঙ্টন্ অর্বিং সাহেব অলহম্ব্রা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই অট্টালিকা সম্বলিষ্ট কোন অংশ সিংহপ্রাসাদের ন্যায় রমণীয় নহে। যদিচ কালসহকারে ও ভূমিকম্পাদি নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটাতে ইহা জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তত্রাপি সিংহপ্রাসাদের দ্বাদশটি সিংহের মুখহইতে অদ্যাপি স্বচ্ছ জল পূর্ব্ববৎ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই সিংহমন্দিরের চারি দিকে বৃক্ষবাটিকা থাকাতে ইহা অতীব রমণীয় দেখায়। এই স্থানে বাস করিলে আনন্দাভিলাষ সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হয়; বোধ হয় না যে পুরাকালে ইহার অপেক্ষা কোন অট্টালিকা অধিক রমণীয় ও সুসজ্জিত ছিল। এখনও যে কোন ভ্রমণকর্ত্তা এই পরিত্যক্ত ও জীর্ণ অট্টালিকা দর্শন করেন, তাঁহাকেই অনন্যমনা হইয়া এক দৃষ্টিতে ইহার সুবর্ণমণ্ডিত ও খোদিত চিত্রাদি নিরীক্ষণ করিয়া অবশ্যই বিমোহিত হইতে হয়; এবং এই সকল অট্টালিকা-নির্ম্মাণে যে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা তৎকালেই অনুভূত হইতে পারে। আক্ষেপের বিষয় এই যে এমন মনোহর কীর্ত্তি ক্রমশঃ কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।"

১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফর্দিনান্দ বাদশাহ যবন নৃপতিদিগের অধিকৃত রাজ্যের অপহরণার্থে এক বৎসর অবিরত ও অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমদ্বারা উপর্য্যুপরি তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ত্বরায় তাহাতে কোন ফল লব্ধ হয় নাই। মুসলমানদিগের এই অসামান্য-কীর্ত্তি-পরিপূর্ণ ও অনির্বচনীয়-লোচনান্দদায়ক "অলহম্ব্রা" দুর্গে অপর নৃপতি আসিয়া ঐশ্বর্য্য-ভোগ করিবেক ইহা তাহাদের মনে উদিত হইলেই অত্যন্ত আক্ষেপ হইত; অতএব তাহাদের একলক্ষ সৈন্য এই স্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত পণকরিয়া ফর্দিনান্দ বাদশাহের বিরুদ্ধে সমর করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে চপলা কমলা তাহাদিগের প্রতিকূলা হইলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা জানুয়ারি দিবসে যবনেরা পরাস্ত হইল। ফর্দিনান্দ বাদশাহ তাহাদিগকে স্পেনহইতে দূরীকৃত করিয়া সমস্ত রাজ্য আপন হস্তগত করিলেন। তদবধি স্পেন-দেশে মুরদিগের আর আধিপত্য হয় নাই। পরন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। যিনি স্পেন-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে যান তিনিই মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত অলহম্ব্রার রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য সুরম্য হর্ম্ম্য দেখিয়া মুসলমান-নৃপতিদিগকে তথায় বিদ্যমান দেখেন। ইউরোপীয় পুরাবৃত্তজ্ঞেরা স্বীকার করেন অল্‌হম্ব্রা-প্রাসাদের বারাণ্ডা দেখিতে যাদৃশ রমণীয় তাদৃশ রমণীয় অট্টালিকা ইউরোপখণ্ডে আর নাই।

শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্ত।



পূর্ব্বে আমরা অশোক রাজার বৃত্তান্তে এতৎ ও অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার-বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম; বোধ হয় তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিস্মৃত হয়েন নাই; সম্প্রতি ঐ ধর্ম্মের সুবিখ্যাত উপদেষ্টা শাক্যমুনির জীবন-বিবরণ লেখিতব্য। যদিচ এই ক্ষণে বুদ্ধদেবের জন্মভূমিতে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচলিত নাই, তথাপি তাঁহার মতাবলম্বিদিগের কোন মতে হ্রাস হয় নাই; সমস্ত মানবজাতির পঞ্চমাংশ তাঁহার মতাবলম্বনপূর্ব্বক মুক্তি-কামনা করিতেছে, এবং সিংহল জাপান ব্রহ্ম সিয়াম তিব্বত মহাচীন ও চীন প্রভৃতি দেশসমূহে তাঁহার ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি যে সুপণ্ডিত ও মহাবুদ্ধিমান্ ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই; নচেৎ কোটি২ মনুষ্য তাঁহার মত গ্রহণ করিবে ইহা সম্ভবপর হয় না; সুতরাং উক্ত মহাজনের বিবরণ-লিখনে অবকাশ প্রার্থনা করার আবশ্যক রাখে না; পাঠকবৃন্দ অবশ্যই ইহাতে তৃপ্ত হইবেন।

যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যমুনির জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে তন্মধ্যে "ললিতবিস্তর" নামক গ্রন্থই প্রধান; কিন্তু তাহা নানাবিধ অলীক গল্পে পরিপূর্ণ; তাহাহইতে সারোদ্ধার করা দুষ্কর; অতএব সত্য-মিথ্যারবিচার না করিয়া এস্থলে অবিকল তাহার গল্প সংক্ষেপে অনুবাদিত করা গেল।

উক্ত গ্রন্থের মতানুসারে শাক্যমুনি জন্মান্তরীয় সুকৃতিবলে তুষিতনামক স্বর্গলোকে বহুকাল বসতি করেন। পরে কশ্যপমুনি তাঁহাকে দেবতাদিগের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং বুদ্ধ হওনার্থ মর্ত্যলোকে জন্ম-পরিগ্রহণ করেন। অতঃপর একদা তাঁহার সম্মুখে দেবতারা নৃত্য-গীতাদি করিতেছেন এমত সময়ে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বৌদ্ধেরা তাঁহাকে বুদ্ধ হইবার নিমিত্ত পৃথিবীস্থ হইতে প্রার্থনা করিলেক। তাহাতে তিনি জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইবার মানস প্রকাশ করিয়া কহিলেন "যদ্যপি তোমাদিগের মধ্যে কাহার নির্ব্বাণপদে বাসনা থাকে তবে আমার সমভিব্যাহারে অবনী মণ্ডলে জন্মগ্রহণ কর।"

তদনন্তর তুষিতলোকে দেবতারা কোন্ স্থানে কোন্ জাতিতে বা কোন্ বংশে বোধিসত্বের জন্ম পরিগ্রহণ করা বিধেয় এই আলোচনা করিয়া একবাক্যতায় ভাগীরথী-তীর-সমীপস্থ প্রদেশ স্থির করিলেন; কিন্তু জাতি ও বংশ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রযুক্ত কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে উজ্জয়িনী, হস্তিনাপুর, মথুরা, প্রয়াগ, রাজগৃহ, কোশল শ্রাবস্তী ও বংসরাজ প্রভৃতি রাজধানীতে প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজগোষ্ঠীরা বাস করিতেন। দেবতারা ঐ সকল রাজবংশের সকলেরই কিঞ্চিৎ২ দোষ দৃষ্টে বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণার্থ বংশস্থিরকরণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন যে কপিলবস্তু-নিবাসী অতিপ্রাচীন বংশোদ্ভব সুদ্ধোদননামক ভূপতির নিকেতনে তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন। অতঃপর কশ্যপমুনি যে প্রকারে তাঁহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপে তিনি মৈত্রনামা এক জন বোধিসত্বকে দেবতাদিগের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করিয়া তুষিত-লোকপরিত্যাগপূর্ব্বক ষড়্দন্ত করভের রূপ-ধারণ করত সুদ্ধোদন-পত্নী মায়াদেবীর গর্ভের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিলেন। তৎ সময়ে মায়াদেবী নিদ্রিতা ছিলেন। বুদ্ধদেবের করভরূপ স্বপ্নে জ্ঞাত হইয়া

পরমসুখে রাজাকে তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। পরে নৃপতিকর্ত্তৃক এই স্বপ্নবিবরণ ব্রাহ্মণ ও গুহাচার্য্যেরা জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ আপনার রাজ্ঞী একটি সম্রাট্ বা বুদ্ধ প্রসব করিবেন।" ভূপতি এই বার্ত্তাশ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া নব-গ্রহ-হোম, দেবার্চ্চনা, দানাদি করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবাতারাও মায়াদেবীর পরিশুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তৎসময়ে তাহার জন্ম স্থান লুম্বিনী নামক উদ্যান জাতী যুথী প্রভৃতি নানা পুষ্পে প্রমোদিত ছিল তাহার সদ্গন্ধে মত্ত হইয়া নানাবিধ পশু পক্ষী আনন্দ উৎসব করিতেছিল। মায়াদেবী ঐ সুখের সম্ভোগার্থে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি দণ্ডায়মানাবস্থায় এক বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করত দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া শাক্যসিংহকে প্রসব করিলেন। বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সপ্তপদপরিমিত ভূমি পরিভ্রমণ করিতে২ প্রত্যেক দিগের নামোচ্চারণ ও ভবিষ্যতে কি২ করিবেন, তাহা সুব্যক্ত করিলেন। ঐ শুভ সময়ে অবনিমণ্ডল আলোকময় হইল, ভূমি-কম্প ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, অন্ধেরা নয়ন প্রাপ্ত হইল, রত্নগর্ভা পৃথ্বী স্থানে২ পঞ্চশত সুবর্ণাদির খনি বিবৃত করিলেন। ও অপরাপর অদ্ভুত ব্যাপারসকল সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল। অপর তন্মুহূর্ত্তে রাজগৃহ শ্রাবস্তী কৌশাম্বী ও উজ্জয়িনী এই নগরচতুষ্টয়ে চারি রাজকুমারের জন্ম হইয়াছিল। অধিকন্তু কপিলবস্তু রাজধানীতে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব পঞ্চশত বালক ও পঞ্চশত বালিকা শূদ্রকুলে পঞ্চশত পুরুষ ও পঞ্চশত স্ত্রীলোক, তথা পঞ্চশত কন্যা ও পঞ্চশত ঘোটক ভমিষ্ঠ হইল। এই বালকের জননে শুদ্ধোদন নৃপতির মনোভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইয়াছিল এই হেতু তিনি তাঁহার অপত্যের নাম সিদ্ধার্থ ও সর্ব্বসিদ্ধার্থ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে নাম এইক্ষণে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। অধুনা তাঁহার মতাবলম্বিরা তাঁহাকে শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থে "শাক্যসিংহ" শব্দে বিখ্যাত করে। শাক্যগোষ্ঠীগৌতম গোত্র; অতএব সিদ্ধার্থকে "গৌতম" বলাও প্রসিদ্ধ রীতি। বুদ্ধজ্ঞান-প্রাপ্তির পর অবধি তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে "ভগবন্" শব্দে সম্বোধন করিত, এই প্রযুক্ত ঐ শব্দও তাঁহার নামের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

শাক্যসিংহের জননের সপ্তাহ গতে তাঁহার মাতা মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশনামক বৌদ্ধ-স্বর্গ-বিশেষে দেবতাদের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজা অতঃপর সিদ্ধার্থকে লুম্বিনী নামক উদ্যানহইতে কপিলবস্তুনগরে সমারোহপূর্ব্বক পৈতৃক দেবালয়ে লইয়া যান। তথায় প্রতিষ্ঠিত দেব-প্রতি-মূর্ত্তি সকল বুদ্ধকে সংদর্শন করিবামাত্র স্বাপকর্ষবোধক-চিহ্ন প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত শাক্যের অপর এক সঞ্জ্ঞা "দেবদেব" বিখ্যাত হয়। মাতৃবিয়োগের পর সর্ব্বার্থসিদ্ধকে তাঁহার পিতৃব্য-পত্নী গৌতমী দ্বাত্রিংশৎ ধাতৃগণের সমভিব্যাহারে লালন পালন করেন, এবং তাঁহাদের প্রতিপালনে তিনি দিন২ পুষ্ট হইয়া অবশেষে সহস্র হস্তির বল প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম বর্ষারম্ভে শুদ্ধোদন আপন্ন পুত্রের বিদ্যারম্ভার্থ শুভ দিন স্থির করিয়া নগর পরিষ্কার করত দেবার্চ্চনা ও দানাদি করণপূর্ব্বক পুত্রকে গুরুর নিকট নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আয়াসের প্রয়োজন ছিল না; যেহেতু সিদ্ধার্থ বিনা শিক্ষায় গুরুমহাশয়ের নিকট যবন হন প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অক্ষরের

পরিচয় দিলেন। তাহাতে গুরু চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ক্রমশঃ হস্তিশিক্ষা গণিত ও জ্যোতিষ্ প্রভৃতি ৩৪ বিদ্যায় শাক্যের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইল। অপর মল্লযুদ্ধে লম্ফনে দ্রুতগতিতে সন্তরণে বাণনিঃক্ষেপে শস্ত্র-সঞ্চালনে ও অন্যান্য মল্লবিদ্যায় স্বজাতীয় সমস্ত শাক্য-বয়স্কদিগকে তিনি পরাজিত করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার বলের প্রশংসায় কথিত আছে যে একদা এক বৃহৎ বৃক্ষ রাজপথমধ্যে পতিত হইয়াছিল, তিনি অনায়াসে একাকী তাহার উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

রাজা সিদ্ধার্থ রাজকুমারের উদ্বাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পরিণয় করিতে অনুমতি করেন। তাহাতে তিনি মনোভিরামা কন্যা পাইলে বিবাহ করিবেন এইকথা লিপিদ্বারা স্বীকার করিলেন। তদনন্তর অনেক অনুসন্ধানের পর গোপা নাম্নী এক রাজতনয়া মনোমত স্থির হয়। কিন্তু সেই কন্যার পিতার প্রতিজ্ঞা ছিল যে যে ব্যক্তি শিল্পবিদ্যায় নিপুণ হইবেক তাহাকে ঐ কন্যা প্রদান করিবেন। শাক্যসিংহ তৎক্ষণাৎ সমস্ত শিল্প বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া ভাবি শ্বশুরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত গোপার পাণিগ্রহণ করেন।

সর্ব্বগুণান্বিতা গোপা নারীর আদর্শস্বরূপ ছিলেন; পরন্তু বুদ্ধদেব ঐ কন্যাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যশোধরা ও উৎপলবর্ণা নাম্নী অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যশোধরার গর্ভে রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে।

শাক্যসিংহ ঊনবিংশবর্ষপর্য্যন্ত তাঁহার পিত্রালয়ে নানাবিধ-সুখসম্ভোগে দিনযাপন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে উদ্যানে বিহরণ করাই প্রধান ছিল। মধ্যে২ উদ্যানে গমনসময়ে পথে তিনি আতুর বা বৃদ্ধ ও কখন বা শব ও যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি পদার্থ দর্শন করিয়া পীড়া বার্দ্ধক্য মৃত্যু ও ধর্ম্মের বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন হইতেন। ক্রমে২ তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। একদা তিনি এক ঋষির কুটীরে গমন করিয়া তথায় তাহার ও তৎপরিবারের দুরবস্থা ও ক্লেশ দর্শনে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া সামান্য সাংসারিক অনিত্য সুখভোগ ত্যাগ করত পরমতত্ত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হওনাভিলাষে জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধের সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের এই প্রথমসূত্র; এই প্রযুক্ত তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন কালে রত্ন গর্ভা মেদিনী স্থানে২ নানাবিধ রত্ন খনি তাঁহার সম্মুখে উপঢৌকনস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতে মুগ্ধ হইলেন না। এই ঘটনায় তাঁহার পিতা মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। জ্যোতির্বেত্তারা এই গণনা করিয়াছিলেন যে তিনি সম্রাট্ অথবা বুদ্ধ হইবেন। রাজা ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের সাতিশয় অভিলাষ তাঁহাকে সম্রাট্ করিবেন; অতএব যাহাতে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে না পারেন এমৎ সতর্ক হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। শাক্যসিংহ একদা রজনীযোগে সাংসারিক মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারূঢ় হইয়া পলায়ন করিলেন; এবং তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া দিব্য বসনভূষণ ও ঘোটক গৃহে প্রত্যানয়নার্থে ভৃত্যকে অর্পণ করিয়া তাহাকে বলিলেন "পিতামাতা জ্ঞাতি বন্ধুগণ আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হন। তত্ত্ব জ্ঞান * উপলব্ধ হইলেই আমি সাক্ষাৎ

* বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে বহুকাল সৎক্রিয়া ধ্যান ধারণা সমাধির অবলম্বন করিলে মনুষ্য ক্রমশঃ এতাদৃশ জ্ঞানাপন্ন হয় যে অবশেষে তাহার আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, ও সে স্বয়ং ঐশ্বরী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বর হয়; ইহার নাম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করণ বা বুদ্ধ হওন।

করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিব।” ঐ ভৃত্য শুদ্ধোদন রাজার নিকটে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলে রাজ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

অতঃপর শাক্য স্বীয় খড়্‌গদ্বারা শিখা ছেদন করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাধরূপ ইন্দ্রদত্ত গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। এই বেশে তিনি পরিভ্রমণে উন্মুখ হইয়া মগধ রাজ্যের রাজগৃহ নগরে উপনীত হন। তথাকার নৃপতি বিম্বসার প্রাসাদহইতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার আচার-ব্যবহারের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইক্ষণে এই যুবা যোগীর আগমন বার্ত্তা ভৃত্যগণপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিয়া যৎপরোনাস্তি সমাদরপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে “আপনি এখানে অবস্থিতি করিলে আমরা কৃতার্থ হইব; ও আপনার সেবা শুশ্রূষার কোন বিষয়ে ত্রুটি হইবেক না।” সিদ্ধার্থ রাজার প্রার্থনায় অসম্মত হইয়া আপন পরিচয়ে এই মাত্র উত্তর করিলেন যে “আমি হিমগিরি-সমীপস্থ ভাগীরথীতীরে কোশলরাজ্যমধ্যে কপিলবস্তুগ্রামবাসী শাক্যবংশোদ্ভব সুদ্ধোদন রাজার তনয়; এইক্ষণে সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দ-পরিহার-পুরঃসর পরম-তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান্ হইয়াছি।”

রাজগৃহ পরিত্যাগের পর বুদ্ধদেবের সহিত অনেক ব্রাহ্মণ মুনিঋষিদিগের সাক্ষাৎ হয়; এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদের উপাসনার রীতি ব্যবহার ব্যক্ত হইলে তাহাতে তাঁহার অসন্তুষ্টি জন্মায়; যেহেতু তিনি নিশ্চয় বোধ করিলেন যে ঐ সকল রীতি-ব্যবহার আধুনিক—নির্ব্বাণমুক্তির মূলক নহে। এই প্রযুক্ত তিনি নৈরঞ্জনানদীর তীরে যাইয়া ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অনাহারাদি নানা প্রকার শারীরিক ক্লেশ করত যোগাভ্যাস করেন। ঐ সময়ে কামদেব তাঁহাকে ঐহিক সুখাভিলাষী করিবার মানসে* সসৈন্যে বিবিধ প্রকার ছলনা করত যাহাতে তিনি ষড়্‌রিপুর বশীকরণ করিতে পারেন তাহার সদুপদেশচ্ছলে তাঁহাকে কহেন যে “কেন তুমি অনর্থক উপবাস করিতেছ? দান, হোম, যজ্ঞাদি করিলেই প্রচুর ফলভোগী হইবে।” কিন্তু তদ্বাক্যে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধ হইল না। বোধীসত্ত শাক্য প্রত্যুত্তর করিলেন “হে মার! আমি অচিরাৎ তোমাকে পরাভূত করিব। তোমার প্রথম চর ইচ্ছা, দ্বিতীয় অলীক-আমোদ, তৃতীয় ক্ষুৎপিপাসা, চতুর্থ কাম, পঞ্চম তন্দ্রা ও অলস, ষষ্ঠ ভয়, সপ্তম সন্দেহ ও অষ্টম রাগ ও কাপট্য যাহারা কেবল স্বার্থপর—যাহারা কেবল বন্দিভাটদিগের নিকট যশঃপ্রার্থনা করে,—যাহারা কেবল সম্ভ্রমেচ্ছু,—যাহারা আত্মশ্লাঘী ও যাহারা পরনিন্দক—তাহারাই তোমার সেনার যোগ্য। কিন্তু যে মুনি বা ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়াছেন, যিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, যিনি উত্তমরূপে বুদ্ধির চালনা ও বিবেকাধীনে সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন, রে মূঢ় তাহার তুমি কি করিতে পার?”

কঠোর-তপ-সাধনে এই প্রকার ছয় বৎসরে শাক্যের শরীর অশক্ত হয় ও অনাহারে বুদ্ধির হ্রাসতা জন্মে তৎপ্রযুক্ত তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান চিন্তারও ব্যাঘাত হয়, এই বিবেচনা স্থির করত তপঃসাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি নৈরঞ্জনায় স্নান করিতে উদ্যত হইলেন। অবগাহানন্তর উঠিবার সময়ে নদীর তটস্থ এক অর্জ্জুন বৃক্ষের শাখা তাঁহার অবলম্বনার্থ নম্রীভূত হইল। তন্নিকটস্থ পল্লীর

* বৌদ্ধদিগের মতে কামদেব সৎব্যক্তিমাত্রের শত্রু; এবং যাহাতে তাহারা সৎপথভ্রষ্ট হয় এই তাঁহার কার্য্য। ফলতঃ মুসলমানদিগের সৈতান যে প্রকার বৌদ্ধদিগের মার বা কামদেব তদ্রূপ। হিন্দুশাস্ত্রে এতাদৃশ বর্ণন কুত্রাপি আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

দুই গোপকন্যা তাঁহাকে দুগ্ধ আনিয়া দিলেক, এবং এই প্রকার স্নান ভোজনে তাঁহার দিন২ শরীর পুষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে তাঁহার সমভিব্যহারী পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কহিল "এক্ষণে গৌতম ঔদারিক ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন; এতাদৃশ ব্যক্তি কখন পরমতত্ত্ব লাভ করিতে পারে না।" এই বিবেচনায় তাহারা বারাণসীর নিকটস্থ এক কুঞ্জে গমন করিয়া যোগীর ব্যবহার করিতে লাগিল।

শাক্য মুনি এরূপ স্নান ও ভোজন করিয়া শারীরিক বল প্রাপ্ত্যনন্তর বজ্রাসন নামক তীর্থে উপনীত হইয়া তৃণাসনে যোগাসন করিয়া পরমতত্ত্ব জ্ঞানের ধ্যানে মগ্ন হন। এই ধ্যানের বিঘ্ন করিতে অনেকে উদ্যত হয়; বিশেষতঃ কামদেব নানা প্রকার ছলনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে শাক্যের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি অনায়াসে সকলকে পরাস্ত করিয়া ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম-সময়ে পরমতত্ত্ব লাভ করিলেন অর্থাৎ বুদ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে দেবলোক হইতে দেবতারা অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পুজোপহার প্রদান ও স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি এতদবস্থায় সপ্ত-সপ্তাহ গয়াধামে বাস করেন। ঐ সময়ে দুই বণিক্ আসিয়া তাঁহাকে পূজা করে ও তাঁহার উপদেশ প্রাথনা করে। তাহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে শাক্য বরপ্রদান করিলেন "তোমরা বোধি সত্ত্ব হইবে।" অপর তদবস্থায় সুমেরু পর্ব্বতের চারি জন প্রধান দিক্পাল প্রত্যেকেই তাঁহাকে এক এক ভিক্ষা পাত্র দেন। নাগগণ ফণাদ্বারা সজল প্রবল বায়ু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত, এবং দেবতামাত্রই তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। তিনি এক সময় পাড়িত হওয়ায় মার তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে উপদেশ দেয়; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রদত্ত জম্বু-বৃক্ষের এক ফল ভক্ষণ করতঃ রোগের উপশমন করেন।

শাক্য বুদ্ধ হইয়া মনে ভাবিলেন যে তাঁহার সুকঠিন ধর্ম্ম মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য হইবেক, অতএব ব্রহ্মা কিম্বা অন্যান্য দেবতারা তাঁহাকে অনুরোধ না করিলে তিনি ঐ ধর্ম্ম ব্যক্ত করিবেন না। অতঃপর ব্রহ্মাদি দেবতাকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার মনস্থ করত চিন্তা করিলেন; প্রথম কোন্ স্থানে কাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিব।" পরে বিবেচনা স্থির করিয়া বারাণসী-ধামে গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ শিষ্যেরা তথায় উপস্থিত ছিল। তাঁহার বৌদ্ধভাব দেখিয়া তাহারা তাঁহার আরাধনা করিয়া প্রথম শিষ্য হইল। ঐ পঞ্চ জনের নাম ১ অজ্ঞান কণ্ডিল্য, ২ অশ্বজিৎ, ৩ পার্শ্ব ৩ মহানম ৫ ভদ্রিক।

শাক্য তাঁহার ধর্ম্মের এই চারিপ্রধান উপদেশ ইহাদিগকে প্রদান করেন; তদ্যথা

১ এ জগতে শোক দুঃখ আছে।
২ জন্ম হইলেই তাহার ভোগ করিতে হইবেক।
৩ তাহার নিবারণ হইতে পারে।
৪ সেই নিবারণের উপায়।

অতঃপর অপর পঞ্চ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হয়, এবং ক্রমশঃ অনেকে তাঁহার সঙ্গ লইয়া রাজগৃহে গমন সময়ে ৬০ ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক সহচর হয়। বিম্বসার নামা মগধাধিপতি রাজগৃহে তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনিয়া তাঁহার ব্যবহারার্থে কলন্তকা নামে এক বিহার প্রদান করেন। ঐ স্থানে মাজল্য ও শারিপুত্র নামা দুই জন প্রধান ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হয়; তাহারা তাঁহার ধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ সঙ্গ্রহ করিয়াছে। অপর এই স্থানে কাত্যায়ন নামা এক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হন, পরে তিনি ব্যাকরণকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শাক্য তাঁহাকে উজ্জয়িনীর

রাজা ও প্রজাগণকে স্বমতে আনিতে প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া গুরুর অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীনগরীয় এক ধনী বুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কোশল-দেশে "জেতবন" নামে প্রসিদ্ধ এক উদ্যানকে অনেক প্রাসাদদ্বারা সুশোভিত করিয়া ধর্ম্মাশ্রম স্থাপন করত তথায় শাক্য ও তাঁহার শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বাস করাইয়াছিলেন। ঐ স্থলে শাক্য ত্রয়োবিংশ বৎসর বাস করিয়া অনেক ধর্ম্মসূত্র প্রচার করেন; এবং কোশলের রাজা প্রশেন-জিৎ প্রভৃতি অনেকে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শাক্যের পিতা সুদ্ধোদন তাঁহাকে কপিলবস্তুতে আনিতে ৮ জন দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই দৌত্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া শাক্যের ধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক তাহার সমভিব্যাহারে অবস্থান করে। তদ্দৃষ্টে রাজা চর্কনামা এক মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। তিনিও পূর্ব্বাগত দূতদিগের ন্যায় শাক্যের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজার নিকট শাক্যের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাত করিলেন না। অতঃপর রাজা কপিলবস্তুতে ন্যগ্রোধ নামক এক বিহার নির্ম্মাণ করেন; বুদ্ধদেব বুদ্ধ হইবার দ্বাদশবৎসরের পর ঐ বিহারে অবস্থিতি করত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই প্রযুক্ত তাহা অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পিতাপুত্রের এই সাক্ষাৎ সময়ে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শাক্যবংশীয় সকলেই বৌদ্ধ হইল, এবং অনেকেই ভেক ধারণ করিল। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী গৌতমী ও তাঁহার বনিতাত্রয় অর্থাৎ যশোধরা, গোপা এবং উৎপলবর্ণা তদীয় ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত ভেকধারিণী হইলেন।

মথুরা উজ্জয়িনী পারস কামরূপ বিন্ধ্যাচল এবং কপলিবস্তু প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্য ও উত্তর দেশে ও তত্তদ্দেশের চতুঃপার্শ্বে শাক্যমুনি বহু কাল যাপন করিয়াছিলেন, এবং তত্রত্য অধিকাংশ মনুষ্যকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। গঙ্গার উত্তর-দক্ষিণ-তীরস্থ দুই অঞ্চলের রাজার পরস্পর বিবাদ শাক্য মুনি ভঞ্জন করেন, তাহাতে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উত্তর-পারের অধিপতি অর্হন্ হন; এবং দক্ষিণ পারের রাজা প্রধান বোধিসত্ত্ব হইবেন ইহা শাক্য গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। একদা শাক্য নিজাসনের অর্দ্ধাংশ তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপের নিকট প্রেরণ করেন, এবং তাহাতে তাঁহার তিরোভাবান্তপের কাশ্যপ যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানাধ্যক্ষ হইবেন ইহা এক প্রকার নিশ্চিত হয়।

কথিত আছে আসামের অন্তঃপাতি কুসীগ্রামে শালবৃক্ষদ্বয়ের তলে শাক্য ইহলোক পরিত্যাগ করেন; কিন্তু কেহ কেহ বলে বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডুকনদীর তীরস্থ কুশীনর গ্রামে অশীতিবর্ষ-বয়ঃক্রম-সময়ে উদরাময় রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ ত্যাগের কিয়ৎকালপূর্ব্বে সকলেই তাঁহাকে পূজোপহার-প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্মের যে সকল বিষয়ে সন্দেহ ছিল তাহার ভঞ্জন করিয়া লইয়াছিল। শাক্য শিষ্যদিগেকে তৎকালে কহিয়াছিলেন "পূর্ব্বকার সম্রাট্দিগের রীত্যনুসারে আমার দেহ দগ্ধ করিবে।" এই অনুমত্যনুসারে তাহারা তাঁহার শব নানাপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য-মিশ্রিত জলে ধৌত করত তদুপরি বিবিধ সুগন্ধি তৈল মার্জ্জনপূর্ব্বক সপ্তাহ লৌহমঞ্জুষামধ্যে স্থাপন করে। তৎপরে ঐ দেহ রাশি রাশি বস্ত্র ও তুলা দিয়া আবৃত করিয়া রাখে। পরে তদুপরি সুগন্ধি তৈল লেপনপূর্ব্বক ঐ মঞ্জুষার মধ্যে রাখিয়া সপ্তাহান্তরে চন্দন কাষ্ঠের চিতায় দগ্ধ করে। দাহানন্তর শিষ্যেরা ভস্ম

সঙ্গ্রহ করিল। ঐ ভস্মরাশি অষ্ট-দ্রোণ * পরিমিত ছিল। তাহা অষ্টপাত্রে রাখিয়া মণিমুক্তা-খচিত অষ্টসিংহাসনে স্থাপিত হয়, এবং ঐ সিংহাসনের সম্মুখে কএক দিবস ক্রমাগত যজ্ঞ হোমাদি হইয়াছিল।

পরে ঐ ভস্ম স্বদেশে রাখিবার নিমিত্ত কুশগ্রামবাসিরা অত্যন্ত প্রযত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু তৎকালে মগধ প্রয়াগ কপিলবস্তু প্রভৃতি অষ্টদেশের কোন কোন স্থানের রাজা ও কোন কোন স্থানের রাজদূত তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই শাক্যের দেহাবশেষ আপন২ দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিবাদ উত্থাপন করিলেক; এবং অবশেষে পরস্পর যুদ্ধ হইবার উদ্যোগ হইল। তখন এক জন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া অনেক পরিশ্রমে শাক্যের ভস্ম অংশ করিয়া দিয়া সকলকে ক্ষান্ত করিলেন। এই প্রকারে শাক্যের ভস্ম ভারতবর্ষের অষ্টস্থানে বিতরিত হয়, এবং তাহার প্রত্যেক স্থানেই ঐ ভস্মোপরি এক২ চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণ যে পাত্রে ভস্ম রাখিয়াছিল তাহা লইয়া তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মিত করেন। অপর ন্যগ্রোধ নামা এক জন ব্রাহ্মণ চিতাবশিষ্ট অঙ্গার লইয়া তদুপরি এক চৈত্য স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং শাক্যের দন্ত চতুষ্টয়ও এতদ্দেশের স্থানে২ নীত হয়। কথিত আছে যে ঐ দন্তের মধ্যে একটি অধুনা সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধদিগের নিকট পূজিত হইতেছে; পরন্তু সে বাক্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

শাক্যের জীবনবিবরণ বিন্যস্ত করিয়া তাহার মর্ম্ম-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। যে পাঠকগণ পূর্ব্ববিবরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসেই জানিতে পরিয়াছেন যে পুরাণাদিতে রামকৃষ্ণাদি হিন্দুদেবতাদিগের জীবনবিবরণে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে বৌদ্ধেরা তাহার সকলেরই অনুকরণ করিয়াছে; ফলতঃ পৌরাণিক বিবরণ শাক্য-চরিত্রের আদর্শ বলিতে হইবে সন্দেহ নাই; প্রকৃতের সহিত তাহার অত্যল্প মাত্র সম্বন্ধ আছে ইহা বর্ণন করাই বাহুল্য। পরন্তু গৌতমগোত্রে শাক্যনামে যে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া কিয়ৎ কাল সন্ন্যাস করত এক বিশেষ ধর্ম্মের প্রচার করেন তাহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য; শাক্যের দেহাবশিষ্ট ভস্মের উপর যে সকল চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কএকটা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং তাঁহার জন্মের কথা হিন্দুদিগের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; অতএব সে বিষয় সন্দেহযোগ্য নহে।

শাক্যের মতের স্থূল তাৎপর্য্য লিখিলে পাঠকবৃন্দের হৃদয়ঙ্গম হইবে না, এবং তাহার বিস্তার বর্ণনের স্থানাভাব; অতএব এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে নিরীশ্বর-শাঙ্খ্য নামে প্রসিদ্ধ যে দর্শনশাস্ত্র আছে তাহারই অবলম্বন করিয়া শাক্য আপন মত প্রচার করেন। পশুঘাতনের নিষেধ তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য, এবং তদ্বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে এতদ্দেশে অনেক পশুহিংসা হইত; তিনিই তাহার উচ্ছেদ করেন, এবং তদবধি হিন্দুরাও পশুহিংসায় বিরত হইয়াছে। এই প্রযুক্ত বৈষ্ণবেরা শাক্যসিংহকে আপনাদিগের পূজ্য বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণন করেন, এবং যজ্ঞাদিতে জীব-হিংসা-নিবারণ করাই তাঁহার অবতরণের কারণ ইহা জয়দেব কবি প্রদর্শিত করিয়াছেন; যথা,

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহরহঃ শ্রুতিজাতং,
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।

* ৩২ সেরি।

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥”

অর্থ। “হে করুণান্তকরণ! হে কেশব! তুমি বুদ্ধরূপ ধারণ করত বেদানুযায়িক যজ্ঞবিধিতে পশুহননের নিন্দা করিয়াছ; তোমাসদৃশ জগদীশের জয় হউক।”

যা. কৃ. সি.

তুষারে বিহার।



নিকটবর্ত্তি সকল স্থানে প্রচুরপরিমাণে তুষার পতিত হয়, এই প্রযুক্ত সেই সকল স্থানে শীতের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য—সকলই শীতময় বোধ হয়; বিশেষতঃ শীতকালে নদনদীসকল হিমসংযোগে এতাদৃশ ঘন ও কঠিন হইয়া যায় যে লোকে তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করে—অগ্নিসংযোগে তাহা দ্রবীভূত না করিলে তরল জল পাওয়া দুষ্কর। ঐ শীতের প্রাখর্য্যে তথায় বৃক্ষ লতা ও শস্যাদি উত্তমরূপে জন্মে না; অতএব তত্রত্য লোকদিগের খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণ করিয়া স্বচ্ছন্দশরীরে জীবিত থাকা আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়; ফলতঃ আমাদিগহইতে তাহারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অচিন্তনীয় মহিমা! তাঁহার কি অপার দয়া! মনুষ্য যে কোন স্থানে বাস করুক না কেন সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতার নিরুপমেয় সৃষ্টিকৌশলে সেই স্থানই তাহাদিগের সুখের উপযুক্ত হইয়া উঠে; বরং স্বাভাবিক ক্লেশ সত্ত্বেও মনস্ফূর্ত্তির কিছুমাত্র অভাব প্রত্যক্ষ হয় না। আমাদিগের এই প্রস্তাব পাঠে ইহার এক দৃষ্টান্ত ব্যক্ত হইবে।

ইউরোপখণ্ডের উত্তরাংশস্থ দেশসকল বৎসরের অধিককালই তুষারাবৃত থাকে; অধিকন্তু হিমপ্রাধান্য-প্রভাবে তত্রত্য নদ-নদীসকলও জমাট হইয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। সুতরাং তৎকালে তথায় জলযানে গমনাগমন হইতে পারে না। এই নিমিত্ত হলণ্ড নর্বে রুশিয়া লপলণ্ড ও তৎসন্নিহিত দেশবাসিদের গতিবিধির সৌকর্য্যার্থে তাহারা এক প্রকার শকট প্রস্তুত করে। তাহা দেখিতে বিস্ময়জনক। চক্রবিশিষ্ট শকট বরফের উপর যাতায়াত করিলে তাহার চক্র বরফে বসিয়া যাইবার সম্যক্ সম্ভাবনা; এই প্রযুক্ত প্রস্তাবিত শকটে চক্র থাকে না। অপর পাছে তাহা বরফে পিছলিয়া যায় এই নিমিত্ত তাহার তলভাগ চর্ম্মে আবৃত থাকে। রুশিয়া নর্বে হলণ্ড ও লপলণ্ড প্রদেশে এই প্রকার চক্রহীন শকটে রীণ নামক এক প্রকার হরিণ অথবা অশ্ব যোজিত হয়।

নির্ধন ব্যক্তিদিগের অশ্বয়ান পাওয়া দুষ্কর, সুতরাং পৃথ্বীর সর্ব্বত্র তাহাদিগকে গমনাগমনার্থে নিজ২ পদের উপর নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু বরফের উপর সহসা পদব্রজে গমন করা সুসাধ্য নহে। বরফে অত্যল্পকাল পদ রাখিলে তাহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। চর্ম্মের পাদুকায় তাহার কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা সুপ্রশস্ত নহে। অপর পিচ্ছিল বরফের উপর অল্পায়তন পাদুকায় পড়িয়া যাইবার সর্ব্বদা শঙ্কা থাকে; এই প্রযুক্ত তথায় এক প্রকার খড়মের ব্যবহার আছে। তথায় তাহার নাম “স্কেট।” ফলতঃ তাহা চারি পাঁচ হাত দীর্ঘ অল্পপরিসর কাষ্ঠফলক। তাহার অবয়ব কদর্য্য, এবং তাহার তলে লৌহ সংলগ্ন থাকে। এই খড়ম পরিয়া বরফের উপর পা দিলেই আপনাহইতে গড়াইয়া যায়, এবং তৎসহকারে এতাদৃশ দ্রুত গমন হইতে পারে যে এক দিবসে পঞ্চাশ ক্রোশেরও অধিক ভ্রমণ করা যায়। লপলণ্ড দেশীয়েরা এই খড়মের সাহায্যে পর্ব্বতেও নক্ষত্রবেগে আরোহণ



তুষারে বিহার।

এবং অবতরণ করিয়া থাকে। এই ভ্রমণসময়ে তাহারা কেবল যষ্টি মাত্রের অবলম্বন করে; এবং তৎসাহায্যে অনায়াসে ভার বহনও করিয়া থাকে। ব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন লপলণ্ডদেশীয়েরা যখন তুষারাচ্ছাদিত স্থানের উপর দিয়া গমনাগমন বা তদুপরি বিহার করে তখন তাহাদের স্ফূর্ত্তির আর ইয়ত্তা থাকে না। তাহারা আপন দেশকে স্বর্ণময় জ্ঞান করে; এবং এস্থলে ইহা বলিলে কিছু অসঙ্গত বোধ হইবেক না যে আমরা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার ও অট্টালিকায় শয়ন করিয়া যেমন হর্ষিতচিত্ত থাকি, লপলণ্ড দেশীয়েরা কেবল হরিণমাংস আহার ও হরিণ-চর্ম্মে-নির্ম্মিত কুঠীরে বাস করিয়াও তত্তুল্য প্রফুল্ল হয়। অমরিকা-খণ্ডের উত্তরস্থ এসকুইমক্স ও অন্যান্য স্থানের লোকেরাও ঐ রূপে তুষারের উপর ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ইস্কেটারোহণে শরীরের জড়তা অপগত হইয়া পুষ্টি ও সুস্থতার বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত ইংলণ্ড ও ইস্কটলণ্ড দেশে স্কেট নামক খড়মারোহণপূর্ব্বক ব্যায়ামশিক্ষা করিবার নিমিত্ত এক একটি সভা আছে। তাহার সভ্যেরা পণ রাখিয়া তুষারাচ্ছাদিত স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপে দৌড়াদৌড়ী করে

এবং অভ্যাসবলে এই ব্যায়ামে তাহারা উত্তম পারগও হইয়া থাকে। ইং ১৮৩৮ শালের মার্চ মাসিক নিউ স্পোর্টিং মাগাজিন্ পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, পঞ্চাশ টাকা পণ রাখিয়া চার্লস ইষ্টেপ্লে নামক এক জন সাহেব তিন মিনিট আট সেকণ্ড কাল মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ ভ্রমণ করত ঐ টাকা লাভ করিয়াছিলেন।

নর্বে-প্রদেশে অনেক সৈন্য আছে। তাহাদের মধ্যে কএক দল তুষারগমনে পটু হইবার নিমিত্ত স্কেট নামক খড়ম ব্যবহার করে। তাহাদিগের অস্ত্র বন্দুক ও তলবার, এবং বরফে পড়িবার ভয়ে দক্ষিণ হস্তে প্রায়-পঞ্চ-হস্তদীর্ঘ এক২ যষ্টি থাকে।

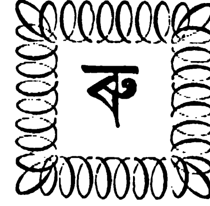
ফ্রান্স-দেশে তুষারে বিহার করিবার রীতি অতি প্রবল। তথাকার মনুষ্যেরাও স্কেট পরিধানপূর্ব্বক বিহার করিয়া থাকে। অপর তাহাদের মধ্যে অনেক ধনী ব্যক্তিরা গ্রীষ্মকালে ছাদের উপর হইতে প্রাঙ্গণপর্য্যন্ত কাষ্ঠফলকের এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহার মধ্যে একখানি শকট বিলক্ষণরূপে সমাবেশিত হইতে পারে। ঐ যন্ত্রে উপর্য্যুপরি জল দিলে ঐ জল জমাট হইয়া যায়। তদুপরি স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকারা ক্রমশ আরোহণ অবরোহণ করিয়া বিহার করে।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহাতে নর্বে-প্রদেশে স্কেট নামক খড়ম পরিয়া মনুষ্য যে প্রকারে আরোহণ বা অবরোহণ করে তাহার আদর্শ দৃষ্ট হইবে।

জেটা।

বেরন মঞ্চসনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

২ অধ্যায়।



রুশিয়া-প্রভৃতি উত্তর-কেন্দ্রের নিকটস্থ দেশ-সকল শীতকালে অত্যন্ত বরফময় হয়; তৎপ্রযুক্ত পথিকেরা পথে চলিতে পারে না, এবং নদীসকল জমিয়া যায়। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনাভিলাষে এক বৎসর অত্যন্ত শীতের সময় তথায় যাইতে মনস্থ করিয়া রোম রাজ্যহইতে যাত্রা করিলাম। গমন সময়ে সমভিব্যাহারে একটা ঘোড়া লইয়াছিলাম, কিন্তু শীতনিবারণ-জন্য কোন প্রকার শীতবস্ত্রাদি কিছুই সঙ্গে লই নাই। এই প্রযুক্ত ক্রমে২ যত উত্তর পূর্ব্বে যাইতে লাগিলাম শীতে ততই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ কষ্টে যাইতে২ পোলণ্ড-দেশে গিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ, অতিশয় দীন দুঃখী, অঙ্গে কিছুমাত্র বস্ত্র নাই, পথের ধারে পড়িয়া শীতে ঠক২ করিয়া কাঁপিতেছে। দুঃখিত হইয়া নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনার গাত্রের বস্ত্র খানি খুলিয়া তাহার গাত্রে জড়াইয়া দিলাম। তৎকালে আমার এমনি কর্ণগোচর হইল যেন কেহ স্বর্গহইতে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন "বৎস, তুমি যে কার্য্য করিলে অবিলম্বে ইহার সমুচিত পুরস্কার পাইবে, সন্দেহ নাই।"

অনন্তর আমি তথাহইতে প্রস্থান করিয়া গমন করিতেছি এমত সময় পথিমধ্যে রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, কেবল অনবরতই নিহারবৃষ্টি হইতেছে, নগর গ্রামাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে২ স্থানে দৃষ্টি

পড়ে সেই স্থানই বরফময় বোধ হয়। এদিকে পথ ঘাট কিছুই পরিচিত ছিল না; সুতরাং কোথায় যাই, কি করি, ইহা ভাবিয়া আপাততঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে বিশ্রাম করিবার জন্য অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া দেখি যে অদূরেই একটা গাছের গুড়ির মত কোন বস্তু বরফের উপর দিয়া বাহির হইয়া রহিয়াছে। আপাততঃ তাহাতেই অশ্ব বন্ধন করিয়া রাখিলাম, এবং আত্মরক্ষার জন্য একটি পিস্তল পাশে রাখিয়া বরফের উপরে শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি যে আমি এক গির্জার প্রাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। তাহাতে যৎপরোনাস্তি বিস্ময় বোধ হইল। ঘোড়াটি কোথায় আছে তাহার অন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণপরে শুনিতে পাইলাম ঐ অশ্ব শূন্যের উপর হ্রেষারব করিতেছে। তাহাতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখি সে গির্জার চূড়ায় লাগামে বদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। ঘোড়াকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তখন আমার সমস্ত বিস্ময় একবারে দূরীভূত হইল। স্পষ্টরূপেই কারণসকল জানিতে পারিলাম। অনুভবদ্বারা বোধ হইল, রাত্রিকালে অকস্মাৎ বাতাসের পরিবর্ত্ত হওয়াতে গ্রামস্থ সমস্ত বস্তুই বরফে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। পরদিন রৌদ্র উঠিলে সেই বরফ গলিয়া গ্রাম যেমন তেমনি হইয়া যায়। বরফ কমিয়া ক্রমে যত নীচে নামিয়াছিল, সঙ্গে২ আমিও তত নামিয়া ভূমিতে পড়িয়াছিলাম; নিদ্রার ভ্রমে ঐ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কোন গাছের গুড়ি বোধ করিয়া যাহাতে আপন অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম তখন দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইল সেটা গাছের গুড়ি নহে ঐ গির্জারই চূড়া।

অনন্তর অধিক ক্ষণ আর চিন্তা না করিয়া আমি সেই পিস্তল লইয়া উঠিলাম, এবং ঘোড়ার লাগামের উপর লক্ষ্য করিয়া এক পিস্তল করিলাম। তাহাতে লাগাম কাটিয়া ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। এত ক্লেশের পর তখন তাহাকে কিছু আহার দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বিস্মৃতিক্রমে তাহা আর দেওয়া হইল না। নামাইয়াই স্বত্বরে তাহার উপরে উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তথাপি সে আমাকে উত্তমরূপে লইয়া যাইতে লাগিল। এই রূপে যাইতে২ রুশিয়ার মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলাম, দেশপ্রথানুসারে তথাকার লোকেরা এক প্রকার কদাকার শকটে আরোহণ করিয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে আমাকেও সেই রূপ করিয়া যাইতে হইল। ঐ রূপে গাড়ি চড়িয়া রাজধানীর অভিমুখে যাইতেছি, পথিমধ্যে (স্থানটার নাম মনে পড়িতেছে না) এক জঙ্গলের ধারে দেখিতে পাইলাম এক ভয়ানক নেকড়িয়া ব্যাঘ্র আহারের চেষ্টায় বনহইতে বহিরাগত হইয়া অতি দ্রুতবেগে আমার পশ্চাতে আসিতেছে। দেখিতে২ নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন আর যে কোথাও পলায়ন করিব তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আপাততঃ কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া শকটের তলাভাগে লুক্কাইত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত ঘোড়াকে প্রাণপণে চালাইতে লাগিলাম। ঐ অবস্থায় মনে২ যে ভাবনা উদিত হইয়াছিল অবিলম্বে তাহারই ঘটনা হইয়া উঠিল। ব্যাঘ্র আমাকে দেখিতে না পাইয়া অশ্বের উপরি আক্রমণ করিল, এবং তাহার পশ্চাৎভাগ ছিন্নভিন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিল। অশ্বও সেই জ্বালায় ও ভয়ে কাতর হইয়া অতি দ্রুতবেগে দৌড়িতে

লাগিল। আমি তখন এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারি নাই, কেবল আপনি কি প্রকারে রক্ষা পাই, এই চিন্তাতেই মহাব্যাকুল হইয়াছিলাম। কিঞ্চিৎ পরে মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখি যে ব্যাঘ্র অশ্বের পশ্চাদ্ভাগের মাংস খাইয়া শেষ করিয়াছে, এবং উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে এমনি এক পথ করিয়াছে। অতঃপর ক্ষণ কালের মধ্যে সে ছিদ্রদ্বারা অশ্বের শরীরে প্রবেশ করিলে আমি ঐ সুযোগে তাহার কটিদেশে এক কশাঘাত করিলাম। ব্যাঘ্র কখন আহত হয় নাই, সেই আকস্মিক কশাঘাতে নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বেগে অগ্রসর হইল, এবং অবিলম্বেই অশ্বের মুখ দিয়া বহির্গত হইল। তাহাতে অশ্ব সুতরাং মৃত ও ভূমিতলে পতিত হইল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ব্যাঘ্র সেই অশ্বের স্থানে অশ্বের মত লাগাম প্রভৃতি সজ্জায় বদ্ধ হইয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে সাহসী হইয়া ক্রমাগত তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলাম, এবং ঐ রূপে কশাঘাত করিতে২ নির্ব্বিঘ্নে পিটর্সবর্গ নামক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাতে উভয়েরই আশার বিপরীত ফল হইল; অধিকন্তু যাইবার সময়ে আমাদিগকে যে২ দেখিতে পাইল সকলেরই বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা রহিল না। অতঃপর রুশিয়ার রীতি নীতি আচার ব্যবহার, রাজ্যপ্রণালী, যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল তাহার ইতিহাস কহিয়া আর পাঠকবর্গকে অনর্থক বিরক্ত করিবার মানস নাই; তদ্রূপে বৃথা সময় নষ্ট করিলে আমার আশ্চর্য্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথনের সম্পূর্ণরূপে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অতএব এই স্থানে এই অধ্যায়ের উপসংহার করা গেল।

রা. না. বি.

মুক্তা।



এক রত্নবিশেষ। পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার অশেষ প্রশংসা লিখিত আছে, এবং হিন্দুরা অতি প্রাচীন কালাবধি ইহার ব্যবহার করিতেছেন। ইহা সমুদ্রজ এক প্রকার শুক্তির গর্ভে জন্মে, এই নিমিত্ত ইহার নাম "শুক্তিজ" এবং সেই শুক্তির নাম "মুক্তাপ্রসূ" হইয়াছে। ইউরোপ আশিয়া ও অমেরিকা পৃথিবীর এই তিন খণ্ডেই মুক্তা প্রাপ্য বটে; পরন্তু আশিয়াই ইহার প্রধান জন্মস্থান। পারশ্যখাড়ীতে লোহিত-সমুদ্রে ও সিংহলদ্বীপের নিকটস্থ ভারতবর্ষীয় সমুদ্রে মুক্তাপ্রসূ বিস্তর আছে; তন্মধ্যে শেষোক্ত স্থানের মুক্তা সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ; তাদৃশ উজ্জ্বল মুক্তা কুত্রাপি পাওয়া যায় না। এই নিমিত্তই বোধ হয় আমাদিগের শাস্ত্রে মুক্তার অপর্য্যাপ্ত প্রশংসা হইয়াছে, ফলতঃ তাহার তাদৃশ প্রশংসা হওয়াও অসম্ভব নহে। মুক্তার মনোহর কান্তি সকলকেই মুগ্ধ করে—যথা সকলেই দিনকরের প্রখর-রশ্মির অবলোকনান্তর সুধাকরের মাধুর্য্যভাব অবলোকন করিলে নয়নযুগল তৃপ্ত বোধ করেন, সেই রূপ হীরকের খরজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তাফলোদ্ভব কোমলপ্রভায় স্নিগ্ধ হইয়া থাকেন। অদ্ভুতানুরাগী গল্পপ্রিয় অনেকে মনোরথে আরোহণ করিয়া কহিয়া থাকেন যে স্বাতিনক্ষত্রের বারি বংশে পড়িলে বংশলোচন, করিশিরে পড়িলে গজমতি, এবং শুক্তিতে পড়িলে সামান্য মুক্তা হয়। সে বাক্য অলীক বলায় পাঠকদিগের অপমান করা হইবে। এমত নির্বোধ কে আছে যে ঐ খপুষ্পে প্রতীতি করিবেক?

আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে শুক্তির আবরণ আহত হইলে

তাহার মধ্যে এক প্রকার ব্রণ জন্মে, এবং কালসহকারে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া মুক্তা হয়। ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে সরল অনাহত শুক্তির প্রায় মুক্তা থাকে না; কিন্তু যে শুক্তির উপরিভাগ বন্ধুর অথবা আহতের লক্ষণ বিশিষ্ট তাহাতে মুক্তা প্রাপ্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা। অপর শুক্তির গর্ভমধ্যে বালুকা-কণা বা অন্য কোন ক্ষুদ্র পদার্থ প্রবেশিত করিয়া ঐ শুক্তি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিলে, ঐ বালুকাদি পদার্থের পীড়নে শুক্তির অন্তরে ব্রণ জন্মে এবং ক্রমশঃ ঐ বালুকা মৌক্তিক পদার্থে আবৃত হয়। চীনদেশীয়েরা এই প্রকারে ক্ষুদ্র ২ তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি শুক্তিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জলে নিক্ষিপ্ত করে। তাহাতে ঐ শুক্তিমধ্যস্থ তাম্রমূর্ত্তির উপর মুক্তাপদার্থ জন্মে, এবং চীনদেশীয়েরা ঐ মুক্তাজাত বুদ্ধমূর্ত্তি ইতর লোককে দেখাইয়া মুগ্ধ করে। আশিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভার অদ্ভুতবস্ত্বাগারে এই প্রকার বুদ্ধমূর্ত্তিবিশিষ্ট একখানি শুক্তি আছে; তদ্দর্শনে সন্দিগ্ধ পাঠকমহাশয়দিগের চক্ষুঃ কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইতে পারে।

যে মুক্তা বৃহৎ এবং সরলগোলাকার অথবা ডিম্বাকার, ঈষদুক্তিমাভাযুক্ত এবং চিহ্নশূন্য, সেই মুক্তাই বিশেষ সমাদরণীয়; লোকে তাহাকে "পাকামুক্তা" শব্দে কহে, এবং তাহার নিমিত্ত অন্যাপেক্ষায় অধিক মূল্য দিয়া থাকে। প্রাচীন দিল্লীশ্বরদিগের অতীব আশ্চর্য্য এক মুক্তাহার ছিল তাহা অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। পারস্য পাদশাহের একমুক্তা আছে তাহার মূল্য ৩,৪০,০০০ টাকা। রুশিয়া দেশের পাদশাহের মসকৌ রাজধানীর চিত্রশালায় শতাধিক রত্যধিক পরিমিত এক মুক্তা আছে।

চীনজাতীয়েরা প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিয়া এক বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা মুক্তা উৎপন্ন করে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুকের ছোট মালা প্রস্তুত করিয়া রাখে, যখন মুক্তাশুক্তি ভাসিয়া উঠে তখন তাহা ধরিয়া ঐ মালা তাহার ভিতর প্রবেশিত করিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে। তাহাতে কালক্রমে আহত শুক্তির ভিতরে ঐ মালা মুক্তালক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে।

মুক্তাপ্রসূ ধরিবার রীতি সর্ব্বত্র তুল্য নহে; এস্থলে সিংহলদ্বীপে প্রচরিত প্রথাই বর্ণনীয়। শুক্তি গ্রাহকেরা প্রথমতঃ কণ্ডাচি নামক এক স্থানে একত্র হইয়া পরে সুযোগানুসারে সমুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকারোহণে গমন করে। তাহাদিগের প্রত্যেক নৌকায় একবিংশ ব্যক্তি থাকে, তাহার মধ্যে দশ জন ডুবুরি। ঐ ডুবুরিরা পর্য্যায়ক্রমে এক এক বার পাঁচ জন জলে অবতরণ করে, এবং নিমগ্ন হওনে বিলম্ব না হয় এই নিমিত্ত প্রস্তরগ্রথিত এক রজ্জুর উপর নির্ভর করিয়া দক্ষিণ হস্তে আর এক রজ্জ্বলম্বন-পূর্ব্বক বাম-হস্তদ্বারা নিশ্বাস রুদ্ধ করত নিমগ্ন হয়। উভয় রজ্জুর অগ্রভাগ নৌকাস্থ অপর লোকেরা ধরিয়া থাকে। শুক্তি ধরিবার জাল ডুবুরিদিগের পদে সংলগ্ন থাকে; এবং তদ্দ্বারা তাহারা এ রূপ অল্পকাল মধ্যে আপন কার্য্যসাধন করে যে আমরা হস্ত দিয়াও তাহাহইতে স্বচ্ছন্দে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি না। ফলতঃ তাহারা এমনি কর্ম্মকুশল যে দুই তিন মিনিটের মধ্যে ৪ হইতে ২০ বাঁউ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া দুই তিন ক্ষেপ জাল ফেলিয়া শুক্তি সঙ্গ্রহ করতঃ ঊর্দ্ধে আগমনের ইচ্ছা হইলেই রজ্জু টানিয়া শঙ্কেত করে। তদনুসারে উপরের লোকেরা রজ্জু আকর্ষিত করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া লয়। প্রাতঃকালাবধি দিবা অবসান পর্য্যন্তও ডুবুরিরা শুক্তি ধৃতকরণে নিযুক্ত থাকে। তৎপরে কণ্ডাচিতে প্রত্যাগত হইয়া এক গর্ত্ত খনন করত তন্মধ্যে শুক্তি রাখে এবং আহা-

রাদি করিয়া দুই প্রহর রাত্রির সময় শুক্তি ধরিতে সমুদ্রে পুনর্যাত্রা করে। কিয়ৎ দিন পরে শুক্তির মাংস গলিত হইলে মুক্তাসঙ্গ্রাহকেরা তাহা তুলিয়া কাষ্ঠের যন্ত্রদ্বারা শুক্তিগর্ত্তভেদ করত মুক্তা সঙ্গ্রহ করে। তৎপরে মুক্তা সিদ্ধ করিতে হয়, এবং মুক্তাচূর্ণদ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করা আবশ্যক। মাঘমাসের শেষহইতে চৈত্রপর্য্যন্ত শুক্তি ধরিবার উপযুক্ত সময়; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় বায়ু কিঞ্চিৎ প্রবল হইলে আর শুক্তি ধরা হয় না; এই প্রযুক্ত বর্ষে ৩০ দিবসের অধিককাল শুক্তি ধরিতে পারে না।

সমুদ্রে শুক্তি ধরিবার নিমিত্ত সিংহল-দ্বীপের রাজ-কর্ম্মচারিরা মুক্তা-ব্যবসায়িদিগকে সমুদ্রের তট ইজারা দিয়া থাকে; তদনুসারে ব্যবসায়িরা নির্দ্দিষ্ট খণ্ডে শুক্তি ধরিতে পায়। এক বৎসর এক স্থানে মুক্তাপ্রসূ ধরিলে কিয়ৎকাল তথায় আর শুক্তি ধরিবার রীতি নাই। ঐ অবকাশে পরিত্যক্ত স্থানের শুক্তিশাবক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চতুর্দ্দশ বৎসর এই প্রকারে শুক্তি বর্দ্ধিত হইলে তাহা ধরিবার উপযুক্ত হয়। শুক্তি ধরিবার লোক সিংহল-দ্বীপে দুষ্প্রাপ্য; অতএব মালাকা ও করমণ্ডল-উপকূল হইতে তাহাদিগকে আনিতে হয়।

শুক্তির ডিম্ব বেঙ্গাচির সদৃশ। তাহা পাতলা করিয়া এক স্থানে রাখিতে হয়। যদি ধীবরেরা কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটায় কিম্বা হাঙ্গর প্রভৃতি কোন হিংস্র জন্তু না নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে ঐ সকল ডিম্ব ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া মুক্তাপ্রসূ হইয়া উঠে। এই মুক্তাপ্রসূ পুষ্করিণীর মিষ্ট জলেও জন্মিয়া থাকে; অতএব উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ের পরীক্ষা করিলে নিরাশ হইবেন না। মুর্শিদাবাদের নিকট এক দীর্ঘিকা আছে; তাহাতে প্রতি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শশক।

প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা স্তন্যজীবি পশুদিগের দন্তের সঙ্খ্যা ও অবয়ব দৃষ্টে তাহাদিগের শ্রেণিবর্গের ভেদ নিরূপণ করেন। সেই নিয়মানুসারে কাঠবিড়াল শশক ইন্দুর গিনিপিগ প্রভৃতি কয়েক পশু এক বর্গে নিরূপিত হয়; যেহেতু ঐ সকল জীবের প্রত্যেক মাড়ীর পুরোভাগে দুই২ টি করিয়া দন্ত থাকে। পরন্তু ঐ সকল জীবের কেবল দন্তবিষয়ে সাম্যতা আছে এমত নহে; তাহাদের অন্যান্য লক্ষণেরও সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। শশকের মুখপুরোভাগের দন্ত আপাততঃ দুইটি মনে হয়, পরন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; উপর মাড়ির পুরোদন্তদ্বয়ের পশ্চাতে অপর দুই দন্ত আছে; এবং তদ্দ্বারা অপর সকল দ্বিদন্তী * জীবহইতে শশক পৃথক্ কৃত হয়।

শশক প্রধানত দীর্ঘকর্ণ ও সামান্য এই দুই জাতিতে বিভক্ত হয়। দীর্ঘকর্ণ শশকের ইংরাজি নাম "হেয়র্" এবং সামান্যের নাম "রাবিট্।" এই উভয় পশুর প্রতিমূর্ত্তি অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে।

দীর্ঘকর্ণ শশক এতদ্দেশে বিশেষ বিখ্যাত নহে, পরন্তু তাহা নিতান্ত অজ্ঞাতও নহে। আসাম মেদিনীপুর বর্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রিয়স্থান পরিত্যক্ত ক্ষেত্র বা অনুচ্চ জঙ্গল; তথায় মৃৎপিণ্ড বা প্রস্তরাদির আবরণ আশ্রয় করিয়া ইহারা দিবসে নিদ্রা যায়, এবং রজনীযোগে খাদ্যাহরণের নিমিত্ত বনে ভ্রমণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ক্রীড়াতৎপর; অতএব রাত্রিকালে দলবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে উৎপ্লবন প্রোৎপ্লবনে কালহরণ করে; তৎসময়ে ইহারা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর

* যে সকল পশুর প্রত্যেক মাড়ির মুখপুরোভাগে দুইটি২ করিয়া দন্ত থাকে তাহারা দ্বিদন্তী।



১ রাবিট বা সামান্য শশক। ২ হেয়র বা দীর্ঘকর্ণ শশক।

বোধ হয়; অনেকে ঐ ক্রীড়াদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহারা নবীন শস্য ও বৃক্ষাদির অত্যন্ত শত্রু এবং কোন ২ সময়ে এক রাত্রির মধ্যে কোন২ শস্যক্ষেত্রের সমস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলে। পরন্তু শস্যক্ষেত্রের এই শত্রুকে নষ্ট করা দুষ্কর নহে। ইহারা সর্ব্বদা এক পথ দিয়া যাতায়াত করে, অতএব তথায় জাল পাতিয়া রাখিলেই ইহাকে অনায়াসে ধৃত করা যায়। অপর ঐ ধৃতকরণের শ্রমও বৃথা হয় না; যেহেতুক শশকমাংস অত্যন্ত কোমল এবং সুস্বাদু, সকলেই বহুব্যয়ে তাহার সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। প্রাচীন হিন্দুরা ইহার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, এবং শ্রাদ্ধাদিতে ইহার মাংস ব্যবহৃত করিতেন। মনু লিখিয়াছেন শশকমাংস শুদ্ধ ও সুপ্রশস্ত খাদ্য, এবং তদ্দ্বারা

শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক একাদশ মাস যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন। ইংরাজেরা ইহার নিমিত্ত অনেক শ্রম স্বীকার করে, এবং শশকমৃগয়া উৎকৃষ্ট আমোদজনক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করে। কেবল ইহুদী এবং মুসলমানেরা ইহার সমাদর করে না; যেহেতু তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শশকমাংস অপবিত্র এবং অখাদ্য বলিয়া বিখ্যাত আছে।

শশক নিঃসহায় এবং অত্যন্ত ভীরু; ইহার শত্রুসঙ্খ্যাও অনেক। মনুষ্য বেজী শৃগাল ফেউ বৃহৎবাজ পেচক প্রভৃতি অনেকে ইহার সংহারে প্রবৃত্ত আছে। পরন্তু তাহাদের শত্রুতাহইতে আত্মরক্ষা-করণে শশক নিরুপায় নহে। স্বভাবতঃ ইহাদের নয়ন ও শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; তৎসাহায্যে ইহারা অনায়াসে শত্রুর আগমন জ্ঞাত হইতে পারে, এবং পশ্চাৎপদ সুদীর্ঘ হওয়াতে ঐ সংবাদ জানিবামাত্র এতাদৃশ বেগে পলায়ন করে যে তাহার তুলনা অন্য পশুতে পাওয়া ভার। অপর নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সন্তরণও করিয়া থাকে; সুতরাং শত্রুহইতে রক্ষাপাইবার ইহার অনেক উপায় আছে। পরন্তু ঐ সকল উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে শশক কোন তৃণাদির নিম্নে মস্তক আবৃত করিয়া জ্ঞান করে যে তাহাতেই সে শত্রুর দৃষ্টিপথহইতে লুক্কাইত হইয়াছে।

সামান্য শশক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য; ফলতঃ তাহাই এতদ্দেশের প্রসিদ্ধ শশক। তাহারা দীঘকর্ণ শশকহইতে কেবল কায়িক দীর্ঘকর্ণ এমত নহে। তাহার স্বভাবও অত্যন্ত ভিন্ন। দীর্ঘকর্ণশশক মৃত্তিকোপরি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বাস করে। সামান্য শশকেরা বহুসঙ্খ্যক একত্র হইয়া মৃত্তিকা খনন করত ইন্দুরের গর্ত্তের সদৃশ গর্ত্তমধ্যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে। দীর্ঘকর্ণ-শশক রজনীতে আহারান্বেষণ করে, সামান্যেরা দিবসে তৎকর্ম্ম-সাধনে তৎপর হয়। অপর তাহার বর্ণও দীর্ঘকর্ণশশকহইতে অনেক ভিন্ন। দীর্ঘকর্ণ-শশকের বর্ণ ঈষৎকৃষ্ণ-মিশ্রিত ঘোরকটা; এবং কর্ণকৃষ্ণ-কেশের গুচ্ছবিশিষ্ট। সামান্য শশকের কর্ণে গুচ্ছ হয় না; এবং তাহার বর্ণ শুক্লই অধিক। অপর দীর্ঘকর্ণশশক বিকশিত-নয়নবিশিষ্ট ও সলোম-দেহবিশিষ্ট শাবক প্রসব করে। সামান্য শশকের শাবক জন্মাইবার কএক দিন পর্য্যন্ত মুদ্রিত-নয়ন ও নির্লোম দেহ থাকে।

সামান্য শশকী একটি পৃথক্ গর্ত্ত করত তন্মধ্যে তৃণ ও আপন-দেহজাত লোম দিয়া কোমল শয্যা সংস্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি ৭—৮ টি শাবক প্রসব করে, এবং পরে ৫—৬ সপ্তাহ ক্রমাগত অতিযত্নে অপত্যের লালন পালন করিয়া থাকে; যেহেতু ঐ কালে শাবক অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম থাকে।

দীর্ঘকর্ণ-শশকের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল ৬ মাস তৎপরেই শশক-শাবকেরা স্বয়ং শাবক প্রসব করিতে আরব্ধ করে। তাহাদের গর্ভ-ধারণের কাল ১ মাস এবং বৎসরে তাহারা ৭—৮ বার প্রসব করিয়া থাকে। শশকের আয়ুঃপরিমাণ চারি বৎসর; এবং তৎকাল-যাবৎ যদ্যপি শশক ক্রমাগত শাবক প্রসব করে, এবং ঐ শাবক সকলেই জীবিত থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু-সময়ে তাহার গোষ্ঠীর সঙ্খ্যা ১২,৭৪,৮,৪০ হইয়া উঠে!!!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শশকের মাংস সুখাদ্য এই প্রযুক্ত অনেকে তাহার ব্যবহার করে। অপর ইহার লোম ও চর্ম্মও নানাপ্রকারে ব্যবহৃত হয়; এই প্রযুক্ত অনেক লক্ষ শশক প্রতিবৎসর বিনষ্ট করা হয়। বোধ হয় তদ্রূপে তাহাদের বধ না করিলে তাহাদের সঙ্খ্যা এত বৃদ্ধ হইত যে তাহাদের প্রদেশে অন্য পশুর বাস করা দুষ্কর হইত; এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে ক্ষেত্রে শস্য হইবারও ব্যাঘাত ঘটিত।

নূতন-গ্রন্থের সমালোচন।

পার্লিসের একখানি-পত্র-পাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে অধুনা কলিকাতায় ৯০ টি মুদ্রাযন্ত্র বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কনে নিযুক্ত আছে; এতদ্ভিন্ন চব্বিশ-পরগণা শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে মুদ্রাযন্ত্র বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল যন্ত্রে যদ্যপি প্রত্যহ ৫০০ পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ১,৭০,০০,০০০ পৃষ্ঠা পুস্তক প্রতি বর্ষে মুদ্রিত হইতে পারে। পরন্তু সকল যন্ত্রাধ্যক্ষেরা প্রত্যহ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, এবং পর্ব্বাহে অনেকের যন্ত্র স্থকিত থাকে, অতএব সমস্ত যন্ত্রের বার্ষিক ক্রিয়ার সমষ্টি ভেড় কোটি পৃষ্ঠা বলিলে বোধ হয় প্রকৃতের ব্যত্যয় হইবেক না। ঐ ভেড় কোটি পৃষ্ঠার সকল রচনাই যে উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে; তন্মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার রচনাই প্রকটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল রচনার মধ্যে উত্তম গুলিনই আমাদিগের পাঠকবর্গ গ্রহণ করেন এই আমাদিগের উদ্দেশ্য; এবং তন্নিমিত্তই মধ্যে২ নূতন-গ্রন্থের সমালোচন করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদিগের স্বকীয় কোন উপকার দর্শে না; প্রত্যুত ইহাতে অনিষ্টই সম্ভাবনীয়, যেহেতু গ্রন্থকারেরা ইহাতে আমাদিগের প্রতি রুষ্টই হইয়া থাকেন। অপর তাঁহারা কহিতে পারেন, যে সহৃয় পাঠকগণ হংসবৎ গ্রন্থের নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত উপদেশের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহাদের স্মর্ত্তব্য যে অনেক বালক ও বনিতারা, বিবিধার্থ পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই যে সকল গ্রন্থের গুণদোষ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে, এবং তাহাদিগকে যে কোন গ্রন্থ পাঠ করাইয়া ভ্রমান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করাও তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষিদিগের কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং উপদেষ্টার সম্যক্ প্রয়োজন রহিয়াছে। অপর পূর্ব্ব-বিবরণানুসারে পুস্তকাদির প্রায় ১৩,০০,০০০ পৃষ্ঠা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইতেছে; তৎসমুদায়ই সুপণ্ডিতকর্ত্তৃক রচিত নহে, সুতরাং তন্মধ্যে অনেক অশ্লীল অনিষ্টকর শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য প্রবিষ্ট থাকে; এবং অনেকে প্রত্যহ নব্য রচনায় নিযুক্ত হইয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রাচীন ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের তথা সত্যের অপনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের দমন বা অজ্ঞানাপহরণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তন্নিমিত্তও নূতন গ্রন্থের সমালোচন করা বিধেয় হইতেছে। ইহা কথিত হইয়াছে যে প্রস্তাবিত ব্যাপার পরম পণ্ডিতদিগেরই সাধ্য—মাদৃশ অল্পমতিদিগদ্বারা নিষ্পাদনীয় নহে। পরন্তু সম্পূর্ণ গুণী না হইলেই যে গুণীর গুণ দোষ অনুভূত করা যায় না ইহা আমরা স্বীকার করি না। তাহা হইলে চন্দ্রের অসদৃশ ক্ষীণজ্যোতিঃ নয়নদ্বারা চন্দ্রের কলঙ্ক দৃষ্ট হইত না, এবং কালিদাসের তুল্য না হইলে কেহ কালিদাসের প্রশংসা করিতে পারিত না—তাঁহার সদৃশ সুকবি অতি বিরল, সুতরাং তাহার কবিতার মাহাত্ম্য অনুভূতকারির সঙ্খ্যাও অত্যন্ত অল্প হইত। ফলতঃ সামান্য কথায় বলে "খেলাড়ী হইতে উপর চালে দেখে ভাল," এবং পাঠকদিগেরও সেই অবস্থা। তাঁহারা গ্রন্থকারদিগের তুল্য পণ্ডিত না হইলেও অনায়াসে তাঁহাদিগের গুণ দোষ জ্ঞাত হয়েন। তবে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি যে প্রকারে গ্রন্থের গুণদোষ নিরূপণ করিতে পারেন, অল্পজ্ঞানাপন্নেরা তাদৃশ পারিবেন না; কিন্তু সামান্য-জ্ঞানাপন্ন সকলেই যে কিয়দংশে দোষগুণের অনুভব করিতে পারেন

ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা বিদ্যাব্যবসায়ে নূতনব্রতী; সুতরাং আমাদিগের পক্ষে প্রস্তাবিত ব্যাপার অবশ্যই কষ্টসাধ্য; পরন্তু সাগর-বন্ধন-সময়ে কাঠবিড়ালকর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের-ও সাহায্য হইয়াছিল, অতএব অকিঞ্চনদিগের আয়াসে কিঞ্চিৎ ফল হইতে পারে ইহা সম্ভাব্য মানিতে হইবেক। অপর যে সকল সাময়িক পত্র অ ুনা প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহার কোন পত্রে নূতন-গ্রন্থের সমালোচন হয় না; সুতরাং এ-বিষয়ের প্রারম্ভ করিলে পণ্ডিত-সম্পাদকদিগের তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ হইতে পারে; তাহা হইলেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; অতএব যে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে অন্যে না প্রবৃত্ত হইতেছেন তদবধি আমাদিগের এতৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় পাঠকদিগের উপকার ও পরিতুষ্টির সম্ভাবনা।

এই স্থলে গ্রন্থকার মহাশয়দিগকে এই নিবেদ্য যে তাঁহাদিগের কাহার প্রতি আমাদিগের দ্বেষমাত্র নাই—অনেকের সহিত আমরা পরিচিতও নহি; অতএব আমরা ইহা প্রতিশ্রুত হইয়া সরলান্তঃকরণে মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে তাঁহাদিগের গ্রন্থের গুণদোষনিরূপণে তাঁহাদিগের নিন্দা বা অনিষ্ট করা আমাদিগের কদাপি অভিধেয় নহে। তাঁহারা গ্রন্থরচনা করিয়া স্বদেশের উপকার করিতেছেন, অতএব সাধারণের পক্ষে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কথিত আছে সাময়িক পত্র সাধারণের মুখস্বরূপ; আমরা সেই বাক্যে নির্ভর করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা বিবিধার্থে ব্যক্ত করিতেছি; এবং ভরসা করি গ্রন্থকার মহাশয়েরা এই আবেদন গ্রাহ্য করিবেন। আমরা স্বয়ং রচনা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমাদিগের রচনায় নিন্দা না হয় ইহা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইতে পারে না; অতএব রচনামাত্রের নিন্দা না হয় এই উপায় করিতে পারিলে মাদৃশ অপকৃমতিদিগের বিশেষ উপকার; তদ্বিরুদ্ধে গুণদোষ-সমালোচনের প্রথা প্রচলিত করাতে আমাদিগের কেবল সাধারণের উপকারই উদ্দেশ্য হইয়াছে—কারণ এই ক্ষণে বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে, এবং সেই উন্নতি যথা-নিয়মে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইলেই উত্তম হয়; তদন্যথা হইলে প্রমাদের সম্ভাবনা। অপর উত্তম গ্রন্থের পাঠানন্তর তাহার প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত থাকা ক্লেশকর হয়; এই প্রযুক্তও নূতন-গ্রন্থের দোষগুণের বিচার করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে; নতুবা আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিতাম।

এই বাক্যের কিয়দংশের প্রমাণস্বরূপে আমরা "স্ত্রীশিক্ষাবিধান," নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয়কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি পূর্ব্বে সুলভপত্রিকা-নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন; এই ক্ষণে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বঙ্গভাষায় গদ্যরচনাতে তিনি সুপণ্ডিত, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহার এক প্রমাণস্বরূপ বলিলে বলা যায়। ইহার ভাবও যাদৃশ উৎকৃষ্ট, ইহার রচনা-চাতুর্য্যও তাদৃশ সুন্দর; ইহার পাঠে অবশ্য সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। ইহার কিয়দংশ প্রথমতঃ সুলভপত্রিকায় প্রকটিত হয়; এই ক্ষণে দ্বিতীয় বার সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পাঠ করিয়া গুণগান না করায় তথা পাঠকদিগকে তৎপাঠে অনুরোধ না করিলে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি হয়। অপর তাহার উজ্জ্বলকান্তির প্রতিভায় দুই এক স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক ব্যক্ত হইয়াছে, প্রসঙ্গানুরোধে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না; তাহাতে গ্রন্থকার আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন

ইহা সম্ভাব্য নহে। মনুষ্য-রচনা কদাপি নির্দ্দুষ্ট হয় না, সুতরাং যে কোন গ্রন্থ গ্রহণ করা যায় তাহাতেই দোষ ও গুণ উভয়ের উল্লেখ হইতে পারে; তাহা করিলে গ্রন্থকারেরা প্রশংসাটি শ্লেষবাক্য ও দোষ-নিরূপণটি নিন্দা মনে করিলে আমাদিগের প্রতি পক্ষপাত করা হয়। আমরা যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি তৎসমুদায়ই সরলান্তঃকরণহইতে নির্গত হইতেছে; এবং যে পর্য্যন্ত পাঠকবর্গ আমাদিগকে কুটিলান্তঃকরণ সপ্রমাণিত না করেন তদবধি আমাদিগের প্রশংসাটি গ্রহণ করিয়া নিন্দাভাসটির নিমিত্ত তিরস্কার করায় অবিচার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

স্ত্রীশিক্ষা-নিয়োজক অনেক প্রস্তাব মধ্যে ২ প্রকটিত হইয়াছে; তন্মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের প্রণীত প্রস্তাব তথা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত পুস্তকই সর্ব্বপ্রধান। ঐ সকল গ্রন্থের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় লেখেন, "ইহার" (অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার) "অনুকূলে দুই এক খানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা-প্রতিষেধ-প্রথা যে এদেশের সর্ব্বানর্থের নিদানভূত, প্রস্তাব লেখকদিগের মধ্যে কেহই তাহা সম্যক্ প্রতিপন্ন করেন নাই। সুতরাং তৎপাঠে * স্ত্রীশিক্ষার যে কি সুধাময় ফল, তাহা অনেকের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।" এই প্রযুক্ত স্ত্রীদিগকে শিক্ষা না দেওয়াই আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূল কারণ ইহাই সাব্যস্ত করা গ্রন্থকারের অবিধেয়, এবং গ্রন্থের ইংরাজি আভাষে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি আপন পুস্তক তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন। তাহার প্রথম খণ্ডের নাম "স্ত্রীশিক্ষা প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডন," দ্বিতীয়ের নাম "স্ত্রীশিক্ষার ফল বর্ণন," তৃতীয়ের নাম "উপসংহার।" এই খণ্ডত্রয়েই সৎকথা আছে, এবং তৎসমুদায়ই সুপাঠ্য ও অবলাদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত অনেক সদুপদেশে পূর্ণ; অধিকন্তু এতদ্দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষেধহইতেই ঘটিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখও স্থানে ২ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ বিষয়ই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য; প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা তাহার সাব্যস্থ্য করাই সঙ্কল্প; তদর্থে গ্রন্থের এক খণ্ড নিয়োগ না করিয়া গৌণ-কল্পে প্রসঙ্গানুরোধে তাহার দুই একটি কথার প্রকাশ করা বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই। ঐ বিষয়ে গ্রন্থের কিয়দংশ নিযুক্ত করিলে অথবা ভূমিকায় কেবল স্ত্রীশিক্ষাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য এই কথা বলিলেই মনঃপ্রশস্তকর হইত। যাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই করিলাম না ইহা প্রশংসনীয় নহে।

বঙ্গভাষায় নির্জ্জীব-শব্দ-সম্বন্ধীয় বিশেষণের লিঙ্গপরিবর্ত্তনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। লেখক বা বক্তার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীর বিশেষণ কদাপি স্ত্রীপ্রত্যয় প্রাপ্ত হয়, কদাপি পুংবদ্ভাবেই থাকে। পণ্ডিত মহাশয়েরা ঐ সকল বিশেষণ প্রায় স্ত্রীপ্রত্যয়ান্তেই ব্যক্ত করেন, কেবল কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইলে স্থানবিশেষে ঐ প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুং বা ক্লীবলিঙ্গ শব্দে স্ত্রীবিশেষণ প্রযুক্ত করণের রীতি কুত্রাপি নাই— আমাদিগের জ্ঞানে

* তৎ শব্দটি এই স্থানে উত্তম প্রযুক্ত হয় নাই, কারণ আগু প্রস্তাব "লেখকদিগের" পদই ইহার পরামৃশ্য বোধ হয়; তাহা হইলে লেখকদিগকে পাঠ করিতে হইবে। অপর তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থশব্দের উদ্দেশ করিলে তৎ-শব্দকে মণ্ডূক-গতি-ন্যায়ের অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ গ্রন্থকার তৎশব্দে প্রস্তাবশব্দেরই উদ্দেশ করিয়াছেন। তৎশব্দ সমাসান্তর্গত প্রস্তাবলেখক পদের প্রধানকে ত্যাগ করিয়া অপ্রধানের পরামর্শক হইয়াছে; তাহা হইলে হীনকল্পের গ্রহণ করা হইয়াছে মানিতে হইবেক। পরন্তু তাহা নিতান্ত অশুদ্ধ নহে; যেহেতু মনোরমার টীকায় কথিত আছে, "যৎতৎশব্দৌ প্রায়ঃ প্রধানপরামর্শকৌ। প্রায়ঃ শব্দপ্রয়োগাৎ ক্বচিৎ অপ্রধানপরামর্শকাবপি; যথা দর্শিতে রাজমাতঙ্গ. স্তৈসেবামী তুরঙ্গমাঃ।

কি পণ্ডিত কি বিষয়ী লোক কেহই ঐ রূপে কোন শব্দের ব্যবহার করেন নাই; কেবল শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ই এই নিয়মের অন্যথায় কয়েক স্থানে (২ পৃষ্ঠায়) "বিদ্যাবতী কামিনীকুল" (৫ পৃষ্ঠায়) "বিদ্যাবতী বনিতাবর্গ" (৮পৃষ্ঠায়) "সুশিক্ষিতা গুণবতী কুলবতীকুল" (১৮ পৃষ্ঠায়) "সদ্বীপা ধরিত্রীতল" প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অন্যথাচরণের কারণ কি তাহা স্থির হইতেছে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই নিয়ম আছে যে দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাসের বিশেষণ সমাসস্থ পরপদের লিঙ্গ ভজনা করে, অর্থাৎ উক্ত সমাসদ্বয়ের শেষ পদের যে লিঙ্গ বিশেষণের সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। কামিনীকুলের কুল শব্দ ক্লীব লিঙ্গ; সুতরাং "কামিনীকুল" সমাসের বিশেষণ "সুশিক্ষিতা" "গুণবতী" "বিদ্যাবতী" প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কোনমতে সুপ্রশস্ত বোধ হয় না। "বনিতাবর্গ" সমাসের বর্গ শব্দ পুংলিঙ্গ, সুতরাং তাহার বিশেষণও পুংলিঙ্গ হইবে। "ধরিত্রীতলের" তল শব্দ পুং ও ক্লীব এই দুই লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়; অতএব তাহার বিশেষণে "সদ্বীপা" স্ত্রীপ্রত্যয়ান্তশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদ্যপি বিশেষণের সমাস ইচ্ছা করেন তাহা হইলেও সদ্বীপা না হইয়া সদ্বীপ হইত; যেহেতু সমাসান্তর্গত পদের লিঙ্গ ভেদ হয় না।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের রচনাশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; তৎপাঠে সহৃদয় পাঠকগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে রায় মহাশয়ের রচনাক্ষমতাবিষয়ে আমরা যে সকল প্রশংসা করিয়াছি তাহা কোন মতে অত্যুক্তি হয় নাই। রায় মহাশয় প্রস্তাবিত পুস্তক যে একান্তচিত্তে সরলহৃদয়ে লিখিয়াছেন, উদ্ধৃতবাক্য তাহার উপযুক্ত প্রমাণ হইবেক। তিনি লেখেন,

"হায়! যে স্ত্রী সংসারের শ্রীস্বরূপ,—যে স্ত্রী গৃহীর অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ,—যে স্ত্রী ছায়ার ন্যায় গৃহীর চির সহচরী,—যে স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়াই সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায়,—যে স্ত্রীর সুখসচ্ছন্দ সংবর্দ্ধনাশয়ে লোকে অতীব ভীতিসঙ্কুল অকূল পারাবার ও নানা দুগম দেশ পর্য্যটন করিয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়—সে স্ত্রীকে এরূপে পশুবৎ মূখ করিয়া রাখা ধীশক্তিধারী জীবের কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের যে কি সুখোদয় হয়, বলা যায় না। তাঁহারা দুর্লভ মনুজদেহ পরিগ্রহ করিয়া একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন পশু সহবাসে সুখবোধ করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। বিদ্যাহীন মনুষ্য ও পশুতে কি প্রভেদ আছে?

"বিদ্যানাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
"বিদ্যা ভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
"বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
"বিদ্যা রাজসু পূজিতা শুচিধনং বিদ্যাবিহীনা পশুঃ॥

"লোকে গৃহমধ্যে একটী বানর, ভালুক, শুকপক্ষী বা কুক্কুর প্রতিপালন করিলে তাহাদিগকে বহু যত্নে তাণ্ডবলীলা, ভগবন্নামোচ্চারণ এবং শীকার প্রভৃতি অভ্যাস করাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে কেবল নিরর্থক প্রতিপালন করেন না। যদি কেবল আহার নিদ্রা ভয়াদির বশবর্ত্তী পশু পক্ষ্যাদিকেও গুণশিক্ষা দেওয়া বিধেয় হয়, তবে সংসারের সারভূত বুদ্ধিবৃত্তিধারিণী সহধর্ম্মিণীকে গুণশিক্ষা দেওয়া গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। যখন পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষোপযোগী প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন, তখন শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের তত্তৎ বৃত্তি চরিতার্থ করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, ইহা আর বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার অন্যথাচরণ করিলে তাঁহার চরণোপান্তে সাপরাধ হইতে হয়। হায়! ভারত-

বর্গীয় বন্ধুগণের কতকালে এ বিষয়ে বিবেকোদয় হইবে ! ”

বঙ্গভাষায় কৃদন্তধাতুর প্রয়োগের অনেক অনিয়ম আছে; পণ্ডিত মহাশয়েরা তদ্বিষয়ের বিহিত করেন ইহা আমাদিগের অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় সুপণ্ডিত এবং ধাতুর প্রয়োগ-বিষয়ে সাবধান বটেন; পরন্তু কয়েক স্থানে তাঁহার রচনাও নির্দ্দুষ্টা বোধ হয় না। তাঁহার পুস্তকের ১০ ম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে তাহার সমন্বয় করিলে অধ্যাপনাদি ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম “ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে,” এই প্রকার বাক্য ঘটিয়া উঠে। এই স্থলে নির্দ্দেশ শব্দের পরিবর্ত্তে “ নির্দ্দিষ্ট ” শব্দই বিহিত বোধ হয়। অপর কয়েক শব্দও এই প্রকার অসংলগ্ন আছে।

রায় মহাশয় এক স্থানে রাজ্য করতলে রাখিবার তুলনায় নখদর্পণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, “ দেখ! ভূভুজেরা কেবল মন্ত্রীর মন্ত্রণা প্রভাবেই কত কত বিশাল রাজ্য নখদর্পণের ন্যায় নিজ নিজ করতলে রাখিয়া কি সুশাসন করিতেছেন।” কিন্তু এই বাক্যে উপমা উপমেয়ের কোন্ অংশে প্রয়োজ্য তাহা স্থির হয় না। নখদর্পণ কাহার করতলে অবস্থিতি করে কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; এবং তাহা যে সুশাসিত পদার্থের দৃষ্টান্ত ইহাও বোধ হয় কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই। আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় এবম্প্রকার উপমায় উত্তম গ্রন্থের গৌরবের হানি করে, অতএব ভরসা করি প্রস্তাবিত গ্রন্থের পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনসময়ে রায় মহাশয় এবম্প্রকার স্থলের সংশোধন করিবেন।

আমাদিগের মানস ছিল এই গ্রন্থের সহিত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকের তুলনা করিব; কিন্তু এই স্থলেই আমরা বিবিধার্থের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের শেষ পৃষ্ঠায় উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং তদ্বিষয়ে অধুনা ক্ষান্ত রহিতে হইল।

ঐ কারণ বশতঃ “ষট্চক্র নিরূপণ প্রভৃতি পুস্তক পঞ্চক” নাম পুস্তকের বিশেষ সমালোচন করা হইল না। তাহাতে প্রথম, টীকাসহিত ষট্চক্রনিরূপণ, দ্বিতীয়, পাদুকাপঞ্চক, তৃতীয়, দুর্গার্চ্চামুকুর, চতুর্থ, কালীকার্চ্চামুকুর, পঞ্চম, গিরীশাম্বদার্চ্চনমণিপুস্তক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের অনুরাগী তাঁহারা এই-গ্রন্থ-পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। এই গ্রন্থ উত্তমরূপে পরিশোধিত হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য, সংশোধকের নাম শ্রবণেই পাঠকবর্গ তাহার বিশ্বাস করিবেন।

কা০ প্র০ সি০



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, অগ্রহায়ণ। [৪৪ খণ্ড।

ধূমকেতু।



আকাশমণ্ডলে গ্রহোপগ্রহ-প্রভৃতি যত প্রকার জ্যোতিঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ধূমকেতুও একপ্রকার জ্যোতিঃপদার্থ। ইহার বিবরণ হিন্দু ও চীন জাতীয়েরা বহুকালাবধি পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু ইউরোপ-খণ্ডে ইহার বিষয় খ্রীষ্টীয় ১৩ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্যক্ত ছিল না। পরন্তু গ্রহোপগ্রহাদির বিবরণ যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ধূমকেতুর বিষয়ে অদ্যাবধি সেপর্য্যন্ত ব্যক্ত হয় নাই। ইদানীন্তনীয় জ্যোতির্বেত্তারা গবেষণাদ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম এই প্রস্তাবে সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল।

নভোমণ্ডলে কত সঙ্খ্যক ধূমকেতু আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেপলর নামা এক জন বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা লিখিয়াছেন সমুদ্র-গর্ভে যত সঙ্খ্যক মৎস্য আছে ধূমকেতুর সঙ্খ্যা ততোধিক হইবেক। ঐ সকল ধূমকেতু কঠিন ও তেজোহীন পদার্থ। তাহার সকলেরই রূপার সদৃশ উজ্জ্বল পুচ্ছ থাকে, এবং তৎসকলেই সর্ব্বদাই সূর্য্যের সম্মুখে অবস্থিতি করে। প্রস্তাবিত পুচ্ছ কি রূপে জন্মে তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই; এবং তাহাদের আকারেরও সাদৃশ্য নাই; যেহেতু সূর্য্য ও পৃথিবীর সহ স্থিতিভেদে ইহাদের দর্শনভেদ হয়। যখন ধূমকেতু সূর্য্যের পূর্ব্বপার্শ্বদিয়া দূরে গমন করে তখন তেজোময় পুচ্ছ অগ্রগত হইয়া শ্মশ্রুকেশের ন্যায় দেখায়। এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে সচরাচর "শ্মশ্রুধারী ধূমকেতু" কহে। যখন ধূমকেতু সূর্য্যের পশ্চিমে থাকিয়া তদভিমুখে যায় তখন ঐ পুচ্ছ পশ্চাতে থাকে, তথা ঐ ধূমকেতুর নাম "পুচ্ছধারী ধূমকেতু" হয়। অপর যদি ধূমকেতু ও সূর্য্য উভয়ে পরস্পর সমসূত্রে থাকে এবং পৃথিবী তাহার মধ্যগত হয়, তাহা হইলে ঐ পুচ্ছ ধূমকেতুর পশ্চাৎহইতে সকল শরীর বেষ্টন করিয়া উজ্জ্বল কুজ্ঝটিকাবৎ বা রোমজ পিণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়; ইহাকে "রোমজ ধূমকেতু" বলে। ১৮০৪ শালে যে ধূমকেতু উদিত হয় তাহার শরীর স্পষ্ট দেখা যায় নাই, কেবল উজ্জ্বল কুজ্ঝটিকাবৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। এই তিন প্রকার ধূমকেতুর প্রতিমূর্ত্তি অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবেক। ক চিহ্নিত ধূমকেতুর নাম শ্মশ্রুধারি-ধূমকেতু; খ চিহ্নিত ধূমকেতুর নাম পুচ্ছধারি-ধূমকেতু; এবং গ চিহ্নিত ধূমকেতুর নাম রোমজ-ধূমকেতু।

ক গ খ



ধূমকেতু।

ধূমকেতু বহুকাল বিলম্বে উদিত হয়। যে ধূমকেতু একবার দেখা যায় তাহার সহিত পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব; ইহার কারণ এই যে পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় ধূমকেতু সূর্য্যকে পরিক্রমণ করে; এবং ঐ সময়ে যে পথ অবলম্বন করে তাহা অত্যন্ত বৃহৎ, সুতরাং অল্পকালমধ্যে তাহার পর্য্যাপ্তি হয় না। ধূমকেতু দ্রুতবেগে গমন করে, এবং যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাহার গতির বেগ দ্রুত হয়। ১৮২৩ শালে বাইল সাহেব এক ধূমকেতুর আবিষ্ক্রিয়া করেন, এই নিমিত্ত তাহার নাম বাইল সাহেবের ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ ধূমকেতু যে রূপ দ্রুতবেগে গমন করে তাহার বর্ণন শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কথিত আছে যে তাহা যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় তখন এক ঘণ্টায় ৫১,১৫০ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া দুই মিনিটে এক ক্রোশ হইতে অত্যন্ত অধিক স্থান ভ্রমণ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার সহিত তুলনা করিলে ধূমকেতু ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া অপেক্ষা দুই সহস্র গুণ বেগবান্ বোধ হইবে। এতদ্দেশে অত্যন্ত দ্রুতগতি স্থলে বায়ুর সহিত তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু ধূমকেতু বায়ু—বরং অত্যন্ত ঝড়—অপেক্ষায়ও দুই সহস্র গুণ বেগবান্।

ধূমকেতুদিগের ব্যাসরেখায় বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ১৮০৪ শালে যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, আরাগো সাহেব তাহার ব্যাসরেখা ৩,০০০ ক্রোশ স্থির করেন। ১,৭৯৮ শালের ধূমকেতুর ব্যাসরেখা ৩৩ ক্রোশ মাত্র। ১,৮১১ শালের ধূমকেতুর ব্যাসরেখা ৩,৩২৭ ক্রোশ।

ধূমকেতুর পুচ্ছের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। এক ধূমকেতুর এক দুই এবং ছয় পুচ্ছ দেখা গিয়াছে। কখন২ ঐ পুচ্ছ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ দৃষ্ট হয়। পুচ্ছ ধূমকেতুহইতে যত দীর্ঘে বৃদ্ধ হইতে থাকে তত প্রস্থেও বর্দ্ধিত হয়। ঐ দৈর্ঘ্যও বহুবিধ। ১৭৭৪ শালের ধূমকেতুর ছয় পুচ্ছ ছিল; তৎ সমুদায়ের দৈর্ঘ্য ১৮০০ ক্রোশ। ১৩১৮ শালের ধূমকেতুর পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ৩১২০ ক্রোশ। ১৮২৩ শালের ধূমকেতুর দুই পুচ্ছ ছিল; একটি সূর্য্যের অভিমুখ অপরটি পশ্চাদ্ভাগে ছিল। কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ অদৃষ্ট থাকে। ১৮৪৩ শালে যে ধূমকেতু উদিত হয় তাহার দীধিতিরূপ সম্মার্জ্জনী গগনমণ্ডলের অর্দ্ধেক ব্যাপ্ত করিয়াছিল।

ধূমকেতু রজনীতেই উদিত হয়, এবং কএক রাত্রি মাত্র দৃষ্টিগোচর থাকে। তদনন্তর অদৃশ্য হয়। অপর তাহারা সর্ব্বত্র সমরূপে দৃষ্ট হয় না। ১৮৪৩ শালের ধূমকেতু ইংলণ্ডে মেঘাচ্ছন্ন নক্ষত্রবৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্দেশে ঐ ধূমকেতু ঐ সময়ে উজ্জ্বল গৃহমার্জ্জনীর ন্যায় ব্যক্ত হয়। উত্তরামেরিকাতে তাহা তৎকালে ততোধিক উজ্জ্বল হইয়াছিল। মধ্যাহ্নকালিক দিবাকর সত্ত্বেও তাহা প্রত্যক্ষ হইত।

হর্ষেল সাহেব ধূমকেতুর আয়তনের মধ্যে এক বৃহৎ নক্ষত্র দেখিয়াছিলেন।

আরাগো সাহেব "পোলারিসকোপ" নামক এক প্রকার যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ধূমকেতু নিতান্ত তেজোহীন পদার্থ নহে; কিন্তু উহার নিজ জ্যোতিঃ কোন কার্য্যকারণে আইসে না। সূর্য্যহইতে যে আলোক তদুপরি প্রতিবিম্বিত হয় তাহাতেই তাহা উজ্জ্বল দেখায়। বস্তুতঃ ধূমকেতু রজনীযোগে হিম এবং দিবসে মেঘ পিণ্ডবৎ পদার্থমাত্র।

পূর্ব্বকালাবধি লোকের বিশ্বাস আছে যে ধূমকেতুর উদয় হইলেই পৃথিবীর অশেষ অমঙ্গল ঘটে, এবং মড়ক ও দিগ্‌দাহ হয়। এ প্রকার বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু ধূমকেতু সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, যখন দৈবাৎ দৃষ্ট হয় তখন তাহার সহিত পৃথ্বী-সম্বন্ধে দৈবঘটনা ইহা অল্পবুদ্ধিদিগের মনে অনায়াসেই সম্ভবে; পরন্তু অমঙ্গল বিষয়ক প্রবাদ খপুষ্পবৎ অলীক ইহা বর্ণন করাই বাহুল্য।

তিনটি ধূমকেতুর গতির ক্রম নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহারা গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহারা ছয় বৎসরে সূর্য্যকে এক এক বার পরিভ্রমণ করে—অর্থাৎ তাহাদের যে নিত্য গতি আছে তাহাতে তাহারা ছয় বৎসর কালে সূর্য্যকে এক এক বার পরিক্রমিত করে। ঐ ধূমকেতুত্রয়ের নাম বাইল সাহেবের ধূমকেতু, ইলেকস্ সাহেবের ধূমকেতু, ও হেজ সাহেবের ধূমকেতু। নিরূপিত হইয়াছে যে ১৮১১ শালে যে ধূমকেতু উদিত হয় তাহার পরিভ্রমণকর্ম্ম ৩০,৩৫০ বৎসরে এক বার শেষ হইবে।

ভারতবর্ষের লোকসঙ্খ্যা।



সম্প্রতি কর্ণেল সাইকস্ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টহইতে ভারতবর্ষ-সঙ্ক্রান্ত যে সকল কাগজ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে ব্যক্ত হইল যে সমস্ত ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৪,৬৬,৫৭৬ চতুরস্র ক্রোশ। তাহার মধ্যে ৮,৩৭,৪১২ আট লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারি শত বার চতুরস্র ক্রোশ স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে আছে; অপর ৬,২৭,৯১০ ছয় লক্ষ সাতাইশ হাজার নয় শত দশ চতুরস্র ক্রোশ স্থান এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অধিকার ভুক্ত; এবং অবশিষ্ট ১,২৫৪ এক হাজার

দুই শত চোয়াম্ন চতুরস্র ক্রোশ স্থান ফরাশিস্ ও পর্ত্তুগিস্‌দিগের অধীন। এই সকল স্থানে যে মনুষ্যের আবাস আছে তাহার সমষ্টিসঙ্খ্যা ১৮,০৮,৮৪,২৯৯ আঠার কোটী আট লক্ষ চৌরাশি হাজার দুই শত নিরেনব্বুই। ঐ সমষ্টির ১৩,১৯, ৯০,৯০১ ব্যক্তি ইংরাজদিগের রাজ্যে বসতি করে; ৪,৮৩,৭৩,২৪৭ ব্যক্তি এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অধীনে বাস করে; এবং অবশিষ্ট ৫,১৭,১৪৯ লোক ফরাশিস্ ও পর্ত্তুগিস্‌দের অধিকারে আছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের নিজাধীনে যে সমস্ত ভূমি আছে তাহার পরিমাণ ২,৪৬,০৫০ দুই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ চতুরস্র ক্রোশ। তাহাতে ২,৩২,৫৫,৯৭২ দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয় শত বায়াত্তর মনুষ্যের আবাস আছে। বঙ্গদেশীয় লেপ্টলেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ রাজ্যের পরিমাণ ২২,১৯,৬৯ বাইশ লক্ষ উনিশ হাজার ঊনসত্তর চতুরস্র ক্রোশ। তাহাতে ৪,০৮,৫,২,৩৯৭ চারি কোটি আট লক্ষ বাআম্ন হাজার তিন শত সাতানব্বই লোক বসতি করে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লেপ্টলেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ রাজ্যের পরিমাণ ৫২,৮৭৯৷৷ ক্রোশ; তাহার প্রজাসঙ্খ্যা ৩,৩৬,৫৫,১৯৩ ব্যক্তি। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ রাজ্য ৬৬,০৪৫ ক্রোশ পরিমিত; এবং তাহা ২,২৪,৩৭,২৯৭ লোকে সমাকীর্ণ। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ রাজ্যের পরিমাণ ১,৩১,৫৪৪ চতুরস্র ক্রোশ; তাহাতে ১,১৭,৯০,০৪২ লোকের বাস আছে। বঙ্গপ্রদেশের সন্নিহিত এ দেশীয় রাজাদের রাজ্যপরিমাণ ৫,১৫,৫৩৩ চতুরস্র ক্রোশ; তাহাতে ৩,৮৭,০২,২০৬ লোকের আবাস আছে। মান্দ্রাজ-প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজ্যপরিমাণ ২৫,৯০১ ক্রোশ, এবং প্রজার সঙ্খ্যা ৫,২১,৩৬৭। বোম্বাই বিভাগের স্থানপরিমাণ ৬০,৫৭৫ চতুরস্র ক্রোশ, এবং প্রজাসঙ্খ্যা ৬৪,৪০,৩৭০। ফরাশিস্‌দের ভারতবর্ষস্থ রাজ্যের পরিমাণ ১৮৮ চতুরস্র ক্রোশ; তাহাতে ২,০৩,৮৮৭ লোক বাস করে। পর্ত্তুগিস্‌দের রাজ্যের পরিমাণ ১,০৬৬ চতুরস্র ক্রোশ; তাহাতে ৩,১৩,২৬২ লোকের বসতি আছে।

চারি-বৎসর-পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টহইতে ভারতবর্ষের প্রজা-সঙ্খ্যা-বিষয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সহিত এই নির্দ্দিষ্ট-পত্রের তুলনা করিলে ব্যক্ত হইবে যে গত চারি বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে তিন কোটি মনুষ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে। পরন্তু আমাদিগের বোধ হয় এই নির্দ্দিষ্ট পত্রেও অন্ততঃ দুই কোটি অঙ্কের ভ্রম আছে; যেহেতু যে প্রকারে লোক-সঙ্খ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহাতে ভ্রম থাকিবার অনেক সম্ভাবনা।

কাপ্তেন্ গ্রেসাহেবের দেশপর্য্যটন-সম্বন্ধীয় যাতনা-ভোগের বিবরণ।



বিবিধার্থের ৩ পর্ব্বের ২৭১ পৃষ্ঠায় কাপ্তেন্ গ্রেসাহেবের ভ্রমণ-বিষয়ক প্রস্তাব আরব্ধ করা হয়, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিবিধার্থের প্রকটনে নিরস্ত হওয়াতে তাহার শেষ হয় নাই, অধুনা তাহার সমাপন করা যাইতেছে।

১৩ এপ্রিল। এই দিন কাপ্তেন গ্রে সাহেব মধ্যাহ্ন-সময়ে প্রখরতর দিনকর-কিরণে ও অনাহারে সহচর কেবরকে নিতান্ত ম্লান দেখিয়া নিজ সমীপস্থিত অবশিষ্ট পিষ্টের কিয়দংশ প্রদান করিলেন। তত্রত্য শাকপত্রাদি খাদ্যবস্তুর মধ্যে দুই একটা ব্যতীত তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল না, একারণ যত দূর

পর্য্যন্ত ক্লেশ হইতে হয় তাহাহইতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পরে কাপ্তেন গ্রেসাহেব আপন মুখে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন যে "যখন আমার নিকটহইতে সেই খাদ্য সামগ্রীর এককালে নিঃশেষ হইল, তখন আমার সাতিশয় সুখ-বোধ হইয়াছিল; কারণ বুভুক্ষায় কাতর হইলে পর আমার মনে২ ইহা একেবারেই ভক্ষণ করিয়া ফেলি কি অল্পে২ ক্রমশঃ ভক্ষণ করি এই ভাবনায় যাহার পর নাই ক্লেশ উপস্থিত হইত, নিঃশেষ হওয়াতে সে ক্লেশহইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। সেই খাদ্যদ্রব্যের নিঃশেষ হইলে আমি একখানি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া একান্তচিত্তে দুই চারি অধ্যায় পাঠ করিয়া ক্ষণকাল আত্মাকে সুখী করিলাম। ঐ ক্রিয়ায় যাদৃশ তৃপ্ত হইলাম তাদৃশ তৃপ্তি আমার সৌভাগ্যাবস্থার মধ্যেও কখন অনুভূত করি নাই।" ঐ দিন প্রস্তাবিত ভ্রমণকারিদিগকে সার্দ্ধপঞ্চদশক্রোশ পথ পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। পথিমধ্যে জল না পাওয়াতে তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। কতক্গুলি শুষ্ক জেমিয়া ফল ভক্ষণেই কেবল সে দিন অতিবাহিত হয়। তন্মধ্যে অপরিপক্ব ও কাঁচা ফল খাইয়া কোন২ ব্যক্তির বমন ও শীরো ঘূর্ণনও হয়; তাহাতে তাহাদিগকে সাতিশয় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। রাত্রি উপস্থিত হইলে এই ভ্রমণ-কর্ত্তারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। তখন কাপ্তেন গ্রে-সাহেব স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন যে তৎসহচর অমরিকাবাসী যুবক হেকনে উড্ নামক অন্য এক জন সহচরকে কহিতেছে যে "আমাদের খাদ্য সামগ্রীহইতে কিঞ্চিৎ লইয়া কাপ্তেন গ্রে সাহেবকে দেওয়া অতি কর্ত্তব্য।" ইহাতে সে উত্তর করিল "এ দুঃসময়ে আপন২ প্রাণরক্ষার উপায় দেখা কর্ত্তব্য।" এ কথা শুনিয়া হেক্নে আপনার নিকট যে যৎকিঞ্চিৎ আটা ছিল, তাহার ময়ূরাণ্ডপ্রমাণ এক গ্রাস লইয়া গ্রেসাহেবকে দিবার জন্য তৎসম্মুখে উপস্থিত হইল। গ্রে তাহাকে সাতিশয় আগ্রহী দেখিয়া ঐ আটা তাহার হস্তহইতে লইলেন, এবং নিজজঠরানলে আহুতি প্রদান করিলেন। এ বিষয়ে গ্রেসাহেব পরে কহিয়াছিলেন যে, "আমি হেক্নের গুণে যাবজ্জীবনের মত বদ্ধ রহিয়াছি, এবং উডের তৎকালীন মর্ম্মভেদি বাক্য শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত আছি"।

১৪ এপ্রিল। এই দিবস তাহারা ক্রমাগত ৭ ক্রোশ পথ চলিয়া এক জলাশয় দেখিতে পাইল। তথায় তের ঘটি জলে দুই চামচ আটা গুলিয়া তাহাই কএক জনে পান করিল। ঐ দিন তাহারা তথায় অবস্থিতি করাতে কেইবর এক স্থানে দেখিতে পাইল যে কতকগুলি বায়ুনট ফল লুক্কায়িত করা রহিয়াছে। পরে সে সমস্ত ফল তথাহইতে আনিয়া গ্রেকে দেখাইবামাত্র তিনি তাহাকে খাইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "অসভ্য-দেশে আসিয়া এমতরূপে কাহারো দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করা যুক্তি যুক্ত নহে।" ইহাতে কেইবর কহিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য বটে, কিন্তু সমগ্র লইয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলাই ভয়াবহ, নহিলে কএকটি খাইলে এই ফল স্বামীরা বোধ করিবে যে এখানে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আসিয়া থাকিবেক, সেই ব্যক্তিই খাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়াছে। ইহাতে তাহারা আমাদিগকে চোরও বোধ করিবে না, এবং কোন অনিষ্ট করণেরও চেষ্টা করিবে না।" এই রূপ যুক্তিদ্বারা তদবলম্বনে প্রাণ ধারণ করা স্থির করিয়া একটিমাত্র গর্ত্তহইতে সেই ফল তুলিয়া ভক্ষণপূর্ব্বক সে তথাহইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর দলস্থ সকলে যাইতে২ পথি-মধ্যে একটা কুক্কুরকে দেখিতে পাইয়া দলহইতে এক জন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়া-ছিল, কিন্তু পরমায়ুর্বলে সে গুলী কুক্কুরকে লাগে

নাই। গ্রেসাহেব কেবল গুলি করিয়া একটা বাজ পক্ষীকে মারিয়া তাহার নাড়িভুড়ি এবং মুণ্ড কেইবরকে দিয়া তাহার মাংস হেক্‌নের সহিত সমভাগে বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করেন। ঐ দিন তাহাদের পর্য্যটন-ক্লেশের আর ইয়ত্তা ছিল না। একে প্রচণ্ড-সূর্য্যকিরণে তত্রত্য ভূ-ভাগ এককালে দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তাহাতে এ প্রদেশটা মরুস্থল; তথায় পশ্বাদিপ্রাণিমাত্রের চিহ্নও ছিল না; একটী তৃণখণ্ডও দৃষ্ট হওয়া ভার।

১৩ এপ্রিল। পূর্ব্বদিন জলাভাবে প্রস্তাবিত ভ্রমণকারিরা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। এ দিন তাহারা ইতস্ততঃ সাতিশয়-ব্যগ্রতা-সহকারে জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল। অনেক জলাশয় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সকল সূর্য্য-কিরণ-প্রাদুর্ভাবে একান্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; এবং ঐ সকল জলাশয়ের গর্ভ-ভূমিসকল ফাটিয়া রহিয়াছিল। এদিকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এমনি খরতর কিরণ প্রসারণ করিতেছিলেন যে তাহাতে তাহারা দগ্ধ হইতে লাগিল; তখন ক্লেশের আর সীমা রহিল না; তাহা লিখিয়াও জানাইবার নহে; পরন্তু ঐ দারুণ ক্লেশের অবস্থাটি গ্রে-সাহেব-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের সুগোচর-করণমানসে এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। গ্রেসাহেব লেখেন, "যখন আমি তাহাদিগকে অল্পে২ এদিক্ সেদিক্ জল অন্বেষণ করিতে দেখিলাম, তখন তাহারা নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছিল। তাহারা তৎকালে নৈরাশ্য-সাগরে মগ্ন হইয়া সজলনয়নে চারি দিকে জল জল করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র ফল দর্শিল না। এই রূপে তাহারা যত২ জলাশয় দেখিতে পাইল ততই তাহাদের মনে উদ্বেগ ও দুঃখ সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি তথায় জল পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া তাহাদিগকে তথাহইতে অগ্রসর হইয়া যাইতে বার ২ কহিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহারা তখন এমনি ক্লান্ত ও সাহসহীন হইয়াছিল যে তাহারা আমার কথায় কর্ণপাতও করিল না। অনেকক্ষণ আকিঞ্চন করিতে২ তাহারা কহিল, "জলাভাবে আমাদের এস্থলে দেহপাত হয় সেও বরং ভাল; তথাপি মৃগতৃষ্ণার স্বরূপ জলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় মুগ্ধ ও আশ্বসিত হইয়া এক পদও অগ্রসর হইব না।" ইহা শুনিয়া আমি তাহাদিগকে অনেক বুঝাইতে লাগিলাম; এবং পরিশেষে তাহারা আমার কথায় সম্মত হইয়া সে স্থানহইতে প্রস্থান করিতে স্বীকার করিল।" অনন্তর সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল-সময়ে তাহারা এমত এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল যে তথাকার ভূমি শুষ্কশৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই রাত্রি তাহাদের সেখানেই অবস্থিতি হইল। ঐ রাত্রিকালেও তাহারা ইতস্ততঃ জল অন্বেষিতে লাগিল। ক্রমাগত দুই দিন ও এক রাত্রি তাহারা জল স্পর্শ করে নাই, সুতরাং জলের উপরি তাহাদের জীবন পড়িয়াছিল। তাহাদের জলাভাবে তখন এমনি অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল যে আর কিয়ৎক্ষণ জল না পাইলে তাহারা এককালেই বিনষ্ট হইয়া পড়িত। উহাদের মধ্যে কাপ্তেন গ্রে এবং তৎসহচর কেবর এ দুই জনের অপরের ন্যায় যাতনা হয় নাই; কারণ জ্ঞানীদের আলোচনীয় বিষয়ের চিন্তনে গ্রেসাহেব লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্যমনস্ক থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; এবং কেইবরের অত্যল্প জল পান করা অভ্যাস ছিল, সুতরাং ইহাদের দুই জনের ক্লেশ আর সকলের সদৃশ প্রবল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৭ এপ্রিল। শেষ রাত্রিতে তাহারা উঠিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল; এবং পথিমধ্যে তৃণপল্লব-পতিত নীহারসকল অবলেহন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল এই রূপ করাতেও তাহাদের পিপাসার মান্দ্য না হওয়াতে তাহারা এককালে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এদিকে সূর্য্য উঠিলেন, তাহাতে তাহাদের জলপাইবার আশা দূর হইয়া গেল; অতএব সঙ্গিরা সাতিশয়-বিনয়-পুরঃসর কাপ্তেন গ্রেকে কহিল, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। আমরা একান্ত চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছি।" ঐ দিন রাত্রিশেষাবধি আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহারা চারি ক্রোশমাত্র পথ ভ্রমণ করিয়াছিল। তৎকালীন পিপাসায় তাহারা এমনি শুষ্ক কণ্ঠোষ্ঠতালু হইয়া পড়িয়াছে যে পিপাসা-দূরকরণার্থ তাহাদিগকে নিজ২ মূত্রও পান করিতে হইল। এতাদৃশ অসহ্য-দুঃখ-দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কাপ্তেন গ্রেসাহেব স্বয়ং জলান্বেষণে না গিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি যখন জলান্বেষণে যান তখন কেইবর তাঁহার পথদর্শক হইয়া সংহতি চলিল। কিয়ৎ-দূর গমন করিয়া কেইবর তাঁহাকে কহিল "আমি এখানকার পথ ভুলিয়াছি বোধ হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া গ্রে সাহেব এক বন্দুকের ধ্বনি করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল দর্শিল না। কেইবর কহিতে লাগিল, "মহাশয়! আমাদের এখন পর্য্যন্তও বল আছে, অদ্যও জল বিনা পথ চলিতে পারা যাইবেক; কল্য জল না পাওয়া গেলে আমাদের দুই জনের মৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। এখানে থাকিলে আমাদের জল পাইবার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই; অতএব সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া এস্থানহইতে যাওয়া অতিকর্ত্তব্য হইয়াছে। তাহাদিগকে যে রূপ দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে তাহারা যে আর পথ চলিতে পারিবে এমত বোধ হয় না।" কেইবরের এই নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ করিবামাত্র গ্রেসাহেব একেবারে রাগান্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন "কেইবর! আমি তোমাকে এক নির্য্যাস কথা কহি শুন; এখন সূর্য্য যে স্থলে রহিয়াছে দেখিতেছ, কত বেলা আছে বুঝিতে পার; এখন এই সূর্য্য থাকিতে২ যদি তুমি আমাকে এস্থানহইতে সেই স্থানে ফিরাইয়া না লইয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাকে গুলিদ্বারা মারিয়া ফেলিব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

গ্রেসাহেবের এতাদৃশ ভয়-প্রদর্শন-করণেও কেইবর তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যত্নের ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কাপ্তেন গ্রে তাহার কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। অতএব অবশেষে কেইবর দেখিল যে তিনি তাহার সঙ্গী হইবার নহে। ইহাতে সে তখন সেখানহইতে পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইল। গ্রেসাহেব মহা বিভ্রাটে পড়িলেন; সে সেখানহইতে চলিয়া গেলে পর তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া কখনই হইত না। ইহাতে তিনি এক কৌশল করিয়া বন্দুকে বারুদ গুলি পুরিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন "শুনরে, কেইবর! আমি দৃঢ়বাক্যে কহিতেছি তুই ওস্থানহইতে আর এক পদ অগ্রে গেলে এবং আমার সহিত পুনর্ব্বার সেস্থানে ফিরিয়া না আইলে তোকে এখনই গুলি করিয়া বিনষ্ট করিব।" এই কথা শুনিয়া কেইবরের আর পদ উঠিল না। সে নিতান্ত ভীত হইয়া তখনই তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়ে তথাহইতে গমন করিয়া এক ঘণ্টা কাল পরে সমভিব্যাহারিদিগের নিকট

উপস্থিত হইল। এদিকে সঙ্গিগণ তাহাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া জলপ্রাপ্তি-বিষয়ে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। উহারা উপস্থিত হইলে তাহারা—জল আনিয়াছ বলিয়া এককালে সকলেই নিকট আইল, এবং সঙ্গে জল না দেখিয়া এবং তদপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া এককালে হতাশ হইয়া পড়িল। এমত সময়ে গ্রে সাহেব জল-কষ্টে স্বীয় ক্লেশের বিবরণ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকদিগের বিদিত করিবার নিমিত্তে এখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি লেখেন, "পিপাসায় যে আমার কণ্ঠতালু প্রভৃতি কেবল নীরস পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এমত নহে; কিন্তু তৎকালে আমি একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। তখন স্বরভঙ্গিদ্বারা কাহাকেও চিনিবার ক্ষমতা ছিল না। আর চক্ষুঃসন্নিকর্ষেও পদার্থের উপলব্ধি হওয়া দুর্ঘট হইয়াছিল। সহসা সুসুপ্তি-ভঙ্গের পর মনুষ্যের যে প্রকার ভাব জন্মে এবং তৎকালীন বাহ্যজ্ঞানের পুনঃসংস্থাপনে যত যত্ন আবশ্যক হয়, আমাকেও তৎকালে তাদৃশ হইতে হইয়াছিল। ক্ষণেক কাল এতাদৃশ অবস্থায় বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে সর্ব্বশরীরের রক্ত যেন সাতিশয় বেগের সহিত আমার মস্তকে উঠিতে লাগিল। ইহাতে আমি তাহাদিগের সমীপে এই প্রস্তাব করিলাম "যে জলাভাবে আমাদিগের এক্ষণে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আর কিঞ্চিৎ কাল জল না পাইলে প্রাণ রক্ষা করা একান্ত ভার হইবেক। আপাততঃ এক কর্ম্ম করা যাউক; আইস, আমরা সকলে এস্থানহইতে এখন দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করি, এবং যাবৎ পর্য্যন্ত মৃত্যুগ্রাসে না পতিত হই তাবৎ বিরত না হইয়া তদভিমুখেই চলিতে থাকি। ইতিমধ্যে জলপ্রাপ্তি হয় প্রাণ রক্ষা হইবে, নচেৎ মরণ অবধারিতই হইয়াছে। এই সময়ে যাইতে বিলম্ব করিলে তাহার অনুরোধ রক্ষা করা যাইবেক না।" গ্রে সাহেবের মুখহইতে এতাদৃশ প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই সকলেই তথাহইতে গমন করিতে উদ্যত হইল, এবং আপন ২ নিকট অনধিক প্রয়োজনের বস্তুসমূহ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত বিমর্ষভাবে চলিতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা ১। ঘণ্টায় এক ক্রোশ পথ গমন করে। একে তাহাদের তিন দিন দুই রাত্রি জলস্পর্শ হয় নাই, তাহাতে প্রচণ্ড-দিনকর-করে সর্ব্বশরীর সিদ্ধ হইতেছে; সুতরাং সকলেরি প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল; এমত সময়ে কেইবর একটি গর্ত্ত দেখিতে পাইল। তাহা কর্দ্দম মিশ্রিত ঘোলা জলে কিয়দংশে পূর্ণ ছিল। দেখিবামাত্র সে তাহার অর্দ্ধেক আপনার উদরস্থ করিল। কাপ্তেন গ্রেসাহেব তাহাহইতে এক গণ্ডুষমাত্র জল মুখে করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু অতিশয় পঙ্কিল ও ঘন বলিয়া তাহা গিলিতে তাঁহার কষ্টবোধ হইল। পরে তাহা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সকলকে কিঞ্চিৎ২ প্রদান করাতে তাহাদের আপাততঃ প্রাণ রক্ষা পাইল। ক্ষুধাতৃষ্ণা উভয়েরি কিঞ্চিৎ শান্তি হইল; এবং তাহারা প্রসন্নমনে ও একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাহারা যে জলাধার গর্ত্তটি দেখিতে পাইয়াছিল তাহা ঐ মরুভূমির মধ্যস্থ একমাত্র জলাশয়। সে গর্ত্তটির এক অসাধারণ গুণ এই ছিল যে জল নিঃশেষ হইলেই পুনঃ জল নিঃসৃত হইয়া ঐ গর্ত্তকে পূর্ণ করিত।

অতঃপরে সন্ধ্যার সময়ে নিকটস্থ নানা স্থান হইতে বিবিধ প্রকার বিহঙ্গম সকল আসিয়া ঐ কূপে অবগাহন ও তজ্জলপান করিয়া পিপাসা-নিবৃত্তি করিতে লাগিল। গ্রে সাহেব তৎকালে বন্দুক প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন, কিন্তু তৎকালীন তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ থাকাতে

হস্তের স্থৈর্য্য ছিল না, একারণ তাহাতে কোন ফলও দর্শিল না; সুতরাং তাঁহাকে পক্ষির আশা-হইতে নিরাশ হইতে হইল। তদ্দিবস ঐ স্থলে তাহারা কেবল এক চামচ আটা সেই জলে গুলিয়া তাহারি কিঞ্চিৎ২ পান করিয়া রাত্রি যাপন করে, এবং কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাইয়াও শ্রান্তি দূর করে।

১৮ এপ্রিল। এ দিন প্রাতঃকালে তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছিল; এবং নির্ম্মল জলাশয় পাইয়া বিলক্ষণরূপে স্নান-পান ক্রিয়া সমাধান করণপূর্ব্বক শ্রান্তি দূরও হয়। এ দিবস রাত্রিতে যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি এবং শীতও ততোধিক। ইহাতে তাহাদের যাহার পর নাই কষ্ট হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে গ্রেসাহেবের কটিদেশে এমনি বেদনা হয় যে তিনি তদুপলক্ষে আর এক পাও চলিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার সহসা ঐ বেদনায় আক্রান্ত হইবার কারণ ছিল। যৎকালে নৌকা বানিচালি হয় তাহার পূর্ব্বে তিনি কতিপয় আক্রামকদ্বারা তৎপ্রদেশে আহত হন।

১৯ এপ্রিল। সে দিন তাহাদের সমস্ত দিন রাত্রি আহারাদি হয় নাই; সেই রাত্রি ঝড় ঝটিকা হওয়াতেও তাহাদের যাহার পর নাই ক্লেশ হইয়াছিল।

২০ এপ্রিল প্রাতঃকালে তাহারা কম্পিত-কলেবরে ভূমি শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিল; কিন্তু শীতে তাহাদের শরীর চৈতন্যহীন হইয়াছিল। কাপ্তেন গ্রেসাহেব লেখেন যে "অদ্যকার যাতনাপেক্ষা নরকযাতনাও অল্প বোধহয়।" ঐ দিন তাহারা প্রতিঘণ্টায় আধ ক্রোশ করিয়া মধ্যাহ্ন-কাল-পর্য্যন্ত কএক ক্রোশ চলিয়াছিল। অবশেষে তাহারা একান্ত ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে উপস্থিত হইল। তত্রত্য কতিপয় লোক আসিয়া তাহাদের সহিত সেস্থানে সাক্ষাৎ করে। তাহাদের একের নাম ইন্‌বেট্। উহার সহিত পর্থনগরে গ্রেসাহেবের বন্ধুত্ব হয়। ঐ হতভাগা পথিকেরা তদ্দিবস মণ্ডুকের মাংস ঝলসিয়া বায়ু-নটফলের সহিত ভোজন করিয়াছিল। কাপ্তেন গ্রে একটা ভাল কচ্ছপ পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার আহার হইল। অনন্তর ইন্‌বেট্ গ্রেসাহেবকে কহিল, "এখানহইতে সাড়ে তিন ক্রোশ পথ অন্তরে কতকগুলিন লোক নূতন বাস করিয়াছে, আপনি সেখানে আমার সহিত চলুন। তথায় গেলে খাদ্য-সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারিবেক।" গ্রেসাহেব তাহার কথায় নির্ভর করিয়া তৎস্থানে গমন করিলেন, কিন্তু তথায় লোকালয়ের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে ইন্‌বেট্ অপ্রস্তুত হইয়া আপনি স্বহস্তে দ্রব্যাদি-সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রেসাহেবের জন্য পাক করিতে লাগিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে পর ইন্‌বেট্ গ্রেসাহেবকে কহিল, "মহাশয়, তোমাকে ধনবান্ ব্যক্তির মত দেখিতেছি। তুমি এতাদৃশ দুর্গম দেশ ভ্রমণ করিয়া এত দুঃসহ ক্লেশভোগ করিতেছ কেন? দেখ দেখি অনাহারে তোমার উদর শীর্ণ হইয়া ধক্‌ধক্ করিতেছে, হস্ত পদ অমাংসল হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া গ্রেসাহেব উত্তর করিলেন "ইন্‌বেট্! তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি কিছু বুঝিতে পার না। আমি যন্নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছি তাহা তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিবে?" ইন্‌বেট্ উত্তর করিল, "কি বলিলেন? আমি আবার কিছু জানি না? যে উপায়ে লোকে স্থূলাকার হয়, ও যদবস্থায় তাহাকে দেখিলে স্ত্রীলোকেরা পরস্পর আকর্ণন করিয়া বলে 'দেখ এ কীদৃশ স্থূলকায় ও কেমন সুন্দর, এ সকল বিষয় আমি বিলক্ষণ জানি। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তাহারা তোমাকে দেখিলে পর নিতান্ত নিন্দা

করিবে এবং বলিবে "আহা! ইহার কি দীর্ঘ পাদ!।" ইহাতে গ্রেসাহেব বলিলেন "তুমি দীর্ঘচ্ছটায় কথা কহিতে পার তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আর তোমার বক্তৃতা করিতে হইবেক না।" এই কথা শুনিয়া ইনবেট্ হাহা শব্দে হাস্য করিয়া কহিল "এইত মহাশয়! এই দেখ আমি তোমাকে স্থূলকায় করিবার পন্থা করিতেছি।" এই বলিয়া সে মণ্ডূকের মাংস ও বায়ুনটফল দুই একত্র সিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আহার করাইল। ঐ সময়ে অপর সকলে ঐ স্থলে আসিয়াও একত্র হইল। সে দিবস তথায় চা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের ভোজনেরও পরিপাটী হইয়াছিল। ঐ রাত্রি তাহারা ওই স্থানেই অবস্থান করে।

২১ এপ্রিল প্রাতঃকালের দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে গ্রেসাহেব ইনবেটকে সমভিব্যাহারে লইয়া পর্থনগরের অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়া অপর সঙ্গিগণকে কহিলেন, "তোমরা পশ্চাতে আসিতে থাক, আমরা অগ্রে গিয়া তোমাদিগের নিমিত্ত আহারাদির চেষ্টা দেখিতেছি।" অতঃপর তাহারা উভয়ে তৎস্থানহইতে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে উইলিয়ম নামক এক ব্যক্তির কুটীরে গ্রেসাহেব উপস্থিত হন, এবং তথায় আপাততঃ এক পাত্র দুগ্ধ পানে ক্ষুৎপিপাসার মান্দ্য করিলেন। উইলিয়ম তাহাদের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সমাদরপূর্ব্বক আয়োজন করিয়া তাহাদিগকে ভোজনাদি করাইতেছিল, ইত্যবসরে সঙ্গিরা আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। তদ্দিবস গুরুতর ভোজন হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের পথ চলায় যথেষ্ট ক্লেশ বোধ হয়; তত্রাপি ওই দিন সে স্থানহইতে যাত্রা করিয়া গ্রেসাহেব পর্থে পঁহুছিলেন, এবং ঐ নগরের শাসনাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শাসনাধিপতি তদ্দর্শনমাত্র সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। পর্থে গ্রেসাহেবের সহিত তাঁহার অপর বন্ধুগণের সাক্ষাৎ হয়। বর্ণিত মহা ক্লেশে পতিত হইয়া ভ্রমণকারকদিগের প্রায় সকলেরই প্রাণাবশেষ হইয়াছিল, কেবল ছয় জন মাত্র বাঁচিয়া থাকে। পর্থে উপস্থিত হইয়াই গ্রে-সাহেব তাহাদের অন্বেষণার্থ কতিপয় লোক প্রেরণ করেন, তাহারা তন্মধ্যে কেবল এক জনকে অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করিয়াছিল; অপর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রা, না, বি।

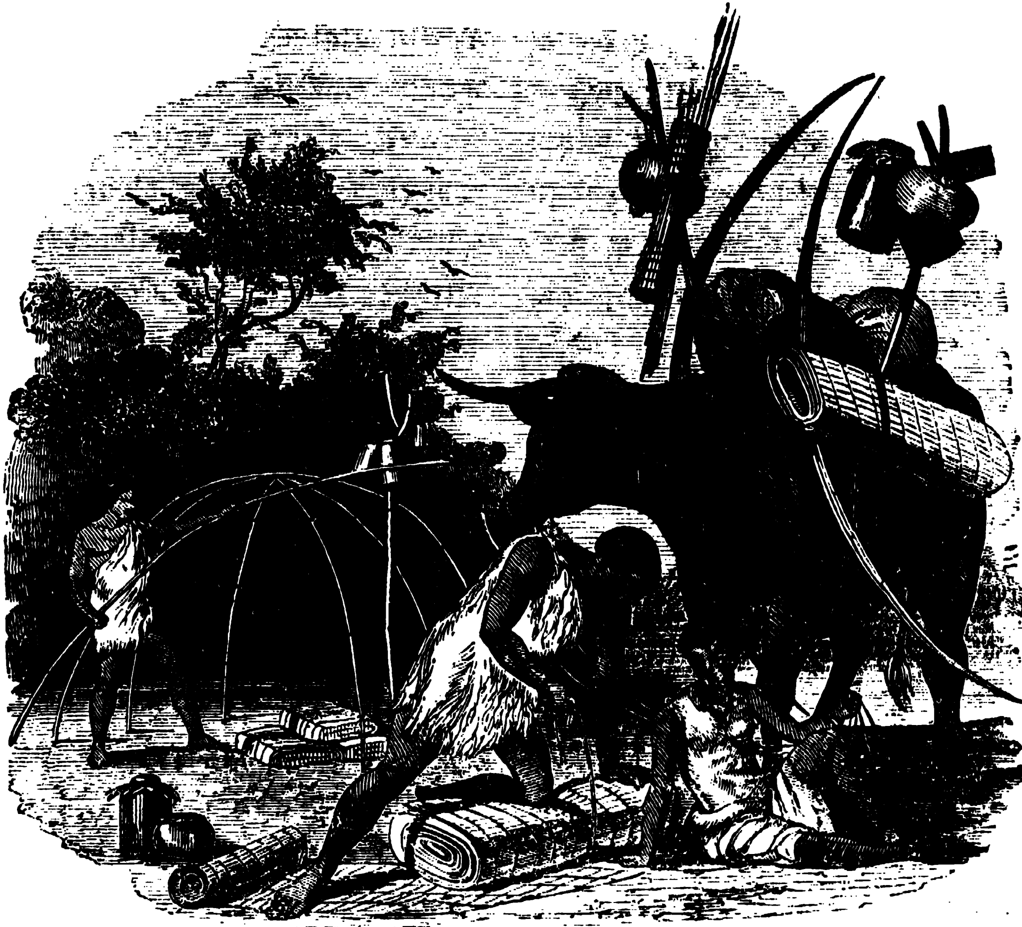
কোরা-হটেণ্টট্-জাতির বিবরণ।



মার্জ্জিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট অসভ্য জাতিমাত্রেই রুক্ষস্বভাব হইয়া থাকে; পরন্তু কখন২ এই নিয়মের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়। প্রস্তাবিত কোরাহটেণ্টট্ জাতি তাহার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল।

অফরিকা-খণ্ডের দক্ষিণে কএক অসভ্য-জাতীয় মনুষ্যের বসতি আছে; তাহাদিগের সমষ্টি নাম হটেণ্টট্; কিন্তু ব্যবহারভেদে তাহারা ভিন্ন২ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকল জাতীয়দের মধ্যে কতকগুলিনের নাম "বস্‌জিস্," অপর কতকগুলিনের নাম "কোরা।" কোরাজাতির বৃত্তান্ত উল্লিখিত করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

"কোরা কোয়া" এই শব্দ যৌগিক। কোরা শব্দে চর্ম্মপাদুকা ও কোয়া মনুষ্য বুঝায়—সুতরাং কোরা শব্দে কোয়া সমুদায়ের অর্থ চর্ম্মপাদুকা-বিশিষ্ট-মনুষ্য। হটেণ্টট্দিগের মধ্যে কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত যাহারা চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করে তাহারা আপনাদের পার্থক্য রাখিবার নিমিত্ত "কোরা" উপাধি গ্রহণ করে। অপর



কোরা হটেণ্টট্।

হটেণ্টট্ অপেক্ষা ইহারা সভ্য, নির্ব্বিরোধী ও যৎসামান্য দ্রব্যাদি আহার করিয়া পরিতুষ্ট হয়। বালুকাময় স্থাননিবাসীরা দেখিতে প্রায় বিশ্রী হইয়া থাকে। আফরিকা-খণ্ডে মরুভূমি যথেষ্ট, এবং তাহাই হটেণ্টটদিগের বাসস্থান; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোরাদিগের শ্রী তাদৃশ মন্দ নহে। তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল এবং প্রিয়দর্শন কৃষ্ণ। অপর তাহাদিগের আবাসস্থান অরেঞ্জ-নদীর তীর হওয়াতে তাহাদের জলের অভাব হয় না, সুতরাং তাহাদের শরীর পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত রাখা সুসাধ্য হইয়াছে। হটেণ্টটদিগের অপর জাতীয়েরা দেখিতে অত্যন্ত কদর্য্য, যেহেতু তাহাদিগের বর্ণ কৃষ্ণ, অবয়ব শ্রীহীন, এবং দেহ অত্যন্ত মলীন।

কোরাজাতীয়েরা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে অত্যন্ত অনুরাগী; তাহারা এক স্থানে এক বৎসরও বাস করে না; সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা নিতান্ত সহজ নহে। পরন্ত অরেঞ্জনদীহইতে রীপনদীর উত্তর-পর্য্যন্ত কোরাজাতির বসতি বলিলে সত্যের হানি হয় না। অন্য হটেণ্টটদিগের ন্যায় কোরাজাতীয়েরা মৃগয়া করিয়া জীবন ধারণ করে না, অতএব পাঠক বৃন্দের অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে জীবন-ধারণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের কৃষিকর্ম্ম করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগের

ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন দেখা যায় না, এবং তাহার স্বামিত্ব রক্ষা হউক বা না হউক তাহাতে তাহাদের হানি বোধ হয় না; যেহেতুক যত দিন ক্ষেত্রে শস্য থাকে ততদিন তাহারা তথায় বাস করে; শস্য-শেষ হইলেই সেস্থানহইতে প্রস্থান করে। কোন জলাশয় বা নির্ঝর বিশিষ্টস্থান অনধিকৃত রহিয়াছে দেখিলে কোরারা তথায় গৃহ-নির্ম্মিত করে, এবং কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া বিরক্ত হয়—বিরক্ত হইলেই তথাহইতে অন্যত্র গমন করে।

ফলমূল ও গব্যই পদার্থ কোরাদিগের খাদ্য, এই নিমিত্ত তাহারা গোমহিষাদি অনেক পশুর পালন করে। কিন্তু পশুদিগকে তাহারা কোন প্রকার শকটে যোজিত করিতে পারে নাই—অদ্যাপি স্থান-পরিবর্ত্তনকালে গোপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি স্থাপিত করিয়া লইয়া যায়। এই ব্যাপারের আদর্শ পূর্ব্বপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

কোরারা অরেঞ্জনদী পার হইবার সময় নৌকার অভাবে কাষ্ঠের উপর শয়ন করিয়া সেই কাষ্ঠ হস্ত বা পদদ্বারা সঞ্চালিত করত নদ্যবতরণ করে; পরন্তু কোরাজাতীয়েরা অন্যান্য হটেণ্টট্ দিগহইতে কি প্রযুক্ত সভ্য ও শান্তস্বভাব হইয়াছে বিবেচনা করিলে তাহার সূক্ষ্ম কারণ এই প্রতীত হইবেক যে তাহারা কখন কোন চতুর জাতীয়দিগের নিকট সহবাস করে নাই। ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে চতুর প্রতিবাসিদিগের ব্যবহারদৃষ্টে অল্পসভ্য মনুষ্যদিগের আচরণ সদসৎ ঘটিয়া থাকে। বিদেশীয় লোকেরা আসিয়া বাণিজ্য-উন্নত লোকদিগের বাণিজ্যকার্য্য সুন্দররূপে চালনার ব্যাঘাত ঘটাইলে সহজে তাহারা মদ্যপানাসক্ত হইয়া উঠে। বিদেশীয় উপনিবেশিরা বিক্রম প্রকাশ করিয়া শ্রমসম্পন্ন কৃষিদের সর্ব্বারাধ্য শস্য গো মহিষাদি সকল সঞ্চিত পদার্থের অপহরণ করিলে ঐ ব্যক্তিরা শস্য উৎপাদন করিবার ব্যাঘাত ও সদুপায় দ্বারা জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং শান্তমূর্ত্তি পরিহরণ করিয়া অসভ্যভাব অবলম্বন করিবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ১৭ শতাব্দীতে হটেণ্টট্-জাতীয়েরা দুর্দ্দান্ত কুটিলস্বভাব দিনামার ঔপনিবেশিকদের হস্তে পড়িয়াছিল; সুতরাং তাহাদের ঋজুস্বভাব বিলুপ্ত হইয়া কুটিল স্বভাব উত্তেজিত হইল, এবং তাহারা সময় পাইয়া দিনামারদের প্রতিহিংসা করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করে নাই। আহ্লাদের বিষয় এই যে কোরাজাতীয়দিগের অদৃষ্টে অদ্যাপি এরূপ আপদ ঘটে নাই। কোরো-নামক মরুভূমি তাহার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। ঐ মরুভূমি কেপের বসতিহইতে কোরাজাতির বাসস্থানের ব্যবধানস্বরূপ হইয়া আছে।

কোরাজাতীয়দিগের গৃহ ছত্রাকারে নির্ম্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য চারি পাঁচ হস্তের অধিক হয় না। ঐ গৃহ তৃণাচ্ছাদিত হইয়া থাকে। কোরাদিগের এক অতি প্রশংসনীয় গুণ আছে;—তাহারা ভিক্ষা করিতে অত্যন্ত বিমুখ। কোরাজাতীয়েরা চর্ম্মদ্বারা পরিচ্ছদ নির্ম্মিত করে; এবং কাচের ও তাঁবার মালাতে অলঙ্কারের সাধ পরিপূর্ণ করে। অনেকের কটিদেশে সমর সজ্জা তীর ও ধনুক দৃষ্ট হয়। কোরাজাতীয় স্ত্রী স্বামিধনে অধিকারিণী হয় না। কোন নিঃসন্তান কোরা মরিলে তাহার ধনে তদীয় ভ্রাতা অধিকারী হয়; স্ত্রী কেবল নিজশ্রমোপার্জ্জিত ধন পাইয়া থাকে।

জেঠা।

মুদ্রা ও বস্তু বিনিময়।

মুদ্রা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। মুদ্রার সৃষ্টি না হইলে আমাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর লাভ করা অতিকষ্ট-সাধ্য হইত। মুদ্রাব্যবহারহীন দেশে কোন ব্যক্তির অশন বসন ভূষণ ইত্যাদির প্রয়োজন হইলে স্বীয় কোন বস্তুর বিনিয়ম না করিলে উক্ত বস্তু পাইবার আর উপায় থাকিত না; কিন্তু এরূপে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করা যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও অসুবিধার বিষয়। দেখ, কোন তন্তুবায়ের তণ্ডুলের প্রয়োজন হইলে তাহাকে তণ্ডুল-বিক্রেতার নিকট গমন-পূর্ব্বক স্বনির্ম্মিত বস্ত্র দিয়া তণ্ডুল চাহিতে হইত। কিন্তু যদ্যপি ঐ তণ্ডুল বিক্রেতার বস্ত্রে প্রয়োজন না থাকিয়া পাদুকায় প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই বলিতে পারে, "এক্ষণে আমার বস্ত্রে প্রয়োজন নাই, পাদুকা পাইলে তদ্বিনিময়ে তণ্ডুল প্রদান করিতে পারি।" সুতরাং তন্তুবায়কে উদরের জ্বালায় নানা স্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক যাহার বস্ত্রে প্রয়োজন আছে এতাদৃশ কোন পাদুকাকার নিকট গিয়া বস্ত্র-বিনিময়-করতঃ পাদুকার সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুলের বিক্রেতার নিকটহইতে তণ্ডুল লইতে হইত। এই রূপে সাংসারিক সমস্ত পদার্থের নিমিত্ত মনুষ্যকে কাহার কখন কোন বস্তুর প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান করিয়া আপন উদ্দেশ্য-বস্তুর সংগ্রহ করিতে হইত; অথবা সকল ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী হইতে হইত। মুদ্রার সৃষ্টি হওয়াতে ঐ দুঃসহ ক্লেশের নিবারণের উপায় হইয়াছে। টাকা সকল পদার্থের প্রতিনিধি বলিলেই বলা যায়। ইহাদ্বারা যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত তন্তুবায়ের ন্যায় তণ্ডুলের জন্য বস্ত্র লইয়া দ্বারে দ্বারে আর যাইতে হয় না;—অর্থাৎ এক পদার্থের নিমিত্তে দুই তিন ব্যক্তির নিকট দুই তিন পদার্থের বিনিময় করিতে হয় না।

অপর ইহাও জিজ্ঞাসিতব্য বটে যে এরূপ লালায়িত হইয়া বিনিময় করিবারই বা কি প্রয়োজন আছে? অন্যের নিকট আবশ্যকীয় কোন পদার্থের ক্রয় করিবার কোন আবশ্যক নাই; তাবদীয় প্রয়োজনীয় বস্তু আপনি প্রস্তুত করিলেই ত হয়?

ফলতঃ এবিধায়ে যদি কোন পাদুকাকৃৎকে জিজ্ঞাসা কর, "কেন তুমি স্বীয় ব্যবহার্য্য আসন বা ভোজনপাত্র বা পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত না-কর?" তাহাহইলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে, "মহাশয়! এক খানি চৌকি প্রস্তুত করিতে হইলে যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন করে তদ্দ্বারা সহস্র চৌকী প্রস্তুত হইতে পারে। অপিচ ঐ সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে কর্ম্মকারের জাঁতা হাতুড়ি, নাই, ইত্যাদির আবশ্যক। অধিকন্তু অনভ্যাস-প্রযুক্ত ঐ যন্ত্র সকলও উত্তমরূপ প্রস্তুত হইবেক না, সুতরাং চৌকী খানিও অপরিষ্কৃত হইবেক। অতএব ফলের সহিত তুলনা করিলে, কাল ক্ষেপ পরিশ্রম ও ব্যয় ইত্যাদির বাহুল্য প্রবল হইয়া উঠে। পরিচ্ছদ ও ভোজনপাত্র নির্ম্মাণের প্রতি ও এতাদৃশ উত্তর সংলগ্ন হয়। কিন্তু নৈপুণ্য প্রযুক্ত অল্পায়াসে পাদুকা প্রস্তুত করিতে পারি, এবং পাদুকা-বিক্রয়-লব্ধ অর্থদ্বারা অনেক চৌকী ক্রয় করা যাইতে পারে।" এই প্রকার যে কোন ব্যবসায়িকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বোক্ত পাদুকাকৃতের ন্যায় উত্তর করিবে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

স্বস্ববৃত্তির অবলম্বন করিয়া স্বস্ববিদ্যা-বুদ্ধি-নৈপুণ্যোদ্ভাবিত পদার্থদ্বারা পরস্পরের অভাব

পূরণ করা সকলকারই পক্ষে শ্রেয়ঃ। জন-সমাজেরও এই নিয়ম। এই নিয়মাবদ্ধ থাকিলেই মনুষ্য-সমাজে থাকিয়া স্বচ্ছন্দ-সুখে কাল-যাপন হইতে পারে। ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে সকলের বুদ্ধি এক বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া ভিন্ন২ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং এক২ বিষয়ে বহুকাল আকৃষ্ট থাকায় তত্তদ্বিষয়ে পারদর্শী হইয়া সমাজস্থ সমস্ত মনুষ্যের উন্নতি হয়। পৃথিবীস্থ যে সকল অসভ্যজাতিরা বিনিময়-বিষয়ে জ্ঞানহীন তাহারা সুখসম্ভোগ করিতে পায় না। প্রত্যুত তাহাদের বাসের নিমিত্ত কুটীর, শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরিচ্ছদ, গমনাগমনের নিমিত্ত তরি, শিকারোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র-প্রভৃতির নির্ম্মাণ, এবং শস্যের নিমিত্ত কৃষিকর্ম্ম, করিতে হয়। এই সকল নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় তাহাদের কোন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না; সুতরাং তাহারা সকল কর্ম্মে অপটু থাকে, এবং তৎপ্রযুক্তই অসভ্য বলিয়া বিখ্যাত হয়। ফলতঃ বিনিময়ক্রিয়া সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ; তদভাবে কদাপি সভ্যতা সম্ভবে না। বিনিময়-করণাক্ষম অল্পসঙ্খ্যক ব্যক্তি যে স্থানে আহারের নিমিত্ত ক্লেশ পায়; বিনিময়ফলজ্ঞ সভ্যজাতির বহু লোক তথায় স্বচ্ছন্দে সুখে কাল-যাপন করিতে পারে। জেটা।

টীপু সুল্‌তানের জীবন-বৃত্তান্ত।

বিবিধার্থের দ্বিতীয় পর্ব্বের ৩০ ও ২৩১ পৃষ্ঠায় মহিশুর প্রদেশের জগদ্বিখ্যাত অধিপতি হাইদর আলীর জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত করা গিয়াছে। ঐ প্রস্তাবের সহিত উক্ত যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি প্রকটিত-করিবার মানস ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতি-বন্ধক প্রযুক্ত সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে ঐ বাধার খণ্ডন হইল। অপর পৃষ্ঠায় হাইদর আলীর প্রতিমূর্ত্তি পাঠকবৃন্দের নয়নগোচর হইবে। তাহাতে ব্যক্ত হইবে যে হাইদর যে প্রকার প্রসিদ্ধ রণজয়ী ছিলেন, তাঁহার কায়িক সৌষ্ঠবও তাদৃশ উন্নত ছিল; দেখিতে তিনি বীর-পুরুষই বটেন। অপর তাঁহার অপত্যও তাহার অতুল্য হয়েন নাই। তাঁহার নাম টীপু। তিনি ইং ১৭৪৯ অব্দে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হাইদর আলী সদ্বিদ্বান্ ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যার মহীয়সী ক্ষমতা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল। এই নিমিত্ত তিনি তৎকালের প্রাপ্য সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মুসলমান পণ্ডিতের নিকট টীপুকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করেন। টীপু শাস্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়াও শাস্ত্রীয় উপদেশে ব্যাসক্ত হইলেন না। তাঁহার পিতার নিকট ফ্রান্‌স-দেশীয় যে সকল যোদ্ধা সৈন্যকর্ম্ম করিত, তাহারাই তাঁহাকে সমর-কৌশলের শিক্ষা দেয়; এবং ঐ শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। টীপু প্রসিদ্ধ রণপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

১৭৬৭ অব্দে যখন হাইদর কর্ণাট-প্রদেশ আক্রমণ করেন, তখন টীপু পাঁচ হাজার যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া পিতার সাহায্যার্থে মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সতের বৎসর মাত্র। ১৭৭৫ হইতে ৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত যখন মহারাষ্ট্রদের সহিত তাঁহার পিতার সঙ্গ্রাম উপস্থিত ছিল তখন তাঁহার বীরত্বে সকল সৈন্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, এবং হাইদর আলী তাঁহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে তিনি মহিশুর-দেশীয় চতুর্ব্বিংশ সহস্র সৈন্যের সেনাপতিত্ব ভার তাঁহাকে দেন। ঐ সৈন্য লইয়া ১৭৮০ অব্দের ৩ ই সেপ্টম্বর পেরিম্-বাকম্ নামক স্থানের নিকট টীপু কর্ণেল বেলিকে আ-



মহিশুরের পাদশাহ, হাইদর আলী।

ক্রমণ করিয়া ব্যর্থাভিপ্রায় হন; কিন্তু তৎপরেই ১০ই দিবসে তিনি এক মহাসংগ্রামে ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। তদনন্তর কর্ণাটের অপর কএক যুদ্ধে টীপু উপস্থিত ছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহাকে রণ-কৌশলে পরিপক্ক-করণে বিশেষ সহায়তা করে।

ঐ যুদ্ধের কিয়ৎকাল পরে ১৭৮২ অব্দে কোলরুণ নদীর কূলে ব্রেথওএট্ সাহেবকে আক্রমণ ও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করাতে টীপু যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তাহার কএক মাসের পর কর্ণেল হম্বর্টন্ কতকগুলিন সৈন্য লইয়া তাঞ্জোর ও মালোয়া অঞ্চলে উপস্থিত হন। তদ্দৃষ্টে টীপু পালিয়ানী নদীর নিকট তাহার সহিত মহাবিক্রমে যুদ্ধ করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার জয়লাভ হয় নাই। এই প্রযুক্ত তিনি তাহার সহিত পুনঃ যুদ্ধের উদ্যোগ পাইতেছিলেন, এমত সময়ে অর্থাৎ ১৭৮২ অব্দে ১১ ই ডিসেম্বর তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়: অতএব যুদ্ধ সজ্জা ত্যাগ করিয়া ২০ ডিসেম্বর তাঁহাকে শ্রীরঙ্গপট্টনে প্রত্যাগমন করিতে হইল। তথায় পিতৃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক পিতৃ-সিংহাসনে

আরোহণ করত টীপু স্বয়ং রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ঐ উন্নতিতে তাঁহার মন কায়িক-সুখভোগের লালসায় মুগ্ধ হয় নাই—বরং তাহাতে রাজ্যবৃদ্ধি করণের আশাই প্রবলা হইয়াছিল।

তিনি যখন কর্ণাটের রণে ব্যাশক্ত ছিলেন তখন জেনরল মাথিউস্ ওনোর প্রদেশ অধিকৃত করেন, এবং বেদনোরও ইঙ্গরাজদের হস্তগত হয়। ঐ দেশ-দ্বয় পুনর্ব্বার অধিকৃত করিবার নিমিত্ত টীপু কর্ণাট-ত্যাগ করত তৎপর বৎসরের এপ্রেল মাসের মধ্যে কৌশলে ইংরাজদিগের হস্তহইতে বেদনোরের দুর্গ আশ্চর্য্য উদ্ধৃত করিয়া জেনেরল মাথিউস্ ও অপর কএক জন ইংরাজ সেনাপতির সংহার করেন। অতঃপর টীপু স্বীয় অধিকারস্থ প্রধান বন্দর মাঙ্গলোর ইংরাজদিগের হস্তহইতে উদ্ধৃত করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হন। ঐ স্থান অত্যন্ত দৃঢ় ও দুর্গম ছিল; অতএব তাহা অনায়াসে লওয়া হয় নাই। অপর তাহার আক্রমণ-সময়ে বিলাতহইতে সংবাদ আসিল যে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিস্-দিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং ফরাসিসেরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে টীপুকে আর সহায়তা করিতে পারিবেক না। এই প্রযুক্ত ১৭৮৩ শালের জুলাই মাসে ফরাসিস্ সেনাপতি বুশী আপন সৈন্য লইয়া টীপুহইতে পৃথক্ হন। এদিগে জেনেরল মাক্‌লিওড্ ইংরাজদের বহুল সৈন্য লইয়া টীপুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই প্রযুক্ত টীপুকে নিরস্ত হইয়া ইংরাজদিগের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। ঐ সম্মত্যনুসারে ১৭৮৪ শালে মান্দ্রাজহইতে ইংরাজদের পক্ষ সর জর্জ্জ ষ্টনটন্ ও আর দুই জন প্রধান ব্যক্তি টীপুর শিবিরে আসিয়া মিত্রতা-নিবন্ধন প্রস্তাবাদি শেষ করিলে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। সেই সন্ধির মর্ম্মানুসারে পরস্পর হৃতাধিকার-সকল ফিরিয়া পাইলেন; এবং উভয় পক্ষের কয়েদীরা কারামুক্ত হইল। ঐ বৎসরের শেষে টীপু পুনা-প্রদেশের রাজার সহিতও সন্ধি করেন।

এই প্রকারে সকল বিদ্রোহিতার সমাধা হইলে টীপু শ্রীরঙ্গপট্টনে উপস্থিত হইয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তেঁহ ও তাঁহার পিতা রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং সম্রাট্ বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই; যেহেতু দিল্লীশ্বর ও মহিশুরের প্রাচীন হিন্দু রাজাকে তাঁহারা মনে২ ভয় করিতেন, সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমানে আপনাকে সুলতান কহিতে পারেন নাই। এইক্ষণে আপন রাজ্য দৃঢ়ীভূত হওয়াতে আর সে ভয় রহিল না; অতএব অনায়াসে স্বয়ং স্বাধীনত্বের উপাধি-ধারণ করিতে পারিলেন। ঐ সময়ে রাজকোষে নগদ টাকা ও দ্রব্যাদিতে অশীতি কোটীর অধিক সম্পত্তি ছিল। তদ্ব্যতিরেকে তাঁহার সম্পত্তি-মধ্যে ৭০০ হস্তি ৩,০০০ উষ্ট্র, ১১,০০০ ঘোটক, ৪,০০,০০০ গো, ১,০০,০০০ মহিষ, ৩০,০০,০০০ বন্দুক, ২,০০,০০০ তলবার, ২০,০০০ কামান ও অপর্য্যাপ্ত বারূদ ও যুদ্ধসামগ্রী এবং এক লক্ষ চোয়াল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল।

১৭৮৭ হইতে ৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত দুই বৎসর টীপু মলবার-প্রদেশের নায়েরদিগকে দমন করিতে নিতান্ত ব্যস্ত হন; এবং ঐ উদ্যমে কানারা-প্রদেশে ৩০,০০০ খ্রীষ্টান ও কুর্গ-প্রদেশে ৭০,০০০ ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করেন। অপর তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মন্দির দেবালয় প্রভৃতি হিন্দুকীর্ত্তি লুপ্ত করিতে সেবকদিগকে আদেশ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা তাঁহার সে আজ্ঞা পালন করে নাই।

ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করণাবধি টীপু তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ অত্যাচার করেন নাই, পরন্তু তিনি তাহাদিগের প্রতি কদাপি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই প্রযুক্ত ১৭৮৭ শালে তিনি ফ্রান্‌স-দেশে দুই জন দূত প্রেরণ করেন। তাহারা ইংরাজদের সহিত ফরাসিসদিগের পন-

র্ব্বার সমরানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এই চেষ্টায় নিযুক্ত হয়; কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই; তন্নিমিত্ত টীপু ক্রোধভরে তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকী বলিয়া বিনষ্ট করেন।

অপর ১৭৯০ অব্দে ত্রিবঙ্কুরের উত্তরাংশস্থ কাঙ্গালোর ও জয়কোটার আধিপত্য লইয়া ইংরাজদিগের সহিত টীপুর বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি কহেন যে ঐ দুই দুর্গ তাঁহার পিতার অধিকারে ছিল, ত্রিবঙ্কুরের রাজা তাহা অন্যায়ে ভোগ করিতেছেন; এবং তাহার প্রতিহিংসার নিমিত্ত তিনি ত্রিবঙ্কুর আক্রমণ করিয়া সমুদায় উত্তরাংশস্থ প্রদেশ অধিকার করেন।

ইংরাজেরা টীপুর এই কর্ম্ম অতি গর্হিত ও সন্ধিবিরুদ্ধ বোধ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করাই উপযুক্ত মনে করিলেন; এবং ত্রিবঙ্কুরের রাজাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কর্ণেল হার্টলীকে বহুসঙ্খ্যক-সৈন্যসমভিব্যাহারে টীপুর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। টীপু এই সংবাদ পাইবামাত্র আপন কর্ম্মের গর্হিততা বোধে ত্রিবঙ্কুর ত্যাগ করত শ্রীরঙ্গপট্টনে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ফল দর্শিল না, যেহেতু ইংরাজেরা তাহাতে তুষ্ট হয় নাই। অপর মহারাষ্ট্রীয়েরা ও হাইদরাবাদের অধিপতি ইংরাজদের সহযোগী হইল।

১৭৯০ অব্দের ১৫ ই জুন ইংরাজেরা সুল্তানের অধিকারমধ্যে প্রবেশ করিযা কারুর দুর্গ অবাধে অধিকৃত করিয়া লয়; এবং তদনন্তর দারাপুরম্ ও কইম্বাটুর দুর্গ হস্তগত করে। এমত সময়ে কর্ণেল ষ্টুআর্ট কতক সৈন্য লইয়া ডিণ্ডিগল ও পালিচরী আক্রমণ করিলেন। এই সকল বিপৰ্য্যনিবারণে টীপু অক্ষম হইয়া তাঁহার পিতৃকৌশলের অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার রাজ্যরক্ষার চেষ্টা ত্যাগ করত বিপক্ষদের অধিকার আক্রমণ করিলেন; এবং তাহাতে সম্যক্ মঙ্গলও হইয়া উঠিল, যেহেতু ১৭৯০ শালের প্রারম্ভে কোথায় ইংরাজেরা মহিশুর অধিকৃত করিবেন, না কোথায় মান্দ্রাজের নিকট তাহাদের থাকা দুষ্কর হইল।

টীপু ইংরাজদিগের অনেক স্থান অধিকৃত করিয়া মান্দ্রাজনগর-পর্য্যন্ত লইবার উদ্যোগ করিতেছেন; এমত সময়ে লর্ড কর্ণবালিস্ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে অনভিজ্ঞ বোধ করিয়া ১১ জানুয়ারিতে স্বয়ং বেলোরে উপস্থিত হন, এবং ২৯ শা সেনাপতিত্বের ভার লন। অতঃপর ২১ শা মার্চতে বাঙ্গালোরের দুর্গ ইংরাজেরা অধিকৃত করিয়া লয়। এই ঘটনায় টীপু মান্দ্রাজের নিকটহইতে স্থানান্তরে গিয়া লর্ড কর্ণবালিসকে ক্ষান্ত হইতে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্র গ্রাহ্য হয় নাই। ইহাতে তিনি সৈন্যদিগকে মান্দ্রাজের নিকট রাখিয়া স্বয়ং শ্রীরঙ্গপট্টনে প্রত্যাগমন করেন।

৩ রা মে লর্ড কর্ণবালিস্ সসৈন্যে শ্রীরঙ্গপট্টনের নিকট আরাকারি-নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তৎসময়ে তাঁহার সৈন্যেরা পর্য্যাপ্ত আহার না পাওয়াতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে বাঙ্গালোর প্রদেশে প্রত্যাগত হইবার উদ্যোগ করিতে হইল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়কর্তৃক তাঁহার সহায়তা হওয়াতে তাঁহার আর সে কার্য্যের প্রয়োজন হইল না। এই সময়ে টীপু শ্রীরঙ্গপট্টনের দক্ষিণে কইম্বাটুর-প্রদেশের অভিমুখে লেপ্টনেণ্ট চামর্স ও তদীয় সঙ্গিদিগকে কারাবদ্ধ করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রীয় রাজ ও হাইদরাবাদের নিজামের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার রাজধানীর সম্মুখে শিবির সংস্থাপিত করিল। তখন যুদ্ধাবলম্বনে রাজ্য রক্ষা করা অতি কঠিন হইয়া উঠিল; সুতরাং জেনেরল এবরক্রম্বী লার্ড কর্ণবালিসের সহিত স্বীয় সৈন্য মিলিত করিয়া

শ্রীরঙ্গপট্টন অধিকৃত করিতে উদ্যত হইলেই টীপু আপন অর্দ্ধেক রাজ্য তিন ক্রোটী ত্রিশলক্ষ টাকা ও তাবৎ কয়েদীদিগকে মুক্তি এবং দুই পুত্রকে প্রতিভূ দিয়া সন্ধি করিতে স্বীকার পাইলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম আবদুল খালিক ও মোয়াজ-উদ্দীন কর্ণবালিস্ তাহাদিগকে শত্রুমত দেখেন নাই; প্রত্যুত আত্মীয়ের ন্যায় রাখিয়াছিলেন। ঐ ব্যবহারে টীপু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৯২ শালের ১৯ই মার্চ ইংরাজদের সহিত প্রস্তাবিত সন্ধি কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাহাতেই টীপুর অর্দ্ধেক রাজ্য বিগত হয়।

এই কাল অবধি ১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত টীপু কোন বিবাদ বিসংবাদ করেন নাই। পরন্তু তিনি নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না; প্রত্যুত ইংরাজদের অনিষ্ট করিতে তাঁহার সম্যক্ বাসনা ছিল।

১৭৯৮ শালে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। ঐ শালের জানুয়ারি মাসে তিনি মরিচ উপদ্বীপে এক দূত প্রেরণ করেন। সে ফরাসিদিগের নিকট ৪০,০০০ চাল্লিশ হাজার সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। ঐ সময় নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টী মিশরদেশে আসিয়াছিলেন। ইহাতে ইংরাজদিগের আশঙ্কা হইল যে তিনি ভারতবর্ষে আসিবেন; অধিকন্তু আফগান-দেশাধিপতি প্রবলপরাক্রম শাহজিমান্ পুনা ও হাইদরাবাদের রাজাদিগের সহ মিলিত হইবার সংশয় হইল; ফলতঃ টীপুর প্রতি ইংরাজদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিল। এই প্রযুক্ত ১৭৯৯ শালের ৩রা ফিব্রুয়ারি ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য হিন্দু রাজার সৈন্যদিগকে টীপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন।

৫ মার্চ শত্রুতার আরম্ভ হয়; ও ৫ই আপ্রেল জেনরল্ হারিস্ শ্রীরঙ্গপট্টনের পশ্চিমে আপন শিবিরের সংস্থিতি করেন। অতঃপর কিয়দ্দিন দুর্গবেষ্টিত রাখিয়া ৪টা মে দিবা দুই প্রহরের সময় ইংরাজ-সৈন্য বলপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপট্টনে প্রবেশ করিতে লাগিল। টীপু তৎসময়ে ভোজন করিতেছিলেন; এবং গোলযোগ শ্রবণমাত্রে ব্যস্ত হইয়া আক্রমিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজেরা গোলাদ্বারা ঐ স্থানের বপ্র ভগ্ন করিয়াছিল। তদ্দ্বারা সৈন্যেরাও ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইল। তিনি তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেক উদ্যোগ পাইলেন, এবং যে পয্যন্ত এক জনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিকট উপস্থিত ছিল তদবধি তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐক্ষণে তাহার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছিল; তখন কোন প্রকারে কোন বিষয়ের সুকৌশল হইল না; সুতরাং তিনি ঘোটকে আরোহণ করিয়া ভগ্ন প্রাচীরের নিকট হইতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ পাইলেন। দৌর্ভাগ্য-বশতঃ মধ্যদুর্গ পূর্ব্বহইতেই ইংরাজেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তথাহইতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইতেছেন এমত সময়ে বক্ষোদেশের দুই স্থানে আহত হইলেন; তাহাতেই তাঁহাকে ভূমিশায়ী হইতে হইল। তখন তাঁহার সঙ্গিরা তাঁহাকে পালকিতে আরোহিত করাইল; কিন্তু ঐ অবকাশে এক জন ইংরাজ যোদ্ধা তাঁহার কটিদেশহইতে তলবার লইতে চেষ্টা করে। যদিচ আহত হইয়াছিলেন তথাপি প্রাণস্বত্বে আপন কটিদেশহইতে শত্রুকে তরবাল লইতে দিবেন টীপু এমত পাত্র নহেন; সেই মুমূর্ষবস্থায়ও তৎক্ষণাৎ শত্রুপ্রতি খড়্গাঘাত করিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার আসন্নমৃত্যু; ঐ খড়্গাঘাতে তাঁহার নিষ্কৃতি হইল না; ইংরাজ যোদ্ধা খড়্গাহত হইয়াও বিনষ্ট না হইয়া বন্দুকদ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিল। তাহাতেই টীপুর বংশহইতে মহিশুরের রাজ্য একেবারে বহির্গত হয়; এবং তাঁহার অপত্যেরা অধুনা হীনাবস্থায় ইংরাজ-

দিগের অধীনে কলিকাতার সন্নিকটে বন্দীভাবে কাল-যাপন করিতেছে।

৫ই মে টীপুর শব হাইদর আলীর সমাধি-মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়। ইংরাজেরা তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাহার সম্মান করিয়াছিল।

মৃত্যুকালে টীপুর বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকায় ও কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। পুস্তকপাঠে তাঁহার বিশেষ আনুরক্ত্য ছিল, এবং তদর্থে তিনি অনেক সময় নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগারে ১২,০০০ সুপাঠ্য পুস্তক ছিল। ঐ পুস্তকের কিয়দংশ কলিকাতাস্থ আসিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভায় অপরাংশ লণ্ডন নগরস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া-হাউস নামক স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। হাইদর আলী বিদ্যাশূন্য ও নিঃস্ব হইয়াও প্রসিদ্ধ মহিশুর-রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, টীপু বিদ্বান্ ও পিতার ন্যায় গুণসপন্ন হইয়াও তাহার নাশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

নূতন-গ্রন্থের সমালোচন।

ভদ্রব্যক্তি মাত্রেই অধ্যাপকদিগের যৎপরোনাস্তি সমাদর করিয়া থাকেন। তাঁহারাও ঐ সম্মানের অযোগ্য পাত্র নহেন। একান্ত-বিদ্যানুরাগির দৃষ্টান্ত অধ্যাপক ভিন্ন আর কাহাকেও বর্ণন করা যায় না। তাঁহাদিগের প্রযত্নেই এতদ্দেশে জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃত-ভাষা রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহারা না থাকিলে ঐ ভাষা দেখাইয়া আর হিন্দুরা সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস প্রভৃতি যে কোন বিদ্যার উল্লেখ করা যায় তৎ তাবতেরই উপদেষ্টা ও রক্ষক অধ্যাপকবর্গ। তাঁহাদিগেরই প্রযত্নে ঐ শাস্ত্রসকল ও সদাচারের আদর্শ রক্ষা পাইয়া হিন্দুদিগকে অধুনা ভদ্রসমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেছে; নতুবা কোল, ভিল্ল, সাঁওতাল, প্রভৃতি অভদ্রজাতিহইতে তাঁহাদিগকে পৃথক্ করা দুষ্কর হইত। মান্ধাতা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু রাজারা যে যশস্বী হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। অধ্যাপককর্তৃক ঐ পুস্তকসকল রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ পুস্তকসকল না থাকিলে সাঁওতালদিগের পূর্বপুরুষের ন্যায় হিন্দুদিগেরও পূর্বপুরুষসকল অজ্ঞাত হইত। অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে সংস্কৃতবিদ্যা-রক্ষা-স্বরূপ দুরূহ কর্মে অধ্যাপক মহাশয়েরা নিঃস্বার্থে নিযুক্ত আছেন; তদর্থে সম্মান ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই প্রাপ্ত হয়েন না। শ্রাদ্ধাদিতে বিদায় তাঁহাদিগের একমাত্র উপজীবিকা। সেই বিদায়ও এতাদৃশ যৎসামান্য যে তাহার উল্লেখ করিতে লজ্জিত হইতে হয়। আমাদিগের বোধে সমস্ত বার্ষিক বিদায় একত্র করিলে অধ্যাপকদিগের বার্ষিক আয় গড়ে ৫০ পঞ্চাশৎ মুদ্রা হওয়া ভার। পরন্তু ঐ মুদ্রায় পরিতৃপ্ত থাকিয়া তাঁহারা দুই তিনটি ছাত্রসহ অনায়াসে পরমাহ্লাদে বিদ্যার সমালোচনে কালযাপন করেন। বোধ হয় তাঁহারা যে প্রকার অল্প অর্থে সন্তুষ্ট থাকিয়া সংস্কৃতবিদ্যার রক্ষারূপ মহৎকার্য্য সিদ্ধ করিতেছেন এমত কোন পণ্ডিতবর্গ কোন প্রদেশে করেন নাই। ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে কলিকাতা বারাণসী প্রভৃতি প্রধান২ নগরে কোন২ পণ্ডিত অনেক অর্থ পাইয়া থাকেন; পরন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সর্বাপেক্ষায় সৌভাগ্যশালী পণ্ডিতও সামান্য

বাণিজ্যের লাভ প্রাপ্ত হয়েন না। লক্ষ্মী-স্বরসতীর বিবাদ সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ আছে; স্বরসতীর সেবায় অর্থ-সঞ্চয় অতীব দুষ্কর; ফলতঃ বিদ্যার বিশেষ মোহজনন গুণ না থাকিলে, বোধ হয়, কেহই স্বরসতীর উপাসনা করিত না। ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক মহাশয়েরা বিদ্যার লালসায় সর্ব্বদাই মুগ্ধ; বিদ্যার অনুরোধে নিয়তই বিব্রত আছেন; তদ্ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অনুষ্ঠান করেন না। তাঁহাদিগের আয়াসে অধুনা সংস্কৃতের সমাদর বর্দ্ধিত হইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-বিদ্যালয়ে অধুনা যে সন্নিয়মে সংস্কৃতের অধ্যাপনা হইতেছে ইহাতে এতদ্দেশীয় প্রাচীনবিদ্যার যথোচিত উন্নতি হইবার সম্যগ্ সম্ভাবনা। তত্রত্য অধ্যাপকমহাশয়েরা বিদ্যা-বিতরণে নিতান্ত অনুরাগী; যে কোন প্রকারে বালকেরা দুরূহ-সংস্কৃত-বিদ্যায় অনায়াসে পারদর্শী হইতে পারে, তাঁহারা তাহার সমস্তোপায় করিতেছেন। তত্রত্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণাদি শিক্ষার যে সকল সদুপায় করিয়াছেন, তাহাতে অধুনা ছাত্রেরা ৩ মাস পরিশ্রম করিয়া যে প্রকার ব্যুৎপন্ন হইতেছে পূর্ব্বে মুগ্ধবোধাদির আশ্রয়ে ৩ বৎসরেও তদ্রূপ হইত না। অলঙ্কার-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় নানা গ্রন্থের টীকাটিপ্পন্যাদি-রচনা করিয়া তত্তদ্গ্রন্থের আলোচনার বিশেষ সুপন্থা করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় দায়ভাগাদি-গ্রন্থের পরিশোধন করিয়া পাঠকবর্গের মহদুপকার করিয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এতৎকর্ম্মে নিরুৎসুক নহেন। তাঁহাদ্বারা কএক খানি গ্রন্থ সুপরিপাটীরূপে বিরচিত ও পরিশোধিত হইয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালী পাঠকদিগের মনোরঞ্জনের আস্পদ হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে সম্প্রতি আমরা চারি খানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার প্রথমের নাম "শব্দার্থরত্ন।" সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ গ্রন্থে যে প্রণালীতে সংস্কৃত-রচনার পথ প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহার অবলম্বন করিলে ছাত্রেরা যে সুচারুরূপে সংস্কৃত-রচনায় সক্ষম হইবে ইহা বর্ণন করাই বাহুল্য; যাঁহারা একবার মাত্র প্রস্তাবিত গ্রন্থকে অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে ইহার সদৃশ সৎপন্থা প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। বাক্যপদীয়, মঞ্জুষা, মহাভাষ্য, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দেন্দুশেখর, শব্দকৌস্তুভ, ভূষণ প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তাৎপর্য্য সঙ্গৃহীত করত পণ্ডিত মহাশয় মধুর বাক্যে সুললিত গদ্যে এই অল্প গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার পাঠে অনায়াসে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দুরূহ গ্রন্থের ফল প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহা যে সংস্কৃতানুরাগিমাত্রেরই প্রিয়াস্পদ ও পরমোপকারক হইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর বিজ্ঞবর বাচস্পতি মহাশয় ইহাদ্বারা সংস্কৃত ছাত্রদিগের উপকার করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই; অল্পমতি বাঙ্গালী পাঠকদিগকে স্মরণ করিয়া তিনি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায়ও বিন্যস্ত করিয়াছেন। ঐ বঙ্গানুবাদের নাম "বাক্যমঞ্জরী।" আমরা অতীব ব্যগ্রতার সহিত অনুরোধ করি, পাঠকমহাশয়েরা আপন২ ক্ষমতানুসারে এতদুভয় বা তদেকতর গ্রন্থের পাঠ করিয়া সন্তৃপ্ত হউন।

শব্দার্থরত্ন বাক্যমঞ্জরীহইতে বৃহৎ গ্রন্থ। তাহার প্রথমে কএকটী সুকোমল শ্লোকে গ্রন্থারম্ভের প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া পাণ্ডিতবর গদ্যে ব্যাকরণের লক্ষণ করিয়া শব্দের সাধুত্ব কি, শব্দের লক্ষণ কি, শব্দের

দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ শব্দ দুই প্রকার হইয়া থাকে তাহার বিবরণ, বর্ণোৎপত্তি-প্রকার অর্থাৎ কি প্রকারে বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং তাহা শরীরের কোন্২ স্থানে উৎপন্ন হয় এবং তাহার সঙ্খ্যাই বা কি, পদ ও বাক্যের লক্ষণ কি, বাক্যার্থের কি কি প্রকারে বোধ হয়, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কি, শব্দের শক্তি কি প্রকারে গৃহীত হয়, বাক্য কাহাকে বলে, ক্রিয়া কাহাকে বলে ও তাহার বিশেষ কি, এবং কোন্ কারক কোন্ স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে, এই সকল বিষয়ের সুচারুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহার আলোচনায় ছাত্রেরা অনায়াসেই সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্রের এই প্রকার সুলভ-পথ-প্রদর্শক গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে সংস্কৃতের দুরূহত্ব অনেকাংশে অপনীত হইতে পারে। আমরা প্রত্যাশা করি এতদ্দেশীয় অধ্যাপক মহাশয়েরা এবিষয়ে মনোনিবেশ করত, যাহাতে সংস্কৃত-শাস্ত্রসকলের তাৎপর্য্য অনায়াসে বোধগম্য হয়, এমত গ্রন্থ-প্রস্তুতকরণের সুযোগ করেন।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সুন্দর, অতএব তাহার কোন এক বিশেষ প্রকরণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে প্রদর্শন করাইলে অন্যাংশের প্রতি পক্ষপাত করা হয়, অতএব ঐ সমস্ত গ্রন্থের পাঠে অনুরোধ করাই বিধেয়।

শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অতএব তাঁহার গ্রন্থ যে পরিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে ইহার বর্ণন করাই বাহুল্য; দৈবাৎ মুদ্রাকর-প্রমাদে গ্রন্থের যে সকল কলঙ্ক ঘটিয়াছিল পণ্ডিত মহাশয় শুদ্ধিপত্রে তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন; পরন্তু তদ্বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন ইহা অকিঞ্চনের অল্প-বিবেচনায় প্রতীত হইতেছেনা— বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রযত্ন হইলে অর্থ ও শব্দের আর কিঞ্চিৎ পরিশোধন হইতে পারে। পরন্তু সংস্কৃত গ্রন্থ সর্ব্বদা যে প্রকার অশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় প্রস্তাবিত গ্রন্থ অতীব শুদ্ধ বলিতে হইবে। যে কোন২ স্থানে ভ্রম আছে, ভরসা করি, পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থের দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন-সময়ে তাহার বিহিত করিবেন।

গ্রন্থের গুণ-বর্ণন করিয়া তাহার দোষেরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; প্রস্তাবিত গ্রন্থে দোষের বিরল-প্রচার; পরন্তু অপক্ষপাতিত্বানুরোধে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

গ্রন্থারম্ভ-প্রয়োজনাদি-বিষয়ক কএকটি শ্লোকে পণ্ডিতমহাশয় পাণিন্যাদি-গ্রন্থের পুনঃ২ প্রচারের বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

"তৎপ্রচারঃ পুনর্দ্দিষ্টস্তস্মাদেষ ময়া কৃতঃ,"

অর্থাৎ "তাহার প্রচারে পুনরাদিষ্ট হওয়াতে ইহা আমাকর্তৃক কৃত হইল।" এই চরণে "এষ" (ইহা) পদটি ভ্রমাত্মক হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য প্রচার অথবা পাণিন্যাদিত্রয়ই বোধ হয়, ইহাদ্বারা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরামর্শ সহসা সিদ্ধ হয় না; পরন্তু ছন্দোনুরোধ প্রযুক্ত ইহা বিশেষ দূষ্য নহে। গ্রন্থকার শব্দ-গ্রন্থের বিরচনে নিযুক্ত হইয়া শব্দের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা কোন মতে মনঃপূত হয় না। তিনি লেখেন "শব্দো হি নাম পৃথিব্যাদি-ভূতচতুষ্টয়ক্রিয়াজন্যো২বকাশদেশোৎপন্নো দ্রব্যাশ্রিতো গুণবিশেষঃ।" অর্থাৎ "ভূম্যাদি চারি ভূতের ক্রিয়াহইতে শূন্যপ্রদেশে উৎপন্ন দ্রব্যস্থিত গুণবিশেষের নাম শব্দ।" এস্থলে ব্যর্থ-বিশেষণ ও অতিব্যাপ্তি এই উভয় দোষেরই সম্ভাবনা হইতেছে। বিশেষ্যে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, বা অন্যবিশেষণে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তদর্থে প্রযুক্ত অপর বিশেষণের নাম ব্যর্থ-বিশেষণ। "ধাতুস্বর্ণের পাত্র" এই বাক্যে

ধাতুশব্দ ব্যর্থবিশেষণ; যেহেতুক স্বর্ণশব্দেই ধাতুর উপলব্ধি হয়, তন্নিমিত্ত পৃথক্ বিশেষণের প্রয়োজন হয় না। উদ্ধৃত লক্ষণে পণ্ডিত মহাশয় "দ্রব্যাশ্রিত গুণের" উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং, জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে দ্রব্যের অনাশ্রিত গুণ সম্ভবে কি না? ভাষাপরিচ্ছেদ-গ্রন্থে লিখিত আছে "গুণকে দ্রব্যাশ্রিত জানিবে, তাহা গুণ ও ক্রিয়া বিহীন *;" অতএব হয় শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের "দ্রব্যাশ্রিত" শব্দ অতিরিক্ত হইয়াছে, নতুবা ভাষাপরিচ্ছেদকারক বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের ভ্রম মানিতে হইবে। পরন্তু এ সঙ্কটের কোনমতে নিষ্কৃতি হইলেও অতিব্যাপ্তির খণ্ডনে ক্লেশ পাইতে হয়। ভূতক্রিয়াহইতে আকাশদেশে উৎপন্ন গুণকে শব্দ কহিলে মেঘখণ্ডদ্বয়ের পৃথক্-হওনকেও শব্দ বলিয়া মানিতে হয়। তাহা অবকাশদেশে উৎপন্নও বটে, ভূতচতুষ্টয়ের ক্রিয়াজন্যও বটে, এবং গুণশব্দের বাচ্যও বটে, সুতরাং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের শব্দলক্ষণাক্রান্ত হওয়াতে তাহাকে কি প্রকারে শব্দ বলিয়া স্বীকার না করা যাইবেক? অপর, শব্দের লক্ষণে ভূতচতুষ্টয়ের উল্লেখ করায় মনের শব্দহেতুতা নিরাকৃত হয়; অথচ প্রাচীন গ্রন্থকারেরা মনকে কোন শব্দের হেতু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই সকল নিষ্প্রয়োজনীয় পদের পরিবর্ত্তে শ্রোত্রগ্রাহ্যগুণঃ শব্দঃ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থের নাম শব্দ বা যাহা শোনা যাইতে পারে তাহাই শব্দ বলিলে প্রাচীন আচার্য্যদিগের সহিত বিরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

শব্দার্থরত্নের ২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে "তল্লক্ষণত্বং অনপভ্রংশভিন্নত্বস্য" বাক্যের অনপভ্রংশ-শব্দ-স্থানে অপভ্রংশ শব্দ হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা পূর্ব্বাপর-বিরোধ তথা সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হয়।

বিবেচ্যগ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় মাধবাধিরাগের * উল্লেখ আছে; কিন্তু মাধব নামে কোন রাগ শ্রুত হয় নাই, এবং বসন্তরাগের পর্য্যায় মাধব শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না; অতএব বোধ হয় মুদ্রাকর-প্রমাদে মালব শব্দের পরিবর্ত্তে মাধব শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রস্তাবিত গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মধ্যা শব্দের বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন; "সা চ স্বকর্ণপিধানেন ধ্বন্যাত্মকতয়া সূক্ষ্মরূপেণ কদাচিদস্মাকমপি সমধিগম্যা;" অর্থাৎ "মধ্যা শব্দের ধ্বন্যাত্মকতা থাকা প্রযুক্ত আমাদিগের কর্ণে হস্ত দিলেও কদাচিৎ তাহার বোধ হয়।" এইস্থলে বক্তব্য যে সংস্কৃত শাব্দিকদিগের মতানুসারে শব্দ করিবার ইচ্ছা হইলে মূলাধারে অর্থাৎ তলপেটের পশ্চাতে বায়ু চালিত হইয়া যে শব্দ হয় তাহার নাম "পরা।" সেই শব্দ নাভিদেশে আইলে "পশ্যন্তী" শব্দের বাচ্য হয়; এবং তথাহইতে হৃদয়ে আইলেই তাহার নাম "মধ্যা" হয়। সুতরাং বিবক্ষাজাত শব্দেরই এক অবস্থার নাম মধ্যা; কর্ণে হস্তাচ্ছাদন করিয়া যে অবিবক্ষিত ধ্বনি শ্রুত হয় তাহার নাম মধ্যা নহে। গ্রন্থকার কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত বিবক্ষিত অবিবক্ষিত উভয় রূপ শব্দকে মধ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

১৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত মহাশয় কার্য্যকারণের অভেদবিধায় ব্রহ্ম ও শব্দের একত্ব স্বীকার করিয়া † তৎপরেই লিখিয়াছেন, "শব্দের অর্থহেতুতা আছে, উপাদান-কারণত্ব নাই, যেহেতু

* অথ দ্রব্যাশ্রিতা জ্ঞেয়া নির্গুণা নিষ্ক্রিয়া গুণাঃ॥ ৮৫ শ্লোকার্দ্ধ।

* মাধবাদি রাগাভিব্যঞ্জকনিষাদাদিস্বররূপো গীতিরূপঃ।

† শব্দানাৎ ব্রহ্মাভিন্নতয়া ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ জগতঃ শব্দাভিন্নতা কার্য্যকারণযোরভেদাৎ।

সকলেরই উপদান কারণ ব্রহ্ম *।” যদ্যপি শব্দ ও ব্রহ্ম অভিন্ন হয় তাহা হইলে উভয়েই জগতের উপাদানকারণ হইতে পারে; তন্মধ্যে এক-পদার্থের উপদান কারণত্ব ও অন্যের তদ্ব্যতিক্রমত্ব ঘটা দুর্ঘট; এবম্প্রকার বিরোধ বিদ্বান্ ব্যক্তির রচনার কলঙ্ক মানিতে হয়; সাধারণে প্রত্যাশা করেন যে তর্কবাচস্পতির ন্যায় অদ্বিতীয় বিদ্যাবিশারদের গ্রন্থে কুত্রাপি অনন্বয় থাকিবেক না। পরন্তু এস্থলে আমাদিগের বোধের ত্রুটিতেই অনন্বয়ের আভাষ হইয়া থাকিবেক।

১৯ পৃষ্ঠায়—“গঙ্গায়াং ঘোষইত্যাদৌ-গঙ্গাপদাৎ গঙ্গাপ্রবাহরূপে উপস্থিতে শক্যার্থে ঘোষাদ্যধিকরণতান্বয়ে বাধাদ্যনুসন্ধানাৎ”—ইত্যাদি বাক্যের “গঙ্গপদাৎ” পদের স্থানে গঙ্গাদিপদাৎ—পদের প্রয়োগ হইলে সামান্য পাঠকদিগের পক্ষে আদিশব্দের অনুসন্ধান করিতে হইত না। এবম্প্রকার-ত্রুটি অপর কএক স্থানে দৃষ্ট হয়; এবং কএক অসংলগ্নত্বও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহার অনুসন্ধানদ্বারা গ্রন্থের পরাভবে আমাদিগের স্পর্দ্ধা নাই, যেহেতু ৮২ পৃষ্ঠায় “পরাভিভবেচ্ছা স্পর্দ্ধা-ঽকর্ম্মিকা” এই বাক্যের অর্থানুসন্ধানে আমরা স্বয়ং পরাভূত হইয়াছি। স্পর্দ্ধার্দ্ধা অকর্ম্মিকা অর্থাৎ স্পর্দ্ধা অর্থ জ্ঞাপন করে এমত ক্রিয়াসকলের কর্ম্ম থাকে না, এ-কথা বলিলে অনায়াসে বোধগম্য হয়; কিন্তু স্পর্দ্ধা—স্বয়ং অকর্ম্মিকা ইহার অর্থানুভব করিতে উপদেষ্টার প্রয়োজন।

বাক্যমঞ্জরী প্রস্তাবিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ; তাহাতে ইহার সমস্ত পদার্থ উদ্ধৃত করা হয় নাই; পরন্তু প্রয়োজনীয় পদার্থের কোন বিশেষ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই।

ইহার রচনা নিতান্ত-সংস্কৃতানুযায়িনী হওয়াতে সামান্য পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ কঠিন বোধ হয়। পরন্তু ঐ গ্রন্থ সংস্কৃতরচনার বিধায়ক, সংস্কৃতব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে তাহার পাঠে কোন ফলোদয় হয় না; সুতরাং সংস্কৃতব্যাকরণানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুর্বোধ হওয়াতে কোন হানি নাই। গ্রন্থ খানি অতিপরিশুদ্ধ ইহার বর্ণন করাই বাহুল্য; সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককর্ত্তৃক বাঙ্গালী ভাষায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা বলিলে তাহার পরিশুদ্ধত্ব জ্ঞান সকলেরই মনে ব্যক্ত হয়; তাহাতে কোন ভ্রম দৃষ্ট হইলেও তাহা ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না।

গ্রন্থের ২ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক মহাশয় “কর্ত্তাকর্ম্মাদিকারক” পদের ব্যবহার করিয়াছেন। বোধ হয় ঐ শব্দের সমাস পত্রের শিরোনামার “পিতাঠাকুরমহাশয় শ্রীচরণেষু” শব্দের দৃষ্টান্তে সিদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমাদিগের বোধ ছিল ঋকারান্ত শব্দ ঋকারবিশিষ্ট থাকিয়া “কর্ত্তৃকর্ম্মাদি” সমাসের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। যদ্যপি বাঙ্গালী বলিয়া প্রথমার পদ লইয়া সমাস সিদ্ধ করা হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে অধ্যাপক মহাশয় আপন নিয়ম আপনিই খণ্ডন করিয়াছেন বলিতে হয়, যেহেতু তিনি বিবেচ্য গ্রন্থের সর্বত্রে সমাসের সংস্কৃত-নিয়মই প্রতিপালিত করিয়া আত্মাস্বরূপ পদ না লিখিয়া “আত্মস্বরূপ” প্রভৃতি পদই প্রযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি-মহাশয়কর্ত্তৃক প্রকাশিত অপর দুই খানি গ্রন্থের নাম “মহাবীর-চরিত” তথা “ধনঞ্জয়বিজয়নাটক।” তদুভয়ই প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; মুদ্রাযন্ত্র-সাহায্যে তাহাদিগকে সাধারণের অনায়াস-প্রাপ্য করাতে পণ্ডিত মহাশয় বিদ্যানুরাগিদিগের প্রশংসনীয় হইয়াছেন।

* শব্দানামর্থহেতুত্বঞ্চ নোপাদানকারণত্বং সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মোপাদানত্বাৎ।

ভরসা করি সাধারণ জনগণে তাঁহার যথোচিত ধন্যবাদ করিবেন।

"চপলা চিত্তচাপল্য-নাটক" নামক এক খানি অভিনব নাটক গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকটিত হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারির চপলা নাম্নী বিধবা কন্যার দ্বিতীয় সংস্কার সিদ্ধ করিয়াছেন। এ ব্যাপার অত্যুত্তমই হইয়াছে, যেহেতু চপলার যে প্রকার চিত্তের চাপল্য জন্মিয়াছিল তাহাতে ঐ ঘটনার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে অনিষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই রচনার অভিপ্রায় কি তাহা গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার ব্যক্ত করেন নাই, এবং গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরাও তাহা জানিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, ইহার প্রচারে মুদ্রাকর ভিন্ন কোন ব্যক্তির উপকার হইবে এমত বোধ হয় না। গ্রন্থকারের রচনা-ক্ষমতার বিকাশার্থে চপলার কিঞ্চিৎ স্বগতোক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"চপলার প্রবেশ।

"চপলা। (স্বগত) আমি কদিন ওটিকে দেখ্‌চি, থেকে থেকে আমার পানে চাচ্চে। আমিও থেকে২ ওর পানে চাই কেন। তাইত যে দিন পর্য্যন্ত ওকে প্রথম দেখ্‌চি, সেই দিন অবধি প্রতিদিন কথা শুন্তে এসে ওকে দেখি, না দেখ্‌লে থাক্তে পারিনা, দেক্তে রূপবান্ বলে, অত ঘন২ চেয়ে দেখা বড় ভাল নয়। আমি চাই বলে বা ওও আমার পানে চেয়ে দেখে। এবার পর্য্যন্ত আর আমি চাব না। (পুনর্ব্বার দর্শনে) পোড়া চোক ঘুরে২ ওদিকেই যায়। দূর হোক, কাল আর আমি ভাঙ্গা চিকের গোড়ায় বোস্‌বো না, তা হলে ও আমায় ভাল করে দেক্তে পাবে না, আর অত চেয়েও দেখ্‌বে না। কাল রোস, তাই করচি। ওকে একবার দেখ্‌লে আবার দেক্তে ইচ্ছা যায়। হে ঠাকুর, হে মা দুগ্‌গা, এই কর যেন ওকে আর না চেয়ে দেখি, আমার যেন কুমতি না হয়। প্রস্থান।

চ। (স্বগত) আমার একি হলো মনে করি বটে, যে ভাঙ্গা চিকের গোড়ায় আর বোস্‌বোনা। কিন্তু কথা শুন্তে এসে সেই খেনেই বসি; ভাবি যে আর তার পানে চাব না, কিন্তু ফের তার দিকে চেয়ে দেখি, সেও আমার পানে কেম চায় রোজ—রোস্ মালিনী আসুক, আজ মালিনীকে কাছে কোরে বোসিয়ে দেখাব। তার বাড়ি কোথা, কেন আমার পানে ঘন২ চেয়ে দেখে সব জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। আমিও কি পাগল দেখেছ, কোথায় মন দে কথা শুন্‌বো না তাকেই দেখ্‌চি, তার রূপই ভাব্‌চি। সে অত করে চায়, তাইশিন আমিও তারপানে চেয়ে দেখি। যা হোক, মালিনী আসুক তাকে দিয়ে বারণ কোরে পাঠাব, যেন আর না চায়—বারণ কত্তেও মন সরে না, তা হলে সে যদি আর কথা শুন্তে না আসে, তা হলে আমি ত আর তাকে দেক্তে পাব না—এইটি হয়, সে আমার পানে না চায়, শুধু কথা শুন্তে বোসে আমি খালি তার দিকে চেয়ে থাকি। এ ত আমি মনে কল্লেই কত্তে পারি। আমি নড়ে বস্‌লে চিকের ভেতর থেকে তাকে অনাসে দেক্তে পাব, কিন্তু সে আমাকে ভাল দেক্তে পাবে না, তাই করচি—কিন্তু সেটা করাও বড় ভাল হয় না, সে শুধু আমায় চেয়ে চেয়ে দেখে বৈত নয়, তা দেখুক না কেন, দেখ্‌লেত আমি ক্ষয় হয়ে যাব না, কিন্তু ও কেন চেয়ে দেখে, মালিনীকে দে সে তথ্যিটা নেবো। মালিনী দিব্বি মিষ্টিকথা কয়, বলে দেবো, যেন সে না কোন মতে রাগ কত্তে পারে এমন করে ও কথাটি জিজ্ঞেসা করে। দেবদত্ত।

———

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

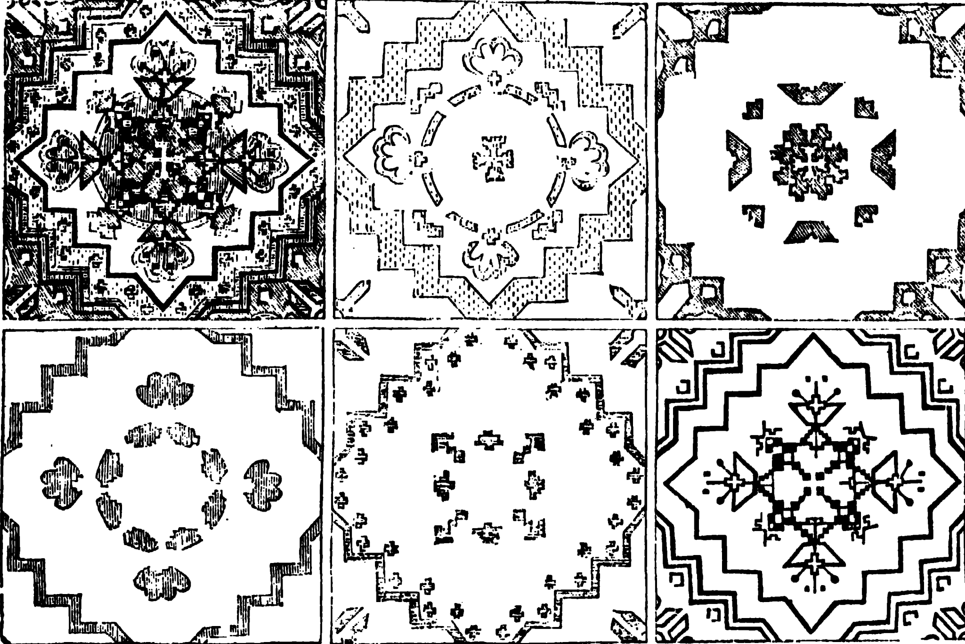
অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪. পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, পৌষ। [৪৫ খণ্ড।

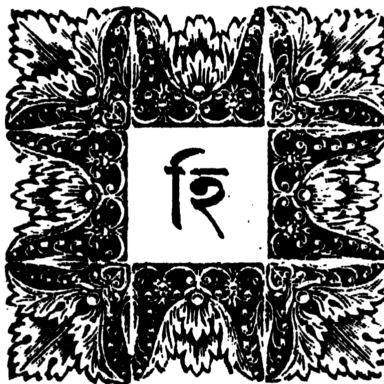


পূর্ণ চিত্র। পীত। হরিৎ।



রক্ত। নীল। কৃষ্ণ।

ছীট বানাইবার ধারা।



হিন্দুরা অতিপ্রাচীনকালাবধি সভ্য হইয়াছে তাহার যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে তন্মধ্যে তাহাদিগের শিল্প-নৈপুণ্য এক প্রধান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে সুবিখ্যাত রোমীয়দিগের উন্নতি সময়ে তাহারা ঢাকাই বস্ত্রের প্রশংসা করিত, এবং সেই কালাবধি এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঢাকাই বস্ত্র ভূমণ্ডলের অন্য সকল বস্ত্রের অভিমান খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। যন্ত্র-সহকারে বিলাতে অধুনা যে সকল অদ্ভুত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার নামোচ্চারণ করিলে ভারতবর্ষের শিল্পিরা হতজ্ঞান হয়,—তাহার ধ্যান করিতে হইলে মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; অথচ কি আশ্চর্য্য যে সেই বিলাতের অদ্বিতীয় শিল্পিরা নিয়ত পরিশ্রম করিয়াও অদ্যাপি ঢাকাই তন্তুবায়দিগের পরাভব করিতে পারে নাই! ছীট বিষয়েও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এই প্রকার গরিমা

ছিল। ভারতবর্ষীয় ছীট পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছীটের আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত হইত; কিন্তু অধুনা ভারতবর্ষের সে প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে রসায়ন-বিদ্যার উন্নতি হওয়া পর্য্যন্ত তথায় যে সকল সুচিত্রিত ছীট প্রস্তুত হইতেছে তত্তুল্য সুন্দর ছীট ভারতবর্ষে আর হইয়া উঠে না। অধুনা-ছীট প্রস্তুত বিষয়ে ফরক্কাবাদ ও মছলীবন্দর ভারতবর্ষের প্রধান স্থান; তথায় অনেক উত্তম ছীট প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ঐ ছীটের এক প্রধান গুণ এই যে তাহা বহুকাল রজককর্ত্তৃক নানাপ্রকারে ধৌত হইলেও বিবর্ণ হয় না—প্রত্যুত দুই চারিবার ধৌত হইলে তাহার বর্ণের চাকচক্যের বৃদ্ধি হয়। পরন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাসিস্ ছীটের সহিত তুলনা করিলে তাহাও পরাভূত হইবার সম্ভাবনা।

শিল্প ও রসায়ন-বিদ্যার প্রতি তাচ্ছীল্যই এই পরাভবের প্রধান কারণ। এই প্রযুক্তই রসায়ন-বিদ্যা এ দেশহইতে একেবারে অপসৃত হইয়াছে; ও বোধ হয়, ঐ শব্দের অর্থও এক্ষণে অনেকের পক্ষে কষ্ট-গ্রাহ্য হইবেক। পূর্ব্বকালে শিল্প-বিষয়ক নিয়ম "শাস্ত্র" নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং অধুনা যে প্রকারে ইউরোপ-খণ্ডে মহীপতি পর্য্যন্ত সকলেই শিল্প ও শিল্পির সমাদর করেন তদ্রূপ তখন এদেশস্থ সকলেই তাহার সমাদর করিতেন। পণ্ডিতসকল নিয়ত শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থাদির রচনা করত শিল্পি-দিগের সাহায্য ও শিল্প-বিদ্যার উন্নতি করিতেন। ধনিগণ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া শিল্পের উদ্দীপনার্থে উদ্যত ছিলেন; এবং প্রজা-সকল সুচতুর শিল্পিনির্ম্মিত বস্তু ক্রয় করত ঐ শিল্পিদিগের প্রত্যুপকার করিতেন। অধুনা সে অবস্থা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে শিল্পিরা অত্যন্ত অবোধ কৃষির তুল্য দরিদ্র; তাহাদিগের শিক্ষা দিবার কোন উপায় বর্ত্তমান নাই; প্রাচীন শিল্পগ্রন্থসকল হতাদরে লুপ্ত হওয়ায় তাহাদিগের নামও বিস্মৃত হইয়াছে; নূতন শিল্প গ্রন্থ করিবার কাহার উদ্যম দেখা যায় না; অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া হিন্দুরা প্রযত্ন পদার্থের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে; সুতরাং ভারতবর্ষে শিল্প-বিদ্যার মুমর্ষবস্থা উপস্থিত হইয়াছে,—পরন্তু ইহার আক্ষেপ করা এস্থলে উদ্দেশ্য নহে অতএব প্রকৃতের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

কার্পাস বা শণজ বস্ত্রকে চিত্রিত করিলেই "ছীট" শব্দে বিখ্যাত হয়; তদ্রূপে কৌশেয় বা ঊর্ণাজ বস্ত্র চিত্র করিলে তাহাদিগকে ছীট না বলিয়া "ছাপা" বলিবার রীতি আছে; পরন্তু বস্তুতঃ তৎসমুদায়ই এক প্রকারে এক নিয়মে প্রস্তুত হয় প্রযুক্ত তৎ সকলেই ছীট শব্দের বাচ্য, এবং এ প্রস্তাবে আমরা ঐ শব্দের কোন প্রভেদ করিবার মানস করি না।

ছীটমাত্রেরই প্রধান গুণ সৌন্দর্য্য। যাহাতে বস্ত্র শুক্লবর্ণের পরিবর্ত্তে নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিশেষ শোভাবিশিষ্ট হয় তাহাই ছীট-প্রস্তুতকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং ঐ শোভার স্থায়িত্ব সাধন দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ছিপিখানার সকল প্রক্রিয়াই এই দুই উদ্দেশ্যের সাধন নিমিত্ত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু সকল ছীটেই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কতক ছীটে দুই অভিপ্রায় কিয়দংশে সিদ্ধ হয়; অনেক ছীটে একমাত্র অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়; অপর কোন২ ছীটে কোন অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয় না। ইংলণ্ড প্রদেশে অনেক সুদৃশ্য ছীট প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার অধিকাংশ স্থায়িত্বগুণে বঞ্চিত; যেহেতু তাহা রজককর্ত্তৃক ধৌত হইলেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ছীট স্থায়িত্ব-গুণে প্রসিদ্ধ; ফরা-

সিন্‌-দেশীয় ছীটও তদ্রূপ; এই প্রযুক্ত তদুভয় "পাকা" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে; এবং ঐ শব্দের বিপর্য্যয়ে লোকে ইংরাজি ছীটকে "কাঁচা" কহিয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ছীট-প্রস্তুত-করিবার প্রধান নিয়ম সর্ব্বত্রই তুল্য, পরন্তু বর্ণাদির ভেদে তথা কাঁচা-পাকার ভেদে বিশেষ২ প্রক্রিয়ার অনেক ভেদ হইয়া থাকে। সেই সকল ভেদের বর্ণন করিতে হইলে বিবিধার্থের তিন চারি খণ্ড পরিপূর্ণ হইতে পারে; অতএব তদ্বিনিময়ে বিলাতি উত্তম পাকা ছীট বানাইবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহারই সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

উত্তম ছীট প্রস্তুত করিতে হইলে আদৌ যে বস্ত্রে ছীট হইবে তাহাকে ধৌত করিতে হয়, যেহেতু সুচারু শুক্লবস্ত্র না হইলে বর্ণের উজ্জ্বলতা সিদ্ধ হয় না। এই ধৌত করণের আড়ম্বর অনেক; এবং তদর্থে একটি পৃথক্ প্রস্তাব লেখিতব্য। বস্ত্র ধৌত হইলে পর তাহার গাত্রে যে সকল সূক্ষ্ম সূত্র (শুঁয়া) থাকে তাহা দগ্ধ করিতে হয়। তদর্থে ঐ বস্ত্র অগ্নিশিখার উপরি এ প্রকারে ধরিতে হয়, যাহাতে বস্ত্রের গাত্রস্থ শুঁয়া সকল দগ্ধ হইতে পারে, অথচ বস্ত্রের কোন হানি না হয়। সুবিচক্ষণ শিল্পিভিন্ন এই কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হওয়া ভার; পরন্তু বিলাতি শিল্পিরা এমত কর্ম্মকুশল যে অতিসূক্ষ্ম "নেট" নামক বস্ত্রের শুয়াও অনায়াসে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতঃপর তপ্ত লৌহদ্বারা বস্ত্র চৌরস করা প্রয়োজনীয়। রজকে যে প্রকারে বস্ত্র "ইস্ত্রী" করে, ইহাও তদ্রূপে সিদ্ধ হয়; পরন্তু বিলাতে যন্ত্রের প্রাচুর্য্যবিধায় হস্তের পরিবর্ত্তে যন্ত্রদ্বারা "ইস্ত্রী" হইয়া থাকে। ইস্ত্রী হইলে পর অনেক থান একত্রে সীবিত করিয়া নামতার ন্যায় জড়াইলেই চিত্র করিবার উপযুক্ত হয়।

ছীটের চিত্র চারি প্রকারে সিদ্ধ হয়; প্রথম, কাষ্ঠের ছাপা দ্বারা চিত্র মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয়, তাম্রের ছাঁচদ্বারা মুদ্রিত হয়; তৃতীয়, তাম্রের দুই বেলনের মধ্যে বস্ত্র দাবিয়া চিত্র মুদ্রিত হয়; এবং চতুর্থ তাম্র ও লৌহের বিবিধ বেলন সহকারে চিত্র মুদ্রিত হয়। শেষোক্ত প্রকার সর্ব্বসুলভ; ইহাদ্বারা প্রতি মিনিটে এক এক থান বস্ত্র দুই তিন বর্ণে বিচিত্রিত হয়, এবং এক এক ঘণ্টায় এক২ ক্রোশ দীর্ঘ বস্ত্র চিত্রিত হইতে পারে। পরন্তু ইহার বিবরণ লিখিলে পাঠকবর্গের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কাষ্ঠের ছাপাদ্বারা ছীট প্রস্তুত করায় অনেক কাল বিলম্ব হয়; পরন্তু তাহাতে কোন যন্ত্রের প্রয়োজন থাকে না, এবং তাহার বিবরণও অনায়াসে বোধ গম্য হয়; অতএব উপদেশার্থে তাহারই বর্ণন করা শ্রেয়ঃ।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে ছীটে যে সকল বর্ণ থাকে, তৎসমুদায় চিত্রপটের ন্যায় তুলীদ্বারা চিত্রিত করিতে হইলে অনেক কাল ও আয়াসের প্রয়োজন। পূর্ব্বকালে কালিকট-প্রদেশে ঐ প্রকারে চিত্র করিয়া অনেক উত্তম শিল্পী বহুকালে এক২ খানি পালঙ্গপোশ প্রস্তুত করিতে পারিত। তৎপরিবর্ত্তে একখানি কাষ্ঠফলকে অভিলষিত চিত্র খোদিত করিয়া তাহার উপর রঙ্গ সম্মুক্ষণ করত বস্ত্রের উপর ছাপ দিলে আয়াসের অনেক লাঘব হইতে পারে, এবং চিত্রও সর্ব্বত্রে তুল্য হয়। অপর এক কাষ্ঠফলকে নানা প্রকার বর্ণ সম্মুক্ষণ করা ক্লেশ সাধ্য, অতএব প্রত্যেক বর্ণের এক এক পৃথক্ ছাপ প্রস্তুত করিলে যৎসামান্য অল্পবুদ্ধি শিল্পিদ্বারাও অনেক অপূর্ব্ব চিত্র নিষ্পন্ন হইতে পারে; যেহেতু উত্তম ছাপে রঙ্গ মুক্ষণ করত ছাপ দেওয়া কোন মতে দুষ্কর কার্য্য নহে। এই বিষয় সুগম করিবার নিমিত্ত আমরা একটি চিত্রের আদর্শ মুদ্রিত করিলাম। তাহার যে চিত্রটি

পূর্ণচিত্র নামে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিতে হইলে পাঁচ বর্ণের পাঁচ খানি ছাপের প্রয়োজন হয়; এবং বস্ত্রের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঁচবার ভিন্ন২ বর্ণের ছাপ ছাপিলে অভিলষিত চিত্র সম্পূর্ণ হয়। ঐ পাঁচ ছাপের অবয়ব পঞ্চ বর্ণের নামে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ছাপ বানাইবার নিমিত্ত বিলাতে সাইকামোর কাষ্ঠ প্রসিদ্ধ; এতদ্দেশে তৎপরিবর্ত্তে তেঁতুল কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। শিল্পিরা চিত্র খোদিত করিবার শ্রম-লাঘব করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠের উপর তাম্রের চিত্রাকৃতি তার ও আলপিন বসাইয়া অনেক চিত্র সিদ্ধ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গ-লেপন ও তাহার স্থায়িত্ব করণ এই দুই ছীট বানাইবার প্রধান উদ্দেশ্য। এতদুভয় উদ্দেশ্য কদাপি পৃথক প্রক্রিয়াদ্বারা—কদাপি একত্রে সিদ্ধ করা হয়। এতদ্দেশে বর্ণের স্থায়িত্ব-করণ প্রথাকে "কষজল দেওন" বাক্যে কহে, যেহেতু ফটকিরি প্রভৃতি নানা প্রকার কষায়-জলে বস্ত্র ভিজানই তাহার প্রধান অঙ্গ। ঐ রীতি বিলাতে প্রচলিত নহে, যেহেতু তথায় প্রত্যেক প্রকার বর্ণের নিমিত্ত ভিন্ন২ কষ জল নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং সমস্ত বস্ত্রে এক প্রকার কষ দিলে বর্ণের হানি হয়। তথায় কষজল ও বর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া একেবারে ছাপার রীতিই প্রচলিত; কদাপি তদন্যথা করা হইয়া থাকে। কষ জলের প্রধান অঙ্গ ফটকিরি। ২৭০ সের উত্তপ্ত জল, ১০০ সের ফটকিরি, ১০ সের সোডা বা সাজিমাটির, পরিষ্কৃত খার: এবং ৭৫ সের সুগর অব লেড নামক এক প্রকার সীসার লবণ একত্রে মিশ্রিত করত সিরিষ, শর্করা, শ্বেতমৃত্তিকা, সালেপ মিশ্রি, গঁদ, ময়দা কি যবাদি অন্য কোন পদার্থের মণ্ড দিয়া তাহা ঘনীভূত করিলেই কষজল প্রস্তুত হয়। পরন্তু এই কষজল রক্ত ও পীত বর্ণের নিমিত্ত বিশেষ প্রশস্ত। কৃষ্ণ ও নীল বর্ণের নিমিত্ত খদির মাজুফল হরীতকী ও অন্যান্য কষায়ফল ও বৃক্ষের বলকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নীল নামক পদার্থ দ্রব করিবার নিমিত্ত গন্ধক দ্রাবকও অনেক প্রয়োজনীয়।

বস্ত্র রঞ্জিত করিবার নিমিত্তে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তৎসমুদায়ের নামোদ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু ইহা অবশ্য বক্তব্য বস্ত্র সুশোভন-করণ-জন্য মনুষ্য কোন পদার্থ ত্যাগ করে নাই; যে কোন পদার্থহইতে সুন্দর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই বস্ত্র রঞ্জনে নিযুক্ত করিয়াছে। ঐ রঞ্জক পদার্থ যে কি পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত করিলে পাঠকবৃন্দ চমৎকৃত হইবেন। নীল অত্যন্ত প্রিয় সুকোমল বর্ণ নহে, অথচ ঐ বর্ণের নিমিত্ত চারি কোটী টাকারও অধিক নীল প্রতি বৎসর বিক্রীত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রশিয়ন ব্লু ও অন্যান্য পদার্থে অনেক নীলবর্ণ প্রস্তুত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে যে সকল রঙ্গ গৃহীত হইয়া থাকে তন্মধ্যে নীল, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুসুমপুষ্প, বকমকাষ্ঠ, সাপানকাষ্ঠ, লগকাষ্ঠ, লটকান-ফল, সেফালিকা-পুষ্প, গেন্দুজ প্রভৃতি কএক পদার্থই প্রধান। খনিজদ্রব্য-মধ্যে হীরাকষ, তুতিয়া, হরিতাল, সীসক তুতিয়া, ক্রোম, ফটকিরি, প্রশিয়ন ব্লু, খার প্রভৃতি পদার্থই প্রধান। এতদ্ভিন্ন জীব-দেহহইতে অনেক রঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত ও পিত্তের সহকারে অনেক সুন্দর বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লাক্ষাকীটের লাক্ষাবর্ণ সকলেই জ্ঞাত আছেন; তদুপলক্ষে লক্ষলক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। দক্ষিণ-অমেরিকা-প্রদেশে কণীমনসা বৃক্ষে ছারপোকার সদৃশ এক প্রকার কীট জন্মিয়া থাকে। তাহার দেহ পিষ্ট করিলে অতি

অত্যুজ্জ্বল পদ্মবর্ণ রঙ্গ নির্গত হয়; তদ্রূপ উজ্জ্বল ও সুচারু রঙ্গ অন্য কোন পদার্থহইতে নিঃসৃত হয় না। অতএব বস্ত্র-রঞ্জকেরা তাহার উৎপাদনার্থে বর্ষে২ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। অপর ভূমধ্যসাগরে এক প্রকার শম্বূক জন্মিয়া থাকে, তাহার দেহমধ্যে এক ক্ষুদ্র আধারে অত্যল্প-পরিমাণে এক প্রকার বেগুনি রঙ্গ পাওয়া যায়, তাহার সদৃশ মনোহর বর্ণ অন্য কোন বস্তুহইতে প্রাপ্তব্য নহে; এবং তাহা এতাদৃশ দুষ্প্রাপ্য ও উপাদেয় যে পূর্ব্বকালে রোমরাজ্যের মহীপতি ভিন্ন অন্যে তদ্দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিতে পাইত না; দৈব কেহ ঐ বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিলে দণ্ডার্হ হইত। ঐ বর্ণ আদৌ টায়র-দেশহইতে আনীত হইত বলিয়া "টাইরিয়ন ডাই" (টায়র-দেশীয় বর্ণ) নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সকল বর্ণ কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিবরণার্থে অন্য কোন সময়ে অপর প্রস্তাব লেখিতব্য।

এস্কুইম-জাতির বৃত্তান্ত।



নুষ্য সকল জীবের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ; পরন্তু মানসিক ও কায়িক সৌষ্ঠবে সকল মনুষ্য তুল্য নহে; তাহাদিগের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আছে; তৎসমুদায়ের সমস্ত বর্ণন করা দুষ্কর। যে সকল জাতি অত্যন্ত অসভ্য তাহাদিগের বৃত্তান্ত বিবিধার্থে মধ্যে মধ্যে সঙ্গৃহীত হইতেছে; বোধ হয় ঐ সঙ্গৃহীত-বৃত্তান্ত পাঠে পাঠকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই অভিপ্রায়ে অদ্য উত্তরামরিকার অসভ্য-জাতি-বিশেষের বিবরণ লেখিতব্য।

প্রস্তাবিত জাতির নাম এস্কুইম; তাহারা স্বজাতীয় ভাষায় আপনাদিগকে "ইনুইট" শব্দে বিধান করে। আশিআখণ্ডের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তরামরিকার সমুদায় উপকূলে—ফলতঃ উত্তরামরিকার উত্তরভাগের সকল স্থানেই এই জাতির বাস আছে; পরন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আশিআ-খণ্ডের-উত্তর-পূর্ব্বে এই জাতীয়দিগের বাস ছিল; তথাহইতে তাহারা অমরিকা-খণ্ডে উত্তীর্ণ হইয়াছে; যেহেতু তাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে লেনা ইণ্ডিগির্কা ও তন্দ্রা এই সকল নদীর কূলে এস্কুইমদিগের পূর্ব্ববাসের নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুভত হইতেছে, অমরিকা-খণ্ডের এস্কুইমদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আশিআহইতে তথায় আসিয়াছিল।

এস্কুইম-জাতীয়েরা পাটলবর্ণ। ইহাদের মুখ অণ্ডাকার, হনু অত্যন্ত উচ্চ, ললাটদেশ প্রশস্ত ও উন্নত; নাসিকা চৌড়া ও থেবড়া, কেশ দীর্ঘ ঘন ও কঠিন, শ্মশ্রু বিরল, দন্তের গঠন সুন্দর।

ইহারা দীর্ঘে সাড়ে পাঁচ ফুটের অধিক হয় না। ইহাদের কলেবর বিশেষ স্থূল নহে; স্কন্ধ প্রশস্ত, হস্ত ও পদ অন্যান্য অঙ্গের সহিত তুলনা করিলে অতি খর্ব্ব বোধ হইবেক।

এই জাতির সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারাই কেবল পৃথিবীর পুরাতন ও নূতন এই উভয় খণ্ডে বাস করে; অন্য কোন আদিম জাতিকে এরূপ দেখা হয় নাই। অপর, অন্য কোন জাতির সংস্রবে ইহাদের ভাষা ও জাতীয় পদ্ধতির বাস্তবিক কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অধিকন্তু ইহারা কেবল উপকূলেই বাস করিতে অনুরাগী, দেশের অভ্যন্তর-প্রদেশে প্রবেশ করে না, বৃহন্নদীও পার হয় না। ফলতঃ তাহাতে ইহাদের যথেষ্ট সুবীধা দর্শে; যেহেতু ইহারা তিমি প্রভৃতি প্রকাণ্ড সমুদ্র-জীব ধরিয়া অনায়াসে আপনাদের আবাসে লইয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ইহারা কোন বৃহৎ নদী পার হয় না; সুতরাং ইহাদিগের কোন বৃহৎ নৌকারও প্রয়োজন হয় না। তাহারা যে নৌকা প্রস্তুত করে তাহা যৎসামান্য বোধ হয়। সুবীধানুসারে নৌকা কাষ্ঠ সিন্ধু ঘোটকের দন্ত ও তিমি মৎস্যের অস্থিতে প্রস্তুত হয়। ঐ নৌকার কাষ্ঠ পেরেক দিয়া বদ্ধ না করিয়া পশ্বাদির শুষ্ক নাড়ীদ্বারা বদ্ধ করা হইয়া থাকে। এক্কুইম-স্ত্রীরা ঐ নৌকা নির্ম্মাণ করে, এবং তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে না পারে এই নিমিত্ত তল ও উপরিভাগ চর্ম্মে আবৃত করিয়া রাখে। নৌকা-বহন-কর্ম্মও স্ত্রীদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। নৌকা যে প্রকারে নির্ম্মিত হয় তাহাতে তাহার ভারের আধিক্য হইবার সম্ভাবনা নাই; ফলতঃ ইহাদের নৌকা দুই জনে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

অপর অসভ্য জাতীয়ের ন্যায় প্রস্তাবিত জাতীয় মনুষ্যেরা পশ্বাদির শিকার করিয়া ও মৎস্য ধরিয়া জীবন যাপন করে। বসন্তকালে রীণহরিণ, হংস ও অন্যান্য পক্ষী শুশুক ও তিমি ইহাদিগের খাদ্য; এবং ঐ সকল জীব ধরিতে ইহারা বিলক্ষণ পটু। তীর টেঁটা বর্চ্ছা ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহারে ইহারা যথেষ্ট পারগতা প্রকাশ করে। ডাক্তর আরমষ্ট্রং সাহেব এক জন এক্কুইমকে ১৩০ হস্ত দূরে বৃক্ষ শাখা লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার সে নিক্ষেপনও ব্যর্থ হয় নাই। এক্কুইমেরা গ্রীষ্মকালে তিমি জীব শিকার করিয়া শীতকালের ব্যবহারার্থে সঞ্চিত রাখে; যেহেতু ঐ সময়ে শীতের আধিক্য প্রযুক্ত কোন খাদ্যদ্রব্য সঙ্গৃহীত করা হয় না। এই প্রযুক্ত গ্রীষ্মে দুই তিনটি তিমির শিকার না হইলে পরবৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠে। প্রস্তাবিত খাদ্য শীতের নিমিত্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে; ও হিমানীর সমাগম হইলে এক্কুইমেরা ঐ অপক্ক মাংস ও নাড়ীভুঁড়ি অনায়াসে ভক্ষণ করে; তাহাতে তাহাদের ঘৃণা জম্মে না। পরন্তু কখন২ মাংস অগ্নিপক্ক করিয়াও ভক্ষণ করিয়া থাকে।

শুশুক ও রীণহরিণের চর্ম্মে এক্কুইমদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়। স্ত্রী ও পুরুষের পরিচ্ছদে অত্যল্প প্রভেদ আছে। অপ্রশস্ত পায়জামা দীর্ঘ অঙ্গরাখা, গলদেশ পর্য্যন্ত লম্বায়মান টুপি ও শুশুকের চর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকা ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পরিচ্ছদ। পুরুষদিগের পাদুকা অপেক্ষা স্ত্রীদের পাদুকা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

এক্কুইমজাতীয়েরা গ্রীষ্মকালে চর্ম্মের কুটীর বা তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া কালযাপন করে। শীতকালের আবাস নিমিত্ত চর্ম্মাচ্ছাদিত কুটীরই প্রধান, তাহা কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হয়। কদাপি কাষ্ঠের অপ্রতুল হইলে সিন্ধু-ঘোটকের দন্ত বা তিমি ও অন্যান্য জীবের অস্থিতে কর্ম্ম সম্পন্ন করে। অপর শীতকালে ইহারা কখন২ বরফ খনন করিয়া তন্মধ্যে অর্দ্ধগোলাকাররূপে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ঐ গৃহের নীহারপ্রাচীর সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হওয়াতে তন্মধ্যে আলোক প্রবিষ্ট হয়; অথচ প্রভাকর কিরণ কদাপি এতাদৃশ প্রখর হয় না যাহাতে ইহাদের আবাস দ্রব হইতে পারে। এক্কুইমজাতীয়েরা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ইহা বলা বাহুল্য। খাদ্যদ্রব্যের তারতম্যই তাহার সাক্ষী।

উত্তরামেরিকার অন্যান্য মনুষ্যদের ভাষার সহিত এক্কুইমদিগের ভাষার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। তাহাদিগের স্ত্রীরা পাক ব্যতীত সাংসারিক সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করে। অপর এই জাতীয়েরা চৌর্য্য কর্ম্মে তৎপর ও ধূর্ত্ত ও অত্যন্ত লোভী! ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই উল্কীদ্বারা মুখের বৈচিত্র্য করে; ও অধর ও নাসিকা ছিদ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে

কোন স্থূল অস্থি প্রবিষ্ট করিলে ইহারা আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি শোভান্বিত জ্ঞান করে। অপর ইহাদের শিকারের ক্ষমতানুসারে আভরণের পরিবর্ত্তন হয়। যে ব্যক্তি উত্তম শিকারী তাহার মুখময় উল্কী থাকে, নতুবা গৌরবের হানি হয়। ইহারা পরস্পরের নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া নমস্কার-কার্য্য নির্ব্বাহিত করে। ইহাদিগের বহুবিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি উত্তম শিকারী সেই বিবাহ করিতে পারে; অক্ষম ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে না। সুতরাং ইহাদের স্ত্রীর সঙ্খ্যানুসারে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহারা বুদ্ধিবৃত্তি বিহীন নহে। মোরেবিয়ার মিশনরীরা লাব্রেডর ও গ্রীনলণ্ড-দেশীয় অনেক এস্কুইমকে খৃষ্টধর্ম্ম মাহাত্ম্যে দীক্ষিত করিয়াছেন; কিন্তু ভূতপ্রেত দৈত্যদানবই ইহাদের উপাস্য।

কুক্কুর ও রীণহরিণ এই জাতীয়দিগের সর্ব্বস্ব। ফলতঃ কুক্কুর ইহাদের রক্ষক, বাহক ও ভক্ষ্যদ্রব্য, এবং তাহার চর্ম্মে পরিচ্ছদও প্রস্তুত হয়। রক্ষণ কর্ম্ম ব্যতীত রীণহরিণ কুক্কুরের মত অন্য সকল কর্ম্ম সমাধা করে। প্রস্তাবিত কুক্কুর অতি-বৃহৎ ও বলবান্; বলদের ন্যায় তৎপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি দিয়া এস্কুইমেরা অনায়াসে অনেক ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করিতে পারে; তাহাতে ঐ কুক্কুরের কোন ক্লেশ হয় না। অপর ঐ কুক্কুরেরা অশ্বের ন্যায় বালককেও পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ইহাদিগের রাজনীতি বা কোন সামাজিক ব্যবস্থা আছে কি না সন্দেহ; পরন্তু ইহা সম্ভাব্য যে যাহার ক্ষমতা অধিক সেই ইহাদের প্রধান হয়, অপর সকলে তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে।

যদিচ সমস্ত এস্কুইমেরা এক বৃহৎ জাত্যন্তর্গত এবং নানা স্থানে বিস্তারিত হইয়াও তাহাদের আচার ব্যবহারের বাস্তবিক কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তথাপি তাহাদিগের বাসস্থানভেদে তাহারা অনেক ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত করিতে হইল।

বেহরিং-জলসঙ্কট ও ব্রিষ্টল-অখাতের মধ্যবর্ত্তি স্থানে যাহারা বাস করে তাহাদিগের আখ্যায়িকা "চুগাচিস্।" তাহাদের উত্তরে "কুসকাচিয়াক" নামে এক জাতি আছে। এই উভয় জাতির এক অসাধারণ লক্ষণ এই যে তাহারা মৃগয়া-প্রিয় বা ভ্রমণশীল নহে—প্রত্যুত পৈতৃক-বাস পরিত্যাগ করিতে তাহারা নিতান্ত অনভিলাষী। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামে এক এ কসাধারণ সভাবাটী আছে, তাহার নাম "কাশিম।" তথায় পরামর্শ ও উৎসবাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আনাদর উপসাগরের কূলবাসী "চুকচী" নামক এস্কুইম-জাতি-বিশেষ তেজীয়ান। রুশিয় ও কসাক জাতীয়ের আক্রমণে ইহারা আশিআখণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় বাস করিতেছে। পূর্ব্বে ইহারা আশিআ-খণ্ডের পশ্চিমে ১৩০ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বাস করিত। এই মনুষ্যেরা দেখিতে উত্তর-আমরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের তুল্য। ইহাদিগের কুক্কুর ও রীণহরিণ অনেক আছে। ইহারা সিন্ধু ঘোটকের দন্ত ও পশ্বাদির পশমের ব্যবসায় করে।

মেকিঞ্জী নদী ও বেহরিং সাগরের মধ্যে কতকগুলিন এস্কুইমদিগের বাস আছে। তাহারা ইউরোপ-দেশীয়দের মত দীর্ঘ ও দেখিতে সুশ্রী এবং তাহাদিগের স্ত্রীরাও সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা। সুমেরু-মণ্ডল-ভ্রমণকারী কাপ্তেন রিচার্ডসন্ সাহেবের বিবেচনায় এই জাতীয় এক স্ত্রী এতাদৃশ লাবণ্যবতী বোধ হইয়াছিল যে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, সেই স্ত্রী যে কোন জাতির সমাজে দণ্ডায়মান হউক না কেন সর্ব্বত্রই রূপবতী বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হইতে পারে। স্ত্রীরা উল্কীদ্বারা চিবুক শোভিত করে; পুরুষদিগের মুখ কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হয়।

কুচিন-জাতীয় স্ত্রীরা খর্ব্ব পদ প্রিয় জ্ঞান করে এই নিমিত্ত যাহাতে অপত্যদিগের পদ দীর্ঘ হইতে না পারে এই রূপে বান্ধিয়া রাখে। চীন-জাতীয়দিগেরও এই প্রকার প্রথা আছে; কিন্তু তাহারা কেবল বালিকাদিগের পদ বন্ধন করে; প্রস্তাবিত এস্কুইমেরা বালকবালিকা উভয়েরই পদ বন্ধন করিয়া থাকে।

কুচিন জাতীয়দের বিবাহের কথা কৌতুকাবহ বটে। তাহাদের কাহার কোন কন্যাকে মনোমত বোধ হইলে সে আপনি তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া একমনে দাসত্ব করিতে থাকে; কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে আপনার মনের কথা প্রকাশ করে না। যদি গৃহস্থ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করে, তাহাহইলে ঐ বিবাহাকাঙ্ক্ষী এক বৎসর তথায় দাসত্ব করে, পরে তাহার প্রার্থনায় স্ত্রীলাভ হয়। ইহাদের বিবাহের মন্ত্র নাই।

এস্কুইম্ জাতীয় স্ত্রীরা সূতিকাগারে অবস্থিতি করে না। ডাক্তর আরমষ্ট্রং সাহেব এক স্ত্রীকে দুই দিবসের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলেন। এই জাতীয় মনুষ্যেরা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে; শিশু বা অশীতি পর বৃদ্ধদের মৃত্যু হয়। কুষ্ঠরোগ চক্ষুর পীড়া ও কাশাদি এই জাতীয়দিগের প্রধান রোগ।

এস্কুইম্ জাতির বাসস্থান যে প্রকার ভয়ানক শীত-বিশিষ্ট ও তথায় খাদ্যদ্রব্যাদির যে প্রকার অপ্রতুলতা, তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে "শরীরের নাম মহাশয় যাহা সহাও তাই সয়" ইহাই প্রত্যক্ষ হইবেক।

জেঠা।

মির্জার স্বপ্নবৃত্তান্ত।

(প্রেরিত-প্রস্তাব।)



সিদ্ধ গ্রন্থকার মেং আডিসন্-কর্তৃক অনুবাদিত "মির্জার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত" বলিয়া বিখ্যাত উপাখ্যানে যে রূপ বুদ্ধি-কৌশল এবং অসাধারণ-কল্পনা-শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তৎপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন-করণ-মানসে তাহা আমি অনুবাদিত করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ঐ আখ্যানোক্ত জ্ঞানী মহাপুরুষ "মির্জা" স্বনামে এই আখ্যায়িকা আরব্ধ করিতেছেন; যথা,

"আমি এক দিন প্রাতে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাচীন-পদ্ধতিক্রমে হস্তমুখ-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক শরীর পবিত্র এবং প্রাতঃকালীন অর্চ্চনা-বিধি সমাপ্ত করিয়া কিয়ৎ কাল ঈশ্বরের নাম এবং গুণ কীর্ত্তন করিবার মানসে বুগদাদ্-নগরীয় পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। সে দিন শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি। সেই পর্ব্বতের সুনির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে২ এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে এ জীবন বৃথা; মনুষ্য ছায়ার সদৃশ; জীবন স্বপ্ন তুল্য। মনোমধ্যে এই রূপ আন্দোলন করিতে২ সমীপবর্ত্তী আর এক শৃঙ্গে নেত্রপাত হইবাতে দেখিলাম, এক ভদ্র ব্যক্তি মেষ-রক্ষকের বেশ ধারণ করিয়া বেণুহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিবামাত্র তিনি ঐ যন্ত্রটী মুখে দিয়া বাজাইতে লাগিলেন। তাহার স্বর অতি মধুর, এবং তাহাহইতে নানা-বিধ-রাগরাগিণী-সম্বলিত যে সকল স্বরসমূহ (তান) উত্থিত হইতে লাগিল তাহার বর্ণন করা দুঃসাধ্য; বলিতে কি সেরূপ শ্রবণ-সুখকর স্বর কখন আমার কর্ণগো-

চর হয় নাই। বোধ হইল যেন লোকান্তর্গত ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষদিগের মৃত্যু-যন্ত্রণার নিবারণার্থে এই রূপ মধুর ধ্বনি হইতেছে। আমার চিত্ত তখন একেবারে আনন্দরসে দ্রবীভূত হইল। আমি শুনিয়াছিলাম, ঐ ভূধর-শিখরে স্বর্গীয় দূতের সমাগম হইয়া থাকে, তাহাতে যাহারা ঐ পর্ব্বতীয় পথদিয়া গমনাগমন করে তাহারা ঐ রূপ সুন্দর বংশীধ্বনি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয়; কিন্তু কোন পুরুষ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পরে যখন ঐ মহাপুরুষের মনোহর স্বরে আমার মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তখন আমি তাঁহার সহিত সম্ভাষণ-সুখের আস্বাদনার্থে লালসান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি সবিস্ময়ে নয়নপাত করিবামাত্র তিনি ও অমনি হস্ত-সঙ্কেতদ্বারা আমাকে আহ্বান করিলেন। মহাপুরুষের প্রতি যে রূপ সমাদর প্রকাশ করিতে হয় সেইরূপ সম্মান-পুরস্সর আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলাম, এবং তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্বমধুরস্বরে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলাম। ঐ মহানুভাব ব্যক্তি সহাস্যবদনে আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রণয়-কৌশল-দর্শনে আমার মনের ভয় ও চিন্তা সকল একেবারে তিরোভূত হইল। তিনি আমাকে ভূমিহইতে উত্তোলন করিলেন, এবং হস্ত-গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন "মির্জা, আমি তোমার সমস্ত মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার পশ্চাৎ২ আইস।" এই বলিয়া তিনি আমাকে গিরির অত্যুচ্চদেশে লইয়া গেলেন, এবং, আমি তথায় অধিরূঢ় হইলে পর, কহিলেন, "পূর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বল দেখি কি দেখিতে পাও?" তখন আমি কহিলাম, "এক বৃহৎ উপত্যকা এবং তন্মধ্যে এক স্রোতস্বতী নদী দেখিতে পাই।" তিনি কহিলেন, "ঐ উপত্যকার নাম দুঃখ, এবং ঐ নদী প্রলয় পয়োধির এক অংশ মাত্র।" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "মহাশয় ঐ নদীর প্রবাহের এক কূলহইতে গাঢ় কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া অপর কূলের কুজ্ঝটিকাতে লীন হইতেছে, তাহার কারণ কি?" তিনি কহিলেন, "যতদূর-পর্য্যন্ত তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে তৎতাবদ্ভাগই কাল বলিয়া বর্ণিত হয়; এই কাল জগতের আদি এবং অন্ত ব্যাপিয়া আছে; এবং তাহার পরিমাণ সূর্য্যদ্বারা নির্ণীত হয়। ভাল, এখন বিবেচনা করিয়া বল, ঐ স্রোতের মধ্যে কি দেখিতে পাও?" আমি বলিলাম, "উহার মধ্যে একটা সেতু দেখিতেছি।" তাহাতে তিনি কহিলেন, "ঐ সেতু মানবের জীবন; উহা যত্ন করিয়া দেখ।" তখন বিশেষ করিয়া দেখিলাম যে উহাতে সপ্ততি সম্পূর্ণ-তোরণ (খিলান) এবং কতকগুলিন ভগ্নখিলান রহিয়াছে; সমুদায়ে এক শত হইবেক। যৎকালে ঐ তোরণ গণনা করিতেছিলাম তৎকালে ঐ মহাপুরুষ কহিলেন, "প্রথমে ইহাতে এক সহস্র খিলান ছিল, কিন্তু একটা প্রবল জলপ্লাবন হওয়াতে তাহার অধিকাংশ স্রোতে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট এই রূপ ভগ্নাবস্থায় আছে। কেমন উহার উপরি আর কিছু দেখিতে পাও?" আমি কহিলাম, "হাঁ; তদুপরি অসঙ্খ্য প্রাণী যাতায়াত করিতেছে এবং তাহা উভয় প্রান্তভাগ কৃষ্ণমেঘে আচ্ছাদিত আছে।" পরে মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক দেখিলাম যে অনেক লোক সেতুহইতে মহাস্রোতে পতিত হইতেছে। উহার মধ্যে২ অগণনীয় ক্ষুদ্র২ দ্বার আছে; পথিকেরা যেমন অজ্ঞাতসারে তদুপরি পদার্পণ করে অমনি স্রোতে পড়িয়া অদৃশ্য হয়। এই সকল কৃত্রিম দ্বার সেই সেতুর মুখে এমত ঘন নিবেশিত আছে যে ব্যক্তিব্যূহ ঐ দারুণ মেঘ-

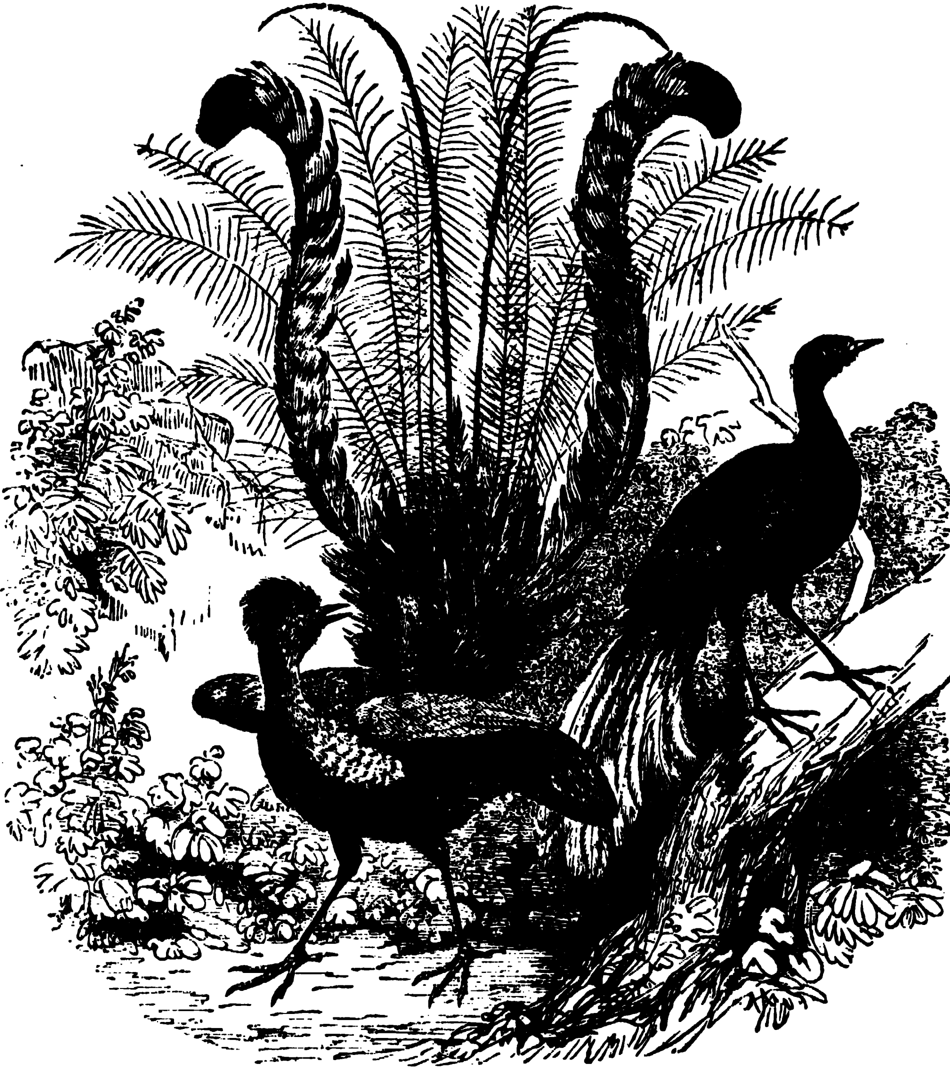
হইতে নির্গত হইয়াই জলশায়ী হয়। কএক ব্যক্তি ঐ ভগ্ন খিলানের উপরি দিয়া ধীরে২ পদ নিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু প্রশস্ত-পথ-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত এবং শক্তিহীন হইয়া একে২ সকলে নিপাতিত হইল। আমি কিয়ৎক্ষণ এই বিচিত্র সেতু এবং তাহার অদ্ভুত বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রাণিসমূহ প্রভূত আনন্দ অনুভব করিতে২ অকস্মাৎ জলমগ্ন হইয়া যে রূপ জীবন-রক্ষার্থে যত্ন করিতেছে তদ্দর্শনে আমার মন অতিশয় বিষণ্ন হইল। কেহ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভাবিতে২ অমনি পড়িয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছে; কেহ২ হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নৃত্য করিতে২ যেমন অন্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে অমনি পদস্খলিত হওত জলে মগ্ন হয়। এই রূপ ঘটনার সময় কেহ২ খড়্গ হস্তে লইয়া সেতুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ অনেককে ঐ গুপ্ত দ্বারের দিকে অপসারিত করিতেছে। তাহারাও দৌর্ভাগ্য-বশতঃ তদুপরি চালিত হইয়া অতলস্পর্শ জীবনে জীবন-সমর্পণ করিতেছে। এই সকল অশুভকর ব্যাপারের অবলোকনে আমাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া দেবদূত কহিলেন, "ঐ সেতুহইতে নয়ন উত্তোলন করিয়া দেখ, অন্য কোন বুদ্ধির অগম্য পদার্থ তোমার দৃশ্য হয় কি না।" ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "হে মহোদয়, ঐ সেতুর উপরিভাগে বৃহৎ২ কাক গৃধ্রপ্রভৃতি নানাজাতীয় মাংসভোজি পক্ষিসকল নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; ও সময়ে২ বিশ্রামার্থও উপবেশন করিতেছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র২ পক্ষিশাবক দলবদ্ধ হইয়া মধ্যস্থ খিলানের উপরি আসিয়া বসিতেছে, তাহার কারণ কি?" মহাপুরুষ কহিলেন "উহারাই হিংসা, লোভ, কুসংস্কার, মমতা এবং পরক্লেশকর রিপু বলিয়া পরিচিত হয়।" এতচ্ছ্রবণে আমি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম "হায়! মনুষ্যের জীবন কি অকিঞ্চিৎ কর; মনুষ্য কেবল শোক এবং মৃত্যুর পরতন্ত্র। এই নশ্বর জীবনে সর্ব্বতঃ পরিপীড়িত হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।" আমার এই শোকবাক্যে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ করুণাকর পুরুষ কহিলেন, "এ অসুখজনক দর্শন পরিহরণ কর। সংসারসাগরে পতিত মনুষ্যদিগের জীবনের প্রথমাবস্থার এই এক নিদর্শন-স্থল। ইহার প্রতি কেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া আছ; এখন যে স্থানে ঐ সকল মানবজাতি স্রোতে বাহিত হইতেছে তত্রস্থ কুজ্ঝটিকার প্রতি নিরীক্ষণ কর।" তাঁহার এই আজ্ঞানুসারে আমি চক্ষু বিস্তার করিয়া দেখিলাম যে উহার মধ্যভাগে একটা পর্ব্বত; ঐ পর্ব্বতের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া অপর এক হিরণ্ময় পর্ব্বত রহিয়াছে। অপিচ ঐ মহাশয় কি এই নিবিড় কুজ্ঝটিকা দূরীকৃত করিয়া এই সকল পদার্থ আমার প্রত্যক্ষ করাইলেন, কিম্বা তাঁহার ঐশি-শক্তিদ্বারা এই রূপ অদ্ভুত উৎপাদন করিলেন তাহা আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। ঐ সমুদ্রের অর্দ্ধেকভাগ মেঘেতে এবম্ভুত আচ্ছন্ন যে তাহার কিছুই দেখা যায় না, অবশিষ্ট ভাগ কেবল জলরাশি মাত্র। তাহার স্থানে২ বিবিধ ফলপুষ্পাদি-পরিশোভিত উপদ্বীপ এবং তাহার মধ্যে২ কতিপয় ক্ষুদ্র২ সিন্ধু দীপ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য প্রাণিসমূহ অতি সম্ভ্রান্ত উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানকরণ পূর্ব্বক মস্তকোপরি সুগন্ধি মাল্য ধারণ করিয়া কখন বৃক্ষের ভিতরদিয়া গমন করিতেছে; কখন২ জলাশয়ের পার্শ্বদেশে শয়ন করিতেছে; এবং কখন বা পুষ্পকাননে শ্রান্তি দূর করিতেছে; তৎপরে পক্ষিদিগের মিশ্রিতস্বর, প্রস্রবণের কল্লোল-শব্দ, মানব-সমূহের কোলাহল এবং গীতবাদ্য-ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

আমি এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া পরম-পুলকিত হইলাম। আমার ইচ্ছা হইল যে কুরর পক্ষির ন্যায় পক্ষযুক্ত হইয়া ঐ নিত্য-সুখ ধামে উড়িয়া যাই। কিন্তু ঐ ধীমান্ দেবপুরুষ কহিলেন "যে ঐ স্থানের মৃত্যু দ্বার ব্যতীত অন্য দ্বার নাই। এই সুরম্য এবং লোচনানন্দদায়ক দ্বীপসকল সমুদ্রের উপরি বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহারা তীরস্থ বালুকা-সমূহের সূক্ষ্ম২ রেণু অপেক্ষা অসঙ্খ্য হইবেক। উহার পশ্চাদ্ভাগে অপর শত২ উপদ্বীপ আছে; তাহা আমার দৃষ্টি বা চিন্তার বিষয় নহে। লোকান্তর্গত ধর্ম্মিষ্ঠ লোকদিগের এই আবাসস্থান, এবং যিনি যে পরিমাণে মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্মসঞ্চয় করেন তিনি তদনুসারে এই সুখরাজ্যে সুখসম্ভোগ করেন। প্রত্যেক জীব আপন২ নিয়মিত দ্বীপে উপযুক্ত সুখ এবং আনন্দ অনুভব করে। হে মির্জা, এই সকল বাসস্থানের প্রাপ্তি-নিমিত্ত মনুষ্যের যৎপরোনাস্তি যত্ন করা কি উচিত হয় না? যে জীবনে এবম্ভূত অমল্য পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে কি কখন ক্লেশদায়ক বলা যাইতে পারে? যে মৃত্যুদ্বারা আমরা এই আনন্দধামে আনীত হইব তাহাকে কি আমাদের ভয় করা কর্ত্তব্য? অতএব যখন মনুষ্যের এত সুখপ্রাপ্তির স্থল রহিল, তখন তাহার জীবন যে অকিঞ্চিৎ কর এমন কদাপি মনে করিও না।" আমি এই সকল নীতি-গর্ভ-উপদেশ-বাক্যের শ্রবণে সচেতন হইয়া ঐ অনন্ত সুখাস্পদ দ্বীপ-সকল অনন্যমনাঃ হইয়া ভূয়োভূয়ো নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে বিনীতস্বরে কহিলাম "হে মহাভাগ, ঐ হিরণ্ময় পর্ব্বতের অপর-পার্শ্বস্থ জলরাশি যে মেঘদ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে তদন্তর্গত বস্তু-সমস্ত দর্শাইয়া আমার নয়নেন্দ্রিয়ের সার্থকতা-সম্পাদন করুন।" কোন উত্তর না পাওয়াতে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু তাহাতেও উত্তর পাইলাম না। পরে ফিরিয়া দেখি যে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন ব্যক্ত হইল যে এতাবৎকাল স্বপ্নে নিমগ্ন ছিলাম। পুনরায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে যত্ন করিলাম, কিন্তু কোথায় সে ভগ্নসেতু, কোথায়ই বা স্রোতোবাহি জল-কল্লোল বা নিত্যানন্দময় উপদ্বীপ-সকল রহিল! তখন কেবল সেই বুগ্দাদ নগরীর পর্ব্বত-গহ্বর ও মেষ, বৃষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুগণ তাহার পার্শ্বদেশে বিচরণ করিতেছে, এই মাত্র নয়নগোচর হইল।"

রা, য, চ।

মেনুরা পক্ষী।

জগৎ-স্রষ্টার চিত্র-নৈপুণ্য সপ্রমাণ করণার্থে পুষ্প ও বিহঙ্গম বর্গই উল্লিখিত হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যই পুষ্পের প্রধান ধর্ম্ম, এবং সর্ব্বত্র তাহা সপ্রমাণিত আছে। কমলিনীর কোমলকান্তির কে না প্রশংসা করিয়া থাকে? ফলতঃ নয়নেন্দ্রিয়ের সার্থক্য-সাধনার্থে সুচিত্রিত পুষ্পের সদৃশ অতি অল্প পদার্থ পরিজ্ঞাত আছে; এবং কেবল নয়নেন্দ্রিয়ের মোদনার্থে পুষ্পহইতে উৎকৃষ্ট কোন পদার্থই হইতে পারে না। প্রাচীনেরা এ বিষয়ের অতি উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রযুক্তই সমুদ্র-মন্থন-রূপ মহায়াসের ফল-মধ্যে মন্দারব পুষ্পের বর্ণন করিয়াছেন। বিহঙ্গম-মধ্যেও অনেক মনোহর পদার্থ বর্ত্তমান আছে; তদ্দৃষ্টে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ময়ুর মোনাল এবং বাগুনু প্রভৃতি কতকগুলি শৌকেয় পক্ষী তাহার দৃষ্টান্ত। কেহই তাহাদিগের নিন্দক নাই;—সকলেই তাহাদিগপ্রতি অনুরক্ত। তদ্ভিন্নও অনেক পক্ষী আছে যাহারা সুচিত্রিত পদার্থের উপমা



পুং মেনুরা পক্ষী। স্ত্রী মেনুরা পক্ষী।

বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। যে পক্ষির প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবের আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও এই বাক্যের উদাহরণ। ঐ পক্ষির নাম "মেনুরা" বা "লায়র" পক্ষী। তাহার বর্ণাপেক্ষায় গঠন সুন্দর, এবং তদপেক্ষায়ও তাহার পুচ্ছ মনোহর। ঐ পুচ্ছের আকৃতি লায়র নামক ইংরাজি বাদ্য-যন্ত্রের সদৃশ, এবং তন্নিমিত্ত এই পক্ষিকে ইংরাজি ভাষায় "লায়র বর্ড" কহিয়া থাকে।

গত শতাব্দীর প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পক্ষির জাতি নিরূপণ করিতে অনেক ভ্রম করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ অনেকে মনে করেন যে এই পক্ষী হোমা পক্ষির জাত্যন্তর্গত, অর্থাৎ ইহা কাক-শ্রেণীভুক্ত। তদনন্তর ইহাকে মুর্গী ময়ুর ও মনোহর পক্ষিমধ্যে গণনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ কুবিয়র সাহেব ইহাকে সালিকের জাতি মধ্যে বর্ণন করেন। তাঁহার পর কোন২ বিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ইহার নখ চঞ্চু ও স্বভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ইহাকে গোবরধেপড়া নামক অপ্রসিদ্ধ পক্ষির মধ্যে নিরূপিত করিয়াছেন। এই সকল ভিন্নমতাবলম্বিদিগের মধ্যে, বোধ

হয়, যাঁহারা মেনুরা পক্ষিকে ময়ূর ও মনৌর পক্ষির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত রক্ষা করিয়াছেন। পরন্তু সে বিষয়ে বাক্য-ব্যয় করাতে পাঠকদিগের বিশেষ ফল দর্শিবে না; যেহেতু তাঁহারা ভিন্ন২ মতের বিচার না করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য শুনিতেই বিশেষ আস্থা প্রকাশিত করেন।

মেনুরা পক্ষী অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপ-নিবাসী। তত্রত্য ইলবারা-প্রদেশ ও নূতন-দক্ষিণ-ওয়েলস্-প্রদেশের পার্ব্বত্য স্থানই ইহার প্রিয়। স্বভাবতঃ ইহা বৃক্ষে না বসিয়া ভূম্যুপরি বিচরণ করিয়া আপন খাদ্যাহরণপূর্ব্বক জীবন-যাপন করে; প্রয়োজনবশতঃ কখন উড্ডীয়মান হইতে হইলে ইহাদিগের কষ্ট বোধ হয়; পরন্তু দৌড়িতে ইহারা কোন মতে অক্ষম নহে; প্রত্যুত তৎকর্ম্মে ইহারা বিশেষ পারগ বলিয়া বিখ্যাত।

প্রস্তাবিত পক্ষির অবয়ব মনৌয়র পক্ষির সদৃশ; ময়ূর হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। পরন্তু পদদ্বয় ময়ূরের পদহইতে ঈষৎ দীর্ঘ বোধ হয়। লায়র-যন্ত্র-সদৃশ পুচ্ছ ইহাদিগের পুংপক্ষিতেই জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীপক্ষির পুচ্ছ তদ্রূপ নহে, এবং তাহা ময়ূরের ন্যায় ইচ্ছানুসারে বিস্তৃত করাও হয় না। পুংপক্ষী আপন পুচ্ছবিষয়ে অত্যন্ত অভিমানী; এবং প্রত্যহ প্রাতে সূর্য্যোদয়-সময়ে ঐ পুচ্ছ বিস্তৃত করত কোন উচ্চ স্থানে বসিয়া ক্রমাগত দুই ঘণ্টা কাল গর্ব্বে মত্ত হইয়া নানাস্বরে গান ও নিকটস্থ সকল পক্ষির স্বরের অনুকরণ করিয়া থাকে। পরে শ্রান্ত হইলে উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণ করে। ইহার শব্দানুকরণ-শক্তি অত্যন্ত অদ্ভূত; নূতন-দক্ষিণ-ওয়েলস্-প্রদেশে যে কেহ ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

মেনুরার বর্ণ অম্বর-নামক ধূনার সদৃশ, এবং তাহার স্থানে ২ ঈষৎ হরিদাভা বোধ হয়। প্রথমোক্ত বর্ণ পক্ষের উপর ও কণ্ঠের সন্নিকটে কিঞ্চিৎ হালকা হইয়া গৈরিক সদৃশ হয়; বক্ষ ও উদরের বর্ণ পাংশুল। গাত্র ও পুচ্ছের অনেক স্থানে কৃষ্ণ বর্ণ আছে। পুচ্ছের দুই প্রধান পক্ষ কৃষ্ণ বর্ণ ও তাহার মধ্যে ২ অনেক স্থান স্বচ্ছ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মেনুরাপক্ষী উড্ডীয়মান হইতে অনিচ্ছুক; পরন্তু নীড় প্রস্তুত-করণসময়ে ইহারা বৃক্ষের কোটর অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ তৃণ বিস্তৃত করত আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করে। ঐ নাড়ে এক কালে ১০। ১২ টা অণ্ড প্রসবিত হইয়া থাকে। অন্যান্য কুক্কুটশ্রেণীস্থ পক্ষির ন্যায় মেনুরাপক্ষী শস্য ও কীট ভক্ষণ করে, এবং জাতি-ধর্ম্মানুসারে নখদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে।

প্রস্তাবিত পক্ষী অদ্যাপি মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই; এই প্রযুক্ত ইহার স্বভাব ও ধর্ম্ম প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা উত্তমরূপে জ্ঞাত নহেন।

কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস।



হপুর নগরে এক মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। কৃষ্ণকুমারী নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী কুমারী ছিল। কৃষ্ণকুমারী "রাজস্থানের পুষ্প" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষে অনেকে অস্ত্রধারণ করিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অমরগড়ের এক জন অধিপতির সহিত আপন রূপবতী গুণবতী কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সাক্ষমাত্র এই বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল। শাহপুরের রাজা এবং অমরগড়ের রাণা এই উভয়ের মধ্যে যে হৃদয়ভেদী ভয়ঙ্কর বিবাদ উপ-

স্থিত ছিল তাহা উভয়েরই মহানর্থকর হইয়াছিল। এই ঘোরতর বিষম বিবাদ বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল; কৃষিকর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায়ঃ করিয়াছিল; রাজস্থান যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ বেশ ধারণ করাইয়াছিল। ঐ রাজস্থানে রাত্রিকালে সৈন্যগণের কোলাহল-ধ্বনি, অস্ত্রের ঝণঝণী, এবং হুতাশনের প্রজ্বলনদ্বারা যুদ্ধের শঙ্কেত দেশময় প্রচার হইত; এবং দিবসে মধ্যাহ্ণ-সূর্য্যের প্রচণ্ড আতপে জয়িদলের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়া সকলকে মহা উৎসাহ প্রদান করিত।

শাহপুরের অধিপতির প্রতাপ অসীম মহাসিন্ধুর প্রতাপাপেক্ষাও প্রচণ্ড। তাঁহার রাজ্য-প্রায় পঞ্চাশৎ বিস্তীর্ণ গ্রামের আধার; তাঁহার শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিবা মাত্র দুই সহস্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা একত্র হইত; তাঁহার অট্টালিকা হস্তিনাপুরের মধ্যে অনুপম সৌন্দর্য্য শালিনী ছিল; তাঁহার সুচারু উদ্যানে নানা প্রকার জলপ্রণালী, সুচ্ছায় বৃক্ষশ্রেণী, সুগন্ধ ও নিভৃত কুঞ্জবন বিরাজমান ছিল।

অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তদ্দ্বারা প্রজাগণের অনিষ্ট ব্যতিরেকে শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয় নাই। বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিকরণ, রাজস্ব বৃদ্ধি করণ, অযথানিয়মে করগ্রহণ, ইত্যাদি অন্যায় আচরণদ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য-গৌরব, তাঁহার যশঃসৌরভ, তাঁহার ক্ষাত্র ধর্ম্মের উপযুক্ত সাহস, তাঁহার মানসম্ভ্রম, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি অনুগত প্রজামণ্ডলীর সুখসৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়া যে স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান দোষ বলিতে হইবে।

তাঁহার বিপক্ষ রাণার চরিত্র উহার নিতান্ত বিপরীত। ঐ রাণার কেবল এক যৎসামান্য দুর্গে আধিপত্য ছিল। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও সাহস সেই দুর্গাপেক্ষায় দুর্দ্ধর্ষ। তিনি আপন ইন্দ্রিয়ের দাস না হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে দাসস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের সম্মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মোহিত হয়েন নাই। তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়—বীর্য্য-পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় বিভিন্ন প্রকার রীতি-নীতির অবলম্বন করিতে তুচ্ছ করিতেন। যাহাতে তাঁহার প্রজাগণের উন্নতি ও মনোরঞ্জন হয়—যাহাতে তাঁহার দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়—এমত কার্য্যে তিনি প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন—এমত কার্য্যে তিনি কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রমই বোধ করিতেন না—কোন বিপদ্‌কে বিপদ্‌ জ্ঞান করিতেন না। তিনি আপন দুর্গের মধ্যে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিয়া রাজার ভয় প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। তাঁহার আজ্ঞামাত্র রণপ্রিয় প্রজাগণ যুদ্ধবেশ ধারণ এবং যুদ্ধাস্ত্র-গ্রহণ করিয়া আনন্দ ধ্বনি করত তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইত।

এই রাজার উত্তরাধিকারীর নাম "সমরসী।" তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় দুর্গ মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন না। দেশ-ভ্রমণে তাঁহার নিতান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে গমন করিয়া কুতহলে তথাকার রীতি নীতি, নিয়ম, রাজ্য প্রণালী, পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নানা স্থানে কবিগণের কীর্ত্তি-শ্রবণ ও দর্শন করিয়া স্বয়ং কবিত্ব-পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানা স্থানে নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহু দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। একদা গয়াতীর্থে তিনি একাকী অনেক মুসলমানের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে অত্যল্প বয়সেই তাঁহার যশঃসৌরভ রাজস্থানের সর্ব্বত্রে বিস্তৃত হইয়াছিল।

সমরসীর সহিত অনেক দিবস অবধি কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের বার্ত্তা ছিল। যদিও কৃষ্ণকুমারীকে তিনি কখন দেখেন নাই তথাপি সেই কুমারীর প্রসিদ্ধ রূপ তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল, এবং ক্রমে২ তিনি কল্পনা-সোপানে আরোহণ করিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন। দৈববশতঃ তাঁহার মনোগত অভিলাষ সম্পূর্ণ হইবার অনেক ব্যাঘাত জন্মিল। সেই রমণীর পিতা কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পোকর্ণার অধিপতির পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে সমরসীর ক্রোধ এবং নৈরাশ্য পুনঃপুনঃ আন্দোলিত হইয়া গরলময় প্রতিহিংসার উদয় করিল। তিনি সমদুঃখসুখ বন্ধুগণের নিকট ক্রমে২ আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, এবং যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অল্প২ বায়ুদ্বারা আহত হইয়া ক্রমে২ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং তখন তাহার নির্ব্বাণ করা দুঃসাধ্য হয়, সেই রূপ নানা প্রকার উৎসাহদ্বারা তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল;—তিনি প্রাণপণে আপন ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। প্রতিহিংসার বীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সময়ক্রমে প্রভূত অনিষ্ট উৎপাদন করিল। রাজাও তাহার সংবাদ পাইয়া আপন রক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে কৃষ্ণকুমারীও আপনার ধৈর্য্যকে কোন ক্রমেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। প্রথমে সমরসীর সহিত আপন বিবাহবার্ত্তা-শ্রবণে তাঁহার মনে উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হায়! এক্ষণে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। সমরসীর-বীর্য্য এবং সাহস—তাঁহার যশঃকীর্ত্তন—তাঁহার কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি—কৃষ্ণকুমারীর মনে সতত আন্দোলিত হইত। এ সমস্ত রমণীয় চিন্তা তাঁহার মনোভূমিহইতে উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যখন তিনি পিতার মত শ্রবণ করিলেন এবং জানিলেন যে তাঁহার কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র রহিল, তখন তিনি আর বুদ্ধিরশ্মিকে সংযমন করিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যূষের কুমুদিনীর ন্যায় শীর্ণ ও শুষ্ক হইতে লাগিলেন। চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র যেরূপ উচ্ছ্বসিত হয় সেই রূপ তিনি সমরসীকে স্মরণ করিয়া অধৈর্য্য হইতেন।

অনন্তর অমরগড়ের সৈন্যেরা প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর ন্যায় শাহপুরের ক্ষেত্রে উপনীত হইল। রাজার রাজ্যের দ্বারস্বরূপ একটি দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল, এবং তাহার রক্ষকেরা শত্রুর পদতলে পতিত হইল। চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমুদয়ে সামান্য লোকেরা সংহৃত এবং অতুলৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহামান্য ব্যক্তিগণ শত্রুদলের মধ্যে রুদ্ধ হইল। চতুর্দ্দিগে অগ্নি শিখা, হাহাকার, অস্ত্রের শব্দ, এবং উৎসাহধ্বনি উত্থিত হইল; এবং যদিও রাজার সঙ্খ্যাতীত সৈন্যগণ সমরসীর সৈন্যকে মেঘবৎ আচ্ছন্ন করিতে পারিত, তথাপি রাণার সেনারা এতাদৃশ যুদ্ধনৈপুণ্য বীর্য্য ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিল যে তাহারা চতুর্দ্দিকেই মৃত্যু বিস্তার করিতে লাগিল। যখন এই সমস্ত বিষয়ের সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সপরিবারে কালহরণ করিতে ছিলেন। প্রথমে তিনি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আপন সৈন্য প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে সমরসীর সৈন্য দুর্দ্দান্ত মুসলমান জাতি অপেক্ষাও অধিক বীর্য্যবান—যখন শুনিলেন যে তাঁহার অসঙ্খ্য সৈন্য শত্রুদলকর্ত্তৃক ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইল—তখন তিনি স্বয়ং অস্ত্রগ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং সমরসীকে প্রণয়লাভ এবং জয়লাভ এই

উভয় বিষয়েই নিরাশ করিবার জন্য সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণকুমারীকে চালওয়া দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তথায় পোকর্ণার অধিপতির সহিত তাঁহার বিবাহ স্থিরীকৃত হইল।

চালওয়া কলরবে পূর্ণ হইল। চতুর্দ্দিগ্‌হইতে অসঙখ্য সেনা একত্রিত হইল। তাহাদের পতাকা সূর্য্যরশ্মিদ্বারা রঞ্জিত হইয়া এবং বায়ুদ্বারা বিচলিত হইয়া শত্রুগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। একদিকে মহোৎসাহকর শঙখধ্বনিদ্বারা আকাশ আন্দোলিত হইল; অন্য দিকে রাজা নির্জ্জনে বসিয়া সমরসীর বিষয় এবং নিজ সৈন্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এক দিকে সৈন্য-কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইতেছিল; অন্য দিকে কেহ বা সুচ্ছায় বটবৃক্ষতলে কেহ বা নদীর তটে, কেহবা নির্বিড় কুঞ্জবন মধ্যে, স্বশ্রান্তি দূর করিতেছিল।

এ দিকে কৃষ্ণকুমারীর সখীগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রিয়সখি প্রত্যেক শঙখধ্বনিতে অস্থির হইতে লাগিলেন। সুললিত বাদ্যের মধুরধ্বনি এবং চতুর্দ্দিগে উৎসাহযুক্ত আনন্দ রব তাঁহার মনে শান্তি-জ্যোতি বিতরণ করিতে পারিলেক না। তিনি কেবল চিন্তায় অভিভূত থাকিয়া সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন করিলেন, এবং জনাকীর্ণস্থানে থাকিতে না পারিয়া আপন প্রিয়সখি-সমভিব্যাহারে অন্য এক কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ সরোবর প্রসারিত ছিল। তথাহইতে মন্দ২ বায়ু পদ্মের সুস্নিগ্ধ গন্ধ এবং শীতল জল-কণার পরমাণু বহন করিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু তৎসময় তিনি নানা-কুচিহ্ন-দর্শনে ভীত ও সশঙ্ক হইলেন।

কৃষ্ণকুমারী আপন সহচরী পান্নাকে কোন অদ্ভুত উপন্যাসদ্বারা তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিতে বলিলেন। পান্নার অপ্রসন্নমনে অপ্রসন্ন ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। তিনি পৃথুরাজার সময়-ঘটিত কোন আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিবার মানসে তাহা বারংবার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার দুঃখার্ত্ত মানসে ঐ সমস্ত ভাব উদয় হইল না।

তিনি হঠাৎ কহিলেন, "সে দিন আর কোথায়, যে দিনে প্রণয় সাধনই বিবাহের মূলীভূত, এবং সদ্ভাবেই বিবাহ সম্পান্ন হইত? যে দিনে পিতার অনুরোধ সন্ধির বাসনা অথবা ধন-প্রার্থনা পূর্ণ-করণ বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল না? যে দিনে প্রণয়পাশে দৃঢ়বদ্ধ দম্পতী"— এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই তুরীর সুঘোর নিনাদ আকাশ ভেদ করিয়া তাহাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। সে শব্দ লুপ্ত হইলে এমন একটি গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাবের আবির্ভাব হইল যে পান্না আপন নিঃশ্বাস শব্দেই কম্পিত হইতে লাগিলেন।

প্রিয় সখীর আদেশ ক্রমে পান্না পুনর্ব্বার উপন্যাস আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বকথিত সমুদয় কথা বিস্মৃত হইয়া অন্য এক ভয়ঙ্কর, বীর্য্যকর বিষয়ের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

যখন আল্লাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন তখন যে রাণা তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বাক্যে একাদশ পুত্র-সমভিব্যাহারে অসিহস্তে শত্রুমধ্যে নির্ভয়ে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং যখন সুন্দরী পদ্মানী আপন সখীগণ-সমভিব্যাহারে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে ভূমিতলস্থ অগ্নিশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, পান্না তৎকালের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ উপন্যাসে তাহারা এই প্রকার মগ্ন হইয়াছি-

লেন যে রাত্রির অবশেষে প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায় হইল, পূর্ব্বদিগহইতে অল্প ২ জ্যোতিঃ বিনির্গত হইল, পক্ষিদের মধুরধ্বনি অল্পে ২ উত্থিত হইতে লাগিল, এবং সৈন্যদের কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল; তখন তাঁহারা দেখিলেন যে উপন্যাসের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন কৃষ্ণকুমারী আপন বিবাহের বিষয় স্মরণ করিয়া অচেতনপ্রায়া হইলেন; তাঁহার আশা কেবল আশারূপেই রহিল, সমরসীর কল্পিত প্রতিমূর্ত্তিমাত্র তাঁহার মনোভূমিতে বিরাজিত রহিল।

চালওয়া-দুর্গ অপূর্ব্ব আনন্দের আধার হইল। তথাকার সকলেই আনন্দপূর্ণ, সকলেই চাঞ্চল্য পূর্ণ, এবং সকলেই উৎসাহপূর্ণ হইল! চতুর্দ্দিগই জনাকীর্ণ। কোন স্থানে কোন সন্ন্যাসী মালা জপিতে২ লোক মধ্যদিয়া গমন করিতেছে; কোথাও শিখণ্ডিপুচ্ছসংযুক্ত সেনাপতি সৈন্য সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কোন স্থানে সেনাদল কুতূহলে অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিতেছে; কোথাও বা যুদ্ধহস্তী উৎকট বৃংহিত করত উৎসাহ দান করিতেছে; এবং কোথাও বা সুললিত সঙ্গীতস্বর অথবা মনোহর বাদ্যধ্বনি সকলের মনকে মুগ্ধ করিতেছে। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল—শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল—কৃষ্ণকুমারী এবং পোকর্ণার অধিপতি এক যানে আরোহণপূর্ব্বক শুভ সময়ে যাত্রা করিলেন।

এমত সময়ে এক জন অশ্বারোহী সেনাদল ভেদ করিয়া একেবারে রাজার সমক্ষে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পদাবনত হইল, এবং তাহার অশ্ব অত্যন্তপরিশ্রম-বশতঃ ভূমিতলে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত হইল। তাহার বস্ত্র ও বর্ণ দেখিয়া বোধ হইল যেন সে বহুকাল কারাবদ্ধ ছিল, অথবা কোন দুঃসহ-ক্লেশ ভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল, অবশেষে সময় পাইয়া রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছে। তাহার আনন রক্তে পরিপূর্ণ—তাহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত—দৃষ্ট হইল; অতএব কেহই তাহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারিল না।

রাজা তাহাকে নির্ভয় প্রদান করিলে সে স্বকীয় আনন বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া ভগ্নস্বরে আপনার অবমান এবং দুঃখের কথা ব্যক্ত করিল। সে কহিল "যাঁহার আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক আমি নির্ভয়ে কালহরণ করিয়াছি, এবং যাঁহাকে আমি নানা উৎকট বিপদ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিয়াছি তিনি অবশেষে আমার প্রিয়তম ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছেন। এই জন্যে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

ইহাতে সকলেরই মনে দয়ার সঞ্চার হইল। রাজা আপনার অসিদ্বারা শব্দ করিয়া উত্তর করিলেন, "যদি আমি একবার সেই পাষাণহৃদয়কে দেখিতে পাই—তবে আমার এই অস্ত্র সার্থক হয় —তবে রাজপুত্রের প্রতি এই মহা অত্যাচারের উপযুক্ত দণ্ড করিতে পারি।" এক্ষণে সেই নৃশংস ব্যক্তির নাম অবগত হইতে সকলেরই বাঞ্ছা হইল; অতএব আগত ব্যক্তি কহিলেন; "তিনি আপনার শত্রু অমরগড়ের উত্তরাধিকারী সমরসী।

রাজা আপনার পরিজনবর্গের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "যে পর্য্যন্ত আমার এই অসি সেই দুর্দ্দান্তের রক্তধারা বিভূষিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি তোমাদের নিকটে দায়ী রহিলাম।" শরণাগত ব্যক্তি কহিল, "আমার এবং আপনার এই উভয়ের শত্রুকে বিনাশের নিমিত্ত আপনাকে সমস্ত উপায় অবগত করি। আম্পাহিরাক-নামক স্থানে সমরসী ব্যাঘ্রের ন্যায় আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আপনার সাহসী সেনাগণ সেই পথে ঘোরঘটা

করিয়া উপস্থিত হইলে কাহার সাধ্য যে আপনার সহিত রণে প্রবৃত্ত হয়। তথাপি আরো সাবধানের জন্য কতক সেনা অন্য পথ দিয়া কোন গুপ্ত-স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। আক্রমণ কালে প্রধান সেনা দল সাহসপূর্ব্বক সম্মুখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষণেক পরে পার্শ্বহইতে সেই গুপ্ত দল আক্রমণ করিলেই সমরসী দুই অগ্নির মধ্যে বিনষ্ট হইবে। তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা আপনার সৈন্যের দশ ভাগের এক ভাগ নহে, ইহাতে তিনি এই অলক্ষিত পূর্ব্ব ব্যাপার-দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া অস্ত্র চালন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই কন্যাটিকে”—(এই পর্য্যন্ত কথা উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার হৃৎকম্প হইল)—“কন্যাটিকে উপযুক্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে আরাবল্লীতে উপনীত করিলে”—এই কথা শেষহইতে না হইতে রাণা কহিলেন? ‘কি বলিলে’ এই কথা তাহার ভাবি স্বামী সরোষে উক্ত করিতেছ? কি তুমি এথানে কোন অভিসন্ধি স্থির করিয়া আসিয়াছ? কন্যাকে অন্যত্র রাখিবার উপদেশ দিতেছ কেন?” এবং এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি সংশয়দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বিনীতভাবে পুনর্ব্বার নিবেদন করিল; “মহারাজ, আপনি আমার প্রতি অকারণে রোষ প্রকাশ করিতেছেন। আমি সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিভৃত স্থান স্থির করিয়া কি দোষী হইলাম? যুদ্ধ-সময়ে আপনার সৈন্যগণ রণোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরাশ্রিত রাখিয়া যাইতে পারে। আর এই দুর্গম পথ ভেদ করা কি স্ত্রীলোকের সাধ্য? তাহারা রণকোলাহল শ্রবণ করিয়া কি সুস্থ থাকিতে পারে? যাহা হউক, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে কুমারীগণও যুদ্ধের ধূম ও অগ্নিভেদ করুন।” “রাজপত্নীর কি অগ্নিধূমকে ভয় করা উচিত?” রাজা এই মাত্র প্রত্যুত্তর করিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করণানন্তর উপদেষ্টার মত গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণকুমারী ও তাঁহার সহচরীগণকে যথোপযুক্ত পরিচারকের সহিত আরাবল্লীর পথ অবলম্বন করিতে আদেশ করিলেন।

তদনুসারে কৃষ্ণকুমারী আপন সহচরী এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আরাবল্লীর পথে যাত্রা করিলেন। পরে পথিমধ্যে এক সুপ্রশস্ত নদীর স্রোতো দর্শনে ও সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে তাঁহার মন মুগ্ধ হইল। তথায় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যহইতে সূর্য্যের সুবর্ণময় রশ্মিজালে আবৃত, বৃক্ষরাজি পরিবৃত, মহোচ্চ পর্ব্বতের কোন শৃঙ্গের আশ্চর্য্য মূর্ত্তি সন্দৃষ্ট হইতেছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে নানাবিধ সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হওয়াতে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। অধিকন্তু প্রবাহের কল২ শব্দ, নির্ঝরের জলপ্রপাত, বৃক্ষগণের মরমরধ্বনি, বনবিহারী বিহঙ্গগণের মধুর স্বর; তথা অস্ত্রের ঝনঝনী, সৈন্যদের কোলাহলরব, সহচরীগণের আনন্দধ্বনি, যুদ্ধহস্তীর বৃংহিত, রণবাদ্যের উৎসাহধ্বনি, এ সমস্ত একত্র হইয়া সকলেরই মনে আনন্দ ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। এই প্রকার উৎসাহ যুক্ত আনন্দের সহিত যুদ্ধস্থলে যাইতে২ প্রস্তাবিত যাত্রিকেরা দুইটি পথের মুখাগ্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ পথদ্বয়ের কোন্ পথ অবলম্বন করা যায়, পথদর্শক এবং রক্ষকগণ ইহা চিন্তা করিতেছে, এমত সময়ে রক্ষকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি সহসা ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, এবং অন্য এক জন পার্শ্ববর্ত্তিনী নদীতে পতিত হইল। যে ব্যক্তি আপনার দুঃখবর্ণনদ্বারা রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া এই দলের পথদর্শক হইয়াছিল

তাহারই অস্ত্র উক্ত দুই ব্যক্তির রক্তধারা কলঙ্কিত হইয়াছিল। সেই বিশ্বাসঘাতক জঘন্য-পথদর্শক আপন খড়্গ ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র চতুষ্পার্শ্বহইতে শত্রুদল আসিয়া উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিগ্‌হইতে গোলার বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল; "হর," "হর," রণধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; ফলতঃ ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল।

অগ্রবর্ত্তী যোদ্ধাগণ শীঘ্রই শত্রুমণ্ডলীর পদতলে পতিত হইল। পরে যখন আততায়ী ব্যক্তিগণ পোকর্ণাধিপতির অধীনস্থ সেনাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল তখন কৃষ্ণকুমারী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বকীয় অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নেত্রপাত করিবামাত্র সহসা এই সমস্ত বিপদের মূল কারণ সেই বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দৃষ্টি পাত হইল। তৎকালে সে ব্যক্তি শত্রুদলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সকলকে সাহস-প্রদর্শন করিতেছিল। তাহার সমর-নৈপুণ্য শত্রুগণেরও প্রশংসার যোগ্য ছিল, কিন্তু কপট-মিত্র পরম শত্রু অপেক্ষাও অধম ও ঘৃণাস্পদ। যুদ্ধে তাহার সাহস প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সে সাহস সাহস-নামের যোগ্য নহে। তাহার পাপরাশি তাহার সাহসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর সে ব্যক্তি অসঙ্খ্য মৃত দেহ এবং সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া কৃষ্ণকুমারীর নিকটবর্ত্তী হইল; এমত সময়ে কৃষ্ণকুমারীর ভাবি স্বামী সহসা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর রণ আরব্ধ হইল। ইতিমধ্যে পোকর্ণাধিপতি ভূমিতে বিস্তীর্ণ হইলেন। সৈন্যাধ্যক্ষের এই রূপ গতি দেখিয়া "হর," "হর," শব্দের অনেক বৃদ্ধি হইল; এবং 'সমরসীর জয়' 'সমরসীর জয়' বলিয়া সৈন্যেরা ঘোষণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণকুমারী এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া হতজ্ঞান হইলেন। তিনি কোথায় রহিয়াছেন, কোন দলের জয় বা কোন দলের পরাজয় হইল, ইহাও বিস্মৃত হইলেন। তিনি এই সময়ে আপন যানে অধিষ্ঠান করিয়া যুদ্ধ ব্যাপার সন্দর্শন করিতে ছিলেন; কিন্তু সে সমস্ত স্বপ্নবৎ কল্পিত বোধ হইল। তাঁহার মনোমধ্যে২ সুখ দুঃখের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী হইল। ক্ষণেক পরে রণকোলাহলের হ্রাস হইল, কৃষ্ণকুমারীর চৈতন্য হইল। তিনি চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দেখেন যে রণক্ষেত্র শান্তিভূমি হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের উৎসাহজনক শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার বাহক চতুষ্টয়ের গুণ২ শব্দ শ্রুত হইতেছে; তাঁহার সমুদয়ই স্বপ্নবৎ বোধ হইল। এক্ষণে তথাকার সর্ব্বত্র যে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল তিনি তাহার অবলোকন করিয়া মনোগত গ্লানি দূর করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল-পরেই তাঁহার মনে নানা-প্রকার চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলেন "সমরসীর কি প্রগল্‌ভতা! সে আমার পিতার সমস্ত মানসম্ভ্রম নষ্ট করিল; তাঁহার প্রজাগণের সমূহ অনিষ্ট ঘটাইয়া দেশকে রক্তে প্লাবিত করিল; পরে এক জন বিশ্বাসঘাতক জঘন্য ক্রীতদাসদ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিতে বিরত হইল না। মনুষ্যের কি স্বার্থপরতা! কি প্রবঞ্চনা! আমি কি রাজপুত্রী হইয়া তাহার পদাবনত হইব, এবং দাসীর ন্যায় তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তাহার তুষ্টি সাধন করিব? আমি কি রজপুত্রী হইয়া প্রণয়ের নিমিত্ত সর্ব্ব-বিষয়ে জলাঞ্জলি দিব? আমার পিতা গেলেন, ভর্ত্তা গেলেন, আমার দেশ উৎসন্ন হইল, তথাপি কি আমি সর্ব্বশত্রু সর্ব্ববিনাশক সমরসীর পাণিগ্রহণ করিব?" এই প্রকার চিন্তা

করিতে২ তিনি আপন বস্ত্রহইতে একটি তীক্ষ্ণ অসি বাহির করিলেন, এবং তাহা আপন বক্ষস্থলে রাখিয়া পরমেশ্বরকে সাক্ষী জ্ঞান করিয়া শপথ করিলেন, "যে আমার জীবন থাকিতে অমরগড়ের দুর্গে, প্রবেশ করিব না।"

বাহকগণের শ্রান্তি দূর হইলে তিনি পুনর্বার যানোপরি আরোহণ করিলেন, এবং অরণ্যের শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি ধূমাবৃত পর্বতশৃঙ্গ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল; ক্রমে২ ধূম অপসৃত হইলে তাহা কোন দুর্গের ন্যায় বোধ হইল। তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর কি পর্য্যন্ত ভয়ের সম্ভাবনা তাহার বর্ণন করা দুষ্কর; তাহাতে আবার এ সময় এক দল অশ্বারোহী সেনা কিঞ্চিৎ দূরে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল। সেই অপরিচিত ব্যক্তিগণ বন্ধুও হইতে পারে এবং শত্রুও হইতে পারে। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে সমরসী স্বয়ংই অবস্থিতি করিতে পারে। এই চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। এমত সময়ে ঐ অশ্বারোহি দল তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত মাত্রও না করিয়া অন্যত্র গমন করিতে উদ্যোগ করিল। কৃষ্ণকুমারী চিন্তা করিলেন, "এই কতিপয় ব্যক্তি রজপুত ইহাতে আর সংশয় নাই। বন্ধু হইলে ইহাদিগের নিকট গিয়া আমার সমুদয় দুঃখ দূর করিব। আর যদি ইহারা আমার শত্রু হয় তবে করুণা প্রযুক্ত না হউক রাণার উপরোধেও আমাকে রক্ষা করিবেক, অতএব আমি ইহাদের নিকট আমার পরিচয় দেই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি হস্তস্থিত একটি রুমাল ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিলেন, এবং তাঁহার ঐ সঙ্কেত উহাদের বোধগম্য হইবায় সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার পরক্ষণেই অশ্বারোহিদিগের মধ্যহইতে এক ব্যক্তি অতি দ্রুতবেগে কৃষ্ণকুমারীর নিকট আগমন করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল 'আমাকে কি অনুমতি হয়?' কৌলিন্যের চিহ্নস্বরূপ বকপক্ষ সংযুক্ত, নানা অস্ত্রে বিভূষিত, সেই উন্নত যুবাপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপন যান হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকুমারী কহিলেন, "তোমার নিবাস ও ব্যবসায় জানিবার আমার মানস নাই, তোমার ব্যবহারই তোমাকে ভদ্রসন্তান বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে। তুমি রজপূত, তোমাকে সন্তপ্তদিগের শরণ জ্ঞান করি; তুমি এই বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় হও।" এতাদৃশী রূপবতী স্ত্রী একাকিনী আপন দুঃখের কথা ব্যক্ত করিতেছে, ইহা শুনিয়া সেই আগন্তুক ব্যক্তি দয়ায় আর্দ্র হইলেন; এবং দুঃখের কারণানুসন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কতকগুলি ঘর্মাক্তবাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও না দেখিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকুমারী এই অবসরে আপন হস্তস্থিত বলয় সেই ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে তুমি আমার রাখীবদ্ধ ভ্রাতা হইলে; তুমি আমাকে ভগিনীর ন্যায় দৃষ্টি কর।" এই বাক্যে অহঙ্কার আহ্লাদ এবং আশ্চর্য্য ভাব আগন্তুক ব্যক্তির মনে উপর্য্যুপরি উদিত হইতে লাগিল; এবং তিনি কৃষ্ণকুমারীর নিমিত্তে প্রাণদান পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। কৃষ্ণকুমারী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আপন কেশের ভূষণ দান করিলেন, এবং বলিলেন, "হে ভ্রাতঃ, আমার নাম কৃষ্ণকুমারী। আমি শাহপুরের অধিপতির কন্যা। আমার এই প্রার্থনা, যে তুমি আমাকে আমার পিতার নিকট পৌঁছিয়া দেও।" এই করুণাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি অর্দ্ধ উদ্বিগ্ন অর্দ্ধ আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণে কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, কুমারী পুনর্বার কহিলেন, "ইহা কি সম্ভব যে যা-

হাকে আমি পবিত্র রাখীদ্বারা বন্ধন করিয়াছি, সে আমাকে বিপদ্‌কালে পরিত্যাগ করিবে? সে কি আপনার সাহস, দয়া এবং মান রক্ষা করিবার জন্য—রাজপুত্রের ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য—আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান করিতে নিবৃত্ত হইবে?” ইহাতে সে ব্যক্তির মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় হইল যে সে তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে অবকাশ পাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, ‘আমার নিকটহইতে তুমি যে উপকারের প্রত্যাশা কর, তাহা আমি প্রাণপণে সমর্পণ করিব। হে পরমেশ্বর, রাজপুত্রের ধর্ম্মের কদাচ অন্যথা করিব না।’ ইহা বলিয়া তিনি কৃষ্ণকুমারীকে যানোপরি আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে কৃষ্ণকুমারীর মনে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি প্রত্যূষের সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিয়া ক্রমে২ ভীত হইতে লাগিলেন। এই চিন্তায় তাঁহার মনে সেই বিশ্বাসঘাতক সর্ব্ববিনাশক ব্যক্তির কাপট্যও উদিত হইল। তাঁহার পিতা, তাঁহার পরিজনবর্গ, তাঁহার ভাবিস্বামী এবং তিনি স্বয়ং যে বিষম দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াও তিনি ব্যাকুলা হইলেন। তিনি একাকিনী, এক আগন্তুক ব্যক্তির হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার মনে এই চিন্তা, এবং যুদ্ধ-সময়ের বিশ্বাসঘাতীর কার্য্য জাজ্বল্যমান থাকাতে তিনি আর কাহাকেও বিশেষরূপে বিশ্বাসপাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। এক দণ্ড পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় সহজেই উদ্যত ছিল সে ব্যক্তি স্বভাবের বশীভূত হইয়া অশ্রুকেও বশে রাখিতে পারিলেক না। কৃষ্ণকুমারীর পদ্মনয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইল।

ক্ষণেক পরে তিনি কিছু দূরহইতে একটি শব্দ শ্রবণ করিলেন, এবং সে শব্দ তাঁহার পিতার অনুচরের শব্দের ন্যায় বোধ হইল। তিনি এই ভাবিয়া সেই শব্দ বিশেষরূপে নিরূপণ করিবার জন্য যেমন আপন মুখাবরণ মুক্ত করিবেন তেমনি দেখিতে পাইলেন যে নিষ্কোষ তরবার হস্তে সেই বিশ্বাসঘাতক আসিয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি হতচেতন হইলেন।

তিনি প্রথমেই ‘নিষ্ঠুর! প্রবঞ্চক!’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে এককঠোর হস্ত তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া শিবিরে আনীত হইলেন; তিনি অচেতনপ্রায় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই “সমরসী” “সমরসী,” উচ্চারণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইল। সমরসী আপন অভীষ্ট সিদ্ধির বিষয় পাইয়া চরিতার্থ হইলেন; এবং তথায় কৃষ্ণকুমারীর পিতাও কন্যার ভাগ্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

পরক্ষণে নানাপ্রকার কোলাহলধ্বনি কৃষ্ণকুমারীর চৈতন্য প্রতিপাদন করিল, কিন্তু তাঁহার স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায় হইল। তাঁহার বংশমর্য্যাদা, আধুনিক বিপদ্‌, এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনশ্চক্ষুহইতে তড়িৎসম তিরোহিত হইল। কিন্তু তিনি আপন ‘রাখাবদ্ধ’ ভ্রাতার মৃত্যুদশা উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে বাহুযুগলদ্বারা অতি যত্নের সহিত বেষ্টন করিলেন, ঐ রাখীবদ্ধ ভ্রাতা হীরক খচিত নিজ অসি শত্রুগণের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুত্রেরা তরবারের আঘাতদ্বারা তাঁহাকে ভূতলে মরণাবস্থায় নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণকুমারীও আপন বন্ধুর মৃত্যু দেখিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া সমরসীর পদতলে পতিত হইলেন।

এই ঘটনায় রাজার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিকটস্থ সমস্ত ব্যক্তি-

কেই নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময় তাঁহার বন্ধু ও পরিজনবর্গ তাঁহার হস্ত ধৃত করিল।

তিনি আপন জীবনের প্রতি কিছুমাত্র কটাক্ষপাত না করিয়া সমরসীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অকুতোভয়ে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'সমরসি, অদ্য প্রত্যুষে তুমি যে রূপ আমাকে প্রাণদান করিয়াছিলে; এক্ষণে সেই রূপ আমাকে কন্যাদান কর। এক্ষণে আমরা স্ব২দেশোন্নতি-বিষয়েই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব। আমাদের বিষম বিবাদে উভয়েরই অনেক অনিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সে বিবাদ দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের উভয়ের অসিদ্বারা দেশস্থ ব্যক্তির রক্তে ক্ষেত্র সকল বিবর্ণ হইয়াছে; সমস্ত দেশের অনিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সে অসি বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিল। আমাদের মনে শত্রুতারূপ মহাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল; এক্ষণে তাহার নির্ব্বাণ করা বিধেয়।' অতঃপর উভয়ে এই প্রকারে সন্ধি করিলে কৃষ্ণকুমারী সমরসীর হস্তে সমর্পিত হইলেন।

এমত সময় দূরহইতে এক সৈন্যদল দৃষ্ট হইল। সমরসীর পিতা আপন পুত্রের উপদ্রব দমন করিবার নিমিত্ত অথবা তাহার শত্রুর বিনাশের নিমিত্ত তাহাকে শাসন অথবা সাহায্য প্রদান করিতে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ হইলে সুধারস উৎপন্ন হইল। সমরসী ও কৃষ্ণকুমারী সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং রাজা দেশের প্রজাগণেরও হিতসাধনের নিমিত্ত নিযুক্ত রহিলেন। কবিগণ এই সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোপান-নগরের ধ্বংসাবশেষ।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত-বিষয়ে নিয়তই আমাদিগের মনোনিবেশ আছে; এবং সময়ে২ তৎসম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু তদ্বিবরণে মুগ্ধ থাকিয়া অন্য পুরাবৃত্ত বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের সদৃশ প্রাচীন দেশ ভূমণ্ডলে অধিক নাই, সুতরাং তাহার পূর্ব্বকালিক ইতিহাস হিন্দুদিগের পক্ষে যে প্রকার মনঃপ্রসাদকর হইবেক, এমত অন্য কিছুই সম্ভবে না। তথাপি পারশ্য মিসর গ্রীস্ রোম প্রভৃতি দেশকে বিস্মৃত হওয়া যাইতে পারে না। ঐ সকল স্থানও অতি প্রাচীন সভ্যতার আধার বলিয়া গণ্য; তথায় শিল্প সাহিত্য ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা বহুকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত সমাদরে প্রতিপালিত হইয়াছিল; তাহার আলোচনায় মনুষ্যের অবশ্য মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারে। অমরিকা-খণ্ড নূতন বলিয়া বিখ্যাত। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবরণ ইউরোপ ও আশিআ-খণ্ডে কিছুমাত্র ব্যক্ত ছিল না। ১৫৫১ সংবৎসরে ঐ খণ্ড প্রথম উদ্ভাবিত হয়, এবং তদবধিই তাহা প্রাচীন-পৃথ্বী-খণ্ডের বিবেচ্য পদার্থ হইয়াছে। পরন্তু তৎপূর্ব্বে তাহা অরণ্যময় ছিল না। জগৎপিতা আবাসের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রজা সংস্থাপন করিতে কদাপি ত্রুটি করেন না। ইউরোপীয় লোকদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অমরিকা নানাজাতীয় মনুষ্যে সমাকীর্ণ ছিল; এবং তন্মধ্যে অনেকে সুসভ্যও হইয়াছিল। ঐ সুসভ্যদিগের মধ্যে যাহারা পিক কলম্বিয়া গোয়াটিমালা ও মেক্সিকো প্রদেশে বসতি করিত তাহারাই সুপ্রসিদ্ধ। তাহাদিগকর্তৃক নানা বিদ্যা আলোচিত হইয়াছিল; এবং সভ্যতার অনেক মর্ম্ম



কোপান-নগরের প্রাচিন প্রস্তরমূর্ত্তি।

সুসাধিত হইয়াছিল। তাহাদিগের বস্ত্র, তাহাদিগের অট্টালিকা, তাহাদিগের দেবমূর্ত্তি, তাহাদিগের অলঙ্কার, ও তাহাদিগের রাজ্যপ্রণালী, ইহার যে কোন বিষয়ের অনুধাবন করা যায় তাহাতেই তাহাদিগের সভ্যতার প্রমাণ ব্যক্ত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা ঐ সভ্যতাসূচক চিহ্নের উপযুক্তরূপে অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না। স্পেনদেশীয় মনুষ্যের আক্রমণে প্রাচীন সভ্য আমেরিকদিগের সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে, এবং এই ক্ষণে তাহাদিগের নামপর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর হইতেছে। প্রস্তাবিত সভ্যজাতীয়দিগের মধ্যে এক জাতীয় মনুষ্য হণ্ডুরাস্-উপসাগরের তীরে বাস করিত; এবং তথায় তাহারা আপনাদিগের অনেক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় তাহারা অট্টালিকা নির্ম্মাণে কোন মতে অপটু ছিল না। উক্ত উপসাগরের সন্নিকটে কোপান-নামক এক নদ-তটে দুর্গম-অরণ্যের মধ্যে একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে; তাহার এক ২ স্থানে শত হস্ত উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর বর্ত্তমান আছে। ঐ ধ্বংসাবশেষ এক ক্রোশ হইতেও অধিক স্থান ব্যপিয়া আছে, এবং তাহার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয়। এক স্থানে এক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে তাহা এখনও অশীতি হস্ত অপেক্ষারও অধিক উচ্চ। পূর্ব্বে তাহার কি পরিমাণ ছিল তাহা তাহার বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে ব্যক্ত হয়। তাহার দীর্ঘতা উত্তর দক্ষিণে ৫০০ হস্ত এবং প্রস্থ ৪০০ হস্ত। তাহার সোপানসকল অতি প্রশস্ত এবং সর্ব্বত্রে খোদিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রস্তরদ্বারা পরিশোভিত। এই প্রাসাদের মধ্যভাগে এক ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে কর্ণেল গালিণ্ডো নামা এক জনপুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী অনেক প্রাচীন হাঁড়ী ও সরা পাইয়াছিলেন; তৎসমুদায় মনুষ্যাস্থিদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ঐ অস্থি দৃষ্টে বোধ হয় যে কোপান-প্রদেশের প্রাচীন প্রজারা ঐ স্থানে আপনাদিগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের সমাধি দিত। অস্থি সকল চূনে আবৃত ছিল; অতএব বোধ হইতেছে কাঁচা মাংসের সহিত ঐ অস্থি প্রোথিত হইয়াছিল, এবং চূনদ্বারা দুর্গন্ধ নিবারিত হইত। প্রস্তাবিত অট্টালিকার নানা স্থানে অতিদীর্ঘাকার বিবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তির প্রতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। তাহা একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং প্রায় দশ-হস্ত দীর্ঘ। ইহার দুই পৃষ্ঠে মূর্ত্তি আছে, এবং অপর দুই পৃষ্ঠে অক্ষরমালা আছে। ঐ অক্ষর পরিচিত সকল অক্ষরাপেক্ষায় ভিন্ন। তাহার অবয়ব পশু পক্ষি মনুষ্য বৃক্ষাদি স্বভাবসিদ্ধ পদার্থের তুল্য; অতএব তাহাকে হঠাৎ অক্ষর বলিতে ইচ্ছা হয় না; পরন্তু তৎসমুদায় এতাদৃশ ক্ষুদ্র এবং তাহা এ প্রকার নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ আছে যে তাহাকে অক্ষর কহিবার বাধা নাই। প্রাচীন মিসর দেশেও এই প্রকার মনুষ্য-পশ্বাদির অবয়ব অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সিদ্ধ হইত; তৎপ্রযুক্ত তাহা "চিত্রাক্ষর" বা "চিত্রবর্ণ" নামে বিখ্যাত হয়। বহুকাল ঐ বর্ণের অর্থ নির্দিষ্ট হয় নাই; কিন্তু সম্প্রতি সাম্পোলিঙ, ও ইয়ঙ্গ সাহেবেরা ঐ বর্ণের অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কোপান-নগরের প্রস্তাবিত চিত্রাঙ্কিত অক্ষরের অর্থ অদ্যাপি জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। যদিচ প্রস্তাবিত মূর্ত্তি অতিসুন্দর নহে, তথাপি তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে যাহারা ঐ মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিল তাহারা ভাস্করকর্ম্মে সুপটু ছিল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, মাঘ। [৪৩ খণ্ড।

স্ত্রীর পরাক্রম।



রা স্বভাবতঃ অবলা কোমল-স্বভাবান্বিতা ও বীর্য্য-হীনা বলিয়া প্রসিদ্ধা। তাহারা পুরুষের ন্যায় কঠিন শ্রম বা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। যুদ্ধাদি-কর্ম্মে পুরুষেরাই সক্ষম—নারীরা অপটু—ইহা এক প্রকার স্থিরই আছে; পরন্তু অনেক নারী রণস্থলে স্বয়ং সৈন্যচালনা করত যে রূপ বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে অনেক পুরুষকে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়দিগকে—বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাদৃশী কতকগুলি রণপণ্ডিতা স্ত্রীর বৃত্তান্ত এ স্থলে সঙ্গৃহীত হইল; বোধ হয়, তৎপাঠে পাঠকমণ্ডলীর সন্তৃপ্তি জন্মিবেক।

বোয়াডেশিয়া।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি নর্ফক্ ও শফক্ দেশ নিবাসিরা "আইশিনাই" নামে বিখ্যাত ছিল। খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চাশবৎসরের সময়ে প্রাশটেগস্ তাহাদিগের রাজা ছিলেন। ঐ সময়ে ব্রিটন-দেশ প্রবল-পরাক্রান্ত রোমীয়দিগের হস্তগত ছিল। পাছে রোমীয়েরা রাজ্যের সমস্ত গ্রাস করে এই ভয়ে প্রাশটেগস্ মৃত্যুকালে স্বীয় সম্পত্তি দুই অংশ করিয়া অর্দ্ধেক রোমীয়দিগকে ও অপরার্দ্ধ দুই কন্যাকে দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। সর্ব্বশোষক রোমীয়েরা তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া প্রাশটেগসের সকল বিষয় অধিকৃত করিল। নীরো নামা দুর্দ্দান্ত রাজা ঐ সময়ে রোমের সম্রাট্ ছিলেন, ও শুইটেনস্ পলিনস্ নামা এক ব্যক্তি ব্রিটন-দ্বীপে রোমীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল। রোমীয়দিগের করসঙ্গ্রহী সমুদায় রাজ্যের কর আদায় করাতে মৃত রাজার রাণী বোয়াডেশিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ঐ করসঙ্গ্রহী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার ও তাঁহার দুই কন্যার প্রতি অত্যাচার করিতে উদযোগী হইল। এতাদৃশ গর্হিতাচরণ দেখিয়া প্রথমতঃ আইশীনাই-জাতীয়েরা পরে অন্যান্য স্থানীয়েরা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রোমীয়দিগকে উৎসন্ন করিবার মানসে সকলেই খড়্গহস্ত হইল। বোয়াডেশিয়া দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্যের কর্ত্রী হইয়া সমরে উদ্যত হন। ঐ সৈন্যেরা রোমীয়দিগের অনেক বসতি স্থান নষ্ট করে। রোম-দেশাধ্যক্ষ পলিনস্ লণ্ডনের রক্ষা-করণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকার্য্য অসাধ্য দেখিয়া তাহা শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন। ইহাতে লণ্ডন ভস্মসাৎ ও রোমীয়দিগের সপ্ততি সহস্র



বোয়াডেশিয়া।

ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়। বোয়াডেশিয়ার সৈন্যেরা এই জয়ে উত্তেজিত হইয়া যেখানে শুইটেনস্ সৈন্য লইয়া তাহাদিগের সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। ইহাতে এক তুমুল সঙ্গ্রামের সঙ্ঘটন হয়। ঐ কালে বোয়াডেশিয়া অকুতোভয়ে যেৰূপ বক্তৃতাদ্বারা সৈন্যদিগকে উৎসাহান্বিত করেন সেৰূপ কোন পুরুষ করিলে অপর্য্যাপ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। পরন্তু দৌর্ভাগ্যবশতঃ বোয়াডেশিয়ার বক্তৃতায় কোন ফলোদয় হয় নাই, যেহেতু তাঁহার সৈন্যেরা যাদৃশ স্বদেশানুরাগী তাদৃশ রণপণ্ডিত ছিল না; সুতরাং রোমীয়েরা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অশীতি সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করে। রণপণ্ডিতা বোয়া-

ভেশিয়া এই অবমাননায় বিষপান করণপূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করেন।

ফিলিপা।

কএক শত বৎসর হইল ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় এড্‌বার্ড স্বীয় পুত্র লাওলিনকে স্বরাজ্যের রক্ষা করিবার ভার দিয়া ফরাসিস্‌দিগের কালাইস্‌-নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ অবকাশে ইস্কটলণ্ড-দেশের রাজা ডেবিড ব্রুশ ইংলণ্ড অধিকৃত করিতে আগমন করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এড্‌বার্ড বাদশাহের অনুপস্থিতি তাঁহার সিদ্ধসঙ্কল্প হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবেক। ফলতঃ লাওলিন তৎকালে রাজ্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মাতা ফিলিপা শত্রুকুল নিপাত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং সৈন্য চালনা করেন, এবং লর্ড পর্সিকে অধীন সেনাপতি করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া ডর্হামনগরের নিকট উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। ডেবিড ব্রুশ নারী দেখিয়া অবিলম্বে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ফিলিপা সামান্যা নারী ছিলেন না; তিনি অবিলম্বে স্কট্‌দিগের পলায়নের গতিরোধ করত পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধাকে নিধন করিলেন; তথা ডেবিড ব্রুশকে ও তাঁহার সহচর অনেক ভদ্র ব্যক্তিদিগকে লণ্ডনে লইয়া কারাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

সেমিরামিস্‌।

বল-বীর্য্য-বিষয়ে সূরিয়া দেশের অধিকর্ত্রী সেমিরামিস্‌ প্রসিদ্ধা রমণী ছিলেন। তিনি উক্ত দেশের অন্তঃপাতি আস্কলিন নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন; তাঁহার স্বামী মেনিনস্‌ সূরিয়ার রাজা নাইনশের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। মেনিনস্‌ যখন বাক্‌ত্রিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন তখন সেমিরামিস্‌ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন, এবং তথায় আপন পিতাকে নানা সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন; তাহার কৌশলে বাক্‌ত্রিয়া রাজ্য তাঁহার পিতার হস্তগত হয়। নাইনস্‌ সেমিরামিসের রূপলাবণ্যে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবার অভিলাষে মেনিনসকে স্বীয় দুহিতা সোশানাকে পরিবর্ত্ত পরিণয় প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞ হন। মেনিনস স্বীয় পত্নীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাহার বর্ত্তমানে অন্য ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না, অথচ রাজাজ্ঞা অবহেলিত করা দুষ্কর; এই সঙ্কটে ঊর্দ্ধ বন্ধনদ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

নাইনসের ঔরসে সেমিরামিসের গর্ভে নিনিয়স নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ বালকের অপৌগণ্ড-দশায় সেমিরামিস্‌ স্বামীর অবর্ত্তমানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রমে সেমিরামিস্‌ রাজ্যেশ্বরী হইয়া সূরিয়ার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করত আপন নাম চিরস্মরণীয় করেন। ইতিহাসবেত্তারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, সেমিরামিসের সময়ে সূরিয়া রাজ্যের যাদৃশ অভ্যুদয় হইয়াছিল তাদৃশ অন্য কোন রাজার সময়ে হয় নাই।

সেমিরামিসের প্রশংসায় কথিত আছে যে একদা বেশভূষা করিতেছেন এমত সময়ে সংবাদ পাইলেন, রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। তিনি ঐ কথা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহিদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতাদ্বারা শান্তি স্থাপন করত প্রত্যাগত হইয়া বেশ-কার্য্য শেষ করেন। ফলতঃ তাঁহার দৃশ্যে এরূপ গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত যে তদ্দর্শন মাত্রেই সকলে কম্পিত-কলেবর হইত।

তিনি মিডিয়া পারস্য লাইবিয়া এবং ইথিওপিয়া দেশ সকল আক্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষ অধিকৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তদভিপ্রায়ে তিনি সিন্ধু নদ অবতরণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীয় রাজা তাঁহাকে

পরাভূত করেন। সেমিরামিসের শেষ দশার বৃত্তান্ত-বিষয়ে ভিন্ন২ প্রবাদ আছে। কেহ২ কহেন তিনি ৪২ বৎসর রাজ্য-করণানন্তর স্বীয় পুত্রকর্তৃক বিনষ্ট হন। অপর প্রবাদ এই যে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদয় হওয়াতে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগিণী হন।

সেমিরামিস্ যে প্রবলা নারী ছিলেন তাহা তাঁহার অনুশাসন পত্রে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যথা, "আমি স্বভাবতঃ স্ত্রী বটে, কিন্তু কার্য্যেতে অনেক বীরপুরুষদিগহইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছি।" তাঁহার সমরনৈপুণ্যের বিবরণ-পাঠে চমৎকৃত হইয়া কোন২ ইউরোপ-দেশজ পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী কহেন যে হিন্দুরা সেমিরামিসের যুদ্ধ-নিপুণতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই কালী বলিয়া বর্ণন করে। এ স্থলে কালী ও সেমিরামিসের রণপাণ্ডিত্যই সমতার কারণ হইয়াছে।

নাইটুক্রিস্।

সেমিরামিসের দুই তিন শত বৎসর পরে সুরিয়া রাজ্যে নাইটুক্রিস্ নামী এক প্রবলা রাণী ছিলেন, তিনি তাঁহার সন্নিকটস্থ অনেক দেশ জয় করেন।

জিনোবিয়া।

আরব্য-দেশের অরণ্যের মধ্যে পাল্মিরা নামে এক নগর ছিল। তথাকার রাণী জেনোবিয়া প্রসিদ্ধ যোদ্ধার পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম ওডেনেথস্। রোমীয়েরা তৎকালের শাহপুর নামা পারশ্য বাদশাহের পরাক্রম খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। তিনিও অনেকবার শাহপুরকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। কথিত আছে সকল যুদ্ধেতে ওডেনেথস্ স্বীয় পত্নী জেনোবিয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। জিনোবিয়াও তাঁহার অনুপযুক্ত সহগামিনী ছিলেন না, ফলতঃ তাঁহার বুদ্ধি ও শৌর্য্য-গুণের অবলম্বন করিয়াই ওডেনেথস আপন মঙ্গল সিদ্ধ করিতেন।

অপর ওডেনেথসের অবর্ত্তমানে ও তাঁহার সন্তানদিগের অপৌগণ্ডাবস্থায় জিনোবিয়া আপনাকে মহীয়সী ও পূর্ব্বখণ্ডের রাণী বলিয়া প্রচরিত করেন। তৎকালীন রোমীয় সম্রাট্ গালিএনস তাঁহাকে অধীনা করিবার নিমিত্ত সম্যক চেষ্টা পাইয়াছিলেন; ও হিরাক্লিটসকে বহুসঙ্খ্যক সৈন্যসহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জিনোবিয়া অবলা হইয়াও স্বদেশে রোমীয় সৈন্য দেখিবামাত্র সসজ্জিত হইয়া রণস্থলে গমন করিলেন; এবং অপূর্ব্ব রণপাণ্ডিত্যে বৈরি-সৈন্যদিগকে অনায়াসে পরাভূত করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সেনাপতি জাবদাসকে মিসর-দেশ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন—এবং ঐ স্থানও অচিরে তাঁহার অধিকৃত হয়।

অসূয়াপরবশ অরিলিয়ন রোম-রাজ্যের সম্রাট্ হইয়া জিনোবিয়াকে অধঃপতিত করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গর্জ্জনে ভীতা না হইয়া বরং সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এনটীয়ক নগরের নিকট প্রথম যুদ্ধ হয়। তাহাতে জিনোবিয়া পরাভূত হন। পরে পাল্মিরা দৃঢ়ীভূত করিয়া তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, ও প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনসত্ত্বে স্বীয় রাজধানী শত্রুদিগের হস্তগত হইতে দিবেন না। অরিলিয়ন জিনোবিয়ার সাহসে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন "যাহারা জিনোবিয়ার চরিত্র ও ক্ষমতা জ্ঞাত নহে তাহারাই বলিবেক যে আমি স্ত্রীলোকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" অনন্তর জিনোবিয়া রোমীয়দিগের হস্তগতা হন। পরন্তু তাহাতে তাঁহার রণপাণ্ডিত্যের কোন হানি হয় নাই।

জবাহির বাই।

গুর্জ্জর-দেশীয় ভূপতি বাহাদুর শাহ যে সময়

চিতোর আক্রমণ করেন তখন তত্রত্য রাজা বিক্রমাজীত (বিক্রমাদিত্য) বিদেশে ছিলেন, ও নগরমধ্যে অধিক সৈন্য উপস্থিত ছিল না; সুতরাং চিতোরের ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। এতদবস্থায় সৈন্যদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে রাজমাতা জবাহির বাই খড়্গকবচ ধারণ করত স্বয়ং সমর-ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে২ নিহতা হইয়াছিলেন।

পন্না।

সঙ্গারাণা মিবার-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। উদয়সিংহ নামে তাঁহার এক অপোগণ্ড পুত্র থাকে। মন্ত্রিবর্গের মানস ছিল, তাঁহার বয়োধিকার-পর্য্যন্ত তদীয় পিতার দাসীপুত্র বনবীর চিতোর-রাজ্যে অভিষিক্ত থাকেন। কিন্তু বনবীর ক্ষণেক কাল রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া তাহা চিরকাল স্বাধীন রাখিবার আশয় করিয়াছিলেন; এই অভিপ্রায়ে তিনি রজনীযোগে চিরকাল-রাজ্যভোগের প্রতিবন্ধককে স্বহস্তে ঘুচাইবার চেষ্টা করিলেন। উদয়সিংহ তখন ষড়্বর্ষীয় বালক; পায়সান্ন ভোজনান্তে নিদ্রিত আছে। এমত সময়ে দাই মাতা অন্তঃপুরহইতে রাণার আগমনের শব্দ শুনিয়া ব্যগ্রমনাঃ হইল, এবং ঐ ক্ষণে রাজনাপিত ভোজনাবশিষ্টের পরিষ্কার করিতে আসিয়া উদয়সিংহ নিশ্চয় হত হইবেক ইহা তাহাকে জ্ঞাত করাইল। ইহাতে দাই সসব্যস্তে শিশুকে একটা বংশপাত্রে প্রবিষ্ট করাইয়া একটী পত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নাপিতের হস্তে সমর্পণ করত দুর্গহইতে নির্গত হইতে আদেশ করিল. এবং উদয়ের পরিবর্ত্তে আপন বালককে উদয়সিংহের শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিল। বনবীর উপনীত হইয়া "রাজা কোথায়" এই প্রশ্ন করিলেন। দাই বাক্য-নিঃসারণে অপারক, অঙ্গুলীদ্বারা বালকের শয্যার প্রতি সঙ্কেত করিলেক। তাহাতেই তাহার সন্তান-শরীরে অস্ত্র প্রবেশ করিল; এবং রাজবাটীর সমস্ত স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনিমধ্যে দাই-সন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সিদ্ধ হইল। উল্লিখিত দাই কীচিবংশীয়া পন্নানাম্নী রমণী। সে রাজার রক্ষার্থে আপন গর্ব্ভজাত পুত্রকে বলিপ্রদান-করত শোক-সম্বরণ-পূর্ব্বক রাজপুত্রোদ্দেশে গমন করে। যদিচ এই অসাধারণ নারী সমর করে নাই, তথাপি ইহার সাহসে কে না ইহাকে সাধুবাদ করিবেন। ইহার তুল্য রাজভক্তি কি দুষ্পাপ্য!

দুর্গাবতী।

উৎকলের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গড়মণ্ডল নামক প্রদেশের রাণী দুর্গাবতী প্রবলা রমণী ছিলেন। যখন ওমরাও আশাক খাঁ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং হস্তির উপর বসিয়া তীর ধনু ও তলবার ধারণপূর্ব্বক সমর সিদ্ধ করিয়া বহুসঙ্খ্যক যবন-সৈন্য রণশায়ী করেন। পর দিবস আশাক পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করত রাণীর সহিত যুদ্ধ করেন। দুর্গাবতীর পুত্র রাজা বীরশাহ মহাসাহসে দুই সংগ্রাম করিয়া যবনদিগকে পরাভূত করেন। কিন্তু তৃতীয়বারে আহত হন ও তাঁহার গাত্র রক্তে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তদ্দৃষ্টে রণসজ্জায় বিভূষিতা রাণীর রণে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিল না। কঠিনহৃদয়া দুর্গাবতী সপত্নী-পুত্রের ন্যায় স্বীয় সন্তানকে স্থানান্তর করিতে সঙ্গিদিগকে আজ্ঞা করিলেন। এই গোলযোগে কেবল তিন শত ব্যক্তি মাত্র তাঁহার সহিত রহিল; অপর সকলেই সুযোগ পাইয়া রণশায়ী বীরশাহকে লইয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই দুর্গাবতীকে ভগ্নোদ্যম করিতে পারে নাই। তিনি শেষপর্য্যন্ত অকুতোভয়ে একাবস্থায় রহিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার নেত্র বিপক্ষদিগের এক শরে বিদ্ধ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ যেন অকাতরে

অন্য-শরীর-সংলগ্ন শরের ন্যায় তাহাকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া রহিল। তৎপরে আর এক শর তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হয়; তিনি তৎক্ষণাৎ উহা উৎপাটিত করেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে এতাদৃশ নারীর শরীর লৌহে নির্ম্মিত হয় নাই; তাহা হইলে শরে জর২ করিতে পারিত না। পরন্তু ক্ষণেক পরেই যাতনার লাঘব হইল, ঐ সময় তাঁহার সারথী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা উত্থাপিত করে। দুর্গাবতী কোপ-প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, "সত্য, আমরা রণে পরাভূত হইয়াছি, কিন্তু চির-কালের নিমিত্ত অবমানিত থাকিতে পারি না। তোমার অস্ত্র আমাকে আত্মঘাতিতাহইতে রক্ষা করুক।" স্ত্রীজাতির এতাদৃশ সাহস ও বীর্য্যে কে না বিস্ময়ান্বিত হইবেন! পরে দুর্গাবতী দেখি-লেন, বিপক্ষেরা চারি দিগ বেষ্টিত করিতেছে, এবং ত্বরায় তাঁহাকে লইয়া কারাবদ্ধ করিবেক। এই ভয়ে তিনি সারথী-হস্তহইতে তলবার লইয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ইহলোকহইতে অপসৃত হইলেন।

সীতা।

রামায়ণে কথিত আছে যখন রামচন্দ্র শতস্কন্ধ রাবণের সহ যুদ্ধে পরাজিত হন; তখন সীতা অসী-তা-মূর্ত্তি ধারণ করত ঐ রাবণকে বধ করেন।

টেলশিলা।

লাশিডিমন্ দেশীয়েরা আর্গস্-নগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগদ্বারা তত্রত্য ছয় হাজার ব্য-ক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়। পরন্তু কবিতা-শক্তি-বি-শিষ্টা টেলশিলা স্বদেশানুরাগ-বশতঃ বক্তৃতা-দ্বারা অপর নারীদিগকে উৎসাহান্বিতা করেন, এবং শত্রুদিগের অবরোধার্থে ঐ সকল নারী লইয়া স্বয়ং নগর-প্রাচীরে দণ্ডায়মানা হইয়া শত্রুদিগকে দূরীকৃত করেন। আর্গস্-নগরবাসিরা কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি বিনস্-দেবীর মন্দিরে স্থাপিত করেন।

মার্গ্রেট্।

ষষ্ঠ হেনরি বাদশাহের স্ত্রী মার্গ্রেট দ্বাদশ যুদ্ধে সুখ্যাতি লাভ করেন।

কার্কাস্।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ শার্লমেন যখন কা-র্কাশোন্ আক্রমণ করেন তৎকালে তথাকার রাণী কার্কাস্ এতাদৃশ সাহসে রাজ্য রক্ষা করেন, যে শার্লমেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া জান।

অপর শারাসেন জাতীয়েরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাহাদিগের অধ্যক্ষ অহঙ্কারপূর্ব্বক রাণীকে উপহাস করিয়া বলেন, "স্ত্রীলোকেরা কাটনা কাটিতে পারে, যুদ্ধ করা তাহাদিগের কর্ম্ম নহে।" এই তাচ্ছীল্য-বাক্যে কার্কাস্ ক্রোধভরে এক বহল্লমের ছড়ে পাট আবৃত করত তাহা প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুদিগের মধ্যে গমন করিলেন। এবং তথায় অকাতরে শত্রু হত্যা করিতে লাগিলেন। এত-দ্দৃষ্টে শারাশেনদিগের সৈন্য ভয়ে পলায়ন করিল!

জেন হাশেট্।

ফরাসিস্ দেশের অন্তঃপাতি বোবেনগর বা-সিনী জেনহাশেট্ নাম্নী এক নারী ১৫৭২ অব্দে অনেক স্ত্রীলোক একত্র করিয়া বর্গণ্ডী দেশাগত শত্রু-দিগকে আপন জন্মস্থানহইতে দূরীকৃত করেন, এবং স্বয়ং বিপক্ষ-দলের পতাকাবাহককে নগর-প্রাচীর-হইতে নিক্ষিপ্ত করেন।

জোয়ান অফ আর্ক।

শৌর্য্যগুণে ডোমরেমি-নিবাসিনী মেষপাল তনয়া জোয়ান অফ আর্ক অতীব প্রসিদ্ধা। উনিশ বৎসর-বয়ঃক্রম-সময়ে সে চমৎকার সাহস ও যুদ্ধ নৈপুণ্যে ফ্রান্স্-রাজ্যকে ভয়ানক আপদ্-হইতে উদ্ধৃত করিয়া সপ্তম চার্লশ বাদশাহকে পৈতৃক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করত ইংরাজ-

দিগকে ফ্রান্স-দেশ-হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে ইংরাজেরা ফ্রান্স-রাজ্যের প্রায়-সমুদায় গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল—কেবল অর্লিয়ঁ নগর রাজপুত্র চার্লসের অধিকারে ছিল; কিন্তু তাহাও নির্ব্বিঘ্ন ছিল না, যেহেতু ইংরাজদিগকর্ত্তৃক তাহা আক্রান্ত হইয়াছিল। অপর তখন আক্রমণকারিদিগকে দূর করিতে চার্লসের কিছুমাত্র সাহস বা সৈন্য-সঙ্গতি ছিল না।

এই সময়ে ধর্ম্মপরায়ণা স্বদেশানুরাগিণী জোয়ানের মনে দৈবাধীন এমনি এক ভাবের উদ্রেক হইল যেন ফ্রান্স-দেশের মান ও গৌরব রক্ষা করিতে তাহার জন্ম হইয়াছে। এই রূপ মনে হওয়াতে জোয়ান চার্লসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পিত্রালয় ত্যাগ করেন; এবং যোদ্ধার বেশে চার্লসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি অর্লিয়ঁ-নগর শত্রুদিগের হস্তহইতে উদ্ধৃত করিব এবং আপনাকে রীমস্ নামক স্থানে লইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিব।" নারীর এতাদৃশ-সাহস-পূর্ণ-বাক্য-শ্রবণে চার্লস বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং জ্যোতির্ব্বিৎ ও পাণ্ডিতদিগের এক সভা করিয়া জোয়ানের চরিত্রের পবিত্রতা ও বাক্যের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

ঐ সভাস্থ সকলেই জোয়ানের বাক্যের পোষকতা করিল; তাহাতে চার্লস জোয়ানকে স্বীয় সৈন্যদিগের কর্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রকারে ঐ অকুতোভয়া নারী অশ্বারূঢ়া হইয়া সৈন্যদিগের চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং ইংরাজি ১৪২৯ সালের ২৯ শা এপ্রেলে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া জোয়ান অর্লিয়ঁ-নগরের নিকটে উপস্থিতা হইয়া ডিউক অফ্ বেড্‌ফোর্ডকে * এই অভিপ্রায়ে এক পত্র লেখেন এই যে "তোমরা ফ্রান্স-রাজ্য তাহার যথার্থ অধিকারীকে সমর্পণ কর।" নারীর নিকটহইতে ডিউক্ অফ বেড্‌ফোর্ড এতাদৃশ পত্র প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পত্রবাহকদিগকে কারাবদ্ধ করেন। কিন্তু তাহাতে ফরাসিস্‌দিগের কোন হানি হইল না। সৌভাগ্য-বশতঃ অর্লিয়ঁর নিকটস্থ ফরাসিস-সেনাধ্যক্ষ কাউণ্ট ডি ডুনোয়া ও অপরাপর সৈন্যেরা জোয়ানের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি সম্যক্ নির্ভর করিয়া মহাসাহসে অর্লিয়ঁ-নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজেরা ঐ ব্যাপার সন্দর্শন করত বিস্ময়ান্বিত ও ভগ্নসাহস হইল; এবং জোয়ানের প্রার্থনানুসারে কারাবদ্ধ দূতের মধ্যহইতে এক জন দূতকে প্রত্যর্পণ করিল। ঐ দূত আসিয়া জোয়ানকে জ্ঞাত করাইল যে সের্ জন্ টাল্‌বট নামা এক জন ইংরাজপ্রধান ও অন্যান্য ইংরাজেরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত করিয়াছে, এবং বলিয়াছে তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিবেক। তাহাতে জোয়ান পুনর্ব্বার ঐ দূতকে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে "টালবট সসজ্জ হইয়া অর্লিয়ঁ-নগরের প্রাচীরের নিকট আসিয়া পরস্পর সমর করুন, তাহাতে যদি তিনি আমাকে পরাস্ত করেন, অবশ্যই আমাকে দগ্ধ করিবেন। আর যদি আমার নিকট পরাস্ত হন তাহা হইলে অবিলম্বে অর্লিয়ঁ-নগর-পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিবেন।" এই আশ্চর্য্য-সাহস-পূর্ণ প্রস্তাবে ইংরাজ-প্রধান স্বীকৃত হইতে পারেন নাই; ইহাতে জোয়ান মহাসাহসে খড়্গহস্ত হইয়া সেণ্ট-লুপ-দুর্গ ও অন্যান্য দুর্গ আক্রমণ করেন। এক সময়ে জোয়ান গলদেশে আহত হন, এবং ঐ ক্ষতস্থানহইতে এরূপ অনর্গল শোণিত নির্গত হয় যে তাহা দেখিয়া সঙ্গিরা তাঁহার মৃত্যুর শঙ্কা করিতে লাগিল; কিন্তু জোয়ান তাহাদিগের সাহস বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন, "ভয় নাই, এ ত রক্ত নহে গৌরবের ধারা প্রবাহিত হইতেছে।"

* ইনি এই সময় ফ্রান্সে ইংলণ্ডাধিপতির প্রতিনিধি ছিলেন।

অনন্তর ৮ ই মে অর্লিয়ঁ-নগর শত্রুহস্তহইতে বিনির্গত হয়, এবং জোয়ান স্বয়ং আসিয়া এই শুভসমাচার চার্লসকে জ্ঞাত করিয়া বলেন, “আসুন, আপন কে রীমস্ স্থানে লইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করি।” পরন্তু তখন রীমস্ ইংরাজদিগের হস্তগত ছিল। অনন্তর জোয়ান জার্গ্যো-স্থান আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা উহা প্রাণপণে রক্ষা করিতেছিল। অষ্টাহের পর জোয়ান পতাকাহস্তে লইয়া যে দিকে ইংরাজেরা ছিল তথাকার এক পরিখায় প্রবিষ্টা হইলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র এক প্রস্তর নিক্ষিপ্ত করে; তাহাতে তিনি আহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। কিন্তু তাহাতে আপনাকে তিনি কিছুমাত্র ক্লান্ত বোধ করিলেন না; প্রত্যুত তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ফরাসিস্ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন “তোমরা সাহসপূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হও; আর কোন মতে বিলম্ব করিও না।” এই বাক্যেই জার্গ্যো-নগর তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

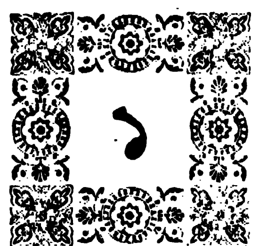
অতঃপর তিনি অক্‌যেয়র, ট্রইস্ ও শালোঁনগর অধিকার করিয়া লইলেন, সুতরাং চার্লস বাদশাহের রীমস্-নগরে যাইবার পথ পরিষ্কৃত হইল। ১৭ ই জুলাই তিনি তথায় গিয়া রাজমুকুট ধারণ করেন। চার্লস এই পরমোপকারিণী জোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া এক স্বর্ণ মুদ্রা খোদিত করেন, এবং জোয়ানের জন্মভূমি ডোমরিমি-হইতে আপনি নিঃসত্ব হন।

এই প্রকারে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া জোয়ান পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিবার মানস ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু তাঁহার উপস্থিতিতে সৈন্যদিগের সাহস অসাধারণরূপে উত্তেজিত হয়, এই নিমিত্ত ইংরাজদিগের নিঃশেষ না-করা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে শিবিরে রাখিবার চেষ্টা করিল। জোয়ান চার্লস-বাদশাহের সমভিব্যাহারে কেুপিহইতে সেনলী তদনন্তর পারি নগরে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে এক মহাযুদ্ধে জোয়ান স্বীয় অসামান্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৪৪০ সালে কমপেইন-আক্রমণে জোয়ান দুইবার এক শত সৈন্য লইয়া এক সেতু-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে অগ্রসর হন, কিন্তু বিপক্ষ-দল নিতান্ত অধিক দেখিয়া পেছিয়া আইসেন। পরে যখন বিপক্ষেরা তাঁহাকে ও তাঁহার সমভিব্যাহারি সৈন্যদিগের বেষ্টন করিল, তখন তিনি আপনি না পলাইয়া এবং পশ্চাৎ থাকিয়া সঙ্গীদিগের নগর-মধ্যে প্রবেশ করিবার সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; কিন্তু আপনি নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যান, এমত সময় দৌর্ভাগ্য-বশতঃ নগরের দ্বার রুদ্ধ হইল; এবং জোয়ান শত্রুদিগের হস্তে পতিত হইলেন। ঐ বিপৎহইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি উপযুক্ত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন. কিন্তু তাঁহার ঘোটক আহত হইয়া পড়িল; এবং তাহাতেই তিনি ভেনডোমনগর নিবাসি লাওনেল ভাস্তুয়র নামা এক ব্যক্তির হস্তগতা হন। ঐ ব্যক্তি জোয়ানকে লক্সেমবর্গ প্রদেশে অধিপতি জনের হস্তে সমর্পণ করেন। জন জোয়ানকে ইঙ্গরাজদিগের নিকট বিক্রয় করেন। এই অবস্থায় চার্লশ জোয়ানকে আর মনে করিলেন না। জোয়ান কারাবদ্ধ থাকিয়া একটা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করেন। পরে ইংরাজেরা তাঁহাকে ধৃত করত ডাকিনী অপবাদ দিয়া ১৪৩১ শালের ২৪ শে মে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিয়া ফেলে, এবং তাহাতেই ঐ দেশহিতৈষিণী বলবতী সীমন্তিনী অজ্ঞানী অলীকমতাবলম্বী নির্দয় শত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়।

রণজীত সিংহ।

(তৃতীয় পর্ব্বের ২৬৯ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।)



৮২৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাজা রণজীত সিংহ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইউরোপীয় মতানুসারে চিকিৎসা করাইবার অভিলাষ প্রকাশিত করেন, এবং প্রাচীন সৈন্যের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তর মরে সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হয়েন; কিন্তু রাজা তাহার চিকিৎসায় কোন প্রত্যয় না করিয়া এবং তাহার মতে না চলিয়া স্বদেশীয় চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থানুসারেই চলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অনশনাদিদ্বারা কালেতে আরোগ্য হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ফলতঃ রাজার মানস ছিল যে চিকিৎসার কল্পনায় মরে সাহেবকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সংবাদ ও বিবরণ জ্ঞাত হইবেন। লার্ড এমহর্ষ্ট সাহেব কোন্ সময় উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে আগমন করিবেন, রাজা সাহেবের নিকট তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য মহাব্যগ্র হইলেন, এবং ব্রহ্ম-দেশের তৎকালীয় যুদ্ধে যোদ্ধারা কি রূপ রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল ও উক্ত যুদ্ধ সমাধা হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট কত টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাও তিনি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮২৪ শালে চানকে হিন্দুস্থানীয় সিপাহিদিগকে লইয়া যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, রাজা ডাক্তরের নিকট সে বিষয়েরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। এই রূপে রাজা গল্পচ্ছলে মরে সাহেবের নিকটহইতে অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান জানিয়া লইলেন। অনন্তর যখন লার্ড সাহেব সিমলা-পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা সংবাদ পাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থে তথায় লোক প্রেরণ করিলেন। লার্ড সাহেব কাপ্তেন ওএড্ সাহেবকে দিয়া বিনয়পূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিয়া পাঠাইলেন। পর বৎসর ইংরাজদলের সেনাপতি লার্ড কম্বরমিয়র সাহেব লুধিয়ানাতে উপস্থিত হইলে রাজা এক জন প্রতিনিধিদ্বারা তাঁহাকেও বিহিত বিধানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজধানী কি রাজদুর্গ সন্দর্শনের কোন নিমন্ত্রণ না করাতে সাহেবের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ হইয়াছিল।

শিখ-রাজ্যের সহিত বৃটিশ-রাজ্যের সমস্ত কার্য্য কর্ম্ম অবধারণ করিবার জন্য কাপ্তেন ওএড্ সাহেব বৃটিশ-পক্ষহইতে লুধিয়ানায় নিযুক্ত থাকিলেন। যখন ওএড্ সাহেব লাহোর পোঁছিলেন তখন রাজা কহিলেন, "আমার সতদ্রু নদীর তীরস্থ সমস্ত অধিকারের কার্য্য সত্বরে ও সুনিয়মে সম্পন্ন করিবার জন্য আমি তোমাদিগের দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের অধীনে কোন ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পণ করিবার মানস করিয়াছি।"

পরে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ইংরাজেরা তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু অধিকারের সীমা লইয়া উভয় পক্ষে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল। রাজা চমকৌর ও আনন্দপুর প্রভৃতি যে সকল স্থান স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইংরাজেরা সে সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; বিশেষতঃ ইংরাজেরা ফিরোজপুর প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে রাজার অধিক স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়াতে রাজা আনন্দপুর প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ফিরোজপুর পাইলেন না। ইহাতে রাজা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু যাহাতে উভয়পক্ষে ভবিষ্যতে আর কোন বিবাদ বিষম্বাদ উপস্থিত না

হয় সেই মতেই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল।

ক্রমে ইংরাজদিগের সহিত রাজার সংশ্রব বৃদ্ধি হওয়াতে রাজা আপন রাজ্য-কার্য্যের অধিকাংশ ভার স্বীয় প্রিয় পাত্র ধ্যান সিংহের প্রতি অর্পণ করিলেন। এবং মহাসমারোহপূর্ব্বক স্বীয় প্রিয়মন্ত্রির পুত্র হীরা সিংহের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর হিন্দুস্থানস্থ বেরিলী নিবাসী সৈয়দ অহম্মদ-শাহ নামক এক ব্যক্তি রাজার পেসওয়ার রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করত অশেষ উৎপাত করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে সিখ-সৈন্যের নিকট পরাভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই ঘটনায় মহারাজের আরও খ্যাতির যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়া উঠিল; এবং চতুর্দ্দিগহইতে প্রধান লোকসকলে তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিবার যত্ন করিতে লাগিল। বেলুচি স্তান্ নামক স্থানের অধিপতির নিকটহইতে কএক জন প্রতিনিধি আসিয়া রাজাকে কতকগুলি অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করিল, এবং প্রার্থনা করিল যে তাঁহার বৃত্তিভোগী যোদ্ধারা খাঁ বাহাদুরের যে সকল অধিকার আক্রমণ করিয়াছে তাহা তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক খাঁকে পুনঃ প্রদান করেন। হিরাটের শাহ মহম্মদ এবং গোবালিয়রের বাইজী বাই প্রভৃতি অনেকেও রাজার সহিত সদ্ভাব করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। তৎকালে ইংরাজদিগের মনেও এক সংশয় উপস্থিত হইল, "যে কি জানি যদি মহারাজা রুসীয়দিগের সহিত কোন যোগ করিয়া থাকেন।" এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহারাও রাজার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব সিমলা পাহাড়ে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার সম্মানার্থে তথায় এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাবহেতু সাহেব সত্বরে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না; তথাপি লুধিবংশের রাজকীয় কর্ম্মের প্রতিনিধি ওএড্ সাহেবকে দিয়া পত্রদ্বারা রাজাকে সবিনয়ে সম্ভাষণ করিলেন। লার্ড বেণ্টিঙ্ক ওএড সাহেবকে বিশেষ করিয়া লিখিলেন, "যে আমার সহিত রাজার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা আছে কি না তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জানিয়া লিখিবে।" লার্ড সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই ছলে লোকসমাজে উভয় রাজ্যের ঐক্যভাব ব্যক্ত করিবেন, কিন্তু তাঁহার সে কৌশল কোন কার্য্যের হইল না। রাজা সময় পাইয়া আপনার প্রভুত্ব উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সিখদিগের নিকট প্রকাশিত করিলেন, যে তাঁহার অধিকারকে ইংরাজেরাও খালসাদলের সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতেছে। অতঃপর রাজা লার্ড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং ১৮৩১ সালের ৭ জুলাই দিবসে শতদ্রু নদীর তীরে রাইপুর নামক স্থানে তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ইংলণ্ডহইতে বাদসাহের প্রেরিত কতকগুলি অশ্ব উপঢৌকন আসিয়া লাহোরে উপস্থিত হয়, এবং রাজার সহিত লার্ড সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়া সাহেবের নিকটহইতে রাজা এই অভিপ্রায়ে এক সন্ধিপত্র প্রাপ্ত হন, যে কস্মিন্ কালে তাহাদিগের উভয় রাজ্যের মধ্যে কখন কোন বিবাদ উপস্থিত হইবে না। ইহাতে চতুর্দ্দিগে এই কথা ঘোষিত হইল, যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চির দিনই রাজার রাজ্য রক্ষা করিবেন।

সিন্ধু নদ দিয়া পঞ্জাব রাজ্যে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজেরা রাজার নিকট অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহা রাজাকে কৌশলক্রমে জ্ঞাত করিবার অভিসন্ধিতেই উইলিয়ম বাদসাহ ইংলণ্ডহইতে জলপথে উক্ত নদ দিয়া মহারা-

জের নিকট অশ্ব উপহার প্রেরণ করেন। লার্ড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে রাজা রণজীত সিংহ একবার বাষ্পীয়-তরণী দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা রাজার সেই ইচ্ছা উপলক্ষ্য করিয়া রাজাকে লিখিলেন যে তাঁহার এতাদৃশ ইচ্ছাদ্বারা উভয় রাজ্যের বাণিজ্য-বিষয়ের উন্নতি পক্ষেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছে; এবং তৎকালে কাপ্তেন ওএড্ সাহেব স্বয়ং গিয়া রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে "আপনকার রাজ্যের পরাক্রম বৃদ্ধি করিবার তাৎপর্য্যে ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার মানস করেন নাই; বাণিজ্যদ্বারা উভয় রাজ্যের উন্নতি সাধন করাই তাহাদিগের প্রধান অভিসন্ধি।" রাজার মনে যদিও অনেক সন্দেহ ছিল তথাপি তিনি ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার জন্য ওএড্ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন যে "আমার রাজ্যে ইংরাজ জাতির বাণিজ্য প্রচলিত হইলে আমার রাজকীয় শক্তির কিঞ্চিৎখর্ব্বতা হইবে বটে, কিন্তু তথাপি সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট আহ্লাদ আছে।"

ইংরাজি ১৭৩৫ সালে আফগনস্থানের বাদসাহ শাহসুজা স্বীয় রাজ্য প্রতিপ্রাপ্ত হইবার মানসে মহারাজকে পত্র লেখন। রাজা তদুত্তরে শাহকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন,কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে অন্য কোন ভাব উপস্থিত ছিল। তিনি সোমনাথ শিবের সিংহদ্বার গজনন্ নগরহইতে প্রত্যানয়নের কথা বাদশাহের নিকট প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব পাকে প্রকারে এড়াইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন যে পূর্ব্বে এই প্রকার ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে যে যখন গজনন্‌হইতে সোমেশ্বরের সিংহদ্বার স্থানান্তরিত হইবে সেই সময়েই সিখরাজ্যের পতন হইবে। অনন্তর রাজা বাদসাহের কোন বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া আপনি সর্ব্ববিধায়ে সাবধান হইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পেশাবর রাজ্য অধিকৃত করিবার মানসে স্বীয় পৌত্র নৌনিহাল সিংহের অধীনে প্রধান যোদ্ধা হরিসিংহ ও বৃহৎ এক দল সেনা প্রেরণ করিলেন। হরি সিংহ পেশাবরে গিয়া বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তথায় রাজ-সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতে পারিল না।

ঐ সময়ে রাজা সিন্ধুপ্রভৃতি স্থান অবিরোধে অধিকৃত করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের বাদশাহের নিকট উপহার প্রেরণ-করণার্থে, কলিকাতা-নগরে এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা মহারাজের অসঙ্গত-রাজ্য-তৃষ্ণা দেখিয়া অত্যন্ত অসুখী হইতে লাগিলেন। পরিশেষে সিন্ধু এবং পেশাবরের আমীরদিগের সহিত রাজা সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন; ও অল্পে অল্পে রাজার ইচ্ছার প্রতি বাধা দিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া রাজা ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিবেন কি না এই বিবেচনা করিতেছেন এমত সময় ওএড্ সাহেব স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজাকে কহিলেন. যে "মহারাজ, আমি আপনাকে ইংরাজদিগের সহিত সঙ্গ্রাম করিতে নিষেধ করি। এক্ষণে তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে আপনকারপক্ষে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন।" রাজা ওএডসাহেবের সুপরামর্শই গ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহার অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গ সকলেই তাঁহাকে ইংরাজদিগের যুক্তি শুনিতে নিষেধ করিল। তাহারা কহিল, যে "ইংরাজ জাতি যে কখন্ কোন্ অভিসন্ধিতে কোন্ পরামর্শ প্রদান করে তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না; অতএব এমত

ধূর্ত্ত জাতির কথাতে প্রত্যয় করা কোন মতেই বিবেচনার কার্য্য নহে।” রাজা তাহাদিগের এতাদৃশ সংশয় বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, “যে তোমরা আমাকে কি বুঝাইতেছ? আমি সকলি জ্ঞাত আছি। কিন্তু দেখ, দুই লক্ষ মহাবল মহারাষ্ট্রীয়দিগের দশা কি হইল? অতএব ইংরাজদিগের সহিত এখন সদ্ভাব রাখাই ভদ্র।” অপর তিনি বাক্যেতে স্বীয় মন্ত্রিদিগকে যে প্রকার কহিলেন, কার্য্যেও সেই মত ইউরোপ দেশীয় লোকের সহিত প্রণয় ভাবেই কাল-যাপন করিতে লাগিলেন; কেবল সিন্ধু এবং পেশাবর প্রভৃতি রাজ্য লইয়া কিছু দিন তাঁহাকে দোস্ত মুহম্মদ ও অপরাপর লোকের সহিত গোলযোগ করিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ হইয়া কখন রাজার শিখসৈন্যেরা পরাস্ত হইতে লাগিল, কখন বা আফগান-স্থানীয় যবন যোদ্ধারা পরাভূত হইয়া পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এই রূপে কএকবার যুদ্ধ হইয়া অবশেষে এক যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদের পুত্রের নিকট রণজীত সিংহের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল; এবং তাঁহার সেনাপতি মহাবল পরাক্রান্ত হরিসিংহ সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মহারাজ ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্বয়ং অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে সুসজ্জিত হইয়া রোটাস্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রিয় পাত্র ধ্যান সিংহ প্রবল বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক জমরুদে গমন করিয়া স্বহস্তে এক দুর্গ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে ইংরাজেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া উহাদিগের উভয় পক্ষের মিলন করিয়া দিলেন।

অনন্তর মহারাজ স্বীয় পৌত্র নৌনিহাল সিংহের শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে হিন্দুস্থানের গবর্ণর জেনেরেল এবং আগরার গবর্ণর সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও বৃটিশ সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সে উদ্বাহপর্ব্বে বৃটিশ-সম্পর্কীয় কেবল প্রধান সেনাপতি ফেন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ফেন সাহেব ঐ বিবাহের উপলক্ষ্যে পঞ্জাবে গমন করিয়া কত সেনাদ্বারা ঐ রাজ্য জয় করা যায় তাহাই মনে২ স্থির করিতে লাগিলেন, অথচ শুভকর্ম্মে নিমন্ত্রিত হইয়া বাহ্যে কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করা নিন্দনীয় বোধে প্রকাশ্যে উদ্বাহপর্ব্বে বিলক্ষণ আমোদ করিয়াছিলেন। মহারাজ ফেন সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে ইউরোপীয় সৈন্য-প্রণালীর যথেষ্ট প্রসংশা করিয়া তদনুসারে আপনার সকল সেনার নিয়ম বদ্ধ করিলেন, এবং ফেন সাহেবের নিকট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকর্ম্মের রীতি নীতির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি সাহেবের নিকটহইতে সম্বর হ্রদোৎপন্ন লবণ ও মালব-দেশীয়-অহিফেন প্রস্তুত হওনের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা চাহিলেন। অপর তিনি ইংরাজদিগের যুদ্ধের প্রণালীর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া একবার ৫০০ শত বন্দুক প্রার্থনা করাতে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি পুনরায় আবার সেই প্রকার পঞ্চাশ হাজার বন্দুক চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ইংরাজদিগের সংশয় জন্মিল। রাজা কতকগুলি নৌকা সুসজ্জিত করিয়া বোম্বাই-প্রদেশে বাণিজ্যার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে ইংরাজেরা তাঁহার মনোগত বিষয় না জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাণিজ্যোৎসাহী বলিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিল। কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল যে বোম্বাইহইতে সৈন্যদিগের অস্ত্রশস্ত্র আনয়নের নিমিত্তই এ বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি ইংরাজি কামান প্রস্তুত করণের কৌশল শিক্ষা করিবার নিমিত্ত লুধিয়ানায় লোক নিযুক্ত করেন, এবং ইংরাজি গোলা প্রস্তুত

করণের পদ্ধতি শিখিবার ইচ্ছায় ইংরাজদিগের নিকট আপন দেশীয় দস্তার গোলা পরীক্ষা করাইবার নিমিত্তে পাঠাইতে চাহিলেন। ইংরাজদিগের রণনৈপুণ্য ইংরাজি-সেনাদিগের বেতনের নিয়ম, এবং তাহাদিগের দোষগুণ-বিচারের পদ্ধতি প্রভৃতি কতিপয় গূঢ় ব্যাপার অবগত হইতেও তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি ইংরাজদিগের সহিত সর্ব্বদা ইংরাজি-ভাষায় পত্রাদি লিখিবার মানসে আপনার অমাত্য-বর্গের কএকটি বালককে লুধিয়ানার ইংরাজি-বিদ্যালয়ে উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে প্রেরণ করেন, এবং সৈন্যদিগের চিকিৎসার জন্য অপর কএক জন বালককে লুধিয়ানার চিকিৎসালয়ে ইংরাজি-চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপে রাজা ইংরাজদিগের সহিত কৌশলক্রমে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আপন রাজ্যের উন্নতি-সাধনের নানাউপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

মহারাজের প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ হরিসিংহের মৃত্যু হওয়াতে তিনি পৌত্র নৌনিহালের বিবাহে কিঞ্চিন্মাত্রও আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন নাই, কেবল দুঃখেতে কাতর হইয়া ক্রমাগত অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

রাজার প্রাচীনাবস্থায় অসুখে কালহরণ হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, যে ইংরাজেরা পাকেপ্রকারে তাঁহার শক্তি রোধ করিতেছে. আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ প্রভাব রক্ষা পাওয়া কঠিন। ক্রমে ইংরাজেরা প্রবল হইতেছে, তিনি এই প্রকার ভাব গতিক দেখিয়া মনে মনে খিন্ন হইয়া রহিলেন। এদিগে ইংরাজেরা বিলক্ষণরূপে আপনাদিগের বল বদ্ধমূল করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপ এক নিয়ম নিবদ্ধ করিল যে মহারাজ রণজীত সিংহ আপন রাজ্যের বর্ত্তমান সীমার অতিক্রমণ করিয়া কোন স্থান আক্রমণ করিতে পারিবেন না, এবং কাবুল কন্দহার ও হিরাট প্রভৃতি স্থানের আমীরেরাও স্ব স্ব অধিকার লইয়া স্বচ্ছন্দে সন্তুষ্ট থাকিবেন, অপর স্থানের প্রতি আর লোভ করিবেন না।

শাহ সুজাকে পুনর্ব্বার অফগনরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য ইংরাজেরা রণজীত সিংহের নিকট অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হয়েন নাই; কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের অনুরোধক্রমে আপনার সমস্ত সৈন্য দিয়া তাহাকে সাহায্য করেন। শাহ সুজা মহারাজকে সৈন্যের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কর প্রদান করিতেন। এই প্রকারে অফগনস্তানে মহারাজার অধিকার হয়। ক্রমে দিন দিন তাঁহার প্রতাপ প্রবল হইতে লাগিল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইল, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনে সন্তোষের সঞ্চার হইল না। তিনি যদিও বাহ্যে আপনার উন্নতি দেখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে ঐ এক ভাব সর্ব্বদা আন্দোলিত হইত যে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ইংরাজেরা কখনই সুখী নহে। এই চিন্তায় তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল হইত, এবং অবশেষে তাঁহার সেই মানসিক পীড়ার উপলক্ষে তাঁহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হইল। ক্রমে তাঁহার অঙ্গ অবসন্ন হইয়া আইল, বাক্য জড় হইল, এবং মনের ভ্রান্তি জন্মিল। তাঁহার শেষাবস্থায় যখন তিনি অমৃতসর ও লাহোরে লার্ড অক্‌লণ্ড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁহার সুন্দররূপে কথা কহিবার শক্তি ছিল না; এবং শরীরও অতিদুর্ব্বল হইয়াছিল। তাঁহার এই মুমূর্ষবস্থায় তিনি কন্দহার রাজ্যের বিনাশবার্ত্তা শুনিতে চাহিলেন, এবং তাঁহার সেই অবস্থায় ইংরাজদিগের পরাজয়বার্ত্তা শুনিবারও প্রবল প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না।

তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুন ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন।

মহারাজা রণজীতের যে প্রকার শৌর্য্য বীর্য্য ও অসাধারণ বুদ্ধি ও গাম্ভীর্য্য ছিল, রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহার যে প্রকার পরিণামদৃষ্টি ছিল এবং কার্য্যে সুকৌশল ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানিবার আবশ্যক করে না। তাঁহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা অনায়াসে সকলের অনুভূত হইতে পারে। তিনি পঞ্জাবরাজ্যের যে প্রকার দুরবস্থাতে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার যে পর্য্যন্ত অসাধারণ উন্নতিসাধন করেন তাহা মনে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার প্রথমাধিকার-সময়ে, তিনি দেখিলেন যে পঞ্চাবের শেষ দশা হইয়াছে; তত্রস্থ প্রধান-পক্ষীয়দিগের পরস্পর বিবাদানলে পঞ্চাবের শ্রী ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে; মহারাষ্ট্রীয় ও অফগনস্তানীয় লোকসকল চতুর্দিগহইতে তাহাকে পুনঃ২ নিষ্পীড়িত করিতেছে, এবং তাহা ইংরাজদিগের করাল বদনের সন্নিহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে। তিনি এমত ভগ্নশ্রী ও পতনোন্মুখ পঞ্জাবের বিশৃঙ্খল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানসকল একত্র করিয়া তাহার উপযুক্ত অঙ্গসংস্থাপন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কাবুল-রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ অধিকৃত করিয়া পঞ্জাবের সহিত সংযুক্ত করেন, এবং পরাক্রান্ত ইংরাজদিগের সহিত চিরদিন সদ্ভাব রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করেন। তিনি বাল্যাবস্থায় কতকগুলি অশিক্ষিত অশ্বারোহি যোদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধির বলে আপনার প্রস্থান সময়ে পঞ্জাবের রক্ষা জন্য এক লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা ও তিন শত উৎকৃষ্ট কামান রাখিয়া যান। তাঁহার পরিপাটী রাজনিয়মের কথায় বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তিনি এমত একটিও নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই যাহাতে রাজকার্য্য বা সমর, কার্য্যের কোন ব্যাঘাত জন্মে, কি যাহাতে প্রজাদিগের মনে কোন ক্লেশ বোধ হয়। অপর তিনি আপনার বন্ধু বান্ধব পরিবার স্বজন দাস প্রজা প্রভৃতি স্বরাজ্যের ও ভিন্ন রাজ্যের সকল লোকের নিকট যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় যে সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিল এমত নহে। অপিতু তাঁহার বুদ্ধি কৌশলের নিমিত্ত প্রকাশ্যরূপে কেহই তাঁহার প্রতি শত্রুতা করিতে পারিত না। ইংরাজেরা তাঁহার গুণে এমত বশীভূত হইয়াছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরেও কেবল তাঁহার অনুরোধ স্মরণ করিয়া তৎপুত্র অনুপযুক্ত খড়্গ সিংহকে তাঁহার রাজ্যের অধিকারী করিল। তিনি আপনার অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গকে এমত বাধ্য করিয়াছিলেন, যে তাঁহার মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ধ্যানসিংহ খড়্গ সিংহকে লাহোরের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া আপনি পূর্ব্ববৎ যত্নপূর্ব্বক রাজ্যের রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং রাজপুত্রকে বিহিত সম্মান করিয়া আপনি তাহার মন্ত্রী হইয়া রহিলেন। কিন্তু পঞ্জাব-দেশে তাঁহার তুল্য এমত কেহই জন্মে নাই, যে যুদ্ধপ্রিয় শিখদিগকে বশিভূত রাখিতে পারে, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতেই পঞ্জাবের শ্রী ভ্রষ্ট হয়, এবং অচিরাৎ তাহার স্বাধীনত্ব অপসৃত হয়।

ন. ক. ম.



যাবাদ্বীপস্থ গ্রাম।

যাবাদ্বীপের বিবরণ।



যাবাদ্বীপ ভারত-সমুদ্রের পূর্ব্ব-পার্শ্বে স্থিত। তাহা পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায়ঃ ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং উত্তর-দক্ষিণে গড়ে ১০০ ক্রোশ প্রশস্ত। ইহার পশ্চিমভাগে সণ্ডা-জল সঙ্কটের ব্যবধানে সুমাত্রা-দ্বীপ আছে, এবং অপরপার্শ্বে বালি লম্বক প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র২ দ্বীপ আছে; তাহার অনেকের নামও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ঐ সকল দ্বীপের ব্যবধান থাকাতে সমুদ্র-তরঙ্গ যাবাদ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রে কোন অনিষ্ট ঘটায় না। তথাকার সমুদ্র শান্ত-স্বভাব; তাহাতে সমুদ্র-পোত অনায়াসে গমন করিয়া ঝড়-তুফানহইতে রক্ষা পায়। এই প্রযুক্ত যে সকল পোত ইউরোপহইতে চীনদেশে ও স্থির-সমুদ্রের দ্বীপে বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করে, তাহারা যাবাদ্বীপে বিশ্রাম করিয়া থাকে, এবং তাহাদের সমাগমে যাবাদ্বীপে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ বাণিজ্যের বৃদ্ধিহেতু দ্বীপের অনেক স্থানে অনেক ঋদ্ধিমন্ত নগর সংস্থাপিত হইয়াছে।

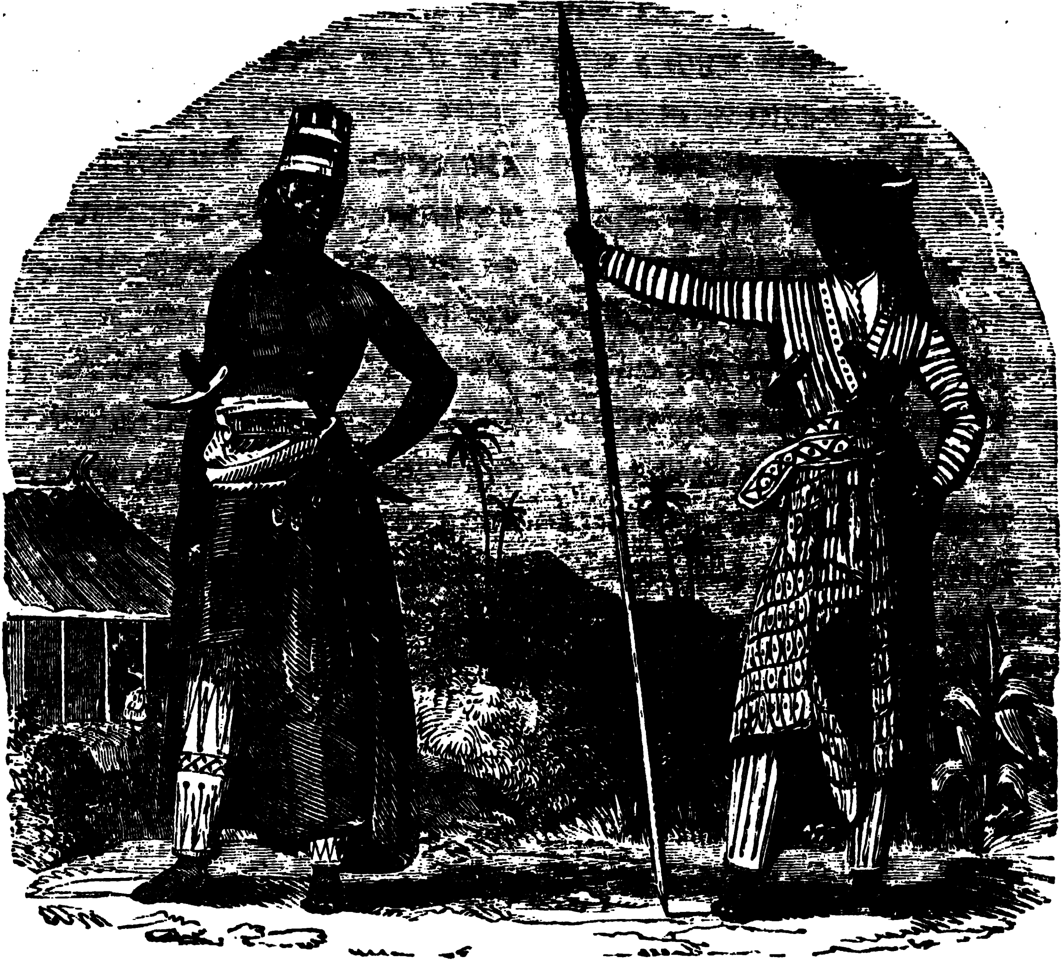
প্রস্তাবিত দ্বীপের তটভাগ নিম্ন ও সুগম, এবং মধ্যভাগ উচ্চ এবং অনেক পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ঐ পর্ব্বতের অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি, এবং তাহার অনেকের শিখরহইতে সর্ব্বদা প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া থাকে। অপর, আগ্নেয়-পর্ব্বতবিশিষ্ট স্থানে যে প্রকার ভূমিকম্প বজ্র ও বিদ্যুতের আধিক্য হয়, এই স্থানেও তদ্রূপ আছে; পরন্তু তাহাতে যাবাদ্বীপের ফলবত্তার কোন হানি করে নাই। তত্রত্য পর্ব্বতসকল বৃক্ষলতাদিতে পরি-

পূর্ণ, এবং তাহাতে নানাপ্রকার উপাদেয় ফল-পুষ্প জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত স্থানে শত২ ক্ষুদ্র নদী থাকাতে কুত্রাপি জলকষ্ট নাই? সুতরাং কৃষিকার্য্যের কোন হানি হয় না। নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে শীত ও গ্রীষ্মের বিপর্য্যয় হওয়াই সম্ভাবনীয়, এবং যাবাদ্বীপে তাহা প্রমাণীকৃত হয়। তথায় ফাল্গুনের শেষ অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত দিবসে পরিষ্কার ও গ্রীষ্ম, ও রাত্রিকালে অত্যন্ত শীতল হয়। তথা অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। যাবাদ্বীপের মধ্যভাগ স্বাস্থ্যকর ও রম্য, কিন্তু তটভাগে অনেক স্থান অত্যন্ত পীড়াজনক আছে।

কিয়ৎকাল-পূর্ব্বে এই দ্বীপের কিয়দংশ তত্রত্য আদিমবাসী ও অপরাংশ ইংরাজদিগের অধীনে ছিল। এই ক্ষণে ইংরাজদিগের অধিকৃত অংশ ওলন্দাজদিগকে দত্ত হইয়াছে। ঐ ওলন্দাজেরা অধুনা যাবাদ্বীপের সমস্ত উত্তরভাগ অধিকৃত করিয়া, ঐ অধিকার ১৭ জেলায় বিভক্ত করিয়াছে। দ্বীপের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ দুই জন তদ্দেশীয় রাজার অধীনে আছে। তন্মধ্যে এক জনের উপাধি সুসুহুনন। তিনি শূল-নদীর-তটে সুরকের্ত্ত (শূরক্ষেত্র?) নামক নগরে বিরাজ করেন। অপরের উপাধি সুলতান; তিনি যুগ্যকের্ত্ত (যজ্ঞক্ষেত্র?) নগরে অবস্থান করেন। এই উভয় রাজার অধীনে যাবাদ্বীপের প্রায়ঃ চতুর্থাংশ আছে। যাবাদ্বীপের আদিম প্রজারা কোন্ জাতীয় ছিল তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। অধুনা তথায় যে সকল দেশজ মনুষ্য আছে তাহারা মালাই-জাতীয়।

মালাইদিগের ন্যায় তাহাদের আকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ বা খর্ব্ব নহে! অপর তাহারা মালাইদিগের ন্যায় বীর্য্যবন্ত ও পীত বা গৌরবর্ণ বটে। কথিত আছে স্ত্রীরা পুরুষ অপেক্ষা সুন্দরী হয়; কিন্তু মালাইদিগের মধ্যে সে নিয়মের বিপর্য্যয় দেখা যায়। যেহেতু ইহাদিগের স্ত্রীরা প্রায়ঃ পুরুষদিগের মত লাবণ্য প্রাপ্ত হয় না। যাবাদ্বীপবাসী মালাইদিগের শ্মশ্রু উত্তমরূপে জন্মে না। প্রস্তাবিত-জাতীয় মনুষ্যেরা বিনয় শিষ্টাচার ও সারল্যে সম্পন্ন। রূঢ় ও কর্কশ বাণী তাহারা প্রায়ঃ ব্যবহৃত করে না, প্রত্যুত তাহারা যে প্রকারে ব্যক্তির সমাদর করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগের শীলতাই ব্যক্ত হয়। উক্ত জাতীয়েরা কৃষিকর্ম্মে তৎপর; প্রায়ঃ সকল গৃহস্থের বাটীর সম্মুখেই ফলপুষ্পের উদ্যান বর্ত্তমান আছে। যাবাদ্বীপ সূর্য্যপ্রধান স্থান, সুতরাং গৃহসম্মুখস্থ বৃক্ষবাটিকাদ্বারা আতপতাপ-নিবারণের সদুপায় হয়। অধিকন্তু বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা আবাসস্থান-সকল অতীব রমণীয় বোধ হয়। বস্তুতঃ যাবাদ্বীপ এইরূপে আবাসিত ও মধ্যে২ গিরি তথা গিরিসঙ্কট ও সুপ্রশস্ত শ্যামলবর্ণ শস্যক্ষেত্র প্রভৃতিদ্বারা সুশোভিত হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত চক্ষুস্তৃপ্তিকর হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। যখন শস্য বপনের প্রাক্‌কালে ক্ষেত্রসকলে জল সিঞ্চিত হইতে থাকে তখন বোধ হয় যেন বৃহন্নদীমধ্যে সমুন্নত দ্বীপসমূহ রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে যে প্রকার পরিতুষ্ট হওয়া যায়, চিত্রাদি প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনে তাহা সম্ভাবনীয় নহে, যেহেতু শিল্পনৈপুণ্যোদ্ভাবিত স্বভানুরূপ সুচিত্রিত ভূম্যাদর্শ স্বভাবের বিচিত্র মনোলোভা শোভার তুল্যত্ব প্রাপ্ত হইতে কদাপি পারে না। যাবাদ্বীপের প্রত্যেক পল্লী বংশ বা অন্য প্রকার উচ্চ বৃক্ষের প্রাবরদ্বারা বেষ্টিত থাকে।

ব্রহ্মদেশীয় মগদিগের ন্যায় যাবাজাতীয়ের পরিচ্ছদ যৎসামান্য। পরিধেয় বস্ত্র কেবল কটিদেশে জড়ান থাকে মাত্র; মস্তকে একখানি রুমালের উষ্ণীস, কোন বিশিষ্টস্থানে যাইতে হইলে



মালাই মুর্ত্তি।

যাবাবাসিরা এনিমিত্ত পর্ণ বা বংশের উষ্ণীষ ব্যবহার করে। স্ত্রীদিগের পরিচ্ছদ প্রায়ঃ পুরুষদিগের পরিচ্ছদেরই তুল্য। পরন্তু অবস্থাভেদে ইহার অন্যথা দৃষ্ট হইবেক। সহৃদয় পাঠকেরা উপরে মুদ্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহার ইতর বিশেষ অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারিবেন; যেহেতু প্রচুর বর্ণনের ফল এক চিত্র দর্শনেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। মগদিগের মত এই জাতীয় পুরুষদিগের মস্তকের কেশ সুদীর্ঘ হইয়া থাকে।

যাবাজাতীয় পুরুষদিগের সজ্জা ক্রিচ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, এবং ক্রিচের ব্যবহারভেদে পদের ইতরবিশেষ ব্যক্ত হয়। যুদ্ধসজ্জায় তিনখান ক্রিচ ব্যবহৃত হয়; তন্মধ্যে দুইখানি কটিদেশের দুই পার্শ্বে অপর খানি পশ্চাদ্দেশে বদ্ধ থাকে।

যাবাদেশীয় অনেকেই মহম্মদীয় ধর্ম্মের অবলম্বী। তাহাদিগের খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ বিচার নাই; কেবল শূকরমাংস ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ঘোটক মহিষ ও বল্মীক প্রভৃতি জীব তাহাদিগের উপাদেয় খাদ্য; ঐ খাদ্যে অতিথির সৎকার করিতে এতৎজাতীয়েরা নিতান্ত অনুরাগী। ইহাদিগের বিবেচনায় কোন অতিথিকে কেবল উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেই সমস্ত কর্ত্তব্যের পূর্ণতা হয় না, সাদরে সম্ভাষণ করিয়া তাহার শ্রান্তি দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

উক্ত হইয়াছে যাবাদেশ-বাসিরা মালাই-জা-

তিহইতে উৎপন্ন; সুতরাং মালাইদিগের ভাষা ইহাদিগের জাতীয়-ভাষা হওয়াই সম্ভবে; পরন্তু রাফল্‌স্ সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যে মালাই ভাষার সহিত ইহাদিগের ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে পালী ও সংস্কৃত ভাষাদ্বয়ের সহিতও সেইরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইতর ও ভদ্রের ভাষা সর্ব্বত্র বিভিন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা তথা সাধু ও চলিত ভাষা প্রসিদ্ধ; যাবাজাতীয়দের মধ্যে সেইরূপ ইতর ও সাধুভাষার ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদিগের সাধুভাষায় সংস্কৃত পদেরই বাহুল্য প্রচার, মালাইভাষা অল্প মিশ্রিত হইয়া থাকে।

এই জাতীয়দের মধ্যে প্রধান ও নিকৃষ্টদিগের এতাদৃশ বিভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট আছে, যে তাহাতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কোনমতেই প্রধানকে দেশীয় ইতর ভাষায় সম্বোধন করিতে পারে না। প্রধানেরা নিকৃষ্টদিগকে কেবল ইতরভাষায় সম্বোধন করিতে পারে। এই প্রযুক্ত প্রস্তাবিত জাতীয়দের একটী অতিপ্রশংসনীয় প্রথা হইয়াছে; তাহাদের ইতরেরাও আপনাদিগের বালককে প্রথমহইতে গুরুতর লোকদিগকে সাধুভাষায় সম্বোধন করিতে শিক্ষা দেয়।

এই জাতীয়দের অভ্যর্থনার প্রথা আমাদিগের প্রথাহইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিকৃষ্টেরা প্রধানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভদ্রব্যক্তিকে গমন করিতে দেখিলেই বসিয়া পড়ে। কোন সভায় মান্য ব্যক্তির আগমন হইলে সভাস্থ তাবল্লোকেই আসন ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ে। ও যতক্ষণ তিনি উপস্থিত থাকিবেন ততক্ষণ তাহারা তদবস্থায় থাকিবেক। ইহার অন্যথায় তাঁহার অমর্য্যাদা করা হয়।

আমাদিগের ন্যায় যাবাজাতীয়দের মধ্যে বালবিবাহ প্রচলিত আছে। বালক বালিকারা অল্পবুদ্ধিহেতু পরস্পরের মনোমত পাত্র পাত্রী স্থির করিতে অশক্ত হয়; এই নিমিত্ত অভিভাবকেরাই তাহা সম্পন্ন করেন। বিবাহের কথার ধার্য্য হইলে বরের বাটীহইতে কন্যার বাটীতে তত্ত্বসামগ্রী যায়। যদি ঐ সামগ্রীতে কন্যা সন্তুষ্টা হন তাহা হইলেই বিবাহের আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

বিবাহের দিবস বর স্বজন সমভিব্যাহারে মধ্যাহ্নকালে কন্যার বাটীতে আগমন করেন; তথায় পৌঁছিবামাত্রেই কন্যা দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। কোন২ পল্লীতে বর কন্যার বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেই কন্যা আসিয়া তাহার প্রতি তাম্বূল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই তাম্বূল ফেলিবার তারতম্যে ভাবি রসালাপের পরীক্ষা হয়। হিন্দুস্থানিদিগের ফুল ফেলা ইহারই আদর্শ বলা যাইতে পারে।

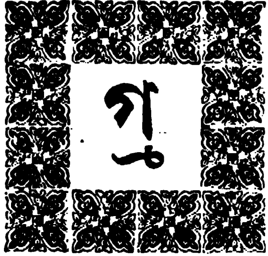
যাবাজাতীয়েরা নাট্য ক্রিয়া, কাষ্ঠ-পুত্তলিকার নাচ, ও অন্যান্য প্রকার বাজি এবং দাবাখেলায় পটু। এই জাতীয় স্ত্রীরা অঙ্ক-বিদ্যায় নিপুণ; এই নিমিত্ত কি ইতর কি ভদ্র সকলেরই স্ত্রীরা গৃহস্থের আয়ব্যয়ের গণনা রাখে।

যাবাজাতীয়েরা প্রায় চারিশত বৎসরহইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যাবাদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। *

যাবাদ্বীপবাসিরা চীন, ওলন্দাজ, দিনামার, ফরাসীস, ইংরাজ, পর্টুগিস জাতি ও উত্তরামরিকা-বাসি তথা যাবাদ্বীপের সন্নিহিত স্থিত অপর দ্বীপবাসিদিগের সহিত কাফি, চীনি, মরিচ, চা, লঙ্কা, আদা, কাবাবচিনি, বেত, মহিষের চর্ম্ম, সেগুনকাষ্ঠ, রাঙ্গ ও লৌহ প্রভৃতি পদার্থের বাণিজ্য করে।

* এ বিষয়ে বিবিধার্থের তৃতীয় পর্ব্বের ৮৬ পৃষ্ঠায় এক প্রস্তাব প্রকটিত আছে।

অণ্ডের বিবরণ।



গ্রন্থকারেরা জীবদেহকে যন্ত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যেহেতু যন্ত্রদ্বারা যে প্রকারে নির্দ্দিষ্ট-নিয়মে অভিপ্রেত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, জীবদেহেও তদ্রূপে প্রত্যেক অভিপ্রেত কার্য্যের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতেই সেই২ কার্য্য সম্পান্ন হয়। যে রূপে ঘটিকা-যন্ত্রে প্রতিঘণ্টা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত একটি কাঁটা ও তদুপযোগি চক্রসকল, মিনিট জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত অপর একটি কাঁটা ও তদুপযোগি চক্রসকল, শব্দদ্বারা ঘণ্টাজ্ঞাপনার্থে এক ঘণ্টা ও তদুপযুক্ত যন্ত্রাদি নিযুক্ত থাকে; সেই রূপ জীবদেহেও ঐ নিয়মে স্থূলপদার্থ চূর্ণ করিবার নিমিত্ত দন্ত, পরে চূর্ণপদার্থ স্নিগ্ধ করিবার নিনিত্ত মুখামৃত, পরে ঐ স্নিগ্ধীকৃতপদার্থ জীর্ণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ রস ও নাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রবণের নিমিত্ত কর্ণকুহরমধ্যে ঢক্কার সদৃশ যন্ত্র, দর্শনের নিমিত্ত দুরবীক্ষণের সদৃশ যন্ত্র, ও স্পর্শগত্যাদির নিমিত্ত তদুপযুক্ত উপায়সকল সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে জীবদেহকে যন্ত্র বলা ভদ্রই হইয়াছে। পরন্তু সামান্য যন্ত্রহইতে জীবদেহ দুই বিষয়ে উৎকৃষ্ট। সামান্য যন্ত্রের কোন অংশ বিকল হইলে আপনহইতে তাহার প্রতীকার হইতে পারে না; এবং একটি যন্ত্র আপনাহইতে আপন সদৃশ যন্ত্র নির্ম্মিত করিতে পারে না। জীবদেহে এই দুই ক্ষমতাই আশ্চর্য্যরূপে বর্ত্তমান আছে। দেহের কোন অংশ ক্ষত হইলে স্বতঃ তাহার প্রতীকার হয়; অন্যত্র হইতে রক্তমাংসাদি আনিয়া ঐ ক্ষতস্থান পূর্ণ করিতে হয় না; এবং জীবমাত্রেই আপন সদৃশ সন্তান প্রসব করিতে পারে। এই ক্ষমতা জীব ও উদ্ভিৎপদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম; তদ্ভিন্ন অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থে ইহা দৃষ্টব্য নহে।

এই আশ্চর্য্য-ব্যাপার অণ্ডদ্বারা নিষ্পন্ন হয়; তদ্দৃষ্টে ভগবান্ মনু ব্রহ্মাণ্ডও অণ্ডরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। ফলতঃ জীব ও উদ্ভিদমাত্রেই যে অণ্ডহইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোন গ্রন্থকার জরায়ুজ ও অণ্ডজ জীবের প্রভেদ করিয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় তাহাতে তাঁহারা সকল জীব ও উদ্ভিৎপদার্থের অণ্ডহইতে উৎপত্তির আপত্তি না করিয়া কেবল ভূমিষ্ঠ হওন সময়ের প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়া থাকিবেন; কারণ জরায়ুজ জীবমাত্রের আদিমাবস্থা অণ্ড, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই ঐ অণ্ডাবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; অণ্ডজ জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াও কিয়ৎকাল অণ্ডাবস্থায় অবস্থিতি করে। উদ্ভিৎপদার্থের বীজই তাহাদিগের অণ্ড। উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে অণ্ড ও বীজে যে প্রভেদ আছে তাহা যৎসামান্য; তাহাতে উভয় পদার্থকে বীজ বলিবার কোন বাধা থাকে না।

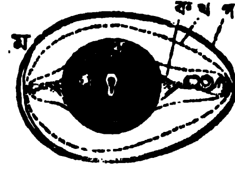
অণ্ডমাত্রেই স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন হয়। তন্নিমিত্ত বিশ্বকর্ত্তা সমস্ত ম্রিয়মাণ পদার্থকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই উভয় বিভাগ অনেক বৃক্ষে একত্রে এক পুষ্পে দৃষ্ট হয়; কিন্তু জীবদেহে তদ্রূপ উভয় চিহ্নের একাবস্থিতি নাই। অধিকাংশ জীবমাত্রেই স্ত্রী পুরুষ ইহার অন্যতর হইয়া থাকে।

এই স্ত্রীপুরুষের অনেক লক্ষণে ভিন্নতা আছে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ঐ লক্ষণসকলের বিশেষ নিরূপণ করিয়া থাকেন। কুক্কুট ও কুক্কুটী, সিংহ ও সিংহিনী, ময়ূর ও ময়ূরী, ও মনুষ্য ও স্ত্রীতে কি প্রভেদ আছে, তাহা পাঠকবর্গ সকলেই জ্ঞাত আ-

ছেন। অপরাপর অস্থিবিশিষ্ট জীবদেহে এতাদৃশ ভেদ অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়। কীট-পতঙ্গাদি জীবের মধ্যেও এই ভেদের অভাব নাই। পতঙ্গদিগের স্ত্রীপুরুষে অবয়ব-বর্ণ-পরিমাণাদি-বিষয়ে অনেক অংশের ভিন্নতা বোধ হয়। পুংখদ্যোত ডানাবিশিষ্ট, অথচ স্ত্রীখদ্যোতের ডানা নাই। স্তন্য-জীবিমধ্যে অপত্য-প্রতিপালনের নিমিত্ত স্ত্রীপশুতে স্তন আছে; পুংপশু সে অঙ্গে বিহীন। কঙ্গরু-জাতীয় পশুর স্ত্রীদিগের নাভির অধোভাগে এক প্রকার কুহর আছে; তাহাতে কঙ্গরু আপন অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া প্রতিপালন করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জীবমাত্রেই অণ্ডহইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং সকল জীবকেই কোন না কোন কালে অণ্ডরূপে থাকিতে হয়। ঐ সময়কে "গর্ভাবস্থা" শব্দে, এবং ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত জীবকে "গর্ভরূপ" বা "অণ্ডাবস্থ" * শব্দে কহি। প্রস্তাবিত অবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়জনক, যেহেতু ঐ অবস্থায় জগৎস্রষ্টা কি আশ্চর্য্য কৌশলে প্রকাণ্ড২ জীবদিগকে বীজরূপে পরিণত রাখেন. তাহা বুদ্ধীন্দ্রিয়ের একান্ত অগোচর। অপর সেই অবস্থায় খেচরদিগের অণ্ডান্তর্গত যৎকিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাবৎ-পদার্থমধ্যে কি অনির্বচনীয় উপায়ে অস্থি-মাংস-ত্বঙ্‌-নখ-কেশাদির সৃজন হয়, তাহার ধ্যান করিতে হইলে মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সকলেই জ্ঞাত আছেন অণ্ডের আবরণ এক প্রকার চূনের খোল। পার্শ্বে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহাতে ঐ খোল ম-চিহ্নে চিহ্নিত করা গিয়াছে। তাহার নিম্নে দুই প্রস্ত সূক্ষ্ম ত্বক্ থাকে; তাহা ঐ ত্বকের প-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছে। তন্নিম্নে শ্লেষ্মার ন্যায় শুক্লপদার্থ (খ-চিহ্ন)। তাহার মধ্যে তৈল-সদৃশ এক প্রকার পীতবর্ণের পদার্থ (ক-চিহ্ন)। তা-

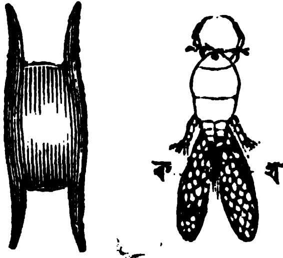


হাই অণ্ডের প্রধান ও প্রয়োজনীয় অংশ। তাহার নাম "কুসুম"। ঐ পীতপদার্থের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুহর আছে, তাহার নাম "উৎপত্তি-কুহর;" তাহার মধ্যে যে চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাকে "উৎপত্তি-চিহ্ন," শব্দে কহি। শ্বেতশ্লেষ্মা ও খোল সকল অণ্ডে বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং তাহা অণ্ডের অত্যন্তাবশ্যক পদার্থ বোধ হয় না। কুসুমাংশই সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীজাতীয় জীবমাত্রেই এই পদার্থ এক স্বতন্ত্র আধারে বর্ত্তমান থাকে। ঐ আধারের নাম "অণ্ডাধার।" অণ্ড তন্মধ্যে অতিশয় ক্ষুদ্র২ ছিদ্র ব্যাপিয়া থাকে, এবং তৎকালে ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাবস্থাপন্ন। তখনও ইহার মধ্যে উৎপত্তি-কুহরও উৎপত্তি-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থাকে প্রাগ্‌ভিম্বাস্থা বলিলে বলা যায়, যেহেতু ঐ প্রাগ্‌ভিম্ব স্ত্রীজীবদেহে স্বতঃ বর্ত্তমান থাকে; সময়ে২ উৎপন্ন হয় না। তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। কোন২ জীব-দেহে এই প্রকার প্রাগ্‌ভিম্ব ১০। ১৫ টিমাত্র থাকে। বৃহৎ স্তন্যজীবিদিগের দেহে ইহার সংখ্যা ১৫০ বা ২০০ টী হইবে; এবং ক্রমশ জীবদেহ যত অধম হইতে থাকে, ততই এই প্রাগ্‌ভিম্বের বৃদ্ধি হইয়া কীট পতঙ্গাদিতে অগণনীয় হইয়া উঠে।

স্বভাবতঃ এই প্রাগ্‌ভিম্বসকল সুষুপ্তাবস্থায় থাকে। জীবদেহ পূর্ণবয়স্ক হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে নির্ব্বন্ধীভূত বিশেষকারণে তাহা উত্তেজিত হইলে ক্রমশঃ অণ্ডাধারহইতে গর্ভশয্যায় স্থাপিত হয়। তথায় জীবদেহ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কালে অণ্ড পুষ্ট হইয়া যরায়ুজ জীবের গর্ভে

* গর্ভশব্দে গর্ভস্থ শিশুকে কহে, কিন্তু ঐ শব্দের ব্যবহারে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

ঐ জীবের অবয়ব প্রাপ্ত হয়; এবং অণ্ডজ জীবের গর্ভহইতে প্রসূত হয়। সামান্য-ব্যবহারে এই প্রসূত ডিম্বকেই অণ্ড কহা যায়। তদবস্থায় ইহার আকৃতি ঈষদ্দীর্ঘ গোলাকার, এবং এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব স্থূল। এই অবয়বের বিশেষ নাম না থাকা প্রযুক্ত ইহাকে সামান্য ব্যবহারে "অণ্ডাবয়ব" বা "অণ্ডাকার" শব্দে কহা যায়। পরন্তু এই অবয়ব অণ্ডের সামান্যাবয়ব হইলেও ইহা সর্বত্র সিদ্ধ নহে। জীবভেদে অণ্ডাবয়বের অনেক ভেদ হয়। শুদ্ধ গোলাকার ডিম্ব অনেক আছে; কীট-পতঙ্গাদির অণ্ড প্রায়ঃ তদ্রূপ। হাঙ্গরের অণ্ডের চারি স্থানে এক একটী দীর্ঘীকৃত শলাকা থাকে। অম্বুপুষ্প-



হাঙ্গরের অণ্ড। মনকুলসের পুচ্ছে সংলগ্ন অণ্ড।

নামক এক প্রকার জলজ কীট আছে, তাহার অণ্ড সর্বাঙ্গে কণ্টকাবৃত; এবং পডুরেলা নামক এক প্রকার পতঙ্গের অণ্ড কেশে আবৃত হয়। কোন২ অণ্ড শলাকার ন্যায় দীর্ঘ, কেহ বা ত্রিকোণবিশিষ্ট, এবং কাহার বা অঙ্গ অসম।



অম্বুপুষ্পের অণ্ড। পডুরেলার অণ্ড।

সকল অণ্ড এক নিয়মে প্রসূত হয় না। অনেকেই এক একটি করিয়া ক্রমশঃ প্রসূত হয়, যথা পক্ষ্যাদির অণ্ড। কোন২ অণ্ড জরায়ুহইতে এককালে বহুসংখ্যায় নির্গত হয়। ঐ নির্গমন-কালে কোন২ জীবের অণ্ড ত্বগ্ বা শ্লেষ্মায় আবৃত থাকে। কথিত আছে, উইপোকা ২৪ ঘণ্টায় ৮০,০০০ অণ্ড প্রসূত করে; এবং গর্ভিয়স্ নামক সামান্য কোন কীট তদপেক্ষায় অল্প কালে ৮,০০,০০০ লক্ষ অণ্ড নির্গত করে।

প্রসবানন্তর সকল অণ্ড একাবস্থায় থাকে না। পক্ষির অণ্ড যথোপযুক্ত নীড়ে সংরক্ষিত হইয়া পিতৃমাতৃকর্তৃক প্রতিপালিত হয়। মৎস্যাণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বয়ং জলস্রোতে সঞ্চালিত হইতে হইতে প্রস্ফুটিত হয়। পতঙ্গেরা আবাস নির্ম্মিত করে; তন্মধ্যে ভাবি অপত্যের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ খাদ্য সংস্থাপিত করিয়া তথায় অণ্ড প্রসূত করত আপন জীবন যাত্রার শেষ করে; অপত্যোৎপাদনের অপেক্ষায় আর জীবিত থাকে না। চিঙ্গড়ীমৎস্য ও কর্কটীর অণ্ড তাহাদের উদরের উপর সংলগ্ন থাকে; এবং মনকুলস্-নামক জলজ জীবের পুচ্ছের নিকট তাহার অণ্ড সংলগ্ন থাকে। মণ্ডুকেরা আপন অণ্ড স্কন্ধে বহন করে; তন্মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে ঐ অণ্ড স্ত্রীর পরিবর্ত্তে পুম্মণ্ডুকেরা বহন করিয়া থাকে। অনেক মক্ষিকারা আপন অণ্ড অন্য জীবের দেহে প্রসব করিয়া দেয়। কোন২ জীবেরা যে কোন স্থানে অণ্ড প্রসব করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করে; অণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোন উদ্যোগ করে না।

অণ্ড প্রসূত হইবামাত্র তন্মধ্যে ভাবিজীবের শরীর গঠিত হইতে আরব্ধ হয় না। প্রসবের পর অণ্ড কিয়ৎকাল স্তব্ধ বা সুষুপ্তাবস্থায় থাকে। ঐ শুদ্ধাবস্থার পরিমাণ সকল জীবে তুল্য নহে। হংস যে কয়েক দিবস ক্রমাগত অণ্ড প্রসব করিতে থাকে, তত দিবস প্রসূত অণ্ডমধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় না; অণ্ডপ্রসবহইতে স্থগিত হইলে ঐ অণ্ডের কুসুমমধ্যে শাব-

ঙ্কদেহ অঙ্কুরিত হইতে আরব্ধ হয়। রেশম-কীটের অণ্ড ঋতুভেদে একপক্ষহইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্তব্ধ থাকে। বল্মীকের অণ্ড এক বৎসর স্তব্ধ থাকে, এবং পন্মুপালের অণ্ড প্রসূত হইবার পর দ্বাদশবৎসর স্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে প্রস্ফুটিত হয়। বৃক্ষের বীজ অণ্ডস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে আয়ু অতিদীর্ঘ-কালপর্য্যন্ত সুযুপ্ত থাকিয়া পরে ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করে। মিসরদেশে তিন সহস্র বৎসর প্রাচীন গোধূম অঙ্কুরিত ও ফলবান্ হইয়াছে।

কণিকা-সমুচ্চয়।

ডাইনের শাস্তি।

আফরিকাখণ্ডে জাম্বেসী নামে এক নদী আছে; তাহা পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে তিনশতক্রোশ দীর্ঘ। ঐ নদীর তীরবর্ত্তি বেকুয়ানা-জাতির মধ্যে এক আশ্চর্য্য প্রথা আছে।

তজ্জাতীয় কোন পুরুষ তাহার কোন স্ত্রী ডাইন হইয়া তাহাকে বশ করিয়াছে এই প্রকার মনে সন্দেহ করিলে সপরিবারে এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে গিয়া ডাইনের রোজাকে আহ্বান করে। ক্ষেত্রমধ্যে তাহার স্ত্রীরা যতক্ষণ না মীমাংসার শেষ হয়, ততক্ষণ কেহই আহার করে না; এবং সকলেই ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া আপন ২ নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপন করে। অনন্তর রোজা আসিয়া এক প্রকার বনজ লতা জলে ভিজাইয়া ঐ জল সকলকে পান করিতে দেয়। তাহা পান করিলে বমন বা ভেদ হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা যাহাদিগের বমন হয় তাহাদেরই রক্ষা; নতুবা বিষম সঙ্কট; যেহেতু যাহাদের ভেদ হয় তাহারা সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ করে। নির্দোষিরা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শুভগ্রহের নিমিত্ত কুক্কুটবলি প্রদান করে।

এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রথা জাম্বেসী নদীর উত্তরস্থ সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। তাহাদিগের স্ত্রীরা নির্দ্দোষিতা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এরূপ উৎসুক যে কেহ না বলিলেও আপনারা ইচ্ছা করিয়া ঔষধি পান করত পরীক্ষা দেয়।

এই প্রায়শ্চিত্তের প্রথা বারোট্‌সী, বাশুবিয়া ও বাটোচ্‌কা জাতীয়দের মধ্যেও প্রচলিত আছে; পরন্তু বারোট্‌সী জাতীয়েরা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে ঔষধি পান না করাইয়া কুক্কুট বা কুক্কুরকে খাওয়াইয়া দেয়। ঐ জন্তুদিগের ভেদ বা বমনঅনুসারে সন্দিগ্ধ ব্যক্তির দোষাদোষ ব্যক্ত হয়। সীতার অগ্নিপ্রবেশ ও তপ্ত লৌহাদি ধারণরূপ প্রথা ইহারই সদৃশ বটে। পরন্তু এই সকল প্রথা ইঙ্গলণ্ড দেশীয়দের মধ্যে যে প্রকারে ডাইন পরীক্ষা ছিল তাহার তুল্য কৌতুকাবহ নহে। তাহারা সন্দিগ্ধ ডাইনকে হস্ত-পদে বন্ধন করত পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত করিত। যদি ঐ হস্তপদবদ্ধা স্ত্রী ডুবিয়া মগ্ন হইয়া যাইত তাহা হইলে স্কট্‌জাতীয়েরা তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ব্যক্ত করিত; আর যদি সে ভাসিত, তবে তাহাকে দোষী স্থির করিয়া জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক অগ্নিতে দাহ করিত। ফলতঃ দোষী নির্দ্দোষী উভয়কেই মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইত; তবে তদ্দেশে কুৎসিতা বৃদ্ধা নারীরাই ডাইন বলিয়া অপবাদিত হইত; অতএব তাহাদের মৃত্যুতে, বোধ হয়, দেশের লোকের নিতান্ত শোক হইত না।

আঙ্গোলাদিগের শোক চিহ্ন।

আফরিকাখণ্ডে আঙ্গোলা নামে এক দেশ আছে; তথাকার মনুষ্যদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহের

প্রথা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকতাপে অধীর হই; এই জাতীয়েরা কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ এক গৃহমধ্যে রাখিয়া আপনারা আগত জ্ঞাতিকুটম্বাদির সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যগীত-বাদ্যাদি নানা প্রকার আমোদে ও প্রচুর ভোজনে মত্ত হয়। এই প্রকারে পাঁচ ছয় দিবস গত হইলে একশূকর-বলি প্রদান-পূর্ব্বক তাহার মস্তক কোন নিকটস্থ নদীতে নিক্ষিপ্ত করত তাহারা শূকর মাংসে বিশেষ সমারোহে ভোজ সিদ্ধ করে। এই ব্যাপারে সুরাপানের বিশেষ বাহুল্য হইয়া থাকে; এবং সর্ব্বস্ব ব্যয় স্বীকার ও ঋণগ্রস্ত হইয়াও ইহা বহ্বাডম্বরে নির্ব্বাহিত করিতে পারিলে তাহারা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করে। যদি কোন উপযুক্ত সন্তান মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া উন্মত্তাবস্থায় এই মহোৎসবে উপস্থিত হয়, আর কেহ তাহাকে তন্নিমিত্ত ধিক্কার দিয়া কহে, "ছি, এত উন্মত্ত হইয়াছ!" তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করে, "বা, আমার মা মরেছে, আমি এমন করিব না?"

ব্যাধিবৈদ্য ও বৃষ্টিবৈদ্যের কথোপকথন।

অনাবৃষ্টির প্রবলতাহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতিতেই কোন না কোন উপায় অব্যর্থ বোধে অবলম্বন করে। ইংরাজ প্রভৃতি জাতীয়েরা ধর্ম্মমন্দিরে কাতরতা-প্রকাশ-পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট জলের প্রার্থনা করেন। হিন্দুস্থানেতে জলেশ্বর শিবের স্নান করান এবং অশ্বত্থ পত্রে রাম নামাদি লিখিত হইয়া থাকে। আফরিকাখণ্ডে অনাবৃষ্টির যাতনাই বিষম। ঐ যাতনার উপশমনার্থে তথাকার লোকেরা নানা উপায় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে এক উপায় কৌতুকাবহ বোধ হয়। তথাকার ব্যক্তিদিগের এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে মনুষ্যদ্বারা বৃষ্টি হইবার উপায় হইতে পারে, এবং সেই বিশ্বাসের সমুৎপাদক উক্ত স্থানীয় সকল জাতীয়দের মধ্যেই এক এক জন বৃষ্টিবৈদ্য থাকে। সে ঔষধিদ্বারা মন্ত্রবলে জলধরকে বিমোহিত করিতে পারে; এবং জলধর বর্ষণ করিয়া তাহার মান রক্ষা করেন।

এই প্রকার এক জন বৃষ্টিবৈদ্যের সহিত ডাক্তর লিবিংষ্টন্ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ উভয়ের মধ্যে আপন২ বিদ্যার মাহাত্ম্য-বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম-সঙ্গ্রহ করা গেল। তদ্যথা

ব্যাধিবৈদ্য। নমস্কার বন্ধো! অদ্য কি কি ঔষধ তোমার নিকট আছে। এই দেশের সকল ঔষধইত তোমার নিকট থাকে।

বৃষ্টিবৈদ্য। হাঁ! রাখিতে হয়, সমস্তদেশে বৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে; কি করি? এই বৃষ্টির উপায় করিতেছি।

ব্যাধিবৈদ্য। তবে তোমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে যে জলধর তোমার আজ্ঞাবহ; অথচ জলধরকে আজ্ঞাবহ করিতে মনুষ্যের সাধ্য নাই পরমেশ্বরই তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন।

বৃষ্টিবৈদ্য। হাঁ! আমরা উভয়েই ঐ রূপ বিশ্বাস করি বটে, যে পরমেশ্বরই বৃষ্টি বরিষণ করেন; কিন্তু আমি এই সকল ঔষধিদ্বারা তাঁহার স্তব করি, তাহাতেই বৃষ্টি হয়, সুতরাং ঐ বৃষ্টি আমারই করা বলিতে হয়। যখন বেকুয়ানারা শকুএনে প্রদেশে থাকিত, তখন কএক বৎসর ধরিয়া আমি বৃষ্টি করিয়াছিলাম; এবং আমার বিদ্যা প্রভাবে তাহাদিগের স্ত্রীরা স্থূলকায়া ও উজ্জ্বলবর্ণা হইয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহা যথার্থ কি না জ্ঞাত হইবেন।

ব্যাধিবৈদ্য। আমরা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছি যে পরমেশ্বরের নাম লইয়াই

তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়। ঔষধির প্রয়োজন রাখে না।

বৃষ্টিবৈদ্য। যথার্থ; কিন্তু পরমেশ্বর আমাদিগকে তদ্রূপ বলেন নাই। তিনি তোমাদিগকে সুন্দর করিয়াছেন, এবং পরিচ্ছদ, কামান, বারূদ, ঘোটক ইত্যাদি কত বস্তু দিয়াছেন। আমাদিগের প্রতি তাঁহার কোন স্নেহ ছিল না। কাষ্ঠের বল্লম, গো, মহিষাদি পশু ও বৃষ্টি করিবার ক্ষমতা এতাবৎ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। অপর তোমাদিগের ন্যায় আমাদিগের অন্তঃকরণও উত্তম নহে। অন্যান্য জাতীয়েরা আমাদিগের দেশে বৃষ্টিহইতে নিবারণ করিবার মানসে আমাদিগের বাসস্থানে ঔষধি রাখিয়া যায়। অতএব আমরা ঔষধিদ্বারা তাহাদিগকে বিমোহিত করিয়া নষ্ট করিয়া থাকি। পরমেশ্বর আমাদিগের এবম্প্রকার ঔষধি দিয়াছেন যদ্দ্বারা আমরা বৃষ্টি করিতে সক্ষম হই।

ব্যাধিবৈদ্য। তোমার ঔষধে বৃষ্টি হয় ইহা বিশ্বাস করা কেবল ভ্রম মাত্র।

বৃষ্টিবৈদ্য। হাঁ। লোকে যে বিষয় জ্ঞাত নহে, তাহাকে ঐ রূপ করিয়াই বর্ণন করে। আমরা আজন্ম পূর্ব্বপুরুষদিগকে বৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগেরই পথ অবলম্বন করি।

ব্যাধিবৈদ্য। বৃষ্টির আবশ্যকতা বিষয়ে তোমার সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। কিন্তু জলধরকে বিমোহিত করিতে তোমার কি ক্ষমতা আছে। তুমি মেঘ উঠিবার অপেক্ষা করিয়া থাক; পরে যখন মেঘ উঠে তখন ঔষধি ব্যবহার করিয়া বৃষ্টি হইলে আপনি পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য গ্রহণ কর।

বৃষ্টিবৈদ্য। আমি আমার ঔষধি ব্যবহার করি; তুমি তোমার ঔষধি ব্যবহার কর। আমরা উভয়েই বৈদ্য; বৈদ্যেরা কদাপি প্রবঞ্চক নহে। তুমি রোগীকে ঔষধি সেবন করাও, এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাহার আরোগ্য হইলেই তোমার আপন ঔষধির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর; আর তাহার মৃত্যু হইলে পরমেশ্বরের ইচ্ছা দেখাও। আমার বৃষ্টি করিবার বিষয়ও ঐ রূপ জানিবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে আমি ঔষধি পরিত্যাগ করি, তবে তুমি কেন ঔষধির ব্যবসায় কর?

ব্যাধিবৈদ্য। আমি জীবিতদিগেরই ঔষধি সেবন করাই; কিন্তু তুমি যে মেঘের নিমিত্ত ঔষধি কর, তথায় তোমার ঔষধি পৌঁহুছিতেই পারে না; এক দিকে মেঘ থাকে ও তোমার ঔষধির ধূম অন্য দিগে উড়িয়া যায়। পরমেশ্বরই বৃষ্টি করিতে পারেন; তুমি ঔষধি না করিলেও পরমেশ্বর বৃষ্টি করিবেন।

বৃষ্টিবৈদ্য। আমি এত দিন শ্বেত মনুষ্যদিগকে বিজ্ঞ মনে করিতাম। কিন্তু অদ্য তাহা ভ্রম বোধ হইল। আমি বৃষ্টি করিবার উদ্যোগ না করিলে দুর্ভিক্ষ্য হইবে। অনাহারের পরীক্ষা কে কোথায় করে? মৃত্যু কি অতি সুখ জনক?

ব্যাধিবৈদ্য। আমার বোধে তুমি আপনাকে ও স্বদেশীয়দিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছ মাত্র।

বৃষ্টিবৈদ্য। তবে আমরা দুই জনেই এক প্রকার; উভয়েই ঔষধিদ্বারা প্রবঞ্চনা করিতেছি; আমি আপনাহইতে স্বতন্ত্র হইলাম না।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, ফাল্গুন। [৪৭ খণ্ড



সিডনী নগর।

অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপের আদিমবাসিদিগের বিবরণ।



র্য্যোদয় হইলে জগৎপ্রতিমার অন্ধকাররূপ মালিন্য দূরে পরাহত হইয়া যেমন অপূর্ব্ব রমণীয়তা উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ সভ্যতার সমাগমে ভারত-মহাসাগরের পূর্ব্বভাগে স্থিত বিস্তীর্ণ অস্ট্রেলিয়া-খণ্ডের আদিমবাসিরা স্বভাব-সিদ্ধাসভ্যলীলা-সম্বরণ-পুরঃসর অভিনব শিষ্টাচারের অনুকরণে প্রস্তুত হইতেছে। এমত সময়ে তাহাদের জাতীয় স্বভাব ও আচার-ব্যবহারের যথাপ্রাপ্ত বিবরণ সাধারণের তুষ্টিজনক হইবেক, সন্দেহ নাই।

অজ্ঞানাবস্থায় মৃগয়াই মনুষ্যদিগের জীবিকোপায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম বাসিরা এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইমু-নামক এক প্রকার পক্ষির শিকার করাই তাহাদের পরম-কৌতুকজনিকা ক্রীড়া। তদর্থে তাহারা জলজ বৃক্ষমূলাদি উত্তপ্ত করত ছেঁচিয়া তাহাহইতে একপ্রকার সূতা বাহির করিয়া পরে তদ্দ্বারা ৪০ হস্ত দীর্ঘ ও প্রায়ঃ সাড়ে তিন হস্ত প্রশস্ত বৃহৎ বৃহৎ জাল প্রস্তুত করে।

অন্তঃপর জলপানার্থ জলাশয়ের অভিমুখে উক্ত পক্ষিকুলের গমনকালীন স্বন্ স্বন্ শব্দ কর্ণগোচর হইলেই কতিপয় ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাগুরা বিস্তৃত-করণ-পূর্ব্বক অন্তরিত হইয়া বসিয়া থাকে। পরে পক্ষিসকল আসিবামাত্র তাহাদিগকে জালের দিকে তাড়াইয়া দেয়। অন্যান্য ব্যক্তিরা আক্রমণের উপক্রমে তথায় গোপনে অবস্থিতি করিতে থাকে। তাহাতে পক্ষিরা ত্রাসযুক্ত হইয়া জালবদ্ধ হইলে ঐ ব্যাধগণ অতি-বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করত জালে থাকিতে থাকিতেই ধৃত করিয়া বঁর্ষা ও অন্যান্য অস্ত্রদ্বারা বধ করে। এবম্প্রকার-কৌশলে তাহারা ন্যূনাধিক ৩০ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত পরিসর অন্য একপ্রকার জাল পাতিয়া কঙ্গরূ-নামক এক-প্রকার পশুর শিকার করে। তদর্থে ঐ ব্যাধেরা দলবদ্ধ হইয়া উক্ত পশুর চরণার্থে গমনাগমনের পথে জাল বিস্তৃত করিয়া রাখে; ও বনের অপর দিক্ সকল হইতে স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া উচ্চরবে কোলাহল করত তাহাদিগকে জালাভিমুখে তাড়াইয়া দেয়; সুতরাং তাহারা জালে বদ্ধ হইয়া হত হয়।

অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপের কোন কোন বিচক্ষণ ঔপনিবেশিকেরা অনুমান করেন যে তদ্দেশীয়দিগের ঈদৃশ নিকৃষ্টাবস্থা তদীয় আবাসস্থানের স্বভাব হইতেই ঘটিয়াছে, কারণ ধান্য অথবা অন্যান্য শস্যফলাদি তথায় কিছুই পাওয়া যায় না; কেবল কঙ্গরূ প্রভৃতি কতকগুলি পশু ও পক্ষির শিকারেই তাহাদের বুদ্ধি-কৌশল ও জীবনকাল সম্যক্ সমর্পিত হয়; সুতরাং বিবিধ-তত্ত্বানুসন্ধান ও নানাজাতীয় সুখসেব্য সামগ্রীর প্রয়োজনবিরহে মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপায় না থাকাতে নির্ম্মিৎসা ও স্ব স্ব অবস্থার উন্নতির চিন্তা আকুঞ্চিত হইয়া আইসে, এবং তাহারা কেবল মৃগয়াদ্বারা উদর-পূর্ত্তি-করণই জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য জানিয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তিসমুদায়ের সঞ্চালনের সুখময়ফলভোগে বঞ্চিত থাকে। ঈদৃশাবস্থায় মনুষ্য যে জন্তুর ন্যায় জ্ঞান ও বিবেচনা বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবেক, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ তৎপ্রযুক্তই অস্ট্রেলিয়ার আদিমবাসিরা তাদৃশ নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোধ হয়, ধর্ম্মবিষয়ে প্রস্তাবিত ব্যক্তিদিগের কোন উপদেবতার অস্তিত্বে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে। উহাকে তাহারা অত্যন্ত ভয় করে; এবং মনে করে, ঐ উপদেবতা নিশাভাগে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। এ জন্য তাহারা অন্ধকারে কদাপি শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হয় না।

তাহারা প্রাচীন লোকদিগের মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার করে। অপর তরুণ পুত্র রাখিয়া কোন স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ হইলে ঐ জীবিত বালককে ঐ মাতার সহিত ভূমিসাৎ করে; এবং তাহাদের কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার নাম আর কেহ উল্লেখ করে না; বরং তজ্জাতিভুক্ত কাহারও সেই নাম থাকিলে তাহাকে অন্য নাম গ্রহণ করিতে হয়।

উক্তদেশীয় উদ্বাহোপাসনার রীতি শ্বেতাঙ্গমহিলামণ্ডলে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাযোগ্য হইবেক না। তদ্দেশীয় পুরুষ জাত্যন্তর হইতে আপনার ভাবি ভার্য্যাকে মনোনীতপূর্ব্বক স্থির করিয়া তাহাকে তাহার রক্ষকগণহইতে কিয়দ্দূরে দেখিতে পাইলেই ঐ সুযোগক্রমে গোপনে তাহার সন্নিধানে আগমন করে। পরে তাহার সহিত প্রীতি-গর্ভ-মিষ্ট-মধুরালাপ করার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠযষ্টি বা অন্য কোন কঠোর দণ্ডদ্বারা হউক তাহাকে প্রহার করিয়া এককালে অচৈতন্য করিয়া ফেলে। তদনন্তর তাহাকে স্বজাতি মধ্যে

আনিয়া বিবাহ করে। এতদর্থে তাহারা সর্বদা যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত থাকে।

স্বভাবতঃ প্রস্তাবিত আদিমবাসিরা কোন পরিচ্ছদ ধারণ করে না; পরন্তু পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে আপনাদিগকে ভূষিত করিয়া যথেষ্ট গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা কখন২ এক স্কন্ধোপরি এক খানি কম্বল আবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের দেহ আচ্ছাদিত করে।

তত্রস্থ রমণীগণের শোভানুভাবকতা-শক্তি বিলক্ষণ বলবতী। ইহাতে বোধ হয় সর্বত্রই স্ত্রীজাতির প্রকৃতি একপ্রকার। ফলতঃ বিলাতি যুবতীগণ মনোহর ফরাশীস শিরোভূষণ পাইলে, অথবা অত্রস্থ অঙ্গনারা বহুমূল্য ঢাকাই বা পট্ট সাটিকা কিম্বা অভিনব স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইলে যাদৃশ প্রীতি প্রকাশ করেন, তদ্দেশীয় তরুণীগণ এক খণ্ড ছীটের রুমাল বা কতকগুলি পলাকাঁটী প্রাপ্ত হইলেই তাদৃশ প্রফুল্লিতা হয়।

প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি তদ্দেশায়দিগের বিশেষ প্রবল। অধিক কি কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিলেও তাহারা তদীয় বন্ধুর প্রতি তদ্দৈববিপাকের সম্যক্ দোষারোপ করিয়া তাহাকে বড়শাদ্বারা বারম্বার আঘাত করত শোণিত নির্গত করে। এইজন্যই শ্বেতপুরুষদিগের প্রতি তাহাদের এত বৈরভাব। আদিম ঔপনিবেশিক দিগের দারুণ দুর্বৃত্ততা কদাপি তাহাদের হৃদয়হইতে অপসৃত বা খণ্ডিত হইবার নহে; কারণ উক্ত ঔপনিবেশিকেরা পূর্ব্বে ঐ দেশায়দিগকে বন্যপশুর ন্যায় সর্বত্র শিকার করিয়া বেড়াইত; এবং সহস্র নিরপরাধী হইলেও দেখিবামাত্র গুলি করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিত।

আদিমবাসিদের অবয়ব অত্যন্ত কর্কশ হওয়া প্রযুক্ত দেখিতে সুদৃশ্য নহে। তাহাদের ওষ্ঠাধর স্থূল, নাসিকা প্রসস্ত, এবং ললাটদেশ ক্রমশঃ নিম্ন অর্থাৎ গড়ানে। তাহাদের মূর্ত্তি, সামান্যতঃ, সৌম্য বা সুগঠিত বলা যায় না। অপর তাহারা বিশেষ বলিষ্ঠও নহে; কেবল অনেকে দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে বলিয়াই তাহারা ভয়ানক বোধ হয়।

আদিমবাসিদের সংখ্যা অধিক নহে; যাহা কিছু আছে ক্রমে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এইক্ষণে তাহাদের অনেক জাতির লোপ হইয়াছে। তাহাদিগকে আশ্রয়-প্রদানার্থে ও সভ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত-করণাভিপ্রায়ে বহুতর উদ্যোগ ও প্রযত্ন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিয়াছে। তত্রস্থ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিবিধ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলেও তত্রত্য ব্যক্তিরা শৈশবকাল অতিক্রমণ করিলেই প্রায়ঃ সকলে পরিচ্ছদের পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বজাতীয়-প্রবৃত্তিসাধক প্রিয়তম আচার-ব্যবহারের অনুগমনার্থে একান্তে স্বধামে প্রত্যাগমন করে; ফলতঃ কতিপয় বালিকামাত্র সাহেবদিগের গৃহপরিচারিকা হইতে স্বীকৃত হয়। অপর তাহারাও সুযোগ উপস্থিত হইলে সকল জলাঞ্জলি দিয়া কাননে প্রস্থান করিতে উদ্যত হয়। যাহা হউক অধুনা তাহাদের আচারব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরাজ রাখাল ও শ্রমোপজীবি ব্যক্তির অভাব-বশতঃ তত্রস্থ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরা পূর্ব্বপ্রচলিত-প্রথানুযায়িক কেবল আহার-পরিধেয়ের বিনিময়ে দেশীয়দিগকে উপযুক্ত অর্থ বেতন প্রদান, ও তাহাদের মনোভিমত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে প্রায়ঃ সর্বত্র মাঙ্গলিক ফল দর্শিয়াছে। কায়িক পরিশ্রম করিতে তাহাদের কিঞ্চিম্মাত্র প্রবৃত্তি নাই। পরন্তু তাহারা সকলেই বিশ্বাসী গৃহ-রক্ষক, সতর্ক ও সুধীর মেষপালক এবং

ব্যবসায়েও বিলক্ষণ উপযুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্যে, তথা রোম-প্রক্ষালন প্রভৃতি মেষসম্বন্ধীয় অপরাপর ব্যাপারে, এক্ষণে বহু-সঙ্খ্যক ব্যক্তিরা ব্যাপৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিরন্তর স্থানান্তর-গমনেচ্ছারূপ দারুণ চঞ্চল প্রকৃতির বশীকরণ যে কতদূর কৃতসাধ্য তাহা অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই। এই জিগমিষা-বৃত্তি অর্থাৎ চঞ্চল-স্বভাবের প্রাবল্য-বশতই তথায় এক স্থানে স্থায়ী হইয়া বসবাস করা এ পর্য্যন্ত দুষ্কর হইয়াছে। শ্রী.

জ্ঞানশিক্ষার বিষয়।



কন কহিয়াছেন যে 'ফললাভই মনুষ্যের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য।' মনুষ্যের সুখসৌভাগ্য-বৃদ্ধি ও দুঃখ-মোচন ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভের সার্থকতা হয় না। কি দর্শন-শাস্ত্র, কি পদার্থ-বিদ্যা, কি রাজনিয়ম, কি ঈশ্বর-জ্ঞান, এ সমস্ত উপার্জ্জনের কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য 'সুখ।'

'প্রয়োজন' ও 'উন্নতি' এই দুইটি পদ বেকনের সমস্ত উপদেশের দ্বারস্বরূপ। প্রাচীন মতানুসারে জ্ঞানশিক্ষা-সম্পন্ন হইলে তাহাতে কোন ক্রমেই ঐহিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। ধর্ম্মোন্নতির দুরূহ-নিয়ম-সকল কেবল প্রাচীন পণ্ডিতদিগের বিবেচনার যোগ্য ছিল। বাস্তবিক সে নিয়মসকল এতাদৃশ দুরূহ যে তাহা কেবল নিয়ম রূপেই থাকিতে পারে, তাহা কখন কার্য্যরূপে পরিণত হইতে পারে না। গ্রীস ও রোম দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ মানবজাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধক কোন কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করিতে কদাপি সম্মত হইতেন না; সে কর্ম্ম তাহাদের মতে নীচ এবং নীতিবিরুদ্ধ ছিল। যিনি জ্ঞান-শৈলের শিখর-দেশে আরোহণ করিয়াছেন তিনি কি তন্ত্র অথবা কুঠার কিম্বা দগ্ধ মৃত্তিকায় হস্তক্ষেপ করিতে অবনত হইবেন? এই প্রকার অধম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অধম দাসগণেরই উপযুক্ত। যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা স্বতন্ত্র পদার্থ; জড়-বস্তুহইতে স্বতন্ত্র থাকাই জ্ঞানার্জ্জনের যথার্থ অভিপ্রায়। জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল স্বভাব অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করেন। শারীরিক সুখ-লাভে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি সেই উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন নাই, যে অবস্থায় পশুচর্ম্মেই বস্ত্রাচ্ছাদন, গুহাতেই বাস-স্থান, ও স্বভাবজাত ফলমূলাদিতে আহারের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। তাঁহার বিবেচনায় পোত রথ পর্য্যঙ্ক ইত্যাদি নির্ম্মাণ করা কদাপি তাহার উপযুক্ত কার্য্য নহে। সেনেকা কহেন যে যদি সুকৌশলসম্পন্ন যন্ত্র নির্ম্মাণে এবং পরিপাটী শিল্পকার্য্যেই জ্ঞানলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তবে এক জন সুনিপুণ পাদুকাকারকে পরম জ্ঞানবান্ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে এক জন সুনিপুণ পাদুকাকার এবং ক্রোধ বিষয়ক একটি সুচারু প্রস্তাবের রচনাকর্ত্তা সেনেকা, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যথার্থ উপকারী, তবে পাদুকাকারের অনুকূলেই এ বিবেচার নিষ্পত্তি হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পাদুকা-ধারণ অপেক্ষা ক্রোধ-সম্বরণ করা শ্রেয়স্কর, কিন্তু পাদুকাকার লক্ষ২ ব্যক্তির পদকে ধূলি হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর সেনেকা এক জনেরও ক্রোধ নিবারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না ইহা সন্দেহনীয়।

এই নিষ্প্রয়োজনীয় মত হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বেকনের মত বিবেচনা করা অতীব কর্ত্তব্য। আজন্মমৃত্যুপর্য্যন্ত তাঁহার মনে এই এক বিশ্বাস জাগরূক ছিল যে যে বিষয় সামান্য ব্যক্তির উপযুক্ত, যে বিষয় সামান্য ব্যক্তির সুখ-দুঃখের কারণ, সে বিষয় কদাপি অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তির পক্ষেও অকিঞ্চিৎকর নহে। এই মতই তাঁহার সমস্ত মতের মূলস্বরূপ।

জ্ঞান বিষয়ে সেনেকা যে অনর্থক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমস্ত পুরাতন জ্ঞানীদিগের মতের বিরুদ্ধ নহে। সক্রেটিস্ প্লেটো, আরিষ্টটল্ প্রভৃতি সমস্ত পণ্ডিতগণেরই ঐ প্রকার উপদেশ।

যে জ্ঞান বৃক্ষ সক্রেটিস্ রোপিত করেন, ও যদুপরি প্লেটো জল সেচন করিয়াছেন তাহা যদি মনোহর পুষ্প ও নবীন পত্র দেখিয়া বিবেচিত ও পরীক্ষিত হয় তবে তাহা অতিসুন্দর বৃক্ষ বলিয়া মানিতে হইবে; কিন্তু ফলদ্বারা পরিচিত হইলে তাহা কখনই সে প্রকার সুরম্য বোধ হয় না। যাঁহারা সে বৃক্ষের রোপণ ও পালন করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞানীগণের মধ্যে প্রধান আসনে উপবিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের উপদেশ-মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলে তাহা অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করা অসাধ্য। তাহা কেবল আয়াসের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, উন্নতির জন্য হয় নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণের রচনা যুক্তি ও তর্কে পরিপূর্ণ; অবশ্যই ইহা স্বীকর্ত্তব্য। কিন্তু যখন আমরা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে উৎসুখ হই,—যখন আমরা মনুষ্য-জাতির দুঃখের হ্রাস ও সুখের বৃদ্ধির উপায়ান্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুল হই—তখনই আমরা এক প্রকার নিরাশ হইয়া যাই; তখন আমাদের মনে হয় যে এ সমস্ত দর্শনশাস্ত্র তর্কেতে আরম্ভ ও তর্কেতেই শেষ হইয়াছে। ঐ শাস্ত্ররূপক্ষেত্রে বীজবপন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তদুপযুক্ত শস্য হয় নাই। ইহার সমুদায় স্থানের মধ্যে এক স্থানও উর্ব্বরা নহে; ইহা কণ্টকে পরিপূর্ণ। ইহাতে ভ্রমণকর্ত্তারা অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উপনীত হইয়া কেবল কণ্টক বিদ্ধ হয়েন; কিছুই খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন না।

পূর্ব্বকার পণ্ডিতেরা তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি যথা বিধানে পরিচালন না করাতে পৃথিবী অনেক উপকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দুঃখ অমঙ্গলের কারণ কি না, এই জগৎ মায়াময় কি সত্য, আমরা কোন বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয়রূপে অবগত হইতে পারি কি না, ইহাই সত্য কি না যে আমরা কোন বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞানে সমর্থ নহি, জ্ঞানী ব্যক্তি সুখী কি না, ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে কি না, একটি সূচীর অগ্রভাগে কএটা ভূত নৃত্য করিতে পারে, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইত। এই প্রকারে জ্ঞানের উন্নতি হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। যাঁহারা এই প্রকার বাগ্‌যুদ্ধে সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছেন, ইহাদ্বারা অবশ্য তাঁহাদের মানস ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে যথার্থ জ্ঞানভাণ্ডারের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। মনুষ্য মনকে জ্ঞানপথে অগ্রসর করিবার জন্য যত পরিশ্রমের আবশ্যক, এই প্রকার বৃথাতর্কে ইহাদের তদপেক্ষা অল্প পরিশ্রম হয় নাই; কিন্তু এতাদৃশ মানসিক পরিশ্রমে উন্নতির কোন লক্ষণই প্রকাশিত হয় নাই। কি বিজ্ঞান কি রাজনিয়ম কি সামাজিক নিয়ম এই সমস্ত বিষয় যেমন হইয়া আসিতেছে; তাহাদের মতের সে প্রকার উন্নতি হইবার উপায় ছিল না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য, পরিশ্রম, উৎসাহ, এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা কোন মতেই ন্যূন নহেন। তাঁহাদের

মনে স্বভাবভূমি খনন করিবার উপযুক্ত অস্ত্র বিদ্যমান ছিল, অস্ত্র-চালনেও তাঁহারা নিপুণ বটেন, কিন্তু অস্ত্র চালনায় মরুভূমির কি হইবে?

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা-হইতে বিরত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান ফলেতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। মানসিক-সুখ-চিন্তাহইতে ইন্দ্রিয়-সুখচিন্তা-পর্য্যন্ত সকলই কণ্টকে আবৃত। সেনেকা নামক পণ্ডিত পদার্থবিদ্যার শিক্ষার আবশ্যকতা নানা তর্ক বিতর্কদ্বারা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় কি? জড় পদার্থের উপর মনুষ্যের আধিপত্য সংস্থাপন করা, এবং তদ্দ্বারা সুখরাজ্যের বিস্তার করা কদাচ তাঁহার মনে পদার্থবিদ্যার অধিকার বলিয়া বোধ হয় নাই। তাঁহার মতে উক্ত বিদ্যাদ্বারা মনুষ্য নীচ-চিন্তা ও নীচ-কার্য্য হইতে বিরত হইয়া তাঁহার মনোমত নানা প্রকার দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে পারিলেই, তাহার শিক্ষা সার্থক হইল। মনোবৃত্তির চালনা করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য; অতএব তাঁহার মতে ইহা তর্কশাস্ত্রের অধীন, সুতরাং ইহা তর্ক শাস্ত্রের ন্যায় নিরর্থক।

ইপিকুরিয় নামা দার্শনিকেরাও যে এই প্রকার মতে আকৃষ্ট ছিল ইহা আশ্চর্য্য। হাস্যকৌতুকে কালযাপন করাকেই তাঁহারা জীবনের সার্থক্য জ্ঞান করিতেন, অতএব ইন্দ্রিয়সুখবৃদ্ধির নিমিত্তে তাঁহাদের যত্ন করা সম্ভব বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাদের মনে এপ্রকার চিন্তার কখনই উদয় হয় নাই। তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁহাদের সুখের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রস্তুত হইবার আর উপায় নাই। এই প্রকার আশাবিহীন সন্তোষ, এই প্রকার অসঙ্গত বিশ্বাস, যে যাহা হইয়াছে সমস্তই উত্তম আর অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা সমস্ত পূর্ব্বতন পণ্ডিত-গণের হৃদয়ঙ্গম ছিল। পূর্ব্বোক্ত ইপিকুর্য়রিয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধী ষ্টোয়িক সম্প্রদায়িরা ধর্ম্মোন্নতির জন্য মনুষ্য-জীবন সার্থক বোধ করিত; কিন্তু উভয়ের বাক্যব্যয়ই সার। এক সম্প্রদায় সুখের অন্বেষণে যেমন সুখ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, অন্য সম্প্রদায় তেমনি ধর্ম্মের অন্বেষণে ধর্ম্মোন্নতি করিয়াছেন, ফলতঃ কাহার চেষ্টায় কোন ফল উপলব্ধ হয় নাই।

যখন ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার হইল এবং জ্ঞানবৃদ্ধির অশেষ উপায় হইল, তখনও তদ্দ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় নাই।

তৎসময়ে মনুষ্যের মন যে কেমন গভীর ভ্রম-কূপে পতিত হইয়াছিল তাহা পশ্চাদুক্ত কতিপয় বিষয় বিবেচনা করিলেই প্রতীত হইতে পারে। যখন বারুদ ও মুদ্রাযন্ত্র প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন তাহার প্রতি কেহ ভ্রূক্ষেপও করে নাই। ঐ ঘটনার সময় পর্য্যন্তও নিরূপিত নাই, এবং তাহাদের নির্ম্মাতার নামও উল্লিখিত নাই। তখন ঐ সকল কথা প্রচরিত হইলেও বোধ হয় ইহা কেহই বিশ্বাস করিতেন না যে তৎকালীয় জল্পনা-কারী পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা তাহা অধিক উপকারী। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা গালিলিও আপন মত প্রচার করিতে যে কত প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহার শত্রুরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও অন্যান্য বিষয়ক তাঁহাকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত নিয়ম ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত বলিয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিল। তাঁহার মতের পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার শত্রুমণ্ডলী-পরিপূর্ণ যে সমাজ নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা কেবল তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় মত পরিত্যাগ

করিতে অনুমতি করিল। তিনি প্রাণভয়ে তাহাদের আদেশ শ্রবণ করিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "না, এখনও পৃথিবী চলিতেছে।" তখন আর তাঁহার মুক্ত হইবার আর পন্থা রহিল না, এবং তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুরোধে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে এমত এক সময় উপস্থিত হইল যখন পুরাতন মত ক্রমে২ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। তৎপূর্ব্বে এই মত অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছিল। অনেক সম্প্রদায়ে মিশ্রিত হইয়াছিল। ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি, রাজ্য এ সমুদায়ের পরিবর্ত্তনের সহিত উহা প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয় নাই। ষষ্টি শত বৎসর উহার ফল কেবল বাক্যব্যয়, ক্রমিকই বাক্যব্যয়, বাক্যব্যয়ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। কিন্তু অবশেষে তাহার শেষ দশা উপস্থিত হইল, তখন বৃথা শোভায় আর কেহই মোহিত হইল না।

নানা কারণ একত্র হইয়া এই সুধাময় ফল উৎপাদন করে; তন্মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মোন্নতি এই দুই প্রধান কারণ। মনুষ্যের মন এতকাল পর্য্যন্ত যে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, তাহা ক্রমে২ হ্রাস হইতে লাগিল। পুরাতন মত ও আর কাহারো মনে স্থান পাইল না। আর কেহই বুদ্ধি বিরুদ্ধে ও যুক্তিবিরুদ্ধে পূর্ব্ব২ আচার্য্যের উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইল না। যখন জ্ঞানবিষয়ে এই প্রকার মত পরিবর্ত্তিত হইল, তখন তাহা প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইল। এই জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ আর কতকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে? সময়ে২ নূতন ধর্ম্মোপদেশক আবির্ভূত হইল। অবশেষে ভুবনবিখ্যাত লথর সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া অজ্ঞানতিমির দূর করিলেন। তিনি যে ধর্ম্মের প্রচার করিলেন যদিও তাহা ভ্রম ও প্রমাদ-বিশিষ্ট তথাপি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা প্রচরিত হইল। লুথরের মতাবলম্বিরা তাৎকালিক প্রচলিত জ্ঞানের ভয়ানক শত্রু হইল। তাহারা এপর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিয়াছিল যে আরিষ্টটলের মতাবলম্বী লোকেরা কখন তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে। এই প্রকারে জ্ঞানরাজ্যে এক মহা উপপ্লব আরম্ভ হইল। সে রাজ্যের পুরাতন দোষ সমুদায় খণ্ডিত হইতে লাগিল। সে রাজ্যের রাজপুরুষেরা সিংহাসন পরিত্যাগ করিল। সেই সিংহাসন অধিকারের জন্য অন্যান্য লোকেরা সচেষ্টিত হইল।

এই সময়ে ইংলণ্ডে বেকন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এই উপযুক্ত সময় বটে। এ সময়ে পুরাতন রাজ্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কতকগুলি লোক ঐ পুরাতন নিয়ম প্রত্যানিত করিতে উৎসুক ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। তাহারা স্বাধীন হইয়া অথচ স্বাধীনতা যথাবিধানে পরিচালনে অসমর্থ হইয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে নাই; এবং কোন পথপ্রদর্শকেরও উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে বেকন সেই পথপ্রদর্শক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। তাঁহার জ্ঞানোপদেশ নূতনপ্রকার। পুরাতন মতের সহিত যে ইহার কেবল প্রকার ভেদ তাহা নহে; ইহার উদ্দেশ্যও বিভিন্ন ছিল; মনুষ্যের মঙ্গলই ইহার উদ্দেশ্য। এস্থলে মঙ্গল শব্দের অর্থ তর্কশাস্ত্রের আলোচনা নহে, বৃথা বাগাড়ম্বরও নহে; সাধারণ লোকে মঙ্গল শব্দকে যে অর্থে প্রয়োগ করে এস্থলে মঙ্গল শব্দে সেই অর্থ।

বেকনের মত প্লেটোর মতের সহিত তুলনা

করিলে নূতন মত ও পুরাতন মতের প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। জ্ঞানের প্রত্যেক অংশে ইহাদের মত যে কত ভিন্ন তাহা আর বলিবার নহে। পাটীগণিত ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল; ক্রয়-বিক্রয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত পাটীগণিত যত আবশ্যক তাহা প্লেটোর মতে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার মতে এই বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা মনুষ্যের মন নির্ম্মল হইয়া সত্যের প্রতি ধাবিত হয়, এবং জড়-পদার্থের আধিপত্যহইতে স্বতন্ত্র থাকে। ভ্রমণশীল বণিক্ বা পণ্যবিক্রয়ী হইবার জন্য তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে পাটীগণিত শিক্ষা করিতে উপদেশ করেন না; কিন্তু যাহাতে তাহারা পৃথিবীহইতে পৃথক্ থাকিয়া অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে অবধারণ করিতে পারে তাহাই পাটীগণিত শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য।

এই বিষয়ে বেকনের মত নিতান্ত ইহার বিপরীত। এই বিদ্যা ক্রয়বিক্রয়ে আবশ্যক বলিয়াই তিনি ইহার সমাদর করেন। তিনি কহেন যে যে বিদ্যা আমাদের এতাদৃশ প্রয়োজনের নিমিত্তে উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্তে শিক্ষা করা কদাপি উচিত নহে। তিনি পাটীগণিত-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন ইহাকে তুচ্ছ বিচারে নিযুক্ত না করিয়া মনুষ্যের ব্যবহার্য্য-বিষয়ে পরিচালিত করেন।

যে কারণে প্লেটো পাটীগণিত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই কারণে তিনি সাধারণ গণিতবিদ্যাও উপার্জন করিতে কহিয়াছেন। তিনি কহেন যে তাঁহার উপদেশ সাধারণ পণ্ডিতগণের বোধগম্য হইবার নহে। তাহাদের মতে ইন্দ্রিয় সুখলাভই জ্ঞান শিক্ষার মুখ্য অভিপ্রায়; তাহারা ইহা অবগত নহে যে যথার্থ সত্যের অনুশীলন মনেই জ্ঞানের তাৎপর্য্য। প্লেটোর এই প্রকার বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এ সমস্ত বিদ্যা মনুষ্যের ঐহিক উপকারার্থে পরিণত হইলে তিনি তাহাদিগকে অপভ্রষ্ট বোধ করিতেন। তাঁহার এক জন বন্ধু কতকগুলি অসাধারণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে প্লেটো তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন যে যন্ত্র প্রস্তুত করা সূত্রধারের উপযুক্ত কর্ম্ম। শরীরের অভাব দূর করা কদাপি গণিত বিদ্যার অভিপ্রায় নহে; মনকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। সেই অবধি শিল্প যন্ত্রের নির্ম্মাণ করায় পণ্ডিতদিগের হতাদর হইল। আর্কিমিডিস্ যন্ত্র নির্ম্মাণদ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। যখন রোমীয়েরা সাইরাকুস আক্রমণ করিয়াছিল তিনি নানা যন্ত্রদ্বারা তাহাদের পোত দগ্ধ ও জলমগ্ন করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত আপনার দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস গণিত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, এমত সময়ে এক জন যোদ্ধা তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সেই গৃহমধ্যে আগমন করিল। তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমার এই অঙ্কটা শেষ হউক, পরে যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। আর্কিমিডিস্ যদিও এই প্রকারে কখন২ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি সে কর্ম্মকে নীচ জ্ঞান করিতেন; অনেক পরিশ্রমের পর কেবল বিশ্রামের জন্য ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন।

বেকনের মত ইহার বিপরীত। রেখাগণিত-বিদ্যা ব্যবহার্য্য হইতে পারে এ নিমিত্তেই তিনি তাহার সমাদর করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহকারে তাঁহার এই মতের দৃঢ়তা হইল। প্রথমে তিনি লিখিয়াছিলেন যে গণিত-বিদ্যা যে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত শিক্ষণীয় হইয়াছে, তাহা

ব্যতীত বুদ্ধির প্রাখর্য্যের নিমিত্তও এই বিদ্যা উপকারী। কিন্তু তাঁহার এ মতেরও পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অবশেষে বলেন যে অন্যান্য বিদ্যা-শিক্ষার দ্বারস্বরূপ বলিয়াই গণিত-বিদ্যা উপকারী। ঐ শাস্ত্র পদার্থ-বিদ্যার দাসস্বরূপ এবং তাহার আপনাকে ঐ প্রকার বিবেচনা করাই উচিত। ঐ শাস্ত্র যে কি কারণে অপর সকল শাস্ত্রহইতে উচ্চ পদ প্রার্থনা করে ইহা স্থির করা যায় না। বেকন কহিয়া গিয়াছেন যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনার যত বৃদ্ধি হইবেক, গণিত-বিদ্যারও শাখা প্রশাখা তত বিস্তারিত হইবে। মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত জ্ঞানের অন্য কোন প্রয়োজন নাই, এই মত বেকনের মনে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার বিবেচনায় যদি এক-দণ্ডকাল জড়বস্তুর উপর আধিপত্য-বিস্তারে নিয়োজিত হইতে পারা যায় তবে সেই দণ্ড শুদ্ধ মানসিক চিন্তায় নিযুক্ত থাকা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। জ্ঞানরত্নকে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী করাই ঐ রত্ন-লাভের সার উদ্দেশ্য। এ স্থলে যদিও বেকন ভ্রম-বিশিষ্ট ছিলেন তথাপি তাঁহার ভ্রম কেটো নামক পণ্ডিতের ভ্রম অপেক্ষা ন্যূন। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যে অঙ্গের বিকলতা যে রূপ অপকৃষ্ট, কুৎসিত হইবার ভয়ে নীরস হওয়া যেরূপ প্লেটো সেই প্রকার দোষী হইতে পারেন।

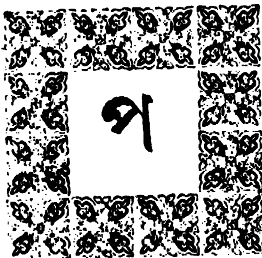
এক্ষণে জ্যোতিষের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই প্রধান অঙ্গ উপার্জ্জন করিতে কেটো তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য হইতে ভিন্নপ্রকার। সক্রেটিস্ কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিষ্ কি আমাদের শিক্ষার উপযুক্তবিষয়?" তাঁহার বন্ধু উত্তর করিলেন "হাঁ, মাস ঋতু ও বৎসরের পরিবর্ত্তন, পোতসঞ্চালন-বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, এই সমস্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য জ্যোতিষের আবশ্যক বটে।" সক্রেটিস্ কহিলেন, 'আমার বোধ হইতেছে যে সাধারণ লোকে তোমাকে উপহাস করিবে মনে করিয়া তুমি ব্যর্থ বিষয়ের শিক্ষা স্বীকার করিতে শঙ্কিত হইতেছ।' পরে তিনি গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিলেন যে "জীবনের সুখসাধন কিছু জ্যোতিষ্-শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে; যাহাতে শুদ্ধ বুদ্ধিগম্য ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-চিন্তায় আমাদের মন নিযুক্ত হইতে পারে তাহাই তাহার উদ্দেশ্য; গ্রহগণের গতিনিরূপণ জ্যোতিষের প্রধান অঙ্গ নহে। যে গগনবিহারী হীরকখণ্ডবৎ পদার্থ সমুদায় রজনীকে উজ্জ্বল করে জ্যোতির্বেত্তাগণের তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও উচিত নহে। তাহাহইতে উৎকৃষ্ট মার্গে তাহাদিগের সঞ্চরণ করা উচিত। রেখা-গণিত যেমন রেখাহইতে ভিন্ন জ্যোতিষ্ সেইরূপ গ্রহনক্ষত্রাদিহইতে ও স্বতন্ত্রবিষয়।" বেকন এই প্রকার জ্যোতিষকে উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই যদি জ্যোতিষে না রহিল—জ্যোতিষ যদি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র বর্জ্জিত হইল; তবে জ্যোতিষে কি প্রয়োজন?—বেকন কহিয়াছেন যে এই প্রকার জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যাহইতে পৃথক্ হইয়া গণিতবিদ্যার সহচর হইয়াছে; কিন্তু পদার্থবিদ্যাতেই জ্যোতিষের প্রধান অধিকার। বেকন কহেন যে এক্ষণে অন্য প্রকার জ্যোতিষের প্রয়োজন, এক্ষণে নব্য জ্যোতিষের আবশ্যক, এ প্রকার জ্যোতিষ যাহাতে ভূলোক ও স্বর্লোকের আকৃতি, স্থিতি, গতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের জ্ঞান উপলব্ধ হইতে পারে, এবং পোতসঞ্চালন-বিদ্যারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।"

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।



কাফরী টাকীন বা ভূ।

কাফরী টাকীন্ পশু।



শুবর্গ-মধ্যে কতকগুলি জীব আছে যাহারা দিবসে তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া রজনীযোগে ঐ ভুক্তবস্তু উদ্গীরিত করত তাহার পুনশ্চর্বণানন্তর নিগিলীন করে। সামান্য কথায় এই ক্রিয়ার নাম “জাওরকাটন·;” সংস্কৃতে ইহা “রোমন্থ” শব্দে প্রসিদ্ধ আছে। গো ও ছাগেরা এই ক্রিয়া সর্ব্বদা সম্পন্ন করিয়া থাকে; বোধ হয় অনেকেই তাহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়াছেন। হরিণ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি অপর কতকগুলি পশুও এই প্রকারে রোমন্থ করে; এবং তাহারা সকলেই “রোমন্থক পশু” নামে বিখ্যাত। আমাদিগের খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকাংশ এই শ্রেণীস্থ পশুহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রেণীভুক্ত গো যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত উপকারী তাহার নিঃশেষে বর্ণন করাই কঠিন। এই শ্রেণীস্থ জীবমাত্রেরই মাংস মনুষ্যেরা উপাদেয় খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বোধ হয় ইহাদের তুল্য সুখাদ্য মাংস অন্য কোন পশুহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ছাগ, মেষ, ও হরিণের মাংস সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে কৃষ্ণসার-মাংসের বিশেষ সমাদর ছিল। দেশাধিপ পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রাপ্ত্যর্থে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতেন। অধুনা

সে আয়াসের অনেক লাঘব হইয়াছে। পরন্তু ইউরোপ-খণ্ডের উৎসাহ-পূর্ণ বীর-পুরুষদিগের মধ্যে তাহা বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা পৃথ্বীর সর্ব্বত্রে মৃগয়ায় নিযুক্ত হইয়া নানা জাতীয় হরিণের বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতক্ গুলি অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে উচ্চ, ও যৎপরোনাস্তি সুদৃশ্য। অপর কতক্ গুলি বৃহদ্ গাভী অপেক্ষাও প্রকাণ্ড ও স্থূলকায়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে জীবের চিত্র মুদ্রিত হইল তাহা একপ্রকার হরিণ বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অথচ ইহার শরীরস্কন্ধ ও পুচ্ছ অশ্বের সদৃশ, পদচতুষ্টয় হরিণপদের সদৃশ, এবং মস্তক ও শৃঙ্গ গোর সদৃশ। ইহাদের স্কন্ধে সুচারু কেশর হইয়া থাকে; এবং পুচ্ছ সুদীর্ঘ-কেশ-বিশিষ্ট। ইহাদের চক্ষু ভীষণ ক্রোধজ্ঞাপক। শৃঙ্গ মহিষশৃঙ্গের ন্যায় বক্র ও ভয়ানক; এবং তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মস্তকে বর্ত্তমান থাকে। ঐ শৃঙ্গের মূলে কতক শৃঙ্গবৎপদার্থের এক সুদৃঢ় মস্তকাবরণ থাকে; এবং থুতির উপরে এ প্রকারে ত্বক্ লম্বমান থাকে যাহাতে অনায়াসে ইহাদের নাসিকা আবৃত হইতে পারে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণমিশ্রিত কটা; কেবল স্কন্ধের কেশ পাংশুবর্ণ।

প্রস্তাবিত পশুরা অফরিকা-দেশের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক দলে ৪০—৫০ বা ততোধিক পশু একত্র থাকে; তন্মধ্যে স্ত্রীপশুরই স ্খ্যা অধিক; প্রতিদলে পুংটাকীন ৪—৫ টার অধিক থাকে। কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে এই পশুরা পরপর এক সুদীর্ঘ শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া অতিবেগে পলায়ন করে; তৎকালে অশ্বেরাও ইহাদিগের সহিত সমবেগে দৌড়িতে অক্ষম হয়। স্বভাবতঃ টাকীন যুদ্ধপ্রিয় নহে, কিন্তু মনুষ্যকর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভয়ানক কোপের সহিত তাহাদিগের আক্রামকদিগকে সংহার করে। এই প্রযুক্ত সহসা ইহাদিগের নিকট যাওয়া বিধেয় নহে। ইহার মাংস অত্যন্ত উপাদেয় এবং তৎপ্রযুক্ত বর্ষে ২ অনেক টাকীন বিনষ্ট হইয়া থাকে। টাকীনের প্রকৃত নাম "ঙু"। অফরিকাদেশে তথা ইউরোপখণ্ডে ইহা এই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু ইহার জাতিবিশেষ আসাম-প্রদেশে টাকীন-নামে বিখ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত ঙুর সহিত অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এই প্রযুক্ত আফরিকাখণ্ডের পশুকেও টাকীন শব্দে বর্ণন করিলাম।

টাকীন পশুকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত কেহ বিশেষ প্রযত্ন করে নাই। সম্প্রতি দুই একটা বশীভূত করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে টাকীনকে বশীভূত করণের চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবে না।

ভৌতিক ব্যাপার।



পঞ্চবিংশতি বৎসর হইল একদা অপরাহ্নে আমরা কোন দিসি সঙ্কর সাহেবের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। তৎকালে আমাদিগের বয়ঃক্রম দশবৎসরের অধিক হইবেক না, সুতরাং তখন সাহেবের পুত্রকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পরন্তু দৈবাৎ সাহেবের একখানি রূপার চামচে হারাইবাতে তিনি ভৃত্যদিগের উপর এ প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন যে তাঁহার বহ্বাড়ম্বরে আমাদিগের ক্রীড়ার একান্ত ব্যাঘাত হইল, এবং গৃহস্থ সকল বালক সাহেবের চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান হইয়া ভৃত্যদিগের দুর্গতি

দেখিতে লাগিল। সাহেব রোমান্‌কাথলিক্‌-মতাবলম্বী ছিলেন; তাঁহার মনে চোর ধরিবার ঐ মতের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এক আশ্চর্য্য উপায় উদিত হইল। তিনি বাটীর সকলকে একত্রে বসাইয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লালফিতায় বাঁধিয়া তাহাতে একটা বৃহৎ চাবী সংযুক্ত করত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার দুই অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যে এ প্রকারে ঝুলাইয়া রাখিলেন যে তাহা অনায়াসে আন্দোলিত ও হস্তহইতে নিপতিত হইতে পারে। অতঃপর সাহেব যথানিয়মে এক এক ব্যক্তি ভৃত্যের নাম উচ্চারণ করত একখানা বৃহৎ পুস্তকের এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া তস্কর-নিরূপণার্থে ঈশ্বরের কি কোন মহাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহা আমরা উত্তমরূপে জ্ঞাত নহি। সে যাহা হউক, দশ বার ব্যক্তি ভৃত্যের নামোল্লেখে সাহেবের কন্যার হস্তগত পুস্তকের কোন স্পন্দন হয় নাই; ততঃপর একব্যক্তি ভিস্তির নামোল্লেখ করিবামাত্র বীবীর হস্তহইতে পুস্তকখানি ঘূর্ণিত হইয়া পড়িয়া গেল, এবং তাহাতে ভিস্তির তস্করত্ব-বিষয়ে দর্শকদিগের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমরা স্বয়ং মনে স্থির করিলাম যে চোর ধরিবার তাহা হইতে উত্তম উপায় সম্ভবে না। ঐ পরীক্ষায় প্রায়ঃ দেড় ঘণ্টাকাল দুই হস্তের দুই অঙ্গুলীমধ্যে পুস্তক ঝুলাইয়া রাখাতে বীবীর হস্তে বেদনা হইয়াছিল কি না ইহা জিজ্ঞাসা করা কাহার মনে প্রয়োজনীয় বোধ হয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে আমাদিগের বাটীহইতে কোন দ্রব্য চুরি যাওয়াতে চালপড়া পরীক্ষার উদ্যোগ হয়। তৎসময়ের আড়ম্বর দেখিয়া আমাদিগের মুখ এ প্রকার শুষ্ক হইয়াছিল যে গণৎকার আমাদিগকে চালপড়া দিলে, বোধ হয়, চোর ধরিবার কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না; কিন্তু তাহা হইলে অপহৃত বস্তু পাইবার কোন সম্ভাবনাও হইত না।

এই ঘটনার পরে চোর ধরিবার সদুপায়মধ্যে বাটিচালা, কঞ্চিচালা, বেতচালা, প্রভৃতি কএক উপায় দেখিলাম; ও ক্রমশঃ ভূত নাবান প্রকরণ দেখিয়া ভূতের অস্তিত্ব-বিষয়ে ও তাহারা যে, মন্ত্রের বশীভূত তাহাতে আর সন্দেহমাত্র রহিল না। বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে বেতালের প্রতি পাঠদশায় যে অভক্তি জন্মিয়াছিল তাহা একেবারে অপহৃত হইল।

এই সকল দৈবঘটনার নিমিত্তকারণ উপদেবতা বা ভূত। তাহাদের জন্ম-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপঘাতমৃত্যু হইলে মনুষ্যের আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা সকল দেশে প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং সকল দেশেই ভূত থাকিবার সম্ভাবনা, এবং ঐ স্বেচ্ছাচারিরা এই সম্ভাবনার অন্যথা করেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা বালক ও স্ত্রীদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত; অতএব কোন দেশে তাহাদিগের মনহইতে ক্ষণকালের নিমিত্ত দূরীভূত হয়েন নাই। স্বভাবতঃ ইহাঁরা স্বেচ্ছাচারী, ক্রীড়া-তৎপর, অথচ ভদ্র। অন্ধকারে দুই একটি ঢিল ফেলা, নিরর্থক শব্দ করা, অবরুদ্ধদ্বার নিষ্প্রয়োজনে খুলিয়া দেওয়া, বিকট মূর্ত্তি ধারণ করা, ও কখন২ গৃহস্থের অচতুরা অল্পবয়স্কা ভার্য্যাকে পাওয়াই তাঁহাদিগের কার্য্য; তদ্ভিন্ন তাঁহারা মনুষ্যের কখন কিছু বিশেষ অনিষ্ট করেন না। তবে তাঁহাদিগের নিকট অপরাধী হইলে দণ্ডার্হ হইবার অবশ্যই সম্ভাবনা থাকিতে পারে। দুই একটা পেতনী ভিন্ন সকলেই পরিষ্কৃত শুক্লবস্ত্র পরিধান করেন; উদ্যানাদি স্থানে বিচরণ করেন; সুগন্ধ পুষ্প ধারণ করেন; এবং সর্ব্বমতপ্রকারে উত্তম বাবু

বীবীদিগের ন্যায়ই কালযাপন করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ঃ কেহই অপরিস্কৃত অপরিচ্ছন্ন নহেন, দুঃখী নহেন, ও রোগার্ত্ত নহেন। তাঁহাদের সকলেই যখন যাহা ইচ্ছা তখন সেই অবয়ব ধারণ করিতেছেন; যথা ইচ্ছা তৎক্ষণেই তথায় যাইতেছেন.; এবং যাহা মানস করেন তাহারই সম্ভোগ করিতেছেন। এবম্প্রকার স্বাধীন ব্যক্তিরা যে অন্যের অধীনতা স্বীকার করিবেন ইহার মনন করাই অসম্ভব; পরন্তু কোন অব্যক্ত-বলে তাঁহারা কেহ২ মনুষ্যের বশীভূত হইয়া ক্রীতদাসাপেক্ষায় অনন্যভক্তির সহিত তাহার আজ্ঞা পালন করেন। পূর্ব্বে আমাদিগের বোধ ছিল যে মন্ত্রোক্ত দেবতাদিগের নামমাহাত্ম্যে ভূত মহাশয়েরা বশীভূত হয়েন, এবং সেই বোধে বাল্যকালে অন্ধকারে যাইতে হইলে রাম নাম স্মরণ করিতাম; কিন্তু এইক্ষণে বোধ হইতেছে যে দেবতাদিগের নামোচ্চারণ না করিয়া অন্য প্রক্রিয়াতেও এই কামাবচরদিগকে বশীভূত করা যায়। কএক দিবস হইল কলিকাতায় এক জন মুসলমান এক জিন্নের * সাহায্যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য দর্শাইয়াছিল। একদা ঐ মুসলমানের আদেশে হজরৎ জিন্ন আমাদিগের শালের মধ্যে একটা সসা দুইটা কমলালেবু ও দুইটা পেয়ারা দিয়াছিলেন, এবং কোন২ বন্ধুর হস্তে বোতলপূর্ণ মদিরা বা পানের দনা দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু দ্রব্যপ্রদানাপেক্ষায় দ্রব্যগ্রহণে তাঁহার বিশেষ আনুরক্ত্য আছে। তিনি স্বর্ণঘড়ী বা শত২ মুদ্রা একবার স্পর্শ করিতে পারিলেই তাহা উড়াইয়া দিয়া থাকেন; বাক্সের মধ্যে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার অপনয়নে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র ক্লেশ হয় না।

* মুসলমান-ভূতবিশেষ।

এতদ্দেশীয় অপর ভূতব্যবসায়িরা এই প্রকার ভৌতিক ব্যাপার অনেক দর্শাইয়া থাকেন, তৎতাবৎ অত্যন্ত বিস্ময়জনক বটে, এবং অনেকেই তাহার দর্শনে আপন২ স্বভাবানুসারে ভয়ার্ত্ত বা আশ্চর্য্যান্বিত বা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছেন। পরন্তু এতদ্দেশীয় ভূতকাণ্ড যে নিতান্ত বিস্ময়জনক এমত বোধ হইতেছে না। এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা ইউরোপখণ্ডের মনুষ্যহইতে অনেক দুর্ব্বল ও শিল্পাদিবিষয়ে অপটু; অতএব তাহাদের আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে ইউরোপীয় ভূত অপেক্ষায় অপকৃষ্ট হইবে ইহা অনেকেরই অনুভূত হইতে পারে। বস্তুতঃ শিশু ও পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের তুলনা করিলে যে প্রকার ভিন্নতা প্রত্যক্ষ হয়, দিশী ও বিলাতী ভূতের তুলনায়ও তাদৃশ ভিন্নতার উপলব্ধি হয়। তথাকার মনুষ্যেরা মন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করে না, অথচ বুদ্ধিকৌশলে অনায়াসে যে কোন ভূতকে আপন আজ্ঞাধীন করিয়া তাহাদ্বারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে। অপর তাহারা কেবল ভূতের উপর নির্ভর না করিয়া ইচ্ছানুসারে যে কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সম্মুখে আনাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করত নানা গল্প করিয়া থাকে; এবং ঐ আত্মাদিগকে বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করে। আমাদিগের ভূতচালা অত্যন্তক্লেশে একটি ভূত নামাইয়া পর্ণকুটীরের চালে কিঞ্চিৎ শব্দ করাইয়া নিতান্ত যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন। বিলাতে যাহারা আত্মার চালনা করে, তাহারা এতৎক্রিয়াকে নিতান্ত যৎসামান্য জ্ঞান করে। তাহারা ইচ্ছা করিবামাত্র গৃহস্থ সকল পদার্থহইতে অভাবনীয় শব্দসকল নিঃসৃত করাইতে পারে। একদা কএকজন আত্মব্যবসায়ি এক মেজের চতুঃপার্শ্বে বসিয়া তদুপরি এক ঘণ্টা ও গিটার নামক এক বাদ্যযন্ত্র ও মেজের নিম্নে অপর এক গিটার রাখিয়া কিঞ্চিৎকাল আত্মার

চালনা করিবামাত্র মেজের নিম্নস্থ গিটারটী আপন স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্য-ভাগে শূন্যমার্গে সুকোমল তানমানে বাজিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মেজের উপরিস্থ গিটারটীও উত্তেজিত হইয়া আপন স্থান ত্যাগকরত তাহার সমবর্ত্তি হইল। ক্ষণকাল পরে একটী গিটার শূন্যমার্গে উর্দ্ধে গমন করত ছাত স্পর্শ করিল এবং পরে অবতরণ করিয়া সপ্রেমভাবে আত্ম-চালকদিগের মস্তক স্পর্শ করত শূন্যমার্গে বিচ-রণ করিতে২ বাদ্য করিতে লাগিল। ঐ বাদ্য কখন দ্রুত, কখন ধীমা, কখন সপ্তম, কখন পঞ্চম, কখন বা ষড়্জ স্বরে, বিভিন্ন গ্রামে নিনাদিত হইয়াছিল। এক ঘণ্টাকাল ঐ রহস্য-ব্যাপার দৃষ্টে মেজের ঘণ্টা টী নিস্তব্ধ থাকিতে না পারিয়া গিটারের সহিত বা-জিতে লাগিল। অতঃপর গিটার স্তব্ধ হইলে গিটারের দণ্ডহইতে করাতের ধ্বনি, হাতুড়ির ধ্বনি, ঘিস্কাপের ধ্বনি, উখার ধ্বনি, প্রভৃতি নানা ধ্বনি নির্গত হইল। আত্মচালকদিগের ইচ্ছা-নুসারে ঐ দণ্ডহইতে ঝড়ের শব্দ, বজ্রের শব্দ, ও কামানের শব্দ এতাদৃশ ভীমস্বরে নির্ঘোষিত হয় যে তদ্দ্বারা সমস্ত গৃহ অনুনাদিত হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার ভূতনামানর ন্যায় অন্ধ-কারেই নিষ্পন্ন হয়, পরন্তু ইহার প্রামাণ্য-বি-ষয়ে সন্দেহমাত্র করিবার উপায় নাই। ইহার সপ্রমাণার্থে মার্কিন-দেশীয় টেল্‌মাজ নামা এক জন গবর্ণর ত্রয়োদশ সহস্র মনুষ্যের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র তথাকার ব্যবস্থাপক সমাজে সমর্পণ করিয়াছেন।

অপর আত্মপরিচালকেরা অনায়াসে অন্ধ-কার গৃহে আলোক উৎপন্ন করিতে পারে, এবং সেই আলোকের সম্মুখে কাগজ ও পেন্‌সিল রাখিলে আলোক ঐ কাগজে নানা কথা ও মৃত ব্যক্তির নাম লিখিয়া দেয়। এ বিষয়ে যথাবি-হিত ভক্তি থাকিলে অনেকে ঐ আলোকের মধ্যে মৃত ব্যক্তির অবয়বও দেখিতে পায়। মৃত ভ্রাতা ও ভগিনীরা এই প্রকারে ইহলোকস্থ সহো-দরাদিগকে অহরহ দর্শন দিয়া থাকেন।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে জড় পদার্থে আত্মার আধিক্য হইলে তাহা গমন-শীল হইতে পারে; ফলতঃ আত্মপরিচালকদিগের পরীক্ষায় ইহা অখণ্ডনীয়রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বাটি ও বেত ঐ শক্তিতেই চালিত হইয়া থাকে। বিলাতে ও মার্কিনদেশে তাহার সাহায্যে দুই চারি জন আত্মপরিচালক একটি মেজের চারিদিগ্ স্পর্শ করিয়া থাকিলে ঐ মেজ ক্রমশঃ ঐ মনুষ্যদিগের সহিত ঘূর্ণন করিতে থাকে, এবং কখন কখন ভূমি পরিত্যাগ করত শূন্যে উঠিয়া তৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন করে; কখন বা দুই বা এক পদে নির্ভর করিয়া অপর পদগুলি শূন্যে উত্তোলন করে। কেহ২ ঐ অবস্থায় মেজের পদে একটী পেনসিল বান্ধিয়া তাহার নিম্নে কাগজ রাখিয়া আপন২ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইয়াছে। ঐ প্রত্যু-ত্তরে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও নানা গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্দেশে অল্প বয়স্ক বালকের হস্তে খড়ি দিয়া ঐ খড়ি ভূমিতে স্পৃষ্ট রা-খিয়া মন্ত্রপাঠ করিলে ঐ খড়ি আপনি সঞ্চ-লিত হইয়া ভূমিপৃষ্ঠে অনেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর লিখিয়া দেয়; কিন্তু যে খানে মেজের পায়ায় ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সেখানে দুই জন মনুষ্যকর্ত্তৃক সেই কর্ম্মের সাধনে প্রশংসাহইতে পারে না। এই মেজের ন্যায় চৌকী খট্বা আ-স্তর তৈজসাদি আত্মা প্রাপ্ত হইতে পারে। তদ-বস্থায় তাহারা যে কেবল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে এমত নহে। তাহারা অনায়াসে কবিতা ও গ্রন্থরচনাও করিয়া থাকে। গোয়াড়ুলুপ না-

মক স্থানের রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রাগারে এক খানি পুস্তক বিক্রয়ার্থ আছে, তাহার নাম "জুয়ানিটা।" ঐ পুস্তক এক খানি চৌকিদ্বারা অনেক বিশ্বস্ত সাক্ষীর সম্মুখে রচিত ও লিখিত হইয়াছিল।

পরন্তু ভূতেরা গ্রন্থরচনায় অতি প্রিয় নহে। নৃত্য গান বাদ্যই তাহাদের বিশেষ আনন্দজনক কার্য্য; তাহাতেই সকলে নিযুক্ত হইয়া থাকে। উত্তরামরিকার মাসাচুসেট্-প্রদেশের হাই-রক্ নামক গ্রামে এক অল্পবয়স্কা দাসী অর্দ্ধরাত্রিতে আত্মাভিনিবিষ্ট হইয়া আপন গৃহমধ্যে অত্যন্ত উচ্চ শব্দ করিতেছিল। বাটীস্থ সকলে ঐ শব্দে বিরক্ত হইয়া ঐ দাসীর গৃহে গিয়া দেখে, সে ঘরের মেজিয়ায় একটি লবাদা মুড়ি দিয়া শয়ন করত আপন সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে। ঐ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে খট্বার গদী রাগোন্মত্ত হইয়া শূন্যে উত্থান করত তাল দিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টান্তে খট্বাও আপন রাগানুভাবকতার প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে পদ তুলিয়া এমত সবলে তাল দিতে লাগিল যে তাহাতে তাহার দেহাধঃপতনের সম্ভাবনা হইল। এবম্প্রকারে সময়ে সময়ে আত্মাভিভূত হইয়া হাতা ও চিম্টা স্বস্ব স্থান পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক খট্বার মধ্যে শয়ন করিয়াছে; জলপূর্ণ ঘটি গৃহহইতে রাজপথে প্রস্থান করিয়াছে; কটাহ ও খাঞ্জরা অকারণে খট্বার সহিত বিবাদ করিয়া পুনঃ২ তদুপরি আঘাত করত আপন অঙ্গই ভগ্ন করিয়াছে; দীপাধার স্বস্থান হইতে অন্যত্রে গিয়া নৃত্য করিয়াছে, এবং গৃহের সকল সজ্জাই আত্মার প্রভাবে বিহ্বল হইয়া নানাবিধ শব্দ করিয়াছে। যাঁহারা আত্মচালনাদ্বারা এই সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা আত্মার প্রভাবে ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থান নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পান; সকল স্থানের সংবাদ ইচ্ছামাত্র জানিতে পারেন। চিত্র বা সঙ্গীত বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান না থাকিলেও অকাতরে অত্যাশ্চর্য্য ছবি আঁকিতে পারেন; সুকঠিন রাগরাগিণীতে গান করিতে পারেন; সকল বাদ্যযন্ত্র অনায়াসে বর্ণনাতীত নৈপুণ্যের সহিত বাজাইতে পারেন; সুচারু নৃত্য করিতে পারেন; এবং অদ্বিতীয় বিমোহন বাক্যে বক্তৃতা করিতে পারেন; ফলতঃ এই ঐশী শক্তিদ্বারা তাঁহারা এমত সর্ব্বক্ষম হইয়া উঠেন যে তাঁহারা সামান্যতঃ কহিয়া থাকেন, "আমরা যা মনে করি তাই করি"। মার্কিনদেশে এই আত্মাদ্বারা দূরদেশহইতে সংবাদ আনাইবার উদ্যোগ হইতেছে, এবং ঐ আয়াস সিদ্ধ হইলে তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বত্র আর তার বসাইতে হইবে না, যে কেহ ইচ্ছা করিলেই আপন২ দূরদেশস্থ বন্ধুর সংবাদ ও সাক্ষাৎ আত্মার প্রভাবে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন; ফলতঃ প্রাচীন ঋষিরা যে প্রকারে তপোবলে ধ্যানধারণায় সর্ব্বজ্ঞত্বের ফল প্রাপ্ত হইতেন, আত্মাদ্বারা শ্বেতপুরুষেরাও তদ্রূপ ফল লাভ করিবেন এমত উদ্যোগ করিতেছেন।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা আত্মাসম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিলাম তাহাতে বিশ্বাস করিতে পাঠকবৃন্দ সহসা সম্মত হইবেন না; তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে দোষী করিতে পারি না, যেহেতু প্রস্তাবিত আত্মচালকেরা বাগবাজারের গ্রেপশট্ *-পায়িদিগেরও ব্যবসায় ভ্রষ্ট করিয়াছেন। পরন্তু আমাদিগের এ প্রস্তাব-রচনায় তাঁহারা আমাদিগকে তিরস্কার করিতে পারেন না; যেহেতু ইহার রচনাদ্বারা

* অহিফেন ও বিজয়ার জটাদ্বারা প্রস্তুতীকৃত মাদক বটিকার কলুটোলা ও বাগবাজার প্রসিদ্ধ পারিভাষিক নাম।

আমরা বিলাতি সংবাদ তাঁহাদিগের সুগোচর করিতেছি; আপন অভিপ্রায় কোনমতে ব্যক্ত করি নাই। গত জানুয়ারী মাসের "ওএষ্ট মিনিষ্টর রিবিউ" নামক বিলাতীয় প্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিক পুস্তকের আর্দশে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ঐ পুস্তকলেখক আত্মা চালন সম্বন্ধীয় পঞ্চদশ খানী গ্রন্থহইতে তাঁহার প্রস্তাব সঙ্গ্রহীত করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে সহস্র২ মনুষ্যের নাম উল্লিখিত আছে; মার্কিনদেশীয় পূর্বশাসনকর্ত্তা টালমাজ সাহেব, ও তত্রত্য জনৈক বিচারপতি এডমণ্ড সাহেব এই সকল বিষয়ের সাক্ষী আছেন; এডমণ্ড সাহেব স্বয়ং ইহার অনেক পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেক ডাক্তর ও পাদরীরা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব এই প্রস্তাবের সঙ্গ্রহে আমরা কদাপি নিন্দনীয় হইতে পারি না। আমাদিগের সঙ্কল্প আছে যে আমরা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আশ্চর্য্য বা উপদেশপূর্ণ বা হিতকর বা জ্ঞানজনক সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব, এবং তদনুসারে এই ভৌতিক ব্যাপারের আখ্যান লিখিত হইল। ইহাতে পাঠকবর্গের বিশ্বাস শক্তির পরীক্ষা করিতে আমাদিগের অভিপ্রায় নাই; সুতরাং তাঁহারা ইহাতে বেদবৎ বিশ্বাস না করিলে আমরা নিতান্ত ক্ষুণ্ন হইব না।

মহাবীর।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের ৪৩ সংখ্যক পত্রে শাক্য সিংহের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। অধুনা এতদ্দেশে কোন হিন্দু শাক্য সিংহের ধর্ম্মাবলম্বী নাই; পরন্তু প্রায়ঃ তদ্ধর্ম্মের মর্ম্মানুযায়ী অনেক হিন্দু হিন্দুস্থানের অনেক স্থানে ও এই নগরে অদ্যাপিও বাস করেন; এবং এই রাজধানীর প্রান্তভাগস্থ উদ্যানে গমনকালীন তাহাদের দেবতার প্রতিমূর্ত্তির বাৎসরিক সমারোহ অনেক পাঠকমহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবেক; অতএব তাঁহাদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাবীরের জীবনচরিত অনাদরণীয় হইতে পারে না।

মহাবীর চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর নামে বুদ্ধের সমকালীন বর্ত্তমান ছিলেন; কেহ২ কহেন যে তিনি বুদ্ধ গৌতমকে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। জৈনেরা কহে যে জম্বূদ্বীপে ভরতখণ্ডে এক২ মহাকল্প মধ্যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর জন্মিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলে সাধু মনুষ্য, ও তপোবলে দেবাধিদেব হইয়া প্রত্যেকে নরগণকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সুব্যবস্থা প্রচারিত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের নাম "তীর্থঙ্কর" হইয়াছে*। ইহাঁদের অপরাভিধান "জিন।" ঐ সকল জিনের মধ্যে ঋষভ অবধি দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর পর্য্যন্ত জিনদিগের জীবনবৃত্তান্ত অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। ঋষভদেব ৮,৪০,০০০০ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন; ও দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ ১০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। বহুকাল পরে পার্শ্বনাথ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি বারাণসীধামের অশ্বসেন রাজার বামা নাম্নী রাজ্ঞীর সন্তান ছিলেন। নেমিনাথ ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অশীতি দিবসের পর তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধ হন। তিনি একমাত্র বসন পরিধান করিতেন, ও এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মহাবীরের ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বে ইহলোকযাত্রা সম্বরণ করেন। তাঁহার তিরোভাবের পর মহাবীরের জন্ম পর্য্যন্ত প্রধান জৈনগুরুদিগের নাম প্রচরিত নাই, সুতরাং তাঁহার

* যস্তীর্থং করোতি সতীর্থঙ্করঃ।

পর মহাবীরই প্রধান তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন মানিতে হইবে। তাঁহার চরিত্র নিতান্ত অলৌকিক নহে। বোধ হয় তিনি বেদবিরোধি কএক প্রাচীন মুনিদিগের মত সঙ্কলিত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রচরিত করত জৈনধর্ম্মের প্রথম অধ্যাপক হইয়া থাকিবেন।

জৈনেরা আপনাদের ধর্ম্মের প্রধানত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত তীর্থঙ্করদিগের পূর্ব্বজন্মের অদ্ভুত বৃত্তান্ত অনেক বর্ণন করিয়া থাকে। তৎসমুদায় আমাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না ; বরং উপহাসজনকই বোধ হয়; কিন্তু যে স্থলে প্রকৃত ইতিহাস নির্দ্দিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, তথায় পরম্পরাপ্রাপ্ত বিবরণ শুনিলেও কিঞ্চিৎ সত্যের আভাষ ব্যক্ত হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে মহাবীরের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে প্রকাশিত করা হইল ; ইহার কোন্ অংশ সত্য তাহার বিনির্ণয় পাঠকমহাশয়েরাই করিবেন। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর বহুজলধি-বৎসর-পূর্ব্বে শত্রুমর্দ্দন রাজার অধিকারস্থ বিজয়নগরে নয়সার নামৈক গ্রাম্য মণ্ডল ছিলেন। তাঁহার পুণ্যপ্রতাপে ঐহিক দেহান্তরে অনেক কালপর্য্যন্ত তিনি সৌধর্ম্মনাম স্বর্গ-ভূমিতে বাস করেন। পরে মরীচি নামে তিনি ঋষভ তীর্থঙ্করের পৌত্র হইয়া সংসারলীলা সম্পাদন করত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তথাহইতে তিনি ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন ; তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অনেকবার ব্রাহ্মণবংশজ হইতে হইয়াছিল। এই প্রত্যেক জন্মের অন্তে তিনি জৈনদিগের এক২ স্বর্গে বাস করিতেন, ও কএকবার মর্ত্ত্য দেহ পরিগ্রহণ করত লক্ষ২ বৎসর জীবিত থাকিতেন। তদনন্তর তিনি রাজ গৃহ প্রদেশের বিশ্বভূত নামে রাজা হইয়া অবতীর্ণ হন; ও তৎপরে ত্রিপৃষ্ঠ নামৈক বাসুদেব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পিতৃব্য ও শত্রু ঋষভনন্দি বৈরীভাবে প্রতিবাসুদেবরূপে জন্ম লইয়াছিল। তাহার নাম অশ্বগ্রীব বা হয়গ্রীব। তাহাকে ত্রিপৃষ্ঠ বিনষ্ট করেন। বোধ হয় এই গল্প জৈনেরা বিষ্ণু ও হয়গ্রীবের পৌরাণিক বিবরণহইতে সংগ্রহ করিয়াছে। ত্রিপৃষ্ঠ তাঁহার কঞ্চুকিকে নির্দয়রূপে বধ করাতে নরকগামী হইয়াছিলেন। পরে তিনি সিংহ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তিনি নানাবিধ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক বহুজন্মান্তরে মহাবিদেহ নামক স্থানে প্রিয়মিত্র নামে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া ৮৪ লক্ষ বৎসর রাজত্ব করত এক কোটি বৎসরের প্রগাঢ়তপোবলে জৈনমতে প্রসিদ্ধ কোন উৎকৃষ্ট স্বর্গে আরোহণ করেন। তথায় তিনি বহুকাল অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার ভরতখণ্ডে প্রকৃত জিনোপাসক জিতশত্রুর সন্তান হইয়া নন্দননামে কালযাপন করত ২৫ লক্ষ বৎসরান্তে পুষ্পোত্তর স্বর্গের ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন। এই সুরলোকে তিনি জিনদেবের দৃঢ় ভক্ত ছিলেন; ও প্রতিদিন ১০৮ অর্হদ্দিগের প্রতিমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতেন।

এই সমস্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্তে মহাবীরের জন্ম হয়। তিনি আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে পুষ্পোত্তর সুরধাম পরিত্যাগ করিয়া জম্বুদ্বীপের ভরতক্ষেত্রের কুন্দগ্রামনামক গ্রামে ঋষভদত্তের ব্রাহ্মণী দেবনন্দীর গর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন। এই অবস্থায় দেবাধিপতি ইন্দ্র মহাবীরকে ব্রাহ্মণী গর্ব্ভস্থ দেখিয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন "যে কখন কোন অর্হৎ চক্রবর্ত্তী বা বসুদেব বা * ইক্ষ্বাকু বা হরিবংশ বা ক্ষত্রিয়কুল ব্যতীত অপর

* জৈনেরা কৃষ্ণকে ও অন্যান্য মহাজনদিগকে বসুদেব বলিয়া উপদেবতাশ্রেণীমধ্যে গণনা করে।

কোন নীচ বা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, অতএব ইহাকে সিদ্ধার্থ রাজার পত্নী ত্রিশলা নাম্নী রাণীর গর্ভে চালনা করিতে হইবেক।” এই পরামর্শ স্থির করিয়া তিনি এক জন প্রধান দূতকে গর্ভসঙ্কর্ষণার্থ প্রেরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ দূত দেবনন্দীর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্তকে নিদ্রালসে অভিভূত করিয়া তীর্থঙ্করকে ব্রাহ্মণীর গর্ভহইতে রাণীর গর্ভে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন*। এই রজনীতে ত্রিশলা চতুর্দশ প্রকার সুস্বপ্ন † দেখিয়া প্রাতঃকালে রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন। ভূপতি পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, হে মহারাজ “এক জন তীর্থঙ্কর আপনার সন্তান হইয়া জন্মিবেন।” এই বার্ত্তাশ্রবণে সিদ্ধার্থ রাজা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া ঐ সুসম্বাদ রাণীকে অবগত করাইলেন। রাণী রাজবচনশ্রবণে পুলকিতা হইয়া রাজভবনের মহোৎসবাগারের মধ্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি মনে২ চিন্তা করিলেন যে গর্ভস্থ শিশুর গাত্রচালনার লক্ষণ জ্ঞাত হই নাই, বুঝি এ শিশু জীবিত নাই; এবং এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত শোকান্বিতা হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষা দেখিয়া নৃত্যগীতাদি সকলই নিবারিত হইল, এবং সভাস্থ সকলের হরিষে বিষাদ জন্মিল। অন্তর্যামী মহাবীর মাতার এই বিমর্ষভাব বুঝিয়া গাত্র চালন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মনেমনে এই স্থির করিলেন যে অদ্যাবধি মাতা ও পিতা বর্ত্তমানে কেহ যেন কেশমুণ্ডন না করে ও পরিবার-পরিত্যাগপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্মহইতে নিবর্ত্তিত না হয়। ইহাতে প্রসন্নবদনা রাজ্ঞীর হর্ষে বিমর্ষতিমিরকে নষ্ট করিল, ও তাঁহার গৃহে পূর্ব্ববৎ নৃত্যগীতাদি হইতে লাগিল। যদবধি মহাবীর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন তদবধি রাজার ধনে বলে রাজ্যের উন্নতি হইতে ছিল, এই নিমিত্ত রাজা এই শিশুর নাম বর্দ্ধমান রাখিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু দেবরাজশক্রপ্রভৃতি দেবতারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার মহাবীর নাম রাখিলেন। তিনি চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ সময়ে ৫৬ অপসরোগণ ত্রিশলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল; এবং শক্র ও অপর ইন্দ্রেরা* তাঁহার আরাধনা করিয়াছিল।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত্যনন্তর পিতার আজ্ঞানুসারে রাজা সমরবীরের দুহিতা যশোদার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল; তাঁহার নাম প্রিয়দর্শনা বা যশোবতী। তাঁহাকে মহাবীরের এক শিষ্য যমালি রাজা বিবাহ করেন। মহাবীরের ২৮ বৎসর-বয়ঃক্রম-সময়ে তাঁহার পিতা ও মাতা লোকান্তর প্রাপ্ত হন; ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধন রাজা হন। তদনন্তর তিনি দুই বৎসর গৃহে ছিলেন, ও নানা প্রকার ক্লেশাদিদ্বারা শরীরকে কৃশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল তপঃসাধন করত জিনত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার পরিভ্রমণের আরম্ভাবধি ৬ বৎসরপর্য্যন্ত মধ্যে২ বহুকাল উপবাস ও নাসিকাগ্রভাগে একদৃষ্টি করত নিঃশব্দে অনন্যমনা থাকিতেন; তৎসময়ে সিদ্ধার্থ নামে এক যক্ষ অস্পষ্টরূপে তাঁহার নিকট আসিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে তাঁহার

* এইরূপে আমাদের দেবকীগর্ভহইতে রোহিণীর গর্ভে বলদেবের সঙ্কর্ষণ-ব্যাপার স্মরণ হইতেছে। বোধ হয় এ অসদৃশ ঘটনা জৈনেরা আপনাদের দেবতার গৌরব-বর্দ্ধনার্থে গ্রহণ করিয়া থাকিবেক।

† রাত্র, ব্রাহ্মণ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, দিনকর, বৃষ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, ক্ষীরসাগর, বিমানভবন, প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ।

* জৈনমতে অনেক জন ইন্দ্র এককালে বর্ত্তমান আছেন।

শরীর রক্ষা করিত; এবং তাঁহার বাক্য-প্রয়োগের আবশ্যকতা হইলে স্বয়ং বক্তা হইত।

এই পরিব্রজনসময়ে রাজগৃহ-সন্নিহিত নলিন্দ-গ্রামে গোষ্ঠে জন্মহেতু গোশাল-নামা নীচ-কুলোদ্ভব বিমূঢ় ও সদাচারভ্রষ্ট জনৈক অনুচর তাঁহার প্রথম শিষ্য হয়। সে সর্ব্বদা বিবাদ-সঙ্কটে পড়িয়া প্রায়ঃ তাড়িত হইত। কিন্তু যখন তাহার কোন দোষ থাকিত না তখন সিদ্ধার্থের অনুচর যক্ষেরা তাহার শত্রুদিগের গৃহাদি ভস্মসাৎ করিত। অন্যান্য শত্রুদিগের মধ্যে পার্শ্বনামা জৈন-মতাবলম্বী চন্দ্রাচার্য্য আচার্য্যের শিষ্য বর্দ্ধনসূরির ছাত্রদিগের সহিত সর্ব্বদাই তাহার বিবাদ হইত। তাহার প্রধান কারণ এই যে পার্শ্বনাথের মতানুয়ায়ীরা একমাত্র বসন পরিধান করিত; মহাবীর ও তাঁহার চেলারা বিবস্ত্র হইয়া ভ্রমণ করিত; এই কারণ উভয়দলে ঐক্য হইত না। এই প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্তদিগকে "শ্বেতাম্বর" ও শেষোদিগকে "দিগম্বর" শব্দে বলে। একদা মগধদেশীয় কোন গ্রামের সীমন্তিনীগণকর্তৃক গোশাল উলঙ্গ থাকাপ্রযুক্ত প্রহারিত হয়।

তপস্যার ছয় বৎসরের মধ্যে মহাবীর রাজগৃহ শ্রাবস্তী অযোধ্যা প্রভৃতি প্রধান২ নগর পরিভ্রমণ করেন। মহাবীর পরিব্রাজক হইয়া বজ্রভূমি সুধীভূমি ও লাড়দেশীয় গোঁড় নামক ম্লেচ্ছজাতীয়দিগের কর্তৃক অবমানিত তাড়িত শরদ্বারা বিদ্ধ ও তৎ প্রেরিত কুক্কুরদ্বারা দংশিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি আত্মরক্ষায় বিবৃত হয়েন নাই, প্রত্যুত সদানন্দে কালযাপন করিতেন; কারণ জৈনেরা নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্যা করিবার সময়ে শরীরে আঘাত না করিয়া কেবল মৌনভাবে নিরাহারে ইন্দ্রিয়-সংযম করিতেন; এবং অন্য কেহ পীড়ন করিলেও অসন্তুষ্ট হইতেন না।

নয় বৎসর তপস্যার পর মহাবীরগোশালের এক প্রশ্নের উত্তর করিয়া মৌনব্রত উদ্যাপন করেন; কিন্তু তাহাতে অন্যান্য প্রকার তপস্যার ক্লেশ নিরাকৃত হয় নাই। তাঁহার চেলা তাঁহার নিকট হইতে "তেজঃলেশ্য" অর্থাৎ অগ্নি নির্গত করা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া এবং পার্শ্বনাথের শিষ্যদিগের নিকট অষ্টাঙ্গের মহানিমিত্ত নামা জিনশাস্ত্র পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া গুরুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং জিন হইয়াছি এই কথা ব্যক্ত করিয়াছিল।

এই সময়ে মহাবীরের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া একদা ইন্দ্র ইন্দ্রালয়ে দেবগণসমীপে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে "মহাবীরের ধ্যানভঙ্গ করিতে কেহই কি সক্ষম হইবে না।" এতচ্ছ্রবণে এক উপদেবতা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার ধ্যানভঙ্গ করিবার নিমিত্ত নানা ব্যঙ্গ রঙ্গ ও ভয় প্রদর্শন করাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকর্ম্মা হইতে পারিল না; মহাবীরের ধ্যান সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ ও পূর্ব্বমত রহিল। তদনন্তর তীর্থঙ্কর সতনীকের রাজধানী কৌশাম্বীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজা ও সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক স্বাদৃত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার শারীরিক ক্লেশ ও তপঃসাধনের ফল উপলব্ধ হয়; অর্থাৎ মানব জন্মজনিত ভ্রমদুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই নির্ব্বাণত্ব-সাধনে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর ছয় মাস কাল বিগত হইয়াছিল; তন্মধ্যে তিনি একবার ছয় মাস, চারি মাস করিয়া নয়বার, এক মাস করিয়া দ্বাদশবার, অর্দ্ধমাস করিয়া বাহাত্তর বার, সর্ব্বশুদ্ধ দশ বৎসর তিনশত উনপঞ্চাশ দিবস উপবাস করিয়াছিলেন।

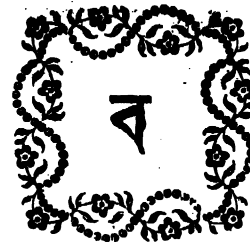
ঋজুপালিকা-নদীর উত্তর-তটস্থ এক সালবৃক্ষের নিম্নভাগে বৈশাখ মাসের হস্তানক্ষত্রস্থ শশধর

যুক্ত শুক্লা দশমীতে মহাবীরের মায়াপাশ পুরাতন রজ্জুর ন্যায় ছিন্ন হয়, ও শুদ্ধ বিজ্ঞান মূর্ত্তিতে তিনি ভূমণ্ডলের পরিত্রাণে নিযুক্ত হন। সহস্র২ দেবগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্র তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করিয়া বেহারের অপাপাপুরী-নামক নগরপর্য্যন্ত তাঁহার সমভিব্যহারে গমন করেন। ঐ স্থানে মহাবীর দেবনির্ম্মিত মঞ্চোপরি আরূঢ় হইয়া শিক্ষা-প্রদান করিতে লাগিলেন। এস্থলে অনেকে তাঁহার মতাবলম্বী হইল, ও তাহাতে যখন তাঁহার কীর্ত্তি দশদিকে নির্ঘোষিত হইতে লাগিল, তখন মগধ কাশী ও অন্যান্য স্থানের চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকর্তৃক বিবিধবিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জনানন্তর শিষ্য হইল। ইহাদের মধ্যে গৌতমাদি *একাদশ শিষ্যেরা প্রধান। জৈনেরা তাহাদিগকে গণধার কহে। মহাবীর এই সকল শিষ্যদের সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরস্থ প্রয়াগ ও বেহার প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। সতানীক শ্রেণিক কৌসাম্বী ও রাজগৃহের রাজারা তাঁহার মতানুযায়ী হইয়াছিলেন। দিন২ তিনি স্বমতের উন্নতি দেখিয়া প্রফুল্লবদনে বহুকাল যাপন করত ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পুনর্ব্বার অপাপাপুরীতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক দেবগণ রাজগণ ঋষিগণ সাধুগণ ও ভক্তমণ্ডলী সমীপে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদেতে মানব লীলা সম্বরণ করেন। সুরপতি শক্র ও দেবগণ তাঁহার শবদাহ করিয়া দগ্ধাবশিষ্ট দন্তাস্থি আপনাদের অংশে লইয়া সেই স্থানে এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যা. কৃ. সি.

* এই গৌতমের অপর এক নাম ইন্দ্রভূতি গৌতমঋষি বংশোদ্ভব বলিয়া গৌতমনামধেয় হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের গৌতম শাক-সিংহ; তিনি ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, সুতরাং দুই গৌতম এক ব্যক্তি নহে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



বসন্ত অতি ভয়ানক রোগ। ইহাতে অভিভূত হইয়া প্রতিবৎসর অনেক মনুষ্য কাল-গ্রাসে পতিত হয়। ইহার যেরূপ অনিবার্য্য যাতনা তাহা বর্ণন করা বাহুল্যমাত্র; যিনি তাহা ভোগ করিয়াছেন তিনিই তাহা জ্ঞাত আছেন। এমন যে মহারত্ন চক্ষুঃ শীতলার অনুগ্রহে তাহা প্রায়ঃ অগ্রেই নষ্ট হইয়া যায়। দেখ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ ও যার পর নাই লাবণ্যময়ী কামিনী একবার বসন্তকর্তৃক আক্রান্ত হইলে কি পর্য্যন্ত শ্রীহীন না হয়? পশু পক্ষী বৃক্ষাদিও ইহার ভয়ঙ্কর যাতনাহইতে নিষ্কৃতি পায় না। অধিকন্তু ইহা যে স্থানে প্রকটিত হয় তথাকার বায়ু পর্য্যন্ত দুষ্ট হইয়া এক পরিবারের মধ্যে এক জন ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে তত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিরাও পীড়িত হয়; সুতরাং ইহা হইতে মহানর্থ উৎপাদিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই ভয়ানক সঙক্রামক রোগের এক বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ইহা এক মনুষ্যের দেহে এক বারের অধিক হয় না। অপর ইহার গন্ধে যে প্রকার ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হয় সূচিকাদ্বারা ইহার পূয় দেহে প্রবিষ্ট করাইলে তাদৃশ ভয়ানক রোগ উৎপন্ন হয় না। এই প্রযুক্ত সকল সভ্যপ্রদেশে অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের দেহে বসন্তের পূয় প্রবিষ্ট করাইয়া ইচ্ছাবসন্ত রূপ ভয়ানক রোগহইতে রক্ষা করা হইয়া থাকে। ঐ প্রক্রিয়ার নাম টীকা। ভূমণ্ডলের অনেক স্থানে ইহা প্রচলিত আছে, এবং অনেকেই ইহাদ্বারা বসন্তরূপ ভয়ানক মারিভয়হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পরন্তু এই টীকার প্রভাবে বসন্তের সাঙক্রামক গুণের লাঘব হয় না,



ডাক্তর জেনর সাহেব।

প্রত্যুত ইহা অত্যন্ত সঙ্ক্রামক হইয়া এক জনের রক্ষার উপায়ে অনেকের অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে এক কালে পল্লীশুদ্ধকে টীকা দিবার প্রথা আছে; তাহা হইলে পল্লীতে আর ঐ রোগের বৃদ্ধি হয় না। ফলতঃ রজকনাপিতপ্রভৃতিদ্বারা এক পল্লীর পীড়া অন্যত্র নীত হইতে না পারে তদর্থে অনেক নিয়ম করা হইয়াছে। বস্ত্র ধৌত করিতে না দেওয়া, ক্ষৌর না হওয়া, ও মৎস্য ভক্ষণ না করা, প্রভৃতি এতদ্দেশে যে যে আচার নির্দ্দিষ্ট আছে তৎসকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য। আধুনিক ব্যক্তিরা পূর্ব্বকালিক বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগের নির্দ্দিষ্ট-নিয়মের প্রকৃত-মর্ম্মের অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাঁহাদিগের এতাদৃশ নিষ্ঠাচার শীতলাদেবীর মানরক্ষার নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে বোধ করেন। সে যাহা হউক, ঐ সকল নিয়ম রক্ষা করাতে এতদ্দেশীয়দের একান্ত ইষ্টলাভ হয় নাই, যেহেতু তাহাতে বসন্তের সঙ্ক্রমণ-গুণের বিশেষ লাঘব হয় না; পল্লীর এক জনের টীকা হইলেই গ্রামস্থ অনেককেই এই রোগে গ্রস্ত হইতে হয়। বিলাতেও পূর্ব্বে এই প্রকার টীকাদ্বারা সহস্র২ ব্যক্তি প্রতিবৎসর প্রস্তাবিত রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইত।

মনুষ্য ইহ সংসারে যেমন নানাপ্রকার রো-

গাদি ক্লেশভোগের অধিকারী হইয়াছেন, তেমন তৎসমুদায়ের নিবারণোপযোগ্য উপায়সমূহেরও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন এক সময়ে ইংলণ্ডদেশে সহস্র২ ব্যক্তি অনিবার্য্য বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছিল, এমত কালে শারীরিক বিদ্যাবিৎ কোন ব্যক্তি ইহা স্থির করিলেন যে কোন প্রকারে দেহে কৃত্রিম বসন্ত উৎপাদন করিতে পারিলে উহার প্রতিবিধান হইতে পারে। পরে পরীক্ষাদ্বারা তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ পণ্ডিতের নাম জেনর। তিনি ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে গ্লসেষ্টর-শায়েরের অন্তঃপাতি বার্ক্লে নামক গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। অতি বাল্যকাল হইতেই পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবসায়ী হয়েন। পরে কোনসময়ে বসন্তজন্য অত্যন্ত মারীভয় উপস্থিত হইলে একদিন ঘটনাক্রমে বার্ক্লেনিবাসিনী কোন গোয়ালিনী তাঁহাকে বলিল, "আমার আর ইচ্ছাবসন্তের ভয় নাই, কারণ আমাদিগের গরুর বসন্ত হওয়াতে আমার হস্তে একটা ব্রুণ হইয়াছিল; তাহা হইলে আর বসন্তের ভয় থাকে না।" জেনর সাহেব ঐ কথা শুনিবামাত্র যে প্রকারে গোবীজ প্রয়োগ করিলে ভয়ানক বসন্তরোগের প্রতিবিধান হইতে পারে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গাভীর উধঃপ্রদেশে বসন্ত হওয়াতে তৎ সঙ্ক্রমণে কোন স্ত্রীর বসন্ত হইয়াছিল; জেনর তাহার করতলহইতে বীজ লইয়া কোন বালকের বাহুক্ষত করত উহা প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। তাহাতে তৎস্থানে বসন্তের ন্যায় একটি ব্রুণ জন্মে; এবং তাহার প্রভাবে ঐ বালকের আর বসন্ত হয় নাই। জেনর সাহেব এইরূপে পরীক্ষা করিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে গোবীজে টীকা দিবার প্রথা প্রকাশিত করেন। কিন্তু ঐ প্রকার নূতন প্রথা মনুষ্যসমাজে অতি শীঘ্র প্রচলিত হইতে পারে না; প্রাচীন প্রথার অনুরোধে অনেকেই তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া থাকেন। এই প্রযুক্ত ২৫ বৎসর কাল জেনরদ্বারা উদ্ভাবিত এই মহোপকারিণী প্রক্রিয়া অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ইং ১৮০২ শালে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে অন্য কোন উপায় না থাকায় জেনর সাহেবের আবিষ্ক্রিয়া কতদূরপর্য্যন্ত ফলদায়িকা হইবেক ও তাহাতে তাঁহার কি রূপ সত্ত্ব আছে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টনামক সমাজদ্বারা এক দল চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধানের পর গোবীজের বিশেষ পোষকতা করেন, এবং জেনর সাহেব এই মহোপকারি বিষয়ের উদ্ভাবক এই বলিয়া তাঁহাকে পুরস্কার করিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট জেনর সাহেবকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। পরে ১৮০৩ শালে তিনি আরো দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। এই অর্থ তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছিল। তিনি তাহা বহু কাল ভোগ করণানন্তর ১৮২৩ শালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গোবীজদ্বারা মনুষ্যের যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শিয়া থাকে কএক বৎসর হইল আমাদিগের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষে তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। গোমসূর্য্যাধান প্রচলিত করিবার অভিলাষে তাঁহারা স্থানে২ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর গোবীজ প্রয়োগে কাহার অশ্রদ্ধা না জন্মিতে পারে এই অভিলাষে তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থসকলও প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ রূপ এক খানি গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

তাহার প্রণেতা। তিনি যাহাতে আপামরসাধারণ সকলেই গোবীজের বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারে তদভিপ্রায়ে সকলের বোধগম্য অত্যন্ত সামান্য ভাষায় ঐ পুস্তক খানির রচনা করিয়াছেন। তাহাতে এতদ্দেশীয় মানবমণ্ডলীর অত্যন্ত উপকার দর্শিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহার পরিবর্তে যদি পণ্ডিত মহাশয় নানাবিধ অলঙ্কারপূর্ণ সুচারু ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন তাহাতে তাদৃশ উপকার দর্শিত না। আমরা প্রস্তাবিত গ্রন্থের কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় বোধ করিতাম না, কারণ সাধারণ জনগণে অন্ততঃ এক একবার উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন ইহা আমাদিগের অত্যন্তাভিলাষ; পরন্তু সামান্য টীকা হইতে গোবীজের টীকা কি পর্য্যন্ত উত্তম তাহা জ্ঞাপনার্থ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাহইতে নিম্নস্থ কএক পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া নিরস্তহইতে পারিলাম না।

উভয়বিধ টীকার পরস্পর-ভেদ-প্রদর্শন।

ইংরাজি টীকা হইলে যে নিয়মে চলিতে হয়।	হিন্দুস্থানী অর্থাৎ দেশীয় টীকা লইলে যে নিয়মে চলিতে হয়।
১। ইহাতে পথ্য ও অপথ্যের বিশেষ নিয়ম নাই। মনুষ্যদিগের সহবাস করিতে পারা যায়। আর সকল কাজ কর্ম্ম করিতেও নিষেধ নাই।	১। ইহাতে পথ্যাপথ্যের বিশেষ ধরাট্ আছে যে কোন ব্যক্তিকে ছুঁইবার যো নাই। আর কোন কাজ কর্ম্ম করিতেও বিশেষ নিষেধ আছে।
২। ইহাতে জ্বর অত্যল্পমাত্র হয়। বগলে যে বীচির মত অনুভব হয় তাহার ব্যথা দুই এক দিনের মধ্যেই যায়, এবং জ্বরও থাকে না। আর টীকার স্থানে কেবল এক একটা দাগ মাত্র থাকে।	২। ইহাতে ঘাড়মুড় ভাঙ্গিয়া জ্বর হয়। কখন২ অনেক বসন্ত বাহির হয়। চক্ষুতে হইলে চোক নষ্ট করিয়া ফেলে। কেহ২ মরিয়া যায়। অধিক বসন্তের হাত থেকে দৈবাৎ নিস্তার পাইলে জন্মের মত বিশ্রী ও কদাকার হইয়া থাকে *।
৩। ইংরাজি টীকা এমত সহজ যে কুড়িদিনের পর আর চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না।	৩। দেশীয় টীকা যদি সহজভাবে উঠে তবে ৩০ দিন পর্য্যন্ত থাকে, কখন২ বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়।
৪। এই টীকা যাহাকে দেওয়া যায় তাহার কিম্বা তাহার সংসর্গী অন্য কোন ব্যক্তির কোন অনিস্ট হয় না; যদি কদাচিৎ টীকাদারের নিজের টীকা ভালমতে না উঠিয়া থাকে অর্থাৎ উঠিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে টীকাদারের কর্ত্তব্য যে সে আপনিও সেই সময় টীকা লয়। তাহা হইলে আর তাহার টীকা চটিয়া যাইবার দোষে নিজের কোন হানি জন্মিতে পারে না।	৪। এ টীকা যাহাকে দেওয়া যায় তাহার এবং অন্যান্য সংসর্গি লোকেরও হানি হইতে পারে। এই টীকা চটিয়া যাইবার অবস্থাতেও যদি কোন সোঁদা ছেলে পিলে তাহার সংসর্গ করে তবে তাহারও অনিষ্ট হইতে পারে। ঐ অনিস্ট হইবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে যদি টীকাদারেরা তাড়াতাড়ি তাহাকে দেশীয় টীকা দেয় তবে আর তাহার নিস্তার নাই।

* এতদ্দেশীয় টীকায় যে বসন্ত নিঃসৃত হয় তাহাতে কাহার কাহার দেহে চিহ্ন থাকে। কিন্তু তৎকর্তৃক কেহ বিশ্রী হয় না। গ্রন্থকারের এ বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে

বি. স. স.

কণিকা-সমুচ্চয়।

রাজাও বাতুল।



র্ব্বকালে রাজারা কৌতুকাভিলাষে নিজ নিজ সভায় এক এক জন বাতুলকে প্রতিপালন করিতেন; তন্মধ্যে এক ভূপতি তাঁহার প্রতিপালিত বাতুলের হস্তে একটি দণ্ড প্রদান করিয়া অনুমতি করিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত তোমাপেক্ষা অধিক পাগল না দেখিবে, সে পর্য্যন্ত এই দণ্ড তোমার নিকটে রাখিবে; তোমাপেক্ষা অধিক পাগল পাইলে তাহাকে ইহা প্রদান করিও।"

কএক বৎসর গত হইলে, রাজা সাঙ্ঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলেন। তাহাতে ঐ বাতুল তাহার প্রভুকে দর্শনাভিলাষে আগমন করিবা মাত্র ভূপতি তাহাকে আজ্ঞা করিলেন,"তুমি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আমার নিকটহইতে অপসরণ কর আমি এক্ষণে এখানহইতে চলিলাম।" তাহাতে পাগল জিজ্ঞাসিল, "আপনি কোথায় যাত্রা করিতেছেন।"তিনি কহিলেন, "আমি পরলোকে গমনকরিতেছি।" বাতুল কহিল,"আপনি কবে প্রত্যাগমন করিবেন? এক মাসের মধ্যে কি প্রত্যাগতি হইবে?" রাজা কহিলেন "না।" "তবে কি এক বৎসরে আগমন হইবে?" "তাহাও না" "তবে কবে?" রাজা কহিলেন "কখন না" বাতুল কহিল, "তবে আপনি সে স্থানের নিমিত্ত কি সঙ্গতি লইয়া যাইতেছেন?" রাজা উত্তর করিলেন "কিছুই না।" "কিছুই না? তবে আমার এই দণ্ডটি আপনি লউন। যখন আপনি চিরকালের নিমিত্ত যাত্রা করিয়া বিনি সম্বলে চলিলেন, তখন এই দণ্ড আপনাকেই অর্শে; এমত নিছক পাগলামি হইতে আমি আজও খাঁটি আছি।"

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

পুংস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার।

প্রসিদ্ধই আছে যে প্রসূতিকারা সন্তানদিগকে স্তনপান করাইয়া থাকে, কিন্তু জগন্মান্য পদার্থবিৎ হমবোলডট্ সাহেব লিখিয়াছেন, কোন২ স্নেহালু পুরুষ স্বীয় সন্তানকে স্তনপান করাইয়াছে। অপর এক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে যখন ইঙ্কটলণ্ড-দেশে রাজ্যবিষয়ক বিপ্লব ঘটিয়া ছিল, তখন কোন পিতা ভার্য্যা বিনষ্ট হইলে পুত্রকে স্বীয় স্তনপান করাইয়া রক্ষা করিয়া ছিলেন। ডাক্তর লিবিংষ্টন্ সাহেব অফরিকাখণ্ডে এরূপ অনেক দেখিয়াছেন যে বালক মাতা বর্ত্তমানে পিতামহী বা মাতামহীর স্তনপান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর লোকে প্রস্তাবিত দেশে বালককে দুইবৎসরকাল মাতার স্তনপান করাইয়া থাকে; ঐ কাল মধ্যে প্রসূতিকার দুগ্ধ কোন কারণে নিঃশেষ হইলে বালকের মাতামহী স্তনপান করাইয়া থাকে। কোন সময়ে এক বালকের মাতামহী (যে দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করিয়াছিল সে) তাহাকে স্তনপান করাইতে লাগিল। ঐ শিশু তাহার স্তন যত পান করিতে লাগিল, ততই তাহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইল। এই উভয় ঘটনাই আশ্চর্য্য; বিশেষতঃ পুরুষের স্তনে দুগ্ধ হওয়া অত্যাশ্চর্য্য মানিতে হইবেক। পরন্তু শারীরিক-বিদ্যায় পারদর্শি পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে স্ত্রী ও পুরুষের স্তনের গঠন একপ্রকার, ইতরবিশেষের মধ্যে স্ত্রীদিগের স্তন বৃহৎ ও পুরুষের স্তন ক্ষুদ্র; অতএব পুরুষের স্তনে যে দুগ্ধের সঞ্চার হইবে ইহা নিতান্ত অযোগ্য বোধ হয় না।



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, চৈত্র। [৪৮ খণ্ড

সরকেশিয়া দেশের ও সরকশ জাতির বিবরণ।



কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যে কৃকশ্বস্ নামে প্রসিদ্ধ এক পর্ব্বত আছে; তাহা দীর্ঘে ৩৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৩০ অবধি ৫০ ক্রোশ হইবেক। এই পর্ব্বত নানা নামে বিখ্যাত। কাল্‌ডিয়া-দেশবাসীরা ইহাকে "তুরায়ণ" অর্থাৎ পার্ব্বত্যভূমি বলিত। পারস্যেরা ইহাকে "সেদাস্কন্দর" নামে বিখ্যাত করে, যে হেতু শেকন্দর পাদশাহ দিগ্বিজয়-করণ-সময়ে প্রথমতঃ তথায় বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জর্জ্জিয়া-বাসিরা ইহাকে "কোকাফ", তুর্কেরা "কাকদ্", এবং সরকশ-জাতীয়েরা "আউজ" নামে প্রসিদ্ধ করে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম "এলবর্জ্"।

রুশজাতীয়েরা ১৮১৭ শাল অবধি এই পার্ব্বত্য ভূমিকে অধিকৃত করণার্থে অনেক চেষ্টা করিতেছে, এবং বলে ও কৌশলে অধুনা তুর্ক ও পারস্যজাতীয়দের এই পর্ব্বতস্থ পুর্ব্বাধিকারের অনেক স্থানে ও জর্জ্জিয়াপ্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পশ্চিম কৃকশ্বস্ পর্ব্বতে সরকশ-জাতীয়দের যে পর্য্যন্ত স্বাধীন অধিকার আছে, তাহা পুর্ব্ব-পশ্চিমে একশতপাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ, ও উত্তর-দক্ষিণে ষষ্ঠিক্রোশ প্রস্থ; তাহার সমুদয়ের পরিমাণ ১৪,৮৭০ চতুরস্র ক্রোশ হইবেক। এই ভূমি-খণ্ডের আকৃতি ত্রিকোণমণ্ডলবৎ।

সরকশ-জাতীয়দিগের আবাসস্থান এক সুরম্য উপত্যকা; তাহার মধ্যে মধ্যে অনেক গুলি নদী আছে; তন্মধ্যে কুবাণ নদীই সর্ব্বপ্রধানা। ঐ উপত্যকার কি পর্য্যন্ত রমণীয় শোভা তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করা দুষ্কর; কি তুর্ক কি রুশিয়া যে দেশহইতে তথায় প্রবেশ করা যায় এবং যে স্থানহইতে তাহাকে অবলোকন করা যায় তথায়ই তাহার অপূর্ব্বকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র২ নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে; সমুন্নত বৃক্ষসমূহ শাখা-প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক ছায়া বিতরণ করিতেছে; পশুসকল পর্ব্বতারণ্যে আনন্দে বিচরণ করিতেছে; সুগন্ধি মিশ্রিত মলয়ানিলসম নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে; তথা সতেজ উদ্ভিজ্জসমূহ ফলপূর্ণ রহিয়াছে। এসমস্ত কাহার হৃদয়কে পুলকিত না করে? এই সকল স্বভাবসিদ্ধ সৌভাগ্যে সরকেশিয়া-দেশকে ফলশালী করিয়াছে। তত্রত্য অধিত্যকা পর্য্যন্তও কর্ষণ করিলে শস্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্পেন্সর



সরকশ-জাতীয়ের প্রতিমূর্ত্তি।

সাহেব লিখিয়াছেন, "সরকেশিয়া-দেশে এমন ক্ষেত্র নাই, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শস্য জন্মিতে না পারে! তামাক, ধান্য, তুলা, ও নীল তথায় অনায়াসে জন্মে। বিনা চাসে কুসুমফুল জন্মিয়া থাকে। অপর ইউরোপখণ্ডের বৃক্ষবাটিকায় যে সকল বৃক্ষ অতি কষ্টে রোপিত হইয়া থাকে; তৎসমুদায়ই এ স্থানে অনায়াস-প্রাপ্য"।

পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি সকল প্রদেশ আবাদের উপযুক্ত নহে; কেবল উত্তর পূর্ব্বাংশ অত্যুর্ব্বরা। তথায় কৃষক যে পরিমাণে শ্রম করে তদপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্তির আশয়ে কখন বঞ্চিত হয় না। পীচ, তুত, গোধূম, দ্রাক্ষা, জাম, তরমুজ, ফুটী ইত্যাদি ফলসকল তথায় সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য; তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন সরকশ-জাতীয়দের কখন আহারীয় দ্রব্যাদির ক্লেশ না ঘটে, এই নিমিত্ত বিধাতা তাহাদিগের নিমিত্ত সকল খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় অশ্ব, কুক্কুর, শৃগাল, খরগোশ, হংস, বরাহ, হরিণ প্রভৃতি পশুও যথেষ্ট; অথচ বিষধারী জীবের বাহুল্য নাই।

ককশস্-পর্ব্বত-শ্রেণীতে অনেক প্রকার ধাতু আছে, তন্মধ্যে রূপা, সীসক, তাম্র, ও লৌহ, অধিক; কিন্তু প্রস্তাবিত দেশীয়েরা তল্লাভের বিশেষ উপায় জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত স্বল্পায়াস-লভ্য প্রয়োজন মত ধাতুতে অগত্যা সন্তুষ্ট হয়। তথায় এক প্রকার বৃক্ষহইতে শোরা উৎপন্ন হয়।

কুবাণ-নদীর বামপার্শ্বে উদ্ভিৎপদার্থ অনেক

আছে; কিন্তু রূশ-জাতীয়দিগের যে দিকে অধিকার তথায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্বোক্ত নদীর তীরস্থ কতকগুলি কচ্ছস্থান ব্যতিরেকে সরকেশিয়ার অপর সকল স্থানে জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। আমরা নীলগিরির বর্ণন-সময়ে উহাকে "ধন্বন্তরি বলিলেই বলা যায়," এই প্রকার লিখিয়াছিলাম; সরকেশিয়ার প্রতিও ঐ রূপ বর্ণন সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। তথায় রোগের কোন মতে প্রাদুর্ভাব নাই। তত্রত্য লোকেরা এই স্বাস্থ্যকর বায়ুর সম্ভোগে অতিআশ্চর্য্য কায়িকসৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা দেখিতে অতিমনোহর। আমরা টোডাজাতির বৃত্তান্তোপলক্ষে বলিয়াছি "সরকশজাতীয়দিগের দেববৎ শ্রী;" সে প্রশংসা কোন মতে অনুপযুক্ত নহে। এই জাতীয় পুরুষেরা সুদীর্ঘ ও আশ্চর্য্য সুঠাম। তাহাদিগের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, কটিদেশ সূক্ষ্ম, এবং বর্ণ দুগ্ধ ও অলক্ত মিশ্রিত বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। এই সুচারু অবয়বে, বিশেষতঃ তাহাদিগের আকর্ণ লোচন ও ভ্রূভঙ্গিতে, তাহাদিগকে যারপর নাই মনোহর করিয়াছে। পুরুষদিগের দীর্ঘ শ্মশ্রু ও প্রশস্ত গোঁফ হওয়াতে তাহাদিগকে বীর্য্যবান্ দেখায়। "স্পেন্সর সাহেব লিখিয়াছেন যে যৎপরোনাস্তি সুনিপুণ ভাস্করকর্তৃক খোদিত প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তিও তাহাদিগের তুল্য সুন্দর হইতে পারে না। তাহাদিগের স্ত্রীরাও অসামান্যরূপলাবণ্যময়ী, কিন্তু কুমারী অবস্থায় তাহাদিগের লাবণ্যের লাঘব দৃষ্ট হয়। কারণ জাতীয়প্রথানুসারে তাহারা সমুদয়বক্ষোদেশ ব্যাপিয়া এক প্রকার চর্ম্মের কাঁচুলি ব্যবহার করে, তাহার ভিতর স্তনযুগলের উপর দুইখানা কাষ্ঠ থাকাতে বক্ষোদেশ বর্দ্ধিত হইতে পায় না। ঐ কাঁচুলি বিবাহের দিবস অথবা জীর্ণ হইয়া গেলেই ত্যক্ত হইয়া থাকে।

সরকশজাতীয়েরা আপনাদিগকে "আটিঘী" নামে ব্যক্ত করে। তাহার অর্থ "সমুদ্রকূলস্থ পার্ব্বত্যভূমি-নিবাসী।" প্রস্তাবিত জাতীয়ের উৎপত্তি নিরূপিত করা অসাধ্য, কারণ তাহাদিগের পরম্পরাগত প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অপর তাহাদিগের ভাষার সহিত বর্ত্তমান কোন ভাষার সাদৃশ্য নাই। এই জাতীয়ের এক সাধারণ ভাষা আছে, কিন্তু অনেকে তুর্ক ভাষাই ব্যবহার করে। ইহাদিগের ভাষা অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয় না। কথিত আছে, তুর্ক-দেশীয় কোন সুলতান ইহাদিগের ভাষা নিরূপিত করিবার নিমিত্ত কোন পণ্ডিতকে সরকেশিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করত সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "সরকশজাতীয়ের ভাষা এই রূপ সুশ্রাব্য ও স্পষ্ট।"

সরকশজাতীয়েরা অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত: তন্মধ্যে ত্রয়োদশ গোষ্ঠী একত্র আছে। রূশদিগের নিরূপণানুসারে ঐ দশ গোষ্ঠীর সঙ্খ্যা পাঁচলক্ষ; তন্মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ ব্যক্তি রূশদিগের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে। দাতা বলিয়া এই জাতীয়দের সুখ্যাতি আছে; বিশেষতঃ বদান্যতা তাহাদিগের এক প্রধান গুণ। তদ্দেশে কেহ যাচ্ঞা করিলে কখন নিরাশ হয় না, পরন্তু ঐ গুণ বিদেশীয়দের প্রতি প্রকাশ পায় না। কেবল প্রধানের শরণ লইলে বিদেশীর প্রতি দয়ার অভাব হয় না। ইহাদিগের মধ্যে স্তেয়বৃত্তি গুণের মধ্যে পরিগণিত হয়। পরন্তু কেহ চৌর্য্য করিয়া ধৃত হইলে তাহাকে অপহৃত দ্রব্যের নয়গুণ দণ্ড দিতে হয়। ইস্পার্টা-দেশীয়দিগের মধ্যেও ঐ রূপ প্রথা ছিল; চোর ধরা পড়িলেই দণ্ডার্হ হইত; নতুবা নিন্দনীয় হইত না। দক্ষিণামরিকার অন্তঃপাতি পাটাগোনিয়াদেশেও চৌর্য্যবৃত্তির যৎপরোনাস্তি আদর আছে। তথায় যে চুরি করিতে

পারে না তাহার বিবাহ হওয়া ভার— কারণ চুরি করিতে না পারিলে তাহার পরিবারের উত্তমরূপে ভরণ পোষণ করিবার উপায় থাকে না।

সরকশজাতীয়েরা সমরকুশল এবং সর্ব্বদাই রণ-সজ্জায় সজ্জিত থাকে। অধিকন্তু তাহাদিগের স্ত্রী-রাও তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া সমর করে। অপর পরমেশ্বরানুগ্রহে ইহারা যে ঘোটক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে ইহাদিগের বীরত্ব রক্ষা পাইবার বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। ঐ ঘোটক অসদৃশ বেগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ; আরবদেশীয় ঘোটকও তাহার তুল্য নহে। অপর ঐ অশ্বারোহণে সমরোন্মত্ত হইলে সরকশদিগের আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তখন তাহারা অশ্বের রশ্মি দন্তদ্বারা ধারণ করত দুই হস্তে অস্ত্র চালনা করিতে থাকে; কখন বা লম্ফদিয়া ভূমিতে উত্তীর্ণ হওত শত্রুকে আহত করিয়া অশ্বের উপর দণ্ডায়মান হইয়া শত্রু প্রতি গুলিক্ষেপ করিতে থাকে। এই যুদ্ধসময়ে সরকশ মাত্রেই সর্ব্বাঙ্গে লৌহ কবচ ধারণ করে। তদ-বস্থায় তাহাদের যে প্রকার আকৃতি হয় তাহা ২৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে ব্যক্ত হইবে।

প্রস্তাবিত জাতীয়েরা সর্ব্বদাই বিবাদে ব্যাশক্ত থাকে। এই নিমিত্তে তাহাদিগের গৃহ অতি-সামান্যরূপে নির্ম্মিত হয়, শত্রু আসিবামাত্র ঐ গৃহ জ্বালাইয়া তাহারা অধিত্যকোপরি আ-রোহণ করে। তাহারা শস্যাদি খাদ্যসকল মৃত্তি-কামধ্যে গোলা প্রস্তুত করিয়া রাখে; সুতরাং তাহা শীঘ্র শত্রুর হস্তে পতিত হয় না। সরকশ-জাতীয়েরা এতাদৃশ সমরপ্রিয় যে সন্তান জন্মাইবা-মাত্র তাহার নিকট তীর ধনু রাখিয়া ভবিষ্যতে সে বীরপুরুষ হইতে পারে, এমত প্রার্থনা করে।*

ধনিদিগের সন্তান তিন চারি বৎসরের হইলে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়। তিনি তাহাকে বাটীতে লইয়া অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দেন। পরে তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইলে তাহার পিত্রালয়ে আনয়ন করে, এবং পিতা সন্তুষ্ট হইলে তাঁহাকে যথাবিহিত পুরস্কার করেন।

সরকশজাতীয়েরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; তদ্যথা রাজা কুলীন ও ইতর। রাজাদিগের বিশেষ আ-ধিপত্য এই যে তাঁহারা জয়লব্ধ দ্রব্যাদির অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন; ও বিদেশাগত দ্রব্যাদির যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক অবধারিত করিতে পারেন। সাংসারিক অবস্থায় রাজা ও কুলীনে কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় না। রাজা ও কুলীনদিগের পদ কুলক্র-মাগত; পুত্রের অভাব হইলে ঐ পদ কন্যাপ্রাপ্ত হয়। কুলীনদিগের অনুগত ব্যক্তিরাই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, কুলীনদিগের ক্ষেত্রকর্ষণ করা ও তাঁহা-দিগের পক্ষে আবশ্যকমত যুদ্ধ করা তাহাদিগের কর্ম্ম। প্রধানেরা কখন ইতর প্রতি নৃশংসবৎ ব্যবহার করিতে পারেন না, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তাঁহাদিগের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় লইতে পারে। ইতরদিগের যে ক্ষেত্র ও গৃহপালিত পশু থাকে, তাহাতে প্রধান-দিগের স্বত্ব নাই। এই শ্রেণীত্রয়ভিন্ন সরকেশিয়া-দেশে অপর এক শ্রেণীস্থ মনুষ্য আছে; কিন্তু তাহারা উক্তদেশজ নহে, এই প্রযুক্ত তাহাদি-গকে দেশীয় মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা হয় না। জয়লব্ধ বন্দী বা বিদেশীয় ব্যক্তি ঐ শ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত হয়। সরকশজাতীয়েরা তাহা-দিগকে বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু তাহারা তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করিয়া-থাকে; ও কাহাকে কাহাকে পোষ্যপুত্রও করে। প্রকাশ্যরূপে কোন স্ত্রীর স্তনপান করিলেই

* পূর্ব্বকালে এতদ্দেশেও সকলে পুত্রের বীর্য্য কামনা করিত, এবং ঋষিমুনিরা স্ত্রীলোককে আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ কহিতেন, "বৎসে বীরপ্রসূভব"। ও অধুনা হিন্দুদিগের বীর্য্যমাত্র নাই, সুতরাং সে আশীর্ব্বাদ ও লুপ্ত হইয়াছে।

পোষ্যপুত্র হওয়া যায়। এই জাতির মধ্যে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদিগের অসামান্য মান আছে; রাজারাও ঐ সম্মান প্রদর্শন করিতে অন্যথা করেন না। চীনজাতির মধ্যেও বৃদ্ধেরা বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়া থাকে; পরন্তু তদর্থে তাঁহাদিগের এক স্বতন্ত্র রাজব্যবস্থা আছে, যদি কোন সন্ততি-সম্পন্ন ব্যক্তি বৃদ্ধের দুঃখের প্রতিবিধান না করেন তবে রাজনিয়মানুসারে তিনি দণ্ডার্হ হয়েন; সুতরাং তাঁহাদিগের বৃদ্ধ ব্যক্তিতে ভক্তি কিয়দংশে দণ্ডভয়-হইতে উৎপন্ন হয়; সমুদায়ই আন্তরিক ভক্তি নহে। সরকশজাতির মধ্যে যাঁহার প্রাজ্ঞতা ধর্ম্মজ্ঞান ও বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি সদ্গুণ আছে, তিনিই প্রাধান্য প্রাপ্ত হন। প্রধানদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ কুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ যত্ন যে তাঁহারা স্বগোষ্ঠীতে বা সমানাস্পদ কুলেই বিবাহ করেন। ঐ বিবাহের মন্ত্র নাই; আমোদ আহ্লাদ হইলেই সকল হইল; বিবাহের সংঘটন বন্ধুদ্বারাই নিষ্পাদিত হয়।

প্রস্তাবিতদেশে টাকার চলন নাই; সুতরাং বিবাহে কয়টী গো বা কয়খানি অস্ত্র দিতে হইবেক এই কথাই ধার্য্য হয়; পরে তাহা স্থির হইলে বর ঘোটকারোহণে কন্যার বাটীতে আসিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগে দোলারূঢ় করিয়া তাহাকে ঘটক বন্ধুর বাটীতে লইয়া যান। তথায় যে ঘরে বাসর হইবেক কন্যা সেই ঘরে একাকিনী থাকে; এবং কোন দৈত্য তাহাকে না লইয়া যাইতে পারে তন্নিমিত্ত কতকগুলি প্রজ্বলিত মসাল তাহার নিকটে রাখা হয়; ও গৃহস্বামিনী গৃহে প্রবেশকরণপূর্ব্বক শয্যার উপর তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। অপর কন্যার মস্তকে পার্শ্বে এবং পদতলে শস্যপূর্ণ তিনটী মৃৎপাত্র জ্বলন্ত দীপের সহিত রাখেন। ইতি মধ্যে বর কোন নিকটস্থ বনমধ্যে গিয়া লুক্কাইত হইলে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যান। এই প্রকারে রাত্রি দুই প্রহর গত হইলে তিনি কন্যার গৃহে আসিয়া তাহার কাঁচুলি কাটিয়া দেন; তাহা হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রাতঃকালে বর নববধূকে লইয়া আপন পিতা বা মাতার দত্ত এক নূতন গৃহে প্রবেশ করেন; যেহেতু পিত্রালয়ে বিবাহিত পত্নীকে রাখা সরকশজাতির মধ্যে পদ্ধতি নাই। ইহাদিগের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নাই, কিন্তু ইহারা দুইটীর অধিক বিবাহ করে না।

সরকশজাতীয় রাজারা পুত্রের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহার মুখাবলোকন করেন না; বরং তাহার নাম করণেও স্বয়ং অগ্রসর হয়েন না; ধাত্রীই সে কর্ম্ম সম্পন্ন করে।

কাহার মৃত্যু হইলে অবিভক্ত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার তাহার স্ত্রীর উপর অর্পিত হয়; এবং তাহার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর প্রতি সমর্পিত হয়। বিষয়-বিভাগের এই প্রথা হিন্দুস্থানীয় প্রথার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না, যেহেতু পৈত্রিক বিষয়ের বিভাগ হইলে তথায় জীমূতবাহনের মতে জ্যেষ্ঠপুত্র অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইংলণ্ডেও জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি এই রূপ ব্যবস্থা আছে; কুত্রাপি অন্য পুত্র বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী অর্থ প্রাপ্ত হয় না।

সাংসারিক তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তু গৃহস্থ ও গৃহিণীকে প্রস্তুত করিতে হয়। কি রাজা, কি ভদ্র, কি ইতর, কাহার ইহা হইতে নিষ্কৃতি নাই; কেবল কর্ম্মকার ও স্বর্ণকার এই দুই ব্যবসায়ী সরকশজাতির মধ্যে আছে।

প্রস্তাবিত জাতি আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য? ইহাদিগের মধ্যে সহোদর সহোদরাকে, পিতা কন্যাকে, স্বামী দুঃশীলা ভার্য্যাকে, বিক্রয় করেন! সুন্দরীদিগের বিক্রীত হইবার

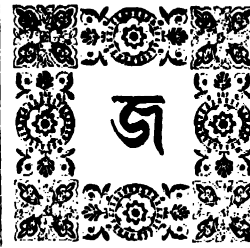
ইচ্ছাও প্রবল, যেহেতু বিক্রীত হইলে তাহারা তুর্ক বা পারস্যদিগের অন্তঃপুর বিহারিণী হইয়া নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

প্রস্তাবিত জাতীয়েরা মদ্যপানে ও মাংসাহারে বিশেষ অনুরক্ত নহে। নিরামিষ ভোজনেই তাহাদিগের নিতান্ত প্রীতি; পরন্তু তাহাতেও তাহারা স্বচ্ছন্দশরীরে কালযাপন করে; কোন মতে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। অপর, তাহারা অল্পাহারী, এবং সহিষ্ণুতা গুণের বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ক্ষুৎপিপাসায় কখন আক্রান্ত হয় না। ইহারা একপ্রকার আক্রোটের বৃক্ষহইতে নির্গত রসদ্বারা বসন্তকালে চীনী প্রস্তুত করে। ঐ রস পাক করিতে হয় না; কএক দিন অনাবৃত থাকিলেই আপনা হইতে জমিয়া চীনী হয়। ইহারা দুগ্ধে অম্ল নিক্ষিপ্ত করিয়া পান করে; নতুবা তাহাদের জ্বর রোগ জন্মে।

সরকশজাতি মুসলমানধর্ম্মান্তর্গত সুন্নী মতাবলম্বী।

উল্লিখিত জাতীয়েরা পরিমিতাচারীহইবাতে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত জীবিত থাকে। কাহার পীড়া হইলে আত্মীয়েরা মনে করে, দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে; এই নিমিত্ত কোন আঘাতী বা পীড়িত ব্যক্তির বন্ধুরা তাহার সম্মুখে গৃহদ্বারে জলপূর্ণপাত্রে নিম্ব ও তাহার পার্শ্বে নাঙ্গলের ফলা রাখিয়া থাকে। ঐ নিমিত্ত হিন্দুদিগের রোগীর শয্যায় লৌহ রাখা প্রসিদ্ধ আছে। রোগিকে দেখিতে যাইবার সময়ে সরকশেরা আদৌ রোগির গৃহদ্বারে তিনটী শব্দ করে, পরে অল্প জল ছড়াইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হয়। পীড়িত ব্যক্তির গৃহে গোলযোগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ইহারা রোগিকে প্রফুল্লচিত্ত রাখিবার মানসে তথা দৈত্যের দূরীকরণার্থে তাহার গৃহে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে।

কলম্বসের জীবনবৃত্তান্ত।



গদ্বিখ্যাত কলম্বস্ জিনোয়া নগরে ইং ১৪৩৩ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, পশুরোম-ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন সন্তান; তন্মধ্যে কলম্বস্ জ্যেষ্ঠ। যদিও তাঁহার পিতা দরিদ্র, সন্তানদিগের বিদ্যোপার্জ্জনবিষয়ে ব্যয় করিতে অসমর্থ ছিলেন, তথাপি কলম্বসের এরূপ বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল যে অতি শৈশবাবস্থাতেই বিশেষ অধ্যবসায়সহকারে দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া অঙ্কবিদ্যা ও লাটিন্ ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তৎসময়ে তিনি ভূগোল-বিদ্যা শিক্ষা করিতেও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।

কিঞ্চিৎ বয়ঃক্রম অধিক হইলে কলম্বস পাডুয়া-নগরস্থ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পাঠারম্ভ করিলেন যে "কিছুকাল এই বিদ্যালয়ে ভূগোলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যা সুশিক্ষা করিয়া নিঃসৃত হইব।" ফলতঃ বহুদিবসপরে তাঁহার উক্ত প্রতিজ্ঞার এই ফল দর্শিয়াছিল যে জ্যোতির্ব্বেত্তা মহাশয়েরা সর্ব্বদাই কহিতেন, ঐ সকল বিদ্যাতে তাঁহার তুল্য ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি অতি বিরল।

উক্ত বিদ্যালয়হইতে বহির্ভূত হইয়া কলম্বস প্রথমতঃ জিনোয়া-নগরে এক জাহাজে খালাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন; কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতায় বহুকাল তাঁহাকে ঐ পদে থাকিতে হয় নাই; অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি ঐ অর্ণবযানের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৪৭০ অব্দে তিনি পর্টুগল-দেশের অন্তঃপাতি লিস্বন্-নগরে উপ-

স্থিত হইলেন, এবং ক্রমশঃ তত্রত্য হেনরীনামা ভূপতির অনুকম্প্য হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল-পরে ইটালী-দেশ সংলগ্ন সমুদ্রভ্রমণকারী কোন ব্যক্তির পালেষ্ট্রেলোনাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে পরিণয় করেন। তাঁহার শ্বশুর ভূয়ো ভূয়ো সমুদ্র-পর্য্যটনদ্বারা নানাবিধ বৃত্তান্ত ও সমুদ্রের মানচিত্র প্রভৃতি যাহা সঙ্গ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন সে সমস্তই তিনি স্বীয় পত্নীদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর পর্টুগিজ্-জাতীয়েরা আফ্রিকা-মহাদ্বীপস্থ গিনী-নামক প্রদেশে যে কি কারণবশতঃ বারম্বার গমনাগমন করিত সে সকল বিষয়ও তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সকল নাবিকের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া সমুদ্র-পর্য্যটন বিষয়ক আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে যে সকল নাবিক ভারতবর্ষহইতে উত্তমাশা-অন্তরীপদিয়া ইউরোপে গমন করিত তাহারা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিল যে আট্লাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে আর কোন দ্বীপ বা উপদ্বীপ ছিল না। কোন কোন ব্যক্তি স্থির করিয়াছিল যে আট্লাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে জাপান্ রাজ্য; অপরের এরূপ ভ্রম হইত যে আশিআখণ্ড ও ভারতবর্ষ উক্ত সমুদ্রের পশ্চিমে আছে। কিন্তু বিজ্ঞবর কলম্বস পৃথ্বীর অবয়বের বিশেষ বিবেচনা এবং অনুমানসাহায্যে তর্ক বিতর্ক করিয়া এইরূপ স্থির করিলেন যে আট্লাণ্টিক মহাসমুদ্রের পশ্চিমদিকে যদ্যপি অর্ণবযান লইয়া গমন করা যায়, তাহাহইলে অবশ্যই কোন না কোন দ্বীপ বা উপদ্বীপ দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; অথবা উত্তমাশা-অন্তরীপদিয়া ভারতবর্ষে যাওয়া অপেক্ষা অতি শীঘ্র ঐ প্রদেশে গমন করা যাইবেক। তথায় এই সমস্ত চিন্তাতে তিনি সর্ব্বদাই মগ্ন থাকিতেন; এবং নানাদ্বীপের ও সমুদ্রের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় দ্বারা স্বীয় পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অনন্তর মহাত্মা কলম্বস বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া আট্লাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে অপ্রকাশ্য কোন ভূমির আবিষ্কার করণাভিলাসে অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন; এবং বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এ শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে অন্ততঃ চারি পাঁচ খানা জাহাজ ও অন্য অন্য দ্রব্যাদির আবশ্যক, অতএব কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত উক্ত কর্ম্মের কোন রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমে পর্টুগালের রাজার নিকট গমন করিলেন; কিন্তু ঐ ভূপতি উক্ত আবিষ্ক্রিয়া-বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগী হইলেন না। ঐ সময়ে কলম্বসের সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া ১৪৮৪ অব্দে ডিগো নামা স্বীয় পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাষ্টাইল-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ফর্ডিনাণ্ড-নামক ভূপতি অতিশয় ধনাঢ্য ও বিজ্ঞতম ছিলেন; এবং ইসাবেলা নাম্নী তাঁহার রাজ্ঞীও তদনুরূপা। যে কোন বিবেচ্য কর্ম্ম উপস্থিত হইলে উভয়ে যুক্তিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতেন। তাঁহারা উক্ত আবিষ্ক্রিয়া-বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসুক ছিলেন, কিন্তু কলম্বস সহসা স্বমনস্থ কোন প্রস্তাব না করিয়া তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করত ১৪৮৫ অব্দে পালশ-নগরে প্রস্থান করেন। তথায় তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হয়। তদবস্থায় এক দিবস উক্ত নগরের অনতিদূরে ফ্রানসিস্ক ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের এক মঠে তিনি সপুত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উক্ত মতাবলম্বীদিগের নিকট কাতরস্বরে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যদ্রব্য যাচ্ঞা করি-

লেন। ঐ মঠাধ্যক্ষ জোয়ান্ পেরেজ নামা এক ব্যক্তি কলম্বসের অবয়ব দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত সদালাপে সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহার অভিলষিত বিষয়ের বিচার-পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে "ইসাবেলা নাম্নী রাজ্ঞীর দীক্ষক ফরনাণ্ড টালাবারা নামে মহাত্মা আমার আত্মীয় বন্ধু, অতএব আপনার অভিলষিত অদ্ভুত ক্রিয়া নিষ্পাদনের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করণ পূর্ব্বক তাঁহার নামে এক লিপি প্রদান করিতেছি, তাহাতেই তোমার বিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই।" কলম্বস স্বীয় পুত্রকে সেই মঠে রাখিয়া ১৪৮৬ অব্দে উক্ত পত্র হস্তে কাষ্টাইল-দেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অতএব তাঁহার পুত্রকে লইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার জোয়ান পেরেজের নিকট আগমন করেন। তাহাতে জোয়ান পেরেজ কলম্বসকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হওত তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ইসাবেলা রাজ্ঞীর নিকটস্থ হওত অপ্রকাশ্য দেশের প্রকাশ-করণ-বিষয়ে বিলক্ষণ বক্তৃতা করিলেন,এবং কহিলেন যে "এ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে স্পেন-দেশের যে কি পর্য্যন্ত সুখ্যাতি হইবে তাহা বক্তৃতাদ্বারা বর্ণন করা যায় না।" এই সকল বাগাড়ম্বরদ্বারা রাজ্ঞীর সম্পূর্ণ অভিমত হইল, এবং আবিষ্ক্রিয়া করণের নিমিত্তে যে সমস্ত ব্যয় হইবেক তাহাও অবশ্যই দিবেন স্বীকার করিলেন।

এই প্রকারে ইসাবেলা রাজ্ঞী অপ্রকাশ্য দেশের উদ্ভাবন-বিষয়ে অতিশয় উৎসুকা হইয়া এই নিরূপণ করিলেন যে "অদ্যাবধি কাষ্টাইল-দেশের সমুদ্র সেনাপতির পদে কলম্বস নিযুক্ত হইলেন, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবেক ঐ সকল আবিষ্কৃত দেশের শাসনকর্তৃত্ব-পদে কলম্বসই নিযুক্ত হইবেন, এবং ঐ সমস্ত স্থানে যদি কোন রত্নাদি ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার দশাংশও তিনি প্রাপ্ত হইবেন।"

ইং ১৪৯২ অব্দের ১৭ এপ্রেল রাজা এবং রাণী অনুমতি প্রদান করিলেন "যে তিনখানা অর্ণবপোত এবং তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি ও কতকগুলি এমন মনষ্য যাহারা সর্ব্বদা সমুদ্রে গমনাগমন করে তাহারা কলম্বসের সমভিব্যাহারে যাউক।" কিন্তু কোন ব্যক্তিই আটলাণ্টিক সমুদ্রের পশ্চিম দিগে গমন করিতে সাহস করিয়া সম্মত হইল না; অধিক কি যাহারা জলধিযাত্রায় গমনাগমন করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারাও কহিল যে এ অসম্ভব কার্য্যে কোন ব্যক্তিই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না। এই প্রকার কিছুদিন আন্দোলন হইলে এক জন সাহসিক নাবিক গমনে স্বীকার করিল, এবং তাহার বশীভূত কএক জন অপর নাবিকও তদনুরোধে তাহার সাহচর্য্য স্বীকার করিল।

ঐ সমস্ত ব্যক্তি এবং কলম্বস অর্ণবযানে সমারোহণ করিয়া ১৪৯২ অব্দের ৩ রা আগষ্ট প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যদিও মধ্যে২ সকল ব্যক্তিই সেই অকুল ভীষণ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া ভয়দ্রুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; এবং সর্ব্বদা কহিত যে "এ অসাধ্য ব্যাপারে পরাঙ্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য;" তথাপি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন কলম্বস সেই ভীরু ব্যক্তিদিগকে সাহস-প্রদান করিতেন, এবং কহিতেন "আর ভয় নাই; যে সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে ইহাতে অনুভব হয় শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইব"।

এই প্রকারে কলম্বস কেনরি-দ্বীপের সন্নিকট দিয়া ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখেই যাইতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দিবস পরেই ঐ দিকে যাইতে যাইতে

লতা পাতাদি পদার্থ এবং উড্ডীয়মান পক্ষী সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল; তখন তিনি বিবেচনা করিলেন যে এ সকল চিহ্ন ভূমির নৈকট্য-বিষয়ে বিলক্ষণ প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে যে সকল নাবিক ও অন্যান্য মানবগণ ছিল তাহারা সম্পূর্ণরূপে গমনে পরাঙ্মুখ হইতে মানস করিল। কলম্বস তাহাদিগকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং কহিলেন যে "যে সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে শীঘ্র কোন না কোন ভূমি প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই।" অপর কোন কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন দ্বারাও বশীভূত করিতে বাঞ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিরা তাঁহার অগোচরে যুক্তি স্থির করিল, যে "কোন প্রকারে হউক কলম্বসের জীবন ধ্বংস করিয়া স্বদেশে গমন করত রাজার নিকটে কহিব যে অতিশয় ব্যামোহ হওয়ায় তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।"

তাহারা তাঁহার বিশেষ মন্দ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল কলম্বস অনুমানদ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছ অতএব আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে। অপর, তোমাদিগের যে রূপ সাহস ও ক্ষমতা ইহাতে আমার বোধ হয় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইব; অতএব তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলেই পরিশ্রম সফল হইবে" অপর এই সকল সন্তোষজনক বাক্যদ্বারা যথাসাধ্য স্তব করিলেন, এবং নানারূপ লোভ দেখাইতে লাগিলেন।

১১ ইং অক্টোবর একখান অর্ণবপোতের কোন নাবিক একখান মোটাকাষ্ঠ ও একগাছা যষ্টি এবং কতকগুলি গাছড়া দেখিতে পাইল। তাহাতে কলম্বস বিবেচনা করিলেন যে এই গাছড়া অবশ্যই অল্পদিন মধ্যে মনুষ্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই যষ্টি মানবের দণ্ড সন্দেহ নাই; অতএব ভূমি অতি নিকটে আছে বোধ হয়; অদ্য রাত্রিতেই তাহা দৃষ্ট হইবে।

অনন্তর রাত্রি দশঘটিকার সময় তাঁহার বোধ হইল যেন অনেক দূরে একটা আলোক জ্বলিতেছে; যদিও তাহা একবার মাত্র দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বিশ্বাস যোগ্য নহে তথাপি সকল জাহাজের লোকেরা কহিলেক, "ভূমি অনতিদূরে আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই।" রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময় সম্মুখে একটা উপদ্বীপ দৃষ্ট হইল। কলম্বস তথায় নোঙ্গর করিয়া প্রাতঃকালে তোপধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সকলে তীরে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, ঐ স্থান নানাবৃক্ষে সুশোভিত। তথাকার জল উত্তম, ও ফলসকল অতিশয় সুস্বাদু। অপর তথাকার বসতিও অল্প নহে। অনেক লোক একত্র হইয়া সমুদ্র তীরে আগমন করত অর্ণবপোতদর্শনে আশ্চর্য্য মানিল। অপর কলম্বস্ অন্য নাবিকগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "এই বৃহৎ উপদ্বীপ আমাদিগের ভূস্বামীকে প্রদান করিলাম।" এবং সকলে একত্র হইয়া পরমেশ্বরের মহিমা ও অনুকম্পা অনুবাদ করিতে করিতে আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হইলেন। কলম্বস্ ঐ উপদ্বীপের নাম "সান্সাল্বেডর" রাখিলেন; কিন্তু তদ্দেশস্থ লোকেরা তাহাকে "বুয়ানাহানী" নামে বিখ্যাত করিত। এইক্ষণে তৎস্থানের নাম "ফাট্স আইর্লণ্ড। কলম্বসকে দর্শনাভিলাষে যে সমস্ত লোক আসিয়াছিল তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়াতে তাহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং অনুমান করিল যে ইহাঁরা স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছেন; এবং অর্ণবপোত দেখিয়া তাহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল যে এ সকল জন্তুর নাম কি, ইহারা বা কোন্ স্থানে বাস করে, বোধ হয়, জল জন্তুই হইবে;" আর কামান প্রভৃতি দেখিয়া মনে করিল যে "এ বুঝি বিদ্যুতের

বীজ, এবং উহার ধ্বনি বুঝি শূন্যমার্গে বজ্রের ন্যায় শ্রবণগোচর হয়।”

দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে কলম্বস ঐ দ্বীপের উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যে সকল দ্বীপ আবিষ্কৃত করিতে লাগিলেন; তাহার প্রত্যেকের এক২ আখ্যাও প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ দ্বীপের নাম কিউবা। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ভূরি২ স্বর্ণ রূপা প্রভৃতি পদার্থ দ্বীপে প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাঁহার উক্ত আশা আশা মাত্র রহিল, কোন রূপে সফল হইল না।

১৫ ডিসেম্বর, তিনি আর এক দ্বীপ প্রাপ্ত হন। তাহার নাম ইদানীন্তন লোকেরা “সেণ্টডমিঙ্গো” বলিয়া থাকে। তথায় তিনি এক দুর্গ প্রস্তুত করেন, এবং ঐ দ্বীপের লোকদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী প্রায়ঃ সকলেই ঐ ব্যবহারে ক্রমশঃ তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিল। একদা ঐ সকল লোক একত্র হইয়া এরূপ নৃশংসবৎ ব্যবহার করিল যে সেই আবিষ্কৃত দ্বীপের যাবদীয় লোক সকলের বিনা দোষে সহসা বলপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া স্বদেশে আগমন করিল। কলম্বস তথায় কিঞ্চিৎ দিবস বাস করিয়া সেই সমস্ত লোকদিগের যথাসাধ্য অর্থদ্বারা এবং নানা প্রকার মিষ্টালাপদ্বারা সান্ত্বনা করত স্বীয় দেশে প্রত্যাগমন করেন। পথি মধ্যে তিনি এমন ঝটকাতে পতিত হইয়াছিলেন যে ভয়ানক প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা তাঁহার জাহাজ জলে নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিপদ্‌হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ১৪৯৩ অব্দে ৪ মার্চ্চ লিসবন-নগরে উপস্থিত হন। ১৫ মার্চ্চ পালশপরেনগরে পুনরাগমন করেন। তথাকার মানবেরা ঐ ভ্রমণ-পরায়ণ মহান্ ব্যক্তির প্রত্যাগমন দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানা প্রকার মহোৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর সকলে কহিতে লাগিল, যে “ইনি অপূর্ব্ব সাহসিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক মহাদ্ভুত কার্য্যের সম্পাদন করিয়াছেন, ইহাঁর যোগ্য পূজ্যবর ব্যক্তি প্রায়ঃ দুর্লভ।” রাজা এবং রাজ্ঞী সভাহইতে গাত্রোত্থান করত স্বীয় সিংহাসনের নিকট কলম্বসকে উপবেশন করাইয়া আবিষ্ক্রিয়া-সম্পাদন-বিষয়িকা বার্ত্তা শুনিতে ইচ্ছা করেন। কলম্বস যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যাদৃশ রূপে অব্যক্ত দ্বীপসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সকল বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন। এবং স্বীয় সমভিব্যাহারে নূতন প্রকাশিত দ্বীপহইতে যে পাঁচ জন মনুষ্য আনিয়াছিলেন, তাহাদিগের যেরূপ চরিত্র ও স্বভাব তাহার বর্ণন করিলেন। তাহাদিগকে উলঙ্গ ও অতিশয় অসভ্য দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞী বিস্ময়ভাবে জিজ্ঞাসিলেন; “ইহাদিগের দেশীয়েরা কোন ধর্ম্মাবলম্বী ও কি রূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা। “তাহারা যদ্যপি পৌত্তলিক ধর্ম্মে নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে এরূপ চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।”

একদা রাজসভায় সভ্যগণে নানা কথার আলোচনা করিতেছে, এমত সময়ে রাজ্ঞী নূতন পৃথ্বীতে পুনর্গমনের প্রস্তাব করাতে, কলম্বস উৎসাহপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলেন, এবং পরে সমস্ত উদ্যোগ করত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রাতে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। তৎকালে অসঙ্খ্যক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং যাবদীয় লোক কলম্বসের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবার তাঁহার সহিত গমন করিতে অনেক ব্যক্তিই সাহস করিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। যাহারা সঙ্গী হইয়াছিল তাহারা সরলান্তঃকরণে নির্ব্বিঘ্নচিত্তে প্রফুল্লনয়নে নানা বিষয় নিরীক্ষণ

করিতে করিতে গমন করিল। এই যাত্রায় কলম্বস আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে-অকৃত কার্য হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহার উপর অনর্থক কিঞ্চিৎ অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্র তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাহাতে রাজা অত্যন্ত সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক নির্দ্দোষী জানিয়া তাঁহাকে বহুল স্তুতি-বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনের আদেশ করিলেন।

১৪৯৮ অব্দে মে মাসে তিনি পুনরায় জাহাজ সঞ্চালন করত দক্ষিণ আমরিকায় পিরুদেশের নিকট জাহাজ নোঙ্গর করিয়া তথায় কিয়ৎকাল যাপন করে। ঐ স্থানের লোকেরা স্বস্ব প্রকৃতির পরবশ হইয়া পরস্পরের অনেক অনিষ্ট করিতেছিল। অতএব স্পেনদেশস্থ রাজমন্ত্রিরা ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে তথায় একজন আমীন প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় গিয়া কলম্বসের প্রতি অকারণে দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া স্পেনদেশে প্রেরণ করেন। পরন্তু রাজা ও রাজ্ঞী কলম্বসের ক্লেশজনক বার্ত্তা শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া পূর্ব্বের মত মান ও সমাদর করিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষীয় যে২ ব্যক্তি ছিল তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিলেন। তথাপি তদবধি স্পেনীয়দিগের অমরিকাখণ্ডস্থ অধিকারের অধ্যক্ষপদে কলম্বস আর নিযুক্ত হয়েন নাই।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে স্পেন-দেশের মহারাণী অনুমতি করেন যে ভারতবর্ষে গমন নিমিত্ত একটি অবক্র পন্থা অন্বেষণ করা আবশ্যক। উক্ত আজ্ঞা পালনার্থে কলম্বস গমন করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে নানা ব্যাঘাত হওয়ায় কতক দিন ভ্রমণ করিয়া আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ক কোন কর্ম্মই সম্পাদন না করত ফিরিয়া আসিয়া তিনি শ্রবণ করিলেন যে তাঁহার প্রতিপালনকর্ত্রী ইসাবেলা রাজ্ঞী কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার অবস্থার উন্নতিবিষয়ে যে সকল আশারূপ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন তাহার ফলভোগ দূরে থাকুক্ মলের সহিত একবারেই উৎপাটিত হইল; যেহেতু রাজা ফর্ডিনাণ্ড অতি কুক্রিয়ান্বিত ও পরহিংসা পরদ্বেষ পরধনহরণ প্রভৃতি কুকর্ম্মে সততই রত এবং কৃতঘ্ন। আশ্রিত এবং উপকারী ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে আনুকূল্য করিতে কখনই মানস করিতেন না। অতএব তাঁহাদ্বারা উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কলম্বসের মনে এই সমস্ত দুর্ভাবনা দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, এবং তাঁহার দৌর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত ভাবনার ফলও তিনি অল্পদিবসের মধ্যে ভোগ করিয়াছিলেন। ক্রমে২ তিনি এমন দৈন্যাবস্থায় পতিত হইলেন যে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্তির ও দুঃখ উপস্থিত হইল। রাজার নৃশংসাচরণদ্বারা তাঁহাকে শীঘ্র রাজধানী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং তিনি প্রাচীনাবস্থায় অতি দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া "বালাডলিড্" নগরে ১৫০৬ অব্দের ২০ এ মে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

ম. না. ন্যা.

বাতি বানাইবার প্রকরণ।



অত্যন্ত প্রাচীনকালে এতদ্দেশে বাতির ব্যবহার ছিল কি না, তাহা অধুনা নিশ্চয়ে নিরূপণ করা দুষ্কর। পরন্তু বেদে তথা মনু ও রামায়ণে বাতির উল্লেখ না থাকায় বোধ হয়, যে তৎকালে বাতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে কি না, তাহা আমাদিগের নিশ্চিত স্মরণ হইতেছে না; দুই তিন জন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারাও কিছুই নিশ্চিত কহিতে পারিলেন না; অপর আ-

মরা এই ক্ষণে এপ্রকার প্রাপ্তাবকাশ নহি যে মহাভারতের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া স্থির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি। বোধ হয় তাহাতে বাতির কোন উল্লেখ না থাকিবেক। পরন্তু তৎকালে কর্পূরের বর্ত্তিকা ব্যবহৃত হইত এমত প্রমাণ আছে। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব-সময়ে দীপ ও তৈলেরই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদিগের চৈত্য-মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষে অনেক প্রদীপ দৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তিকাধারের সদৃশ কোন বস্তু দৃষ্ট হয় নাই। ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজপুত্র মহীপালদিগের সভায় বাতি জ্বলিত এমত বোধ হইতেছে; এবং সহস্র বৎসর হইল রাজস্থানপ্রসিদ্ধ চন্দকবি "পৃথ্বীরাও রাশো" নামক গ্রন্থে বাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তদবধি বাতি এতদ্দেশে সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে, এবং তাহার বানাইবার প্রকরণও সুতরাং জনসমাজে সুব্যক্ত হইয়াছে।

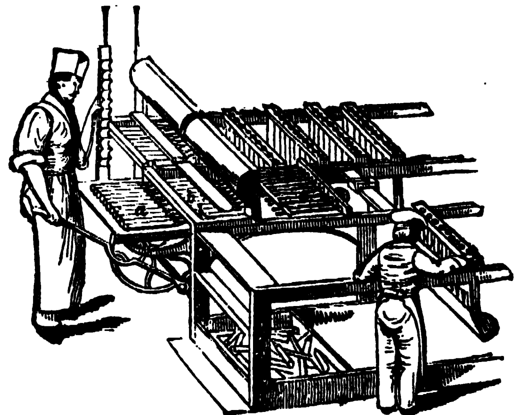
তৈলদীপের আলোক অপেক্ষা বর্ত্তিকার আলোক অনেক উজ্জ্বল, সুতরাং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সকলেই আপন২ গৃহে দীপের পরিবর্ত্তে বাতি জালাইয়া থাকেন। অপর বাতির মূল্যও অধিক, সুতরাং ইহা ধনাঢ্য ভিন্ন অন্যে ব্যবহৃত করিতে পারে না। পরন্তু বিলাতে নারিকেল সর্ষপাদি উত্তম তৈলপ্রদ পদার্থের অভাব প্রযুক্ত তত্রত্য সকলকে বাতি জালাইতে হয়, সুতরাং বাতির সুলভ করা শিল্পিদিগের অত্যন্ত বিধেয় হইয়াছে, এবং ঐ উৎসাহে বাতি বানাইবার অনেক অনুসন্ধানও হইতেছে।

সর্ব্বাদৌ এতদ্দেশে মোমের বাতিই প্রসিদ্ধ ছিল। তৎপরে বিলাতে গোমেদের বাতি প্রচলিত হয়। তদনন্তর মোমের সহিত তৈল মেদাদি মিশ্রিত করিয়া বাতি সুলভ করিবার উদ্যোগ হয়। তৎপরে তিমি নামক সমুদ্রজীবের মেদে বাতি প্রস্তুত হইল; এবং এই ক্ষণে নানাবিধ তৈলেও বাতি প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল পদার্থদ্বারা বাতি প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়া প্রায়ঃ একই প্রকার।

ঐ প্রক্রিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম বাতিবানাইবার দ্রব্যপরিষ্কারকরণ; দ্বিতীয়, বাতি নির্ম্মাণ করণ।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে মোম মেদ তৈল প্রভৃতি বাতি বানাইবার সকল পদার্থ এক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কৃত হইতে পারে না; প্রত্যেকের নিমিত্ত পৃথক্২ প্রক্রিয়ার অবলম্বন করিতে হয়। মোম মউচাকহইতে প্রথম সঙ্গৃহীত হইলে পীতবর্ণ থাকে। উত্তপ্ত জলে তাহা কিয়ৎকাল সিদ্ধ করিলে ঐ বর্ণ অনেক ম্লান হয়। পরে ঐ মোমের পাতল পাত করিয়া তাহা কএক দিবস সিক্তাবস্থায় রৌদ্রে রাখিলে পীত বর্ণ বিগত হইয়া মোম পরিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ হইয়া যায়। এই শুক্ল মোম বাতি বানাইবার উপযুক্ত।

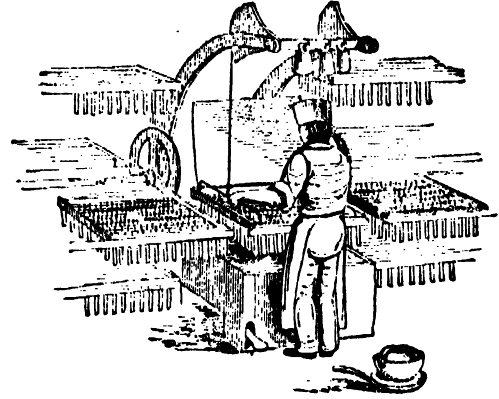
ঐ প্রক্রিয়া দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে; প্রথম প্রকার প্রক্রিয়ায় কতক গুলি বাতির ছাঁচ করিয়া তন্মধ্যে এক একটি সূতার পলিতা দিয়া তদুপরি গলিত মোম ঢালিয়া দিতে হয়। তাহাকে "ছাঁচে বাতি" কহে, এবং বিলাতে ঐ প্রকারে অনেক মোম ও মেদের বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদর্থে তথায় যে ছাঁচ ব্যবহৃত হয় তাহার আদর্শ নিম্নে মুদ্রিত হইল।



বাতিবানাইবার ছাচ।

এতদ্দেশে ছাঁচের বাতি প্রায়ঃ প্রস্তুত হয় না। তদন্যথায় এখানে "ডোবান বাতি" প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদর্থে প্রথমতঃ পলিতাসকল অতি সাবধানে প্রস্তুত করিতে হয়। বাতির স্থূলতা-ভেদে পলিতার সূত্রের ভেদ করা হইয়া থাকে। অতি স্থূল বাতিতে ১৬ গাছি সূত্র দেওয়া যায়, অন্যত্র ৮—১০ বা ১২ গাছি সূত্র থাকে। ঐ সূত্র কোমল ও বিশেষ শোষক-শক্তি-বিশিষ্ট হইলেই উত্তম হয়; এই নিমিত্ত বাতির পলিতায় তুরুষ্ক-দেশীয় সূত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সত্র অতিশয় কোমল, এবং তাহার একাগ্র জলে বা তৈলে বা দ্রব মেদে বা মোমে ডোবাইলে অতি সত্বরে তাহার সর্ব্বত্র ঐ স্নেহ পদার্থ প্রবিষ্ট হয়; সুতরাং অন্য সূত্রাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপে জলিয়া থাকে। বাতির পলিতার সকল সূত্র-গুলিন সমদীর্ঘ ও সমস্থূল হওয়া আবশ্যক, তথা ঐ সূত্রসকল এ প্রকারে পাকাইতে হয় যাহাতে পলিতা কোন মতে শক্ত না হইতে পারে। এই সকল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিলাতে এক সুচারু যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সূত্র দিলেই অনায়াসে প্রত্যহ সহস্র সহস্র উত্তম পলিতা প্রস্তুত হয়। ঐ যন্ত্রের অবয়ব এই প্রস্তাবের শেষে মুদ্রিত হইল।

পলিতা প্রস্তুত হইলে তাহা দ্রবীভূত মোম বা মেদে একবার ডুবাইয়া দৃঢ় করিতে হয়। পরে ঐ দৃঢ়ীকৃত পলিতা গুলি এক সারি করিয়া কোন দণ্ডে সংলগ্ন করত পুনঃ পুনঃ দ্রবীভূত মোমে ডুবাইতে হয়। এক এক বার মোমে ডুবাইলে পলিতায় যে মোম লাগে তাহা শীতল হইয়া কঠিন না হইলে ঐ পলিতা পুনরায় ডোবান যায় না; সুতরাং প্রতি বার ডোবানদ্বারা পলিতা সকল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া অবশেষে প্রয়োজনানুরূপ স্থূল হইলে তাহা পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিলেই বাতি প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় যে সকল মোমবাতি প্রস্তুত হয়, তদর্থে কোন বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার নাই। পরন্তু বিলাতে বাতিডোবান কর্ম্ম যন্ত্রদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রের আকৃতি নিম্নস্থ চিত্রে ব্যক্ত হইবে।



ডোবান বাতি বানাইবার যন্ত্র।

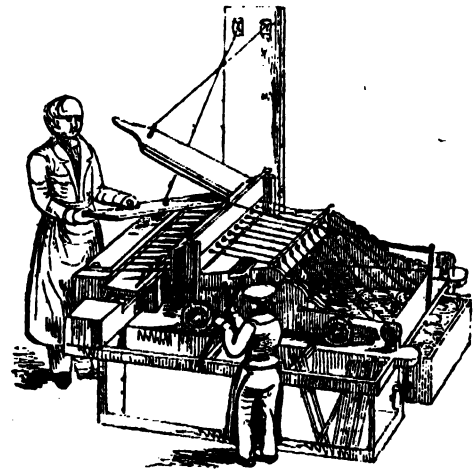
এতদ্দেশের অনেক স্থানে বাতি দ্রবীভূত মোমে না ডুবাইয়া হাতদ্বারা দ্রবীভূত মোম বাতির পলিতার উপরঢালা হয়; তাহাতেও উত্তম বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে; পরন্তু তাহাতে বৃথা শ্রমাধিক্য আছে, মানিতে হইবে।

মোমের বাতি গোমেদের বাতি হইতে অনেক উত্তম, কিন্তু তাহার মূল্যও অধিক। এই প্রযুক্ত সাধারণে তাহার প্রচুর রূপে ব্যবহার করিতে পারেন না। তিমিনামক জীবের মস্তকস্থ মেদে এক প্রকার বাতি হইয়া থাকে; তাহা মোমের বাতির তুল্য, কিন্তু তাহা সুলভ না হওয়াতে তাহারও প্রচুর ব্যবহারের ব্যাঘাত আছে। এই প্রযুক্ত সুলভ তৈল-মেদাদিতে উত্তম বাতি বানাইবার অনেক প্রযত্ন করা হয়; এবং অধুনা সে প্রযত্ন সফল হইয়াছে। সপ্রমাণিত হইয়াছে যে গোমেদে তিন প্রকার পদার্থ আছে; তাহার এক প্রকার পদার্থ স্বভাবতঃ দ্রব থাকে; এবং অপর দুই পদার্থ দৃঢ় থাকে। দ্রব পদার্থের নাম "ওলীইন" অর্থাৎ তৈলসার।

দুই দৃঢ় পদার্থের মধ্যে একের নাম "ষ্টীএরীন্" এবং অপরের নাম "মার্গারীন্।" নারিকেল তৈলে এই তিন পদার্থই আছে। এই তিন পদার্থকে পৃথক্ করিতে পারিলে দ্রব পদার্থ দীপের এবং দৃঢ় পদার্থদ্বয় বাতির উপযুক্ত হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে গে-লুসাক্ সাহেব প্রথমতঃ চরবির সহিত খার মিসাইয়া সাবান প্রস্তুত করেন। পরে ঐ সাবানে গন্ধকের দ্রাবক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঢালিয়া দেন; এবং ঐ দ্রাবক-জল ঢালিবার সময় সাবানের পাত্র ঈষদুষ্ণ রাখিয়া ক্রমাগত বিলোড়ন করেন। তাহাতে সাবানের খার দ্রাবকের সহিত মিলিত হয়, এবং মেদ পদার্থ জলের উপর ভাসিয়া উঠে।

অতঃপর মেদ শীতল হইলে তাহাকে বস্ত্র ও চটে আবৃত করিয়া কলে নিষ্পীড়িত করিতে হয়; তাহাতে মেদের দ্রব পদার্থ বস্ত্রহইতে ক্ষরিত হইয়া পড়ে, এবং দৃঢ় পদার্থ বস্ত্রমধ্যে থাকে। ঐ পদার্থ উষ্ণ জলে পরিষ্কৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহার বাতি বানাইলে তৈমেয় বাতির তুল্য হয়। পাম অইল নামক এক প্রকার তাল তৈলে এই নিয়মে বাতি হইয়া থাকে, এবং সম্প্রতি নারিকেল তৈলেও অত্যুত্তম বাতি হইতেছে। শেষোক্ত তৈলে বাতি বানাইবার নিমিত্ত তাহার সাবান বানাইবার প্রয়োজন নাই; কারণ শীতকালে নারিকেল তৈল স্বয়ং জমিয়া যায়; সেই অবস্থায় অত্যন্ত শীতের সময় তাহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া নিষ্পীড়ন করিলে ঐ তৈল হইতে এক প্রকার দ্রবতৈল ক্ষরিত হয়, এবং বস্ত্র মধ্যে এক প্রকার দৃঢ় তৈল অবশিষ্ট থাকে। ঐ দৃঢ় স্নেহ-পদার্থকে পুনঃ২ উষ্ণ জলে ধৌত ও পরিষ্কৃত করণান্তর তদ্দ্বারা বাতি বানাইলে মোমের বাতি হইতেও উত্তম বাতি প্রস্তুত হয়। অপর যে দ্রব তৈল নির্গত হয় তাহার এক শত সেরে একসের পরিমিত গন্ধক দ্রাবক ও ৩ সের জল মিশ্রিত করিয়া বিলোড়িত করিলে ঐ তৈলের মলা পৃথক্ হয়, এবং তৈল দীপে জালাইবার উপযুক্ত হয়।

মোমাপেক্ষা নারিকেল তৈল অনেক সুলভ, অথচ ইহাতে যে বাতি প্রস্তুত হয় তাহা অত্যুত্তম; এই প্রযুক্ত নারিকেল তৈলের বাতি বিলাতে অনেক প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশে দ্রব ও কঠিন ভাগ পৃথক্ করিবার প্রক্রিয়া না জানা প্রযুক্ত বাতি প্রস্তুতকারিরা নিরবচ্ছিন্ন নারিকেল তৈলের বাতি না বানাইয়া মোমের সহিত নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া বাত্তি প্রস্তুত করে। তাহাতে বাতির অধমত্বই ঘটিয়া থাকে। নারিকেলের তৈলাপেক্ষা কোঁচড়ার * তৈল অনেক সুলভ; এবং তাহাতে মার্গারীন্ ও ষ্টীএরীন্ নামক পদার্থ অনেক আছে; ঐ পদার্থে অত্যুত্তম বাতি প্রস্তুত হইতে পারে; অতএব যাহারা এ বিষয়ে উৎসাহী তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ তৈলের পরীক্ষা করেন। আমাদিগের বিবেচনায় যাঁহারা কোঁচড়ার বাতি বানাইতে কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহারা অবশ্যই অবিলম্বে ধনাঢ্য হইবেন।



বাতির পলিতা কাটিবার যন্ত্র।

* কোঁচড়ার অপরাভিধান মৌয়া। এই জাতীয় কএক বৃক্ষে মেদবৎ তৈল জমিয়া থাকে, তৎতাবতেই বাতি হইতে পারে।

রজতের আকর।



রজতের আকর পৃথিবী; তাহারই গর্ভে ঐ মনোহর ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সমুদ্রজলে তাহার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন পরম্পরাসিদ্ধ বাক্যও নাই। আমরা সর্ব্বদা দধিসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, লবণসমুদ্র, ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া থাকি, কিন্তু কখন রজতসমুদ্র এই শব্দ ব্যক্ত করি না। কবিরা রজতের সহিত সমুদ্রের তরঙ্গের বা কখন২ উহার নির্ম্মল সলিলের তুলনা করিয়া থাকেন; সে কেবল তাঁহাদিগের কল্পনা-শক্তির ধর্ম্মমাত্র; তাহাতে সমুদ্রে রজত আছে এমত কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। পরন্ত রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী মহাশয়েরা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, যে সমুদ্র জলে বাস্তবিক রূপা বর্ত্তমান আছে। ঐ রজত পৃথক্‌কৃত হইলে প্রতিচতুরস্র-ক্রোশ পরিমিত-জলহইতে পাঁচপোয়া রজত পাওয়া যাইতে পারে। পাথুরিয়া কয়লা ও উদ্ভিৎ পদার্থেও রজত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বৃষের রক্তেতে রূপা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বোধ হয় তাহা বৃষের ভক্ষ্য উদ্ভিৎ পদার্থের সহিত তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। সমুদ্রকুলহইতে অধিক দূরে জন্মিয়াছে এমত ওক বীচ ও শেব বৃক্ষেতেও রূপা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সমুদ্রশৈবালে সমুদ্রজলের অপেক্ষায় অধিক রূপা আছে। স্থলজবৃক্ষের সদৃশ সমুদ্রজবৃক্ষের মূল নাই, যাহাদ্বারা রস আকর্ষণ করিতে পারে; অতএব সমুদ্র জলই তাহাতে রূপা উৎপাদনের কারণ। ফীলড নামক কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে তাম্র সমুদ্রজলে সংস্পৃষ্ট থাকিলে তদুপরি রজত ন্যস্ত হইয়া থাকে।

নিশীপাওন।



বিধার্থ-সন্দুহ-প্রকটনে আমরা ১৭৭৩ শকাব্দায় সঙ্কল্পিত হই; তদবধি ৩ বৎসরকাল সানুকম্প পাঠকদিগের সহিত আমাদিগের সদালাপ থাকায় অনেকেই আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন; এবং আমাদিগের জীবনসম্বন্ধের কোন আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; এই বোধে ভূতদ্বারা তস্কর ধৃতকরণের যে সদুপায় আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম তাহা এতৎপত্রের পূর্ব্বখণ্ডে প্রকটিত করিয়াছি। তদুপলক্ষে অপর একটি ভৌতিক ঘটনা আমাদিগের স্মরণ হইয়াছে; সঙ্কল্পিত প্রস্তাবোপলক্ষে তাহা অসংলগ্ন বোধ হইবেক না। ঐ ঘটনা আমাদিগের ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে ঘটিয়াছিল। তৎকালে একদা রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় আমরা অঘোরনিদ্রায় আচ্ছন্ন আছি, ইত্যবকাশে বোধ হইল যেন প্রাতঃকাল হইয়াছে, এবং কোন সহাধ্যায়ী গৃহসন্নিকটে আসিয়া ডাকিতেছে। ঐ ভ্রম হইবামাত্র আমরা শয্যাহইতে উঠিয়া বেগে পাঠশালার অভিমুখে ধাবমান হইলাম; কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই গৃহস্থ কোন ব্যক্তি আমাদিগকে ধরিয়া আনিলেক। তখন চেতনা হইবার পর বোধ হইল যে আমরা নিদ্রিতাবস্থায় মুদ্রিতনয়নে প্রচ্ছন্নচেতনায় ভ্রমের অনুগামী হইয়াছিলাম। আমাদিগের প্রৌঢ়া বাক্‌কুশলা রক্ষয়িত্রী কোন কুটুম্বিনী ঐ উপলক্ষে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে নিদ্রাবস্থায় তিন ডাকের পূর্ব্বে উত্তর দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু রাত্রিতে ভূতেরাই ডাকিয়া থাকে; তাহাদিগের

সহিত গমন করিলে তাহারা যাত্রীকে পথিমধ্যে কোন পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত করে; অতএব রাত্রিকালে ডাক শুনিলে প্রথমত হস্তদ্বারা চক্ষু-মর্দ্দন করত জাগ্রদবস্থা সাবস্থ্য করিয়া পরে ডাকের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ভূতেরা নিদ্রিত মনুষ্যকেই ডাকিয়া লইয়া যায়, জাগ্রৎ মনুষ্যের অপকার করে না। তিনি আরও কহিতেন যে ভূতেরা এই প্রকারে মনুষ্যকে লইয়া গিয়া কোন বৃক্ষকোটরে সংস্থাপন করত প্রত্যহ তাহার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে, তাহাতে ঐ মনুষ্য ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এবংবিধ অনিষ্টানুরত ভূতের নাম "নিশী," এবং তাহাদের বশীভূতও হওয়ার নাম "নিশীপাওন।"

আমাদিগের অচতুরা কুটম্বনী নিশীর অনেক কথা কহিতেন, কিন্তু তিনি তাহার সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন না; দুই একটা বাঙ্গালী নিশীর ঐতিহ্যপ্রমাণে আপন অনুমান স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতি নিশীর কিছুই জানিতেন না; বোধ হয় তাহাদের কথা শুনিলে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপন মতের অনেক পরিবর্ত্তন করিতেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা তৎকালে ইংরাজি ভাষা জ্ঞাত ছিলাম না; তাহা হইলে আমরা অবশ্যই ইংরাজি নিশীর গল্পে ঐ অচতুরাকে অপর্য্যাপ্ত কৌতুহলান্বিতা করিতাম। এইক্ষণে তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রিয়পাঠকদিগের সন্তোষণে রত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা কেহই ভূত মানেন না; সুতরাং তাঁহারা নিশীপাওয়া ভূত সম্পাদিত না মানিয়া অজীর্ণ বা স্বপ্ন সম্পাদিত বলিতে পারেন। এই আধুনিক মতে গল্পরসের হানি হইতে পারে; পরন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে নিশীর সহিত স্বপ্নের সাদৃশ্য আছে; তবে সামান্য স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নের ক্রিয়াসকল মনেতেই নিষ্পাদিত হয়, স্বপ্নদর্শকের দেহ স্বপ্নগত কার্য্যের নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হয় না; নিশী-পাওয়ায় স্বপ্নের সাহায্যে দেহও নিযুক্ত হইয়া স্বপ্ন দৃষ্ট কার্য্য প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করে; অথচ ঐ অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়-সকল সুষুপ্ত থাকে। স্বপ্ন ও নিশীপাওয়ায় এই-মাত্রপ্রভেদ; অতএব এই উভয়কে এক জাতীয় দেহকার্য্য অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

এই কায়িক ও মানসিক স্বপ্নে সামান্যতঃ মনুষ্য নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করিয়া থাকে; অনেকে নিদ্রায় গোঙায়, কোন কোন মনুষ্য স্বপ্নের ঘোরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিদ্রাভঙ্গপর্য্যন্ত পথে ক্ষিপ্তপ্রায়ঃ ব্যবহার করে; অথচ তাহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না।

ঐ অবস্থায় তাহাদের নয়ন মুদ্রিত থাকে, অথচ তাহারা আপন মনোভিনিবিষ্ট পদার্থ স্পষ্ট দেখিতে পায়। ডাইওজিনিস্ লিয়ার্শিয়স্ বলিয়াছেন যে থিওন নামা কোন দার্শনিক নিদ্রাবস্থায় অনেক ভ্রমণ করিতেন, গেলেন্ নামা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কহেন, তিনি নিশীপাওয়া বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু একদা তিনি নানা স্বপ্ন দেখিতে২ নিদ্রিতাবস্থায় এক পোয়া পথ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক প্রস্তরের উপর পড়িয়া নিশী ত্যক্ত হন।

পরন্তু নিশী কেবল নিদ্রাতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। ফ্রান্সদেশে কোন যুবা ধর্ম্মোপদেষ্টা নিশার প্রভাবে নিদ্রিতাবস্থায় শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করত মেজের নিকট বসিয়া পরমেশ্বরের স্তোত্র লিখিতেন। তৎকালে সামান্য লোকহইতে তাঁহার কিছুই ভেদ থাকিত না। এক পৃষ্ঠা লেখা শেষ হইলে উচ্চৈঃস্বরে তাহা পাঠ করিয়া জাগ্রদবস্থায় মনুষ্য যে প্রকারে অশুদ্ধ বা ভ্রম ঘটিলে তাহা সংশোধিত করে তিনিও অবিকল তদ্রূপ

করিতেন; তৎসময়ে তাহার নয়নদ্বয় মুদ্রিত থাকিত; ও নয়ন ও লেখ্য কাগজের মধ্যে একখানা কাষ্ঠফলক ধরিলেও তাঁহার যথাস্থানে সংশোধনীয় চিহ্ন দিতে কোন ব্যাঘাত হইত না; অথচ ঐ কাষ্ঠফলককে তিনি দেখিতে পাইতেন না। যে ভূতদ্বারা এ ব্যক্তি প্ররোচিত হইত, বোধ হয়, সে ধার্ম্মিক হইবেক, নচেৎ ভূত হইয়া দুষ্কর্ম্মে না লওয়াইয়া সে পরমেশ্বরের স্তব বিরচনে কেন প্রেরণ করিতেন? এই ভূতকে ধার্ম্মিক বলিলে অপর একটিকে ইয়ার ভূত বলিতে হয়, যেহেতু গাসেণ্ডী সাহেব লেখেন যে তাহার আদেশে ইটালী দেশে মদ্যপানে আশক্ত এক ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য পরিচ্ছদ ধারণ করত বাটীর তলস্থ মদ্যের ভাণ্ডারে গিয়া অনায়াসে মদ্য পান করিত; অন্ধকার রাত্রিতে মুদ্রিতনয়নে নানা গৃহমধ্যে ভ্রমণ সময়ে কোন বাধা পাইত না; কিন্তু দৈবাৎ কোন রাত্রিতে পথে বা মদ্য-ভাণ্ডারে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহাকে অন্ধকারে অনেক ক্লেশে প্রত্যাগমন করিতে হইত। রাত্রিতে নিশীপ্রাপ্তাবস্থায় সে স্বীয় পত্নীকে জাগ্রদ্ ব্যক্তির ন্যায় উত্তর দিত, কিন্তু প্রাতঃকালে তাহার কোন কথারই স্মরণ থাকিত না। গাসেণ্ডী আরও কহিয়াছেন যে উড়িষ্যা-দেশীয় রণপা-নামক কাষ্ঠপদে আরোহণ করিয়া এক ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় এক বেগবতী নদী পার হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে রাত্রিতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে তাহার সাহস হয় নাই। কোন সময়ে তিন ভ্রাতার এইরূপে এককালে নিশী প্রাপ্তি হইয়াছিল।

কথিত আছে, এই নিশী পাওয়া ছোঁয়াচরোগের ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সুতরাং এক জনের দেহহইতে ইহা তন্নিকটস্থ অন্যেরও হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু বোধ হয় সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; যেহেতু ভূতেরা এক জনকে পাইলেই প্রায়ঃ সন্তুষ্ট থাকে; এক কালে বহু ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হয় না। অপর ভূতের সঙ্খ্যাও অধিক নহে; কদাচ কখন দুই একটা ভূত দৃষ্ট হয়; একত্র বহু সঙ্খ্যক ভূত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং প্রায়ঃ তাহাদিগের এককালে অনেক পাওয়া হইতে পারে না। চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন যে নিশী পাওয়ার সহিত অজীর্ণের সম্বন্ধ আছে, বহুকাল অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিশী পাইয়া থাকে; অতএব নিশীপাওয়ার নিবারণের নিমিত্ত অজীর্ণ রোগেরই ঔষধি প্রশস্ত। একথা অবশ্য গ্রাহ্য; যেহেতু যে সকল চিকিৎসকেরা এই পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাঁহারা অত্যন্ত মান্য এবং বহুদর্শী পণ্ডিত; পরন্তু ইহাতে আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহার সাহায্যে অনেকেই আমাদিগের নিশীকে এককালে উড়াইয়া দেন, এবং কহেন অজীর্ণে অধিক স্বপ্ন হয়, এবং প্রগাঢ় স্বপ্নে নিশী পাওয়া ঘটে; ভূতের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। এই মতের পোষকতা-করণার্থে তাঁহারা ভূতে-পাওয়া ব্যাপারকে ব্যাধিজনিত সাব্যস্থ করিয়া উভয়ের রম্যতাকে এককালে নষ্ট করেন। ভূতে-পাওয়া ব্যাপার পাঠকবৃন্দ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা কেবল অল্পবয়স্কা রমণীদিগেরই ঘটিয়া থাকে। তাহারা মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্ষণ অপস্মারাবস্থায় বিমুগ্ধ থাকিয়া পরে কিয়ৎকাল বাচাল হয়, এবং অবশেষে ভূতের আবেশ নিবৃত্ত হইলে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; তখন আর ভূতেপাওয়া অবস্থার কোন কথার স্মৃতি থাকে না। এই অবস্থায় কোন২ রমণী ভবিষ্যদ্ বাণীও কহিয়া থাকেন; এবং কেহ কেহ এমত বলবতী হয় যে অনায়াসে পূর্ণঘট দন্তদ্বারা ধরিয়া ভ্রমণ করিতে পারে।

স্পেনসর সাহেব সরকেশিয়া-দেশে ভ্রমণ

কালে দেখিয়াছিলেন, সরকশজাতীয় দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা এক বালিকা দুই বৎসরাবধি নিশী প্রাপ্তির প্রলাপ ভোগ করিয়াছিল। প্রলাপ উপস্থিত হইলে তাহা এক সপ্তাহ হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিত। এতাবৎকালে ঐ অবস্থায় সে চিকুণের কর্ম্ম করিত বংশী বাজাইত ও নানা গান করিত। তদবস্থায় তাহার ভবিষ্যদ্বক্তৃতা-শক্তিও উৎপন্ন হইত, এবং আপন দেশের মঙ্গলসম্বন্ধীয় কোন কোন কথাও পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্ত করিত। প্রলাপ বিগত হইলে কিয়ৎকাল তাহার মুখহইতে স্পষ্ট বাক্ নিঃসৃত হইত না। অপর ঐ বালিকা পীড়া, ভোগকালে স্বদেশীয় বীরপুরুষদিগকে বলিত, "রুশীয়দিগের সহিত যুদ্ধে তোমরা কখন পরাভূত হইবে না।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার এই সকল বিষয়ের একটী কথারও স্মরণ থাকিত না।

কল্কুহুন সাহেব এই দৃষ্টান্তাপেক্ষায় এক অত্যন্তাশ্চর্য্য বিবরণ আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। তাহাতে ব্যক্ত হয় যে ফ্রান্স দেশে দ্বাবিংশতি বৎসর-বয়স্কা এক স্ত্রী মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইত, এবং তখন তাহার দেহের এমত অবস্থা হইত যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে প্রকারে রাখা যাইত তাহা তদবস্থাতেই থাকিত; কোন মতে অবস্থান্তর হইত না; এবং তাহার চেতনা এককালে বিলুপ্ত হইত। কএক মিনিট এই অবস্থায় থাকিয়া সে জৃম্ভণ করিতে করিতে উঠিয়া বসিত, এবং অনর্গল নানা কথা কহিতে থাকিত। ঐ কথা পূর্ব্বে মূর্চ্ছাবস্থায় যে কথা কহিয়াছিল তাহারই ক্রমান্বয় অথবা ধর্ম্মবিষয়ক কোন আলোচনা বোধ হইত। মধ্যে মধ্যে আপন আলাপিদিগকে সে হেঁয়ালি কহিত, কিম্বা কোন উপহাস করিত। তৎসময়ে সুস্থ মনুষ্যে যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া থাকে তাহারও তদ্রূপ হইত; কোন মতে ত্রুটি হইত না। এই অবস্থায় তাহার নয়ন বিকশিত থাকিত অথচ তাহাতে কিছুমাত্র চেতনা থাকিত না। নিশ্চেতনাবস্থার সপ্রমাণ করিবার মানসে তাহার নয়নপুত্তলিকায় অঙ্গুলী স্পৃষ্ট করা হইয়াছিল, প্রজ্বলিত দীপ এ প্রকার নিকটে রাখা হইয়াছিল, যে তাহাতে তাহার ভ্রূ দগ্ধ হইয়াছিল, এবং উৎকট শব্দ করা হইয়াছিল, তত্রাপি তাহার কোন মতে কোন চেতনা হয় নাই। অতঃপর তাহার মুখে এবং চক্ষুতে ব্রাণ্ডিমদিরা এবং ওদিলূস্ নামক নিসাদরের প্রখর আরক দেওয়া যায়, তাহাতেও তাহার চেতনা হয় নাই। অপর নাসিকায় অত্যন্ত উগ্র নস্য দেওয়া হইয়াছিল, সূচিকাদ্বারা গাত্র বিদ্ধ করা গিয়াছিল, এবং অঙ্গুলী মর্দ্দিত করিয়া দেওয়াগিয়াছিল; কিন্তু তৎসমুদায়ে তাহাকে সচেতন করিতে পারে নাই। রমণী এতদবস্থায় দুই ঘণ্টা কাল যাপন করত শয্যাহইতে অবরোহণ করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিত, এবং নিকটস্থ কোন গোপনীয় গৃহে আপন প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া স্বশয্যায় প্রত্যাগমন করিত। তৎকালে সে সম্পূর্ণ অচেতন থাকিত; অথচ ঐ ভ্রমণ করিতে কখন কোন দ্রব্যের উপর পড়িত না, অনায়াসে পথ নিরূপণ করিয়া চলিত; কোন মতে কোন ক্লেশ বোধ করিত না। অতঃপর শয্যায় বস্ত্রে দেহকে আবৃত করত কিয়ৎকাল অচেতন থাকিয়া সে জাগৃত হইত। তখন পীড়িতাবস্থার বিবরণ তাহার মনে কিছুমাত্র থাকিত না। কেহ তাহাকে তদ্বিষয়ে কিছু কহিলে সে অত্যন্ত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রোদন করিত। এই ঘটনা পীড়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; যেহেতু এবম্প্রকার পীড়িতেরা কেহ কেহ চিকিৎসকের সাহায্যে আরোগ্য হইয়াছে; এবং ইহার সহিত নিশীপাওয়ারও যে নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহাও সম্ভবপর বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার

করিলে আমাদের নিশার সমস্ত রম্যতা ভ্রষ্ট হইয়া যায়, অতএব আমাদিগকে এই স্থানেই নিরস্ত হইতে হইল। সমস্ত সৃষ্টপদার্থ বর্ত্তমান থাকিতে নিশা ও ভূতের সহিত কলহ করা কোন মতে শ্রেয়ঃকল্প নহে।

নূতন গ্রন্থের প্রকাশ।



আমাদিগের মানস ছিল যে সময়ে২ নূতন গ্রন্থমাত্রেরই সমালোচন করিব; কিন্তু অধুনা যে সত্বরে নূতন গ্রন্থসকল প্রকটিত হইতেছে তৎসমুদায়ের সমালোচন করিতে হইলে অন্যান্য প্রকার প্রস্তাব লিখিবার কিঞ্চিন্মাত্র অবকাশ থাকে না; তথা বিবিধার্থের বর্ত্তমান আয়তনে স্থানসঙ্কীর্ণতার সম্যক্ সম্ভাবনা; সুতরাং আমাদিগের মানস সিদ্ধ হইবার উপায় নাই, এবং অন্য পন্থার অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এই প্রযুক্ত মানস করিয়াছি যে আমরা যে কোন নূতন গ্রন্থের সংবাদ পাইব তাহার নাম তৎক্ষণাৎ বিবিধার্থে প্রকটিত করিব; তন্মধ্যে যে খানি আমাদিগের মনোনীত হইবে তাহারই সমালোচন হইবে। বিলাতে সমালোচক-গ্রন্থে এ প্রথা প্রসিদ্ধ আছে, এবং এতদ্দেশে তাহার প্রচারে পাঠক ও গ্রন্থকার উভয়ের উপকার সম্ভাবনীয়। পাঠকবর্গ ইহাদ্বারা সময়ে২ নূতন গ্রন্থের নাম জ্ঞাত হইতে পারিবেন; এবং গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হইয়া অনায়াসে অধিক বিক্রীত হইবে। এই লাভের আশয়ে বিলাতীয় গ্রন্থকারেরা আপন২ নূতন পুস্তক একএকখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে দিয়া থাকেন। এতদ্দেশেও কেহ কেহ তৎপ্রথানুবর্ত্তী বটেন; কিন্তু অনেকেই তাহাতে বিরত হওয়াতে তথা ব্যয়কুণ্ঠতা-প্রযুক্ত নূতন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন না করাতে, সম্পাদকেরা নূতন গ্রন্থের নামও সহসা জ্ঞাত হয়েন না; সুতরাং তাহার নাম প্রচার করিতে অক্ষম হন। এ বিষয়ে বিলাতীয় রীতি এতদ্দেশে প্রচলিত হইলে গ্রন্থকারদিগেরই অনেক উপকার সম্ভবে। আমাদিগের এ উক্তিতে খলেরা মনে করিতে পারেন পূর্ব্বাভাষে আমাদিগের এই মাত্র মানস যে বিনাব্যয়ে অন্যের নূতন গ্রন্থ বিপ্রলম্ভন করি। ঐ কুবিতর্কিদিগের মনস্তুষ্ট্যর্থে বক্তব্য যে এই প্রস্তাবদ্বারা আমরা বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে কেহ আমাদিগকে নূতন গ্রন্থ পাঠাইবেন আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার ন্যায্য মূল্য দিয়া এক এক খণ্ড ক্রয় করিব, এবং কলিকাতাস্থ বাঙ্গালি সহযোগী সম্পাদক ভায়াদিগের অনেকের দৃষ্টান্তানুসারে গ্রন্থোপঢৌকন লইয়া নিস্তব্ধ থাকার পরিবর্ত্তে গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন করিব, ও স্বেচ্ছানুসারে তাহার সমালোচনও করিব।

সম্প্রতি যে সকল পুস্তক আমরা কএক মাসাবধি প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে তাহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

১। গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ। অহল্যা হর্ভ্ডিকার জীবনবৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরাজিভাষাহইতে অনুবাদিত। মূল্য ৵১। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অহল্যা নাম্নী এক হর্ভ্ডিকার পিতৃমাতৃকর্ত্তৃক হুমায়ুন পাদশাহের দৌর্ভাগ্যাবস্থায় উপকার ও হর্ভ্ডিকার সৌভাগ্য বিষয়ক একটি সুচারু গল্প অতি মনোহররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। তের পয়সায় ইহাহইতে উত্তম পুস্তক কুত্রাপি প্রাপ্য নহে।

২। ঐ। নুরজাঁহান রাজ্ঞীর জীবন চরিত। পূর্ব্বোক্ত অনুবাদকদ্বারা অনুবাদিত।

শাহ জহাঁ পাদশাহের সুবিখ্যাত অদ্বিতীয়-রূপলাবণ্যময়ী বুদ্ধিমতী রমণীর নাম ভূমণ্ডলের সকল সভ্যসমাজে বিখ্যাত আছে; কিন্তু তাহার জীবনবৃত্তান্ত বঙ্গদেশীয়েরা সুচারুরূপে জ্ঞাত নহেন। সেই অজ্ঞানতিমিরনাশের নিমিত্ত এই পুস্তক বিশেষ ফলদায়ক।

৩। "বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা।" পূর্ব্বোক্ত অনুবাদককর্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে একটি কল্পিত আখ্যায়িকা সুন্দররূপে উপন্যস্থ হইয়াছে; বালকদিগের পক্ষে ইহা অবশ্যই সুরস বোধ হইবে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখো এই ও এবম্প্রকার অপর কএকটি গল্প অনবাদিত করায় বালকদিগকে পুরস্কার দিবার অত্যুপযুক্ত উপহার প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের অল্পবয়স্ক পুত্র বা কন্যা আছে তাঁহারা সকলেই ঐ উপহার ক্রয় করিবেন, সন্দেহ নাই। তদর্থে ব্যয়েরও আধিক্য আবশ্যক করে না, অথচ তাহাতে বালকদিগের মনোরঞ্জনের সুচারু উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪। "নীতিদর্পণ প্রথমখণ্ড। শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।" ইহাতে ঈশ্বরপরায়ণতা, শিষ্টাচার, সন্তোষ, নম্রতা, মানবজীবনের অস্থিরতা, প্রভৃতি কএক নীতিগর্ভ প্রস্তাব প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে।

৫। "কাপ্তেন ডি, এল, রিচর্ডসন সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত। কে-সাহেব প্রণীত উক্ত মহাশয়ের সঙ্ক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত ও অন্যান্য স্থানহইতে মর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।" বোধ হয় এই ক্ষুদ্র পুস্তক রিচার্ডসন সাহেবের কোন ছাত্রকর্তৃক অনুবাদিত হইয়া থাকিবেক। ইহার অভিপ্রায় উত্তম বটে, এবং মুদ্রাঙ্কনও মন্দ নহে। ইহাতে লেখকের গুরুভক্তির চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে, এবং বোধ হয়, যে অধ্যবসায় সহকারে কিঞ্চিৎ শ্রম করিলে গ্রন্থকর্ত্তা ইংরাজি বাঙ্গলা উভয়েরই সুলেখক হইবেন। এই ক্ষণে তাঁহার ইংরাজি ভূমিকা রিচার্ডসন সাহেবের উপদেশের সৎফলস্বরূপ বোধ হয় না।

"ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা। শিশুদিগের বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রথম পুস্তক, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন প্রণীত।" পঞ্চমাবধি দশমবর্ষ পর্য্যন্ত বালকদিগের সুশিক্ষার্থে যে সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা সর্ব্বপ্রধান। কীথ সাহেবের অশুদ্ধের ভাণ্ডস্বরূপ বাঙ্গালাব্যাকরণহইতে ইহা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আমরা বিশ্বাস করি বাঙ্গালা পাঠশালা মাত্রেই ইহা প্রচলিত হইবে, যেহেতু শিক্ষকেরা ইহার অভাবে এক্ষণে ব্যাকরণ শিক্ষা করাইতে অক্ষম হইয়াছেন। তাহা হইলে পুস্তকের যে কএক স্থানে সামান্য ভ্রম হইয়াছে, গ্রন্থকার পুস্তকের পুনর্মুদ্রাঙ্কন সময়ে অনায়াসে তাহার পরিশুদ্ধ করিতে পারিবেন।
